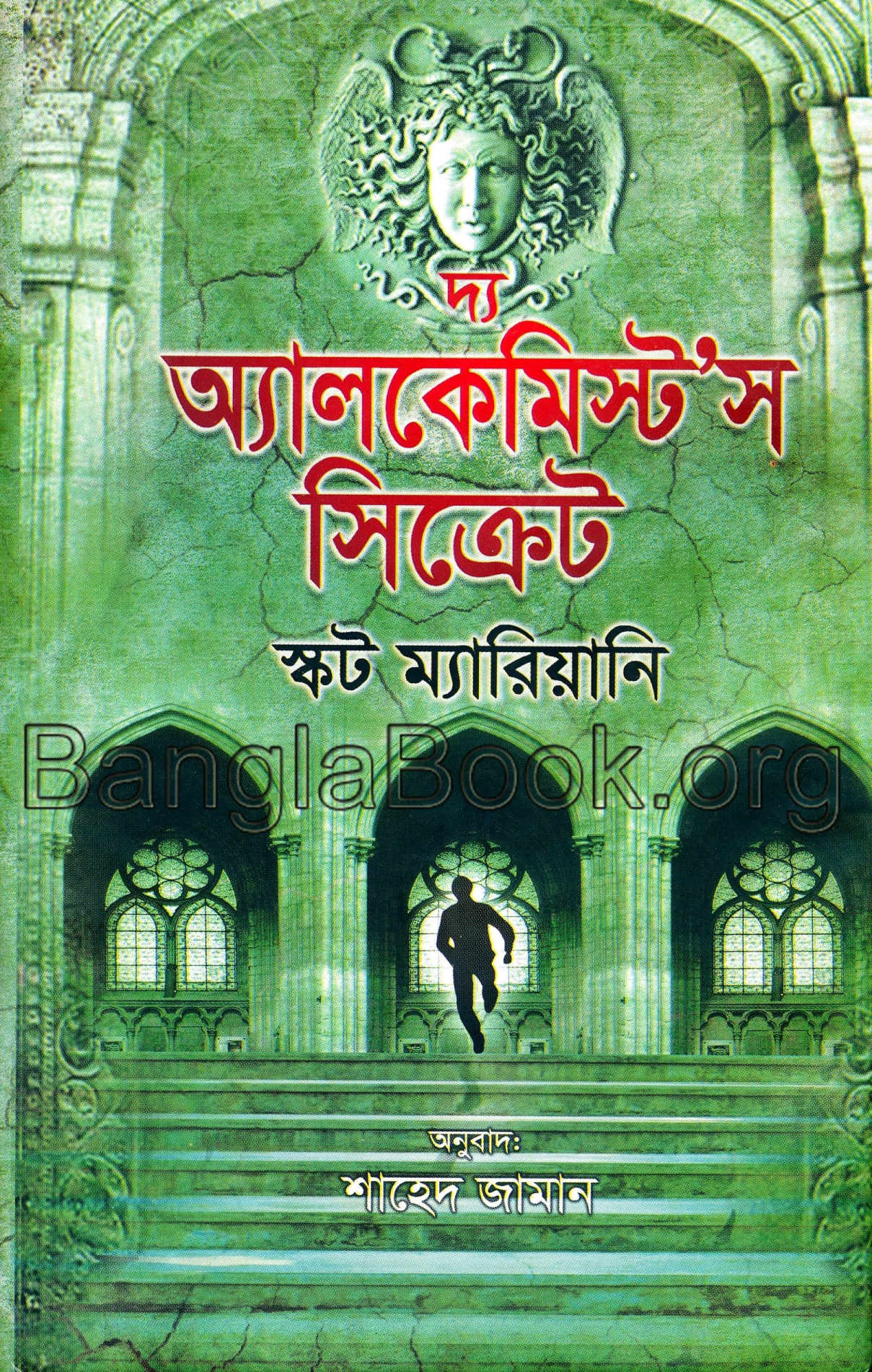

# দ্য অ্যালকেমিস্ট'স সিক্রেট

স্কট ম্যারিয়ানি

BanglaBook.org

অনুবাদঃ

শাহেদ জামান

বেন হোপের পেশা কিডন্যাপ হওয়া শিশুদের উদ্ধার করে আনা। ও কিভাবে সেবাস্টিয়ান ফেয়ারফ্যাক্সের ক্যান্সারে আক্রান্ত নাতনি রুথকে বাঁচাবে? শেষপর্যন্ত কি রূপকথার গল্পও বিশ্বাস করতে হবে ওকে?

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে যে লোককে শেষবার দেখা গেছে, এবং যখন তার বয়স ছিল আশি বছরের মতো, তাকে এখন কিভাবে খুঁজে বের করা সম্ভব? তাহলে কি সত্যিই সেই কিংবদন্তির 'এলিক্সির অফ লাইফ' আবিষ্কার করেছিল সে? অনন্তজীবনের চাবিকাঠি কি সত্যিই আছে?

গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনি কারা? ড. রবার্টা রাইডার আর বেন হোপের পেছনে মরিয়া হয়ে কারা লেগে আছে? কি আছে বদ্ধ উন্মাদ ক্লাউস রেনফিল্ডের রহস্যময় ডায়রিতে?

দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে ওরা দু'জন, একই সাথে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে অদ্ভুত এক রহস্যের সমাধান। ওদের পিছু ধাওয়া করেছে দ্য ইনকুইজিটর ফ্র্যাংকো বোজা, মানুষ জবাই করা যার প্রিয় কাজ। কার ভাগ্যে শিঁকে ছিঁড়বে শেষ পর্যন্ত? কে পাবে অনন্তযৌবনের সন্ধান?

"ড্যান ব্রাউনের ভক্তরা এই বইটি দারুণ উপভোগ করবেন।"

—ক্লোজার

"স্কট ম্যারিয়ানিকে চোখে পড়ার মতো অবস্থানে নিয়ে এসেছে এই বই।"

—এম জে রোজ
আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার দ্য রিইনকারশেনিস্টের লেখক

প্রাক্তন এসএএস বেন হোপকে থামানোর জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সব ভয়ঙ্কর শত্রুদের আক্রমণ, উত্তেজনা, বুলেটের ঝড়, প্রতিটি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা, সেই সাথে রহস্যের হাতছানিতে ঠাসা... থ্রিলারের যা হওয়া উচিত ঠিক তাই, বরং আরও এক ধাপ বেশি।"

—জো মুর
আন্তর্জাতিক বেস্টসেলার দ্য গ্রেইল কনসপাইরেসির লেখক।

ISBN 978-984-91702-6-6
9 789849 170266

স্কট ম্যারিয়ানির জন্ম স্কটল্যান্ডের সেইন্ট অ্যান্ড্রুস-এ। অক্সফোর্ডে আধুনিক ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তিনি, এবং কর্মজীবনে অনুবাদক, পেশাদার মিউজিশিয়ান, পিস্তল শুটিং প্রশিক্ষক এবং ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সব শেষে ঢুকে পড়েছেন পুরোদস্তুর লেখালেখির জগতে। বেশ কয়েক বছর ইটালি এবং ফ্রান্সে কাটানোর পর পশ্চিম ওয়েলসে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তৈরি এক পুরনো বাড়িতে লেখালেখির আদর্শ আশ্রয় তৈরি করে নিয়েছেন তিনি। লেখালেখি ছাড়াও তার প্রিয় কাজ হচ্ছে জ্যাজ শোনা, মুভি দেখা, ক্ল্যাসিক মোটরসাইকেল চালানো এবং জ্যোতির্বিদ্যা অনুশীলন করা।

**অনুবাদক**

শাহেদ জামানের জন্ম ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুন। নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা। স্কুল ও কলেজ নারায়ণগঞ্জেই, মাইক্রোবায়োলজিতে অনার্স করেছেন যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। একই বিষয়ে মাস্টার্স করেছেন স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে। লেখালেখির শুরু ব্লগ থেকে। ছোটগল্প এবং কবিতা দিয়ে শুরু, এখন প্রধানত গল্প ও অনুবাদ উপন্যাস লিখছেন। ইতোমধ্যে তাঁর ছয়টি অনুবাদ বের হয়েছে। সামনে নিজের মৌলিক উপন্যাস লিখতে চান।

# দ্য অ্যালকেমিস্ট'স সিক্রেট

স্কট ম্যারিয়ানি

অনুবাদ  শাহেদ জামান

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রেদলা

দ্য অ্যালকেমিস্ট'স সিক্রেট
স্কট ম্যারিয়ানি
অনুবাদ : শাহেদ জামান

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা-২০১৭

রোদেলা ৪১১

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০।
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মূল প্রচ্ছদ অবলম্বনে রোমেল রায়হান

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০।

**মূল্য: ৪২০.০০ টাকা মাত্র**

---

THE ALCHEMIST'S SECRET By Scott Mariani
Translated by Shahed Zaman
First Published *Ekushe Baimela 2017*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail: E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price: Tk. 420.00 Only US $ 10.00
ISBN: 978-984-91702-6-6 Code: 411

মার্কো, মিরিয়াম এবং লুকাকে

হতাশ না হয়ে খুঁজে চলো, ভাই; আমি জানি যে কাজটা কঠিন।
কিন্তু বিপদ ছাড়া বিজয় আর খ্যাতি ছাড়া বীরত্ব একই কথা।

–অ্যালকেমিস্ট ফুলকানেলি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

## এক.

### ফ্রান্স, অক্টোবর ২০০১

হ্যাটটা শক্ত করে বসিয়ে নিলেন ফাদার প্যাসকাল ক্যামব্রিয়েল, বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে উঁচু করে তুলে দিলেন কোটের কলার। ঝড়ে তার মুরগির ঘরের দরজা খুলে গেছে, ভয়ে এদিক ওদিক পালাচ্ছে পাখিগুলো। চৌষট্টি বছর বয়স্ক পাদ্রী নিজের লাঠি দিয়ে তাড়া করে তাদের এক এক করে আবার ভেতরে ঢোকাচ্ছেন, একই সাথে গুনে নিচ্ছেন তাদের সংখ্যা। রাতটা আসলেও খুব খারাপ।

বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল সামনের উঠোন, একই সাথে প্রাচীন পাথরের গ্রামটা। তার কটেজের বাগানের বাইরেই রয়েছে দশম শতাব্দীতে তৈরি সেইন্ট-জ্য চার্চ, সাথে ভেঙে পড়া কবরফলক আর আইভি লতার ঝাড়সহ একটা সাধারণ চেহারার কবরস্থান। আকাশ চিরে দেয়া বিদ্যুতের শিখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল বাড়িঘরের ছাদ আর সেগুলোর পরে অবস্থিত পাথুরে দৃশ্যপট। এক সেকেন্ড পরেই শোনা গেল বজ্রপাতের শব্দ। বৃষ্টিতে কাকভেজা অবস্থায় মুরগির ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন ফাদার প্যাসকাল।

আরও একবার বিদ্যুৎ চমকাল। সেই আলোতে কিছু একটা চোখে পড়ল পাদ্রীর। নিজের কুঁড়েঘরের দিকে দৌড়ে যেতে যেতেও থমকে দাঁড়ালেন তিনি।

নিচু দেয়ালের ওপাশে এক মুহূর্তের জন্য দেখা গেছে একটা লম্বা, হালকাপাতলা ছায়াকে। তারপরেই যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

ভেজা হাত দিয়ে চোখ ডললেন ফাদার প্যাসকাল। ওটা কি তার কল্পনা ছিল? বিদ্যুৎ চমকাল আবার। ক্ষণিকের আলোতে দেখলেন, অদ্ভুত লোকটা গ্রামের কিনারা ধরে জঙ্গলের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে।

এত বছর ধরে নিজের গ্রামে পাদ্রীর দায়িত্ব পালন করার পর ফাদারের প্রথম ইচ্ছেটাই হলো কোনো বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা। 'দাঁড়াও!' বাতাসের শব্দ ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি। গেট দিয়ে দৌড়ে বের হয়ে এলেন, খোঁড়া পায়ের কারণে বেশি জোরে এগোতে পারছেন না।

বাড়িঘরের মাঝের সরু গলিপথ ধরে এগিয়ে গেলেন লোকটা একটু আগে যে দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে সে দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লোকটাকে দেখতে পেলেন ফাদার প্যাসকাল, জঙ্গলের কিনারে গাছের পাতার স্তূপের মাঝে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। থরথর করে কাঁপছে সে। অন্ধকারের মাঝেও ফাদার দেখতে পেলেন, লোকটার জামা-কাপড় সব ছেঁড়া, ভিজে লেপটে আছে শরীরের সাথে। 'ঈশ্বর,' করুণায় ভরে উঠল তার মন। তাড়াতাড়ি নিজের শরীর থেকে কোট খুলে নিয়ে লোকটার গায়ে জড়িয়ে দিলেন তিনি। 'তুমি ঠিক আছো, বন্ধু? কি হয়েছে? আমি কী কোনো সাহায্য করতে পারি?'

মৃদু স্বরে প্রলাপ বকছে লোকটা, তার সাথে যোগ হয়েছে ফোঁপানি আর গোঙানি। নিজের কোট লোকটার গায়ে জড়িয়ে দেয়ার কারণে ফাদারের শার্ট ভিজে একসা হয়ে গেছে। 'ভেতরে চলো,' মৃদু স্বরে বললেন তিনি। 'ভেতরে আগুন আছে, খাবার আর বিছানাও আছে। ডাক্তার ব্যাচেলার্ডকে ডেকে আনব আমি। হাঁটতে পারবে তো?' সাবধানে লোকটাকে চিৎ করার চেষ্টা করলেন তিনি, উঠিয়ে দাঁড় করাতে চাইলেন।

এবং পরবর্তী বিদ্যুতের শিখায় যা দেখলেন তাতে আঁতকে উঠলেন তিনি। রক্তে ভিজে আছে লোকটার গায়ের শার্ট। লম্বা, গভীর সব ক্ষতস্থানে ভরে আছে তার হাড় জির-জিরে শরীর। একটার ওপর আরেকটা ক্ষত, যেন শুকিয়ে যাওয়ার পর আবার ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে সেগুলোকে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন প্যাসকাল, নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। এমনি এমনি তৈরি হয়নি ক্ষতগুলো, বরং বিভিন্ন ধরনের আকৃতি, প্রতীক আঁকা হয়েছে। রক্তে ভিজে আছে সেগুলো।

'এমন কাজ কে করল?' লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন পাদ্রী। বসে গেছে লোকটার চোয়াল, হাড় বেরিয়ে পড়েছে; যেন কোনো প্রেতাত্মার মুখ। এই অবস্থায় কত দূর ঘুরেছে লোকটা?

ভাঙা গলায় কিছু একটা বলে উঠল সে। *'ওমনিস কুই বিবিট হ্যাংক অ্যাকুয়াম...'*

বিস্মিত ফাদার প্যাসকাল বুঝতে পারলেন, ল্যাটিন ভাষায় কথা বলছে লোকটা। 'পানি?' প্রশ্ন করলেন তিনি। 'পানি খাবে তুমি?'

বিড়বিড় করতেই থাকল লোকটা, উন্মাদের দৃষ্টিতে ফাদারের দিকে তাকিয়ে নখ দিয়ে খামচি কাটছে নিজের বাহুতে। *'...সি ফিডেম অ্যাডিট, স্যালভাস এরিট।'*

ভ্রু কোঁচকালেন প্যাসকাল। বিশ্বাস এবং মুক্তি? প্রলাপ বকছে লোকটা, ভাবলেন তিনি। পাগল হয়ে গেছে সে। তারপর আবার বিদ্যুৎ চমকাল, প্রায়

BanglaBook.org

মাথার উপরে এবার। এক মুহূর্ত পর বজ্রপাতের শব্দ হতেই তিনি দেখলেন, লোকটার রক্তাক্ত আঙুলগুলো জড়িয়ে ধরে আছে একটা ছুরির বাঁট।

এমন ছুরি আর কখনও দেখেননি তিনি। ক্রুশের আকৃতিতে তৈরি করা, কারুকার্যময় সোনার তৈরি হাতল, তাতে আবার নানা রকম রত্ন লাগানো। লম্বা, সরু ফলায় রক্ত লেগে আছে।

তখনই পাদ্রী বুঝতে পারলেন, লোকটা নিজেই তার এই অবস্থার জন্য দায়ী। নিজের শরীরে ছুরি দিয়ে এই চিহ্নগুলো তৈরি করেছে সে।

'এ কি করেছ তুমি?' আতঙ্কে ভরে উঠল প্যাসকালের মন। তার দিকে তাকিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। আরেকটা বিদ্যুতের শিখায় আলোকিত হয়ে উঠল তার রক্তাক্ত, নোঙরা মুখটা। শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে সে, যেন অন্য কোথাও হারিয়ে গেছে। হাতের অস্ত্রটা তুলে ধরল সে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য প্যাসকাল ক্যামব্রিয়েলের মনে হলো তাঁকে খুন করতে যাচ্ছে লোকটা। তাহলে এখানেই সব শেষ। মৃত্যু! কি আছে এর পর? অন্য কোনো জীবন, তিনি নিশ্চিত। যদিও সেটা ঠিক কেমন তাঁর জানা নেই।

মাঝে মাঝেই তাঁর মনে হতো যে সময় হলে কিভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হবেন তিনি? মনে মনে আশা করতেন যে তার গভীর ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে নিশ্চয়ই মৃত্যুকে শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারবেন, তা সে যেভাবেই আসুক না কেন। তবে এই মুহূর্তে নিজের শরীরের মাঝে ঠাণ্ডা, ধারালো ইস্পাতের একটা অস্ত্র ঢুকে যাচ্ছে–এটা চিন্তা করতেই অনুভব করলেন যে কাদায় পরিণত হয়েছে তার পা দুটো।

সেই মুহূর্তে, যখন প্যাসকালের মনে আর কোনো সন্দেহ নেই যে এটাই তাঁর অন্তিম মুহূর্ত, তাঁর জানতে ইচ্ছে করল যে কিভাবে তাঁকে মনে রাখবে মানুষ। তিনি কি ভাল মানুষ ছিলেন? মনে রাখার মতো কোনো জীবন কি কাটিয়েছেন তিনি?

*ঈশ্বর, শক্তি দাও।*

এক মুহূর্ত হাতের অস্ত্রটার দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল লোকটা, তারপর অসহায় পাদ্রীর দিকে চোখ ফেরাল। হঠাৎ হাসতে শুরু করল সে, ঘড়-ঘড়ে, জান্তব একটা হাসি–যেটা বদলে গেল প্রাগৈতিহাসিক চিৎকারে। *'ইগনে ন্যাটুরা রেনোভেটুর ইন্টেগ্রা!'* কথাগুলো বারবার চিৎকার করে বলতে লাগল সে, এবং প্যাসকালের আতঙ্কিত দৃষ্টির সামনে নিজের গায়ে ছুরি চালাতে শুরু করল।

BanglaBook.org

# দুই.

## দক্ষিণ স্পেন, কাডিজের কাছাকাছি কোথাও

নিঃশব্দ পায়ে লাফিয়ে প্রাচীরের ওপর থেকে ভেতরের উঠোনের মাঝে পড়ল বেন হোপ। এক মুহূর্তে অন্ধকারে কুঁজো হয়ে বসে রইল। ঝিঁঝি পোকা, তার চলার শব্দে উচ্চকিত হয়ে ওঠা কিছু পাখির ডাক এবং নিজের হৃৎস্পন্দনের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। কমব্যাট জ্যাকেটের কালো হাতাটা উঠিয়ে সময় দেখল ও। রাত চারটে চৌত্রিশ।

শেষবারের মতো নাইন এম এম ব্রাউনিং পিস্তলটা চেক করে নিল ও, নিশ্চিত হলো যে চেম্বারে একটা বুলেট শুয়ে আছে কি-না। সেফটি অন করে এবার হোলস্টারে ভরল সেটাকে, তারপর পকেট থেকে স্কি মাস্ক বের করে মাথায় পরে নিল।

প্রায় ভেঙে পড়া বাড়িটা অন্ধকার হয়ে আছে। তথ্যদাতার কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে দেয়ালের পাশ ঘেষে এগিয়ে গেল বেন, প্রতি মুহূর্তে আশা করছে যে সিকিউরিটি লাইটগুলো জ্বলে উঠবে। তবে তেমন কিছু হলো না। পেছনের দরজার কাছে পৌঁছে গেল ও। যেমনটা ওকে জানানো হয়েছিল, সব তেমনই আছে। সহজেই পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও, কয়েক সেকেন্ড মাত্র সময় লাগল।

একটা অন্ধকার করিডোর ধরে এগোতে শুরু করল ও। একটা কামরা পার হয়ে আরেকটায় এসে পড়ল, সেটাও পার হয়ে এল। পিস্তলে লাগানো কম্প্যাক্ট এল ই ডি টর্চের আলোতে দেখা যাচ্ছে ছাতাধরা দেয়াল আর পচা কাঠের মেঝে, সেই সাথে জমে থাকা ময়লার স্তূপ। বাইরে থেকে ছিটকিনি এবং তালা লাগানো একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ও। তালার ওপর আলো ফেলে বুঝতে পারল একেবারেই সহজ কাজ। স্রেফ স্ক্রু দিয়ে পোকাধরা কাঠের সাথে লাগানো রয়েছে তালাটা। এক মিনিটের মাঝেই নিঃশব্দে তালাটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল, সতর্ক রয়েছে যাতে ঘুমিয়ে থাকা ছেলেটা জেগে না যায়।

নড়বড়ে বাংকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল বেন, সাথে সাথে নড়েচড়ে উঠল এগারো বছরের জুলিয়ান সানচেজ, অল্প অল্প গোঙাচ্ছে। *'ট্র্যাংকুইলো, সয় উন আমিগো,'* ছেলেটার কানে ফিসফিস করে বলল বেন। *চুপ করে থাকো। আমি*

BanglaBook.org

*তোমার বন্ধু।* ব্রাউনিঙের আলো ফেলল জুলিয়ানের চোখে। কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না, ড্রাগ দেয়া হয়েছে ছেলেটাকে।

পুরো ঘরে স্যাঁতসেঁতে, আবর্জনার গন্ধ। বিছানার পায়ের কাছে একটা টেবিলে রাখা একটা টিনের থালায় কিছু মাংসের টুকরো খাচ্ছিল একটা ইঁদুর। লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল সেটা। আস্তে করে ছেলেটাকে নোংরা চাদরের ওপর উপুড় করে শোয়াল বেন। প্লাস্টিকের তার দিয়ে বাঁধা হয়েছে ছেলেটার হাত, মাংস কেটে বসে গেছে।

একটা সরু ছুরি দিয়ে তারটা কেটে ছেলেটার হাত মুক্ত করল বেন, আবার গুঙিয়ে উঠল জুলিয়ান। ময়লা, শুকনো রক্ত লেগে থাকা একটা কাপড় বাঁধা রয়েছে ছেলেটার বাম হাতে। বেন মনে মনে আশা করল যেন একটা আঙুলের চাইতে বেশি কিছু না হারিয়ে থাকে ছেলেটা। এর চাইতে অনেক খারাপ জিনিস দেখার সুযোগ হয়েছে তার।

মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছিল দুই মিলিয়ন ইউরো, ব্যবহৃত নোটে। নিজেদের গুরুত্ব বোঝাতে কিডন্যাপাররা একটা কাটা আঙুল পাঠিয়েছিল চিঠির সাথে। ফোনের গলাটা বলেছিল, পুলিশে খবর দেয়ার মতো বোকামি করলে পরবর্তী পার্সেলে আরও কিছু থাকবে। হয়তো আরও একটা আঙুল, ছেলেটার অণ্ডকোষ। এমনকি তার মাথাও থাকতে পারে।

হুমকিটাকে গুরুত্বের সাথেই নিয়েছিল এমিলিও এবং মারিয়া সানচেজ। মালাগায় বসবাসকারী ধনী দম্পতির জন্য দুই মিলিয়ন ইউরো জোগাড় করা খুব একটা কঠিন কিছু নয়, কিন্তু তারা নিশ্চিতভাবেই জানত যে মুক্তিপণ দিলেই যে তাদের ছেলে বাড়ি ফিরে আসবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিডন্যাপ ইনস্যুরেন্সের শর্তাবলিতে বলা হয়েছিল যে অপরাধীদের সাথে সব ধরনের যোগাযোগই অফিসিয়াল মাধ্যমের সাহায্যে চালাতে হবে। যার অর্থ হচ্ছে পুলিশকে জানানো। এবং সেটা করলে স্রেফ জুলিয়ানের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করা হবে। জুলিয়ানের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে হলে অন্য কোনো নিরাপদ রাস্তা খুঁজে বের করতে হবে সানচেজ দম্পতিকে।

আর সেখানেই সমীকরণে প্রবেশ ঘটে বেন হোপের।

অচেতন ছেলেটাকে বিছানা থেকে নিজের বাম কাঁধে তুলে নিল বেন। বাইরে কোথাও ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করেছে একটা কুকুর। নড়াচড়ার শব্দ পেল ও, কোথাও খুলে গেল একটা দরজা। সাইলেন্সার লাগানো ব্রাউনিংটা টর্চ হিসেবে ব্যবহার করে অন্ধকার করিডোর ধরে জুলিয়ানকে নিয়ে বের হয়ে আসতে শুরু করল এবার।

তথ্যদাতা বলেছিল তিনজন লোক আছে বাড়িতে। একজন বেশিরভাগ সময়েই মাতাল হয়ে থাকে। তবে বাকি দু'জনের কথা খেয়াল রাখতে হবে

BanglaBook.org

বেনকে। তথ্যদাতার কথা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ দেখেনি বেন। মাথায় পিস্তল ধরা অবস্থায় সাধারণত কেউ মিথ্যে বলে না।

সামনে একটা দরজা খুলে গেল, অন্ধকারের মাঝে চেঁচিয়ে উঠল কেউ। একটা লোকের ওপর স্থির হলো বেনের টর্চের আলো। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, থলথল করছে চর্বি। শর্টস আর একটা ছেঁড়া টি-শার্ট পরে আছে, উজ্জ্বল আলো এসে লাগায় কুঁচকে আছে চোখ। হাতে একটা শটগান, নল কেটে ছোট করে ফেলা। মোটা ব্যারেল দুটো তাকিয়ে আছে বেনের পেটের দিকে।

লম্বা সাউন্ড সাপ্রেসরের মাঝ দিয়ে দু'বার কাশল বেনের ব্রাউনিং, লোকটার মৃতদেহকে অনুসরণ করে মেঝের দিকে নেমে গেল আলো। টি- শার্টের মাঝে দুটো ফুটো নিয়ে মেঝেতে পড়ে রইল লোকটা, ইতোমধ্যেই মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে রক্ত। কোনো ধরনের চিন্তা না করে এ ধরনের পরিস্থিতিতে যেটা করার ট্রেনিং পেয়েছে সেটাই করল বেন, এগিয়ে গিয়ে লোকটার মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে কাজ শেষ করে দিল।

দ্বিতীয় লোকটা ইতোমধ্যেই সাবধান হয়ে গেছে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে টর্চ হাতে। আলো লক্ষ্য করে গুলি করল বেন। ছোট্ট একটা চিৎকার ছেড়ে সিঁড়িতে পড়ে গেল লোকটা, হাতের রিভলভারটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে যেন আর উঠে দাঁড়াতে না পারে সেটা নিশ্চিত করল বেন। তারপর ত্রিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করল, কোনো শব্দ পাওয়া যায় কি-না দেখছে।

তৃতীয় লোকটাকে দেখা গেল না। জেগে ওঠেনি।

উঠবেও না।

অচেতন জুলিয়ানকে নিয়ে বাড়ির রান্নাঘরে চলে এল বেন। টর্চের আলোয় পলায়নরত একটা তেলাপোকা দেখা গেল। সেটার গতিপথ অনুসরণ করে একটা পুরনো কুকারের ওপর স্থির হলো টর্চের আলো। লম্বা, স্টিলের তৈরি একটা গ্যাস বটলের সাথে সংযুক্ত হয়েছে সেটা। আস্তে করে একটা চেয়ারের ওপর জুলিয়ানকে নামিয়ে রাখল বেন। তারপর অন্ধকারে কুকারটার পাশে বসে ছুরি দিয়ে পেছন থেকে বেরিয়ে আসা রাবারের টিউবটা কেটে ফেলল, তারপর একটা পুরনো বিয়ারের ক্রেটের সাহায্যে টিউবের মাথা লাগিয়ে দিল সিলিন্ডারের সাথে। সিলিন্ডারের উপর দিকে থাকা হুইল-ভালভটা চার ভাগের এক ভাগ ঘোরাল। টিউবের মুখে লাইটার জ্বালাতেই ছোট্ট হলুদ শিখায় জ্বলে উঠল গ্যাস। এবার ভালভটা পুরো খুলে দিল ও। ছোট্ট শিখাটা গর্জনশীল নিলচে আগুনের শিখায় পরিণত হলো, সিলিন্ডারের পাশটায় আগুনের তাপে কালো হয়ে উঠতে শুরু করল দ্রুত।

BanglaBook.org

ব্রাউনিঙের তিনটে গুলিতেই সামনের গেটের তালাটা খুলে গেল। ছেলেটাকে নিয়ে দ্রুত বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গাছগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল বেন, মনে মনে সেকেন্ড গুনছে।

গাছের কিনারে আসতেই বিস্ফোরিত হলো সিলিন্ডার, লেলিহান আগুনের শিখা ঢেকে ফেলল বাড়িটাকে। হঠাৎ উজ্জ্বল আলো এবং কমলা আগুনের শিখায় আলোকিত হয়ে উঠল গাছগুলো, সেই সাথে বেনের মুখ। একবার পেছনে ফিরে তাকাল ও। চার পাশে ঝরে পড়ছে নানা রকম আবর্জনার জ্বলন্ত টুকরো। টকটকে লাল ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে যাচ্ছে তারাজ্বলা আকাশের দিকে।

গাছগুলোর উল্টো পাশেই রয়েছে বেনের গাড়িটা। 'বাড়ি যাচ্ছ তুমি,' জুলিয়ানকে বলল ও।

BanglaBook.org

## তিন.

### পশ্চিম আইরিশ উপকূল, চার দিন পর

চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠল বেন। কয়েক সেকেন্ড শুয়ে রইল একই জায়গায়, ধীরে ধীরে মিলিয়ে নিচ্ছে সব কিছু। ওর পাশে, বেডসাইড টেবিলের ওপর চিৎকার করছে ফোনটা। হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিল। বহুক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে থাকায় হাতের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, ধাক্কা লেগে ফোনের পাশে রাখা গ্লাস আর হুইস্কির বোতলটা পড়ে গেল নিচে। কাঠের মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল ভাঙা কাঁচের টুকরো। ভারি বোতলটা ভোঁতা শব্দে পড়ল মেঝেতে, গড়িয়ে সরে গেল এক কোণে পড়ে থাকা কিছু কাপড়ের দিকে।

একটা গালি দিয়ে বিছানায় উঠে বসল বেন। মাথাটা দপদপ করছে, শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে গলা। মুখে এখনও হুইস্কির গন্ধ এবং স্বাদ বিদ্যমান।

ফোন তুলে নিল ও। বলল, 'হ্যালো?' অথবা বলার চেষ্টা করল। গলা দিয়ে একটা কর্কশ শব্দ বেরিয়ে এল, তারপরেই কাশতে শুরু করল ও। চোখ বন্ধ করল, অনুভব করল যেন লম্বা, অন্ধকার একটা গুহার মাঝ দিয়ে ওকে টেনে নিয়ে চলেছে কেউ। মাথাটা হালকা হয়ে আসছে, মনে হচ্ছে বমি হয়ে যাবে।

'দুঃখিত,' ফোনের ওপাশের কণ্ঠটা বলে উঠল। পুরুষের গলা, বৃটিশ উচ্চারণ। 'আমি কি সঠিক নাম্বারে ফোন করেছি? মিঃ বেঞ্জামিন হোপকে খুঁজছি আমি।' গলাটায় বিরক্তির আভাস টের পেয়ে খিচড়ে উঠতে শুরু করল বেনের মেজাজ।

আবার কাশল ও, হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে দৃষ্টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করল। 'বেনেডিক্ট,' বিড়বিড় করে বলল তারপর। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আগের চাইতে জোর গলায় বলল, 'নামটা বেনেডিক্ট হোপ। বলছি... কিন্তু এখন বাজে কয়টা?' বিরক্ত গলায় যোগ করল ও।

আগের চাইতেও বিরক্ত হয়ে উঠল কণ্ঠটা, যেন বেনের সম্পর্কে তার ধারণাটা এইমাত্র নিশ্চয়তা পেল। 'এখন বাজে সাড়ে দশটা।'

হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরল বেন। ঘড়ি দেখল। জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকছে ঘরে। মাথাটা পরিষ্কার হয়ে আসছে এবার। 'ঠিক আছে, দুঃখিত। রাতে অনেক ব্যস্ত ছিলাম আমি।'

BanglaBook.org

'তা তো বুঝতেই পারছি।'

'কেন ফোন করেছেন?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল বেন।

'মি. হোপ, আমার নাম আলেকজান্ডার ভিলিয়ারস। মি. সেবাস্টিয়ান ফেয়ারফ্যাক্সের পক্ষ থেকে আপনাকে ফোন করেছি আমি। মি. ফেয়ারফ্যাক্স আপনার সাহায্য নিতে চান,' একটু নীরবতা। 'তার ধারণা হয়েছে যে আপনি নাকি অন্যতম সেরা একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

'তাহলে তার ধারণাটা ভুল। আমি গোয়েন্দা নই, স্রেফ হারানো মানুষদের খুঁজে বের করি।'

'মি. ফেয়ারফ্যাক্স আপনার সাথে দেখা করতে চান,' বলে চলল কণ্ঠটা। 'আমরা কী একটা এপয়েন্টমেন্ট ঠিক করতে পারি? ভাববেন না, আপনার যাওয়া-আসা এবং খরচের সব ব্যবস্থাই করা হবে।'

সোজা হয়ে বসে গলয় সিগারেটের প্যাকেট এবং জিপো লাইটারটার দিকে হাত বাড়াল বেন। দুই হাঁটুর মাঝে প্যাকেটটা ধরে একটা সিগারেট বের করল, তারপর লাইটারের হুইল ঘুরিয়ে সেটা জ্বালাল। 'দুঃখিত, এখন সম্ভব নয়। সবে একটা কাজ শেষ করেছি, এখন বিশ্রামে আছি আমি।'

'বুঝতে পারছি,' বলল ভিলিয়ারস। 'তবে আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে মি. ফেয়ারফ্যাক্স বেশ বড় অংকের টাকা পরিশোধ করতে রাজি আছেন।'

'টাকা কোনো ব্যাপার নয়।'

'তাহলে এভাবে বলি, ব্যাপারটা জীবন এবং মৃত্যুর সাথে জড়িত। আমাদের বলা হয়েছে যে এই ক্ষেত্রে আপনিই একমাত্র ভরসা। একবার অন্তত মি. ফেয়ারফ্যাক্সের সাথে দেখা করুন? তার কথা শুনলে হয়তো আপনার মত বদলাতেও পারে।'

দ্বিধা করতে লাগল বেন।

'রাজি হওয়ার জন্য ধন্যবাদ,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ভিলিয়ারস। 'কয়েক ঘণ্টার মাঝেই আমাদের লোক আপনাকে তুলে নেবে। গুডবাই।'

'দাঁড়ান। কোথা থেকে?'

'আপনি কোথায় আছেন আমরা জানি, মি. হোপ।'

শূন্য সৈকত ধরে নিজের দৈনন্দিন দৌড় শুরু করল বেন। সঙ্গী হলো কেবল সমুদ্র আর কয়েকটা নিঃসঙ্গ গাঙচিল। সমুদ্র এখন শান্ত, শরৎ আসছে বলে সূর্যের তেজও কমে আসছে।

সৈকতের এদিক ওদিক ধরে প্রায় দু'কিলোমিটার দৌড়ানোর পর ধীরে ধীরে মাথাব্যথা কমে আসতে লাগল। একটা পাথুরে পথ ধরে সৈকতে নিজের প্রিয় জায়গাটার দিকে হাঁটতে শুরু করল বেন। এখানে ও ছাড়া কেউ আসে

BanglaBook.org

না। একাকীত্ব পছন্দ করে ও, যদিও ওর কাজই হচ্ছে হারানো মানুষদের খুঁজে বের করে তাদের প্রিয়জনের কাছে পৌঁছে দেয়া। কাজ না থাকলে মাঝে মাঝে এখানে এসে বসে থাকে ও। এখানে এলে সব ভুলে যাওয়া যায়, কয়েক মুহূর্তের জন্য সমস্ত পৃথিবী আর তার সমস্যাদের দূর করে দেয়া যায় মন থেকে। এমনকি বাড়িটাও দেখা যায় না এখান থেকে, কাদামাটি, পাথর আর ঘাসের উঁচু দেয়ালের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। ছয় বেডরুমের বাড়িটা নিয়ে বেনের খুব একটা আগ্রহ নেই। ও এবং ওর বুড়ি হাউসকিপার উইনির জন্য বাড়িটা অনেক বেশি বড়। শুধু কোয়ার্টার কিলোমিটার ব্যক্তিগত সৈকত থাকার কারণেই বাড়িটা কিনেছে ও।

বড়, সমান পাথরটার ওপর বসল বেন, প্রতিবার যেখানে বসে। সামনে এসে মাথা খুঁড়ছে ঢেউগুলো। একমুঠো নুড়ি পাথর তুলে নিয়ে একটা একটা করে ছুড়ে দিতে লাগল সাগরের পানিতে। সূর্যের কারণে নীল চোখগুলো কুঁচকে আছে, অলস দৃষ্টিতে দেখল একটা পাথরের অর্ধবৃত্ত তৈরি করে সাগরের পানিতে টুপ করে ডুবে যাওয়া। *দারুণ, হোপ।* ভাবল ও, *ওই পাথরটার সৈকতে উঠে আসতে হয়তো হাজার বছর সময় লেগে গিয়েছিল, আর তুমি কি-না আবার সমুদ্রে পাঠিয়ে দিলে।* একটা সিগারেট ধরিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল ও, সোনালি চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে লাগল নোনা বাতাস।

কিছুক্ষণ পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে এগোতে শুরু করল বেন। বাড়ি ফিরে দেখল, বিশাল কিচেনে ব্যস্ত রয়েছে উইনি, দুপুরের খাবার তৈরি করছে। 'ঘণ্টা দুয়েকের মাঝে বেরিয়ে যাচ্ছি আমি, উইন,' বলল ও। 'বেশি ঝামেলা কোরো না।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ফিরল উইনি। 'কিন্তু গতকালই তো আসলে। এবার কোথায় যাবে?'

'এখনও জানি না।'

'কত দিন থাকবে বাইরে?'

'তাও জানি না।'

'তাহলে কিছু অন্তত খেয়ে যাও,' কড়া গলায় বলল বৃদ্ধা। 'সারাক্ষণ খালি ছোটাছুটি, একটু দম ফেলারও সময় নেই,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়তে লাগল সে।

বহু বছর ধরেই হোপ পরিবারের বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসেবে কাজ করছে উইনি। এবং অনেকদিন হয়ে গেল, বেন ছাড়া আর কেউ নেই তার মনিব হিসেবে। বাবা মারা যাওয়ার পর পারিবারিক বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে এখানে, আয়ারল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে সরে এসেছে বেন। উইনিও এসেছে ওর সাথে।

BanglaBook.org

এখন সে শুধু হাউসকিপার নয়, অনেকটাই বেনের মায়ের মতো। উদ্বিগ্ন, চিন্তিত; কিন্তু মায়ের মতোই ধৈর্যশীল।

দুপুরের খাবার বানানোর কাজ বাদ দিয়ে দ্রুত কিছু হ্যাম স্যান্ডউইচ বানিয়ে দিল সে। কিচেন টেবিলে বসে দু'টো স্যান্ডউইচ খেল বেন, গভীর চিন্তায় মগ্ন।

বাড়ির অন্যান্য কাজ শেষ করতে লাগল উইনি। খুব বেশি কিছু করার নেই অবশ্য। বেন বাড়িতে থাকেই না বলতে গেলে, এবং যখন থাকে তখনও উইনিকে প্রায় খেয়ালই করে না। নিজের কাজের কথা কখনও বলে না ও, তবে উইনি এটুকু জানে যে কাজটা বিপজ্জনক। ব্যাপারটা তাকে বেশ চিন্তিত করে তোলে। মদ খাওয়ার অভ্যাসটা নিয়েও দুশ্চিন্তা করে সে, হুইস্কির কেসগুলো যেন একটু বেশিই ঘন ঘন এসে পৌঁছায় বাড়িতে। কখনও অবশ্য এ নিয়ে সরাসরি বেনের সাথে কথা বলেনি, তবে উইনির ধারণা যে স্বাভাবিকের চাইতে দ্রুতই কবরে পা রাখবে বেন। তবে হুইস্কি নাকি বুলেট, কিসে প্রাণ যাবে ওর সেটা একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন। তবে দু'টোর কোনোটা নিয়েই বেনের খুব একটা মাথাব্যথা নেই, এবং এটাই উইনির জন্য সবচেয়ে বড় ভয়ের ব্যাপার।

বেনের ভালবাসার মতো কিছু থাকলে ভাল হতো, ভাবল বৃদ্ধা। এমন কেউ, যার জন্য কেয়ার করবে ও। নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে সযত্নে ঢেকে রাখে, কিন্তু উইনি জানে যে যতবারই কোনো মেয়ে বেনের ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে, তাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে ও। বাড়িতে কখনও কাউকে নিয়ে আসে না, প্রায়ই দেখা যায় ফোন বাজছে কিন্তু ধরছে না। শেষ পর্যন্ত সবাই ফোন করা বন্ধ করে দেয়। বেন যেন ভয় পায় ভালবাসতে, যেন নিজের ভেতরের ওই অংশটাকে খুন করে ফেলেছে, নিজের মাঝ থেকে বের করে দিয়েছে সবটুকু আবেগ।

ছোটবেলার বেনকে এখনও মনে পড়ে উইনির, মেধাবী এবং নানা স্বপ্নে ভরা এক কিশোর; যার বিশ্বাস করার মতো কিছু একটা ছিল, নিজের মাঝে শক্তি আনার জন্য যে বোতলের ওপর নির্ভর করত না। কিন্তু সেটা অনেক অনেক আগের কথা। সেই ঘটনাটা ঘটার আগে। ভয়ানক সময়টার কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল উইনি। সে সব কি এখনও শেষ হয়েছে? উইনিই একমাত্র মানুষ যে জানে যে কোন গোপন তাড়না তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে বেনকে। উইনি জানে, বেনের বুকে কিসের ব্যথা।

BanglaBook.org

## চার.

আইরিশ সাগরের ওপর দিয়ে বেনকে নিয়ে দক্ষিণে, সাসেক্স উপকূলের দিকে উড়ে চলল প্রাইভেট জেট বিমান। একটা এয়ারফিল্ডে নামল সেখানে, বাইরে অপেক্ষা করছিল একটা চকচকে কালো রঙের বেন্টলি আর্নেজ লিমোজিন। ধূসর স্যুট পরা যে লোকগুলো বিকেলে বেনকে বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল তারাই ওকে গাড়িতে তুলল। প্লেনে ভাবলেশহীন, গম্ভীর মুখে বসে ছিল তারা। নিজেরা একটা কালো জাগুয়ার সোভারেইনে উঠল তারা দু'জন, তারপর বেন্টলিটা চলতে শুরু করার অপেক্ষা করতে লাগল।

বেন্টলির ভেতরের আরামদায়ক ক্রিম রঙের চামড়ার সিটে ভালভাবে বসল বেন, তারপর সামনের ককটেইল ক্যাবিনেটটাকে অগ্রাহ্য করে নিজের দোমড়ানো স্টিলের হিপ ফ্লাস্কটা বের করে এক ঢোক হুইস্কি গিলল। ফ্লাস্কটা আবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে গিয়ে খেয়াল করল, ইউনিফর্ম পরা ড্রাইভারের চোখগুলো রিয়ারভিউ মিররের মাঝ দিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে চলল গাড়ি। সারা পথ পেছন পেছন এল জাগুয়ার গাড়িটা। রোড সাইন এবং অন্যান্য চিহ্ন দেখে নিজেকে রাস্তার সঙ্গে পরিচিত করে নিল বেন। ডুয়েল ক্যারিজওয়ে ধরে কয়েক কিলোমিটার চলার পর হাইওয়েতে উঠে এল বেন্টলি, বাতাসের ফিসফিস আওয়াজ তুলে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। একটা গ্রাম পার হয়ে গেল পাশ দিয়ে। এক সময় একটা গ্রাম্য রাস্তায় ঢুকে পড়ল বেন্টলি, কিছু দূর চলার পর একটা উঁচু পাথুরে দেয়ালের গায়ে তৈরি করা গেটের সামনে থামল। জাগুয়ারটাও থামল পেছনে। কালো রঙের অটোমেটিক গেট উপরে উঠে গিয়ে গাড়ি দু'টো ঢোকার পথ করে দিল। পেঁচানো প্রাইভেট রোড ধরে এগিয়ে চলল বেন্টলি, পাশে কয়েকটা কটেজ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। সাদা রঙের বেড়ার ওপাশে মাঠে দৌড়ে বেড়াচ্ছে কয়েকটা ঘোড়া, দারুণ দেখতে। সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে আবার যখন রিয়ারভিউ মিররে তাকাল বেন, দেখল অদৃশ্য হয়েছে জাগুয়ারটা।

রাস্তা তখনও শেষ হয়নি। দুই পাশে সাজানো বাগান দেখা যাচ্ছে। সাইপ্রেস গাছের সারির মাঝ দিয়ে অবশেষে বাড়িটা দেখা গেল ওদের সামনে। একটা জর্জিয়ান ম্যানসন, সামনে পাথরের সিঁড়ি এবং প্রাচীন ধাঁচের খুঁটি।

BanglaBook.org

হবু ক্লায়েন্টের জীবিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগল বেনের মনে। বাড়িটা দেখে মনে হচ্ছে কম করেও সাত থেকে আট মিলিয়ন দাম হবে। খুব সম্ভব আরও একটা কিডন্যাপ অ্যান্ড র‍্যানসম-এর কাজ, ধনী ক্লায়েন্টদের বেশিরভাগের ক্ষেত্রে যেটা হয়ে থাকে। বর্তমান পৃথিবীতে অন্যতম একটা লাভজনক ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে এটা, কিছু কিছু দেশে এমনকি হেরোইন ব্যবসার চাইতেও এটা বেশি লাভজনক।

বড় একটা ফোয়ারার পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির সামনে এসে থামল বেন্টলি। ড্রাইভারের দরজা খুলে দেয়ার জন্য অপেক্ষা করল না বেন, নিজেই বেরিয়ে এল। সিঁড়ি বেয়ে এক লোক নেমে এসে অভ্যর্থনা জানাল ওকে। 'আমি আলেকজান্ডার ভিলিয়ারস, মি. ফেয়ারফ্যাক্সের পি. এ.। ফোনে কথা হয়েছিল আমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ভিলিয়ারসকে লক্ষ করতে লাগল বেন। লোকটার বয়স হবে চল্লিশের কোঠায়। চুলগুলো সোজা, কপালের দু'পাশে ধূসর হয়ে এসেছে। চকচকে নেভি ব্লেজার আর টাই পরে আছে সে। টাইতে কিছু একটা চিহ্ন রয়েছে, দেখে মনে হয় কোনো কলেজ বা পাবলিক স্কুলের প্রতীক।

'আপনি আসায় খুব খুশি হলাম,' বলল ভিলিয়ারস। 'মি. ফেয়ারফ্যাক্স আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

বিশাল এক হলঘর, মার্বেল পাথরের মেঝে। ভেতরে একটা মাঝারি আকারের বিমানের জায়গা হয়ে যাবে। তার মাঝ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো বেনকে, চওড়া এবং বাঁকানো সিঁড়ি বেয়ে কাঠের প্যানেল লাগানো করিডোর ধরে এগিয়ে গেল ও। করিডোরের দু'পাশে রয়েছে নানা পেইন্টিং এবং কাঁচের ডিসপ্লে ক্যাবিনেট। নিঃশব্দে ওকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা দরজার সামনে থামল ভিলিয়ারস। টোকা দিল সে দরজায়। সাথে সাথে একটা গম্ভীর গলা ভেসে এল, 'আসুন।'

বেনকে নিয়ে একটা স্টাডিতে ঢুকল ভিলিয়ারস। ভারি মখমলের পর্দা ঝুলছে একটা জানালার দু'পাশে। খোলা জানালা দিয়ে উজ্জ্বল সূর্যের আলো ঢুকছে ভেতরে। বাতাসে ভাসছে চামড়া এবং ফার্নিচার পালিশের গন্ধ।

বেন ভেতরে ঢুকতেই বিশাল ডেস্কের ওপাশে বসে থাকা মানুষটা উঠে দাঁড়ালেন। লম্বা, হালকা পাতলা গড়ন। পরনে গাঢ় রঙের স্যুট। মাথায় ঢেউ খেলানো সাদা চুল, সোজা পেছন দিকে আঁচড়ানো। লোকটার বয়স হবে পচাত্তরের মতো, আন্দাজ করল বেন। তবে দেখতে আরও কম মনে হয়।

'মি. হোপ, স্যার,' বলল ভিলিয়ারস, এবং বাইরে বেরিয়ে গেল। দরজাটা বন্ধ করে দিল পেছনে। ডেস্কের পেছন থেকে বেনের দিকে এগিয়ে এলেন দীর্ঘদেহী মানুষটা, এক হাত সামনে বাড়িয়ে দিলেন। তীক্ষ্ণ, সতর্ক দৃষ্টি তার

BanglaBook.org

ধূসর চোখে। 'মি. হোপ, আমি সেবাস্টিয়ান ফেয়ারফ্যাক্স,' উষ্ণ গলায় বললেন তিনি। 'এত দূর এসেছেন, তাও আবার এত অল্প সময়ে, সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

করমর্দন করল দু'জন। 'বসুন,' বললেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'ড্রিংক নেবেন?' বামদিকের একটা ক্যাবিনেটের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি, একটা ক্রিস্টালের ডিক্যান্টার তুলে নিলেন। জ্যাকেটের পকেট থেকে নিজের পুরনো ফ্লাস্ক বের করে মুখ খুলল বেন। 'দেখা যাচ্ছে আপনি নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে পছন্দ করেন,' বললেন ফেয়ারফ্যাক্স।

চুমুক দিল বেন, বুঝতে পারছে যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছেন ফেয়ারফ্যাক্স। বৃদ্ধ কি ভাবছেন ধরতে পারল ও। ফ্লাস্কের মুখ লাগাতে লাগাতে বলল, 'এতে আমার কাজে কোনো প্রভাব পড়ে না।'

'অবশ্যই।' ডেস্কের পেছনে গিয়ে বসলেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'এবার তাহলে কাজের কথায় চলে আসি?'

'খুব ভাল হয় তাহলে।'

নিজের চেয়ারে হেলান দিলেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'আপনি তো হারানো মানুষদের খুঁজে বের করেন।'

'চেষ্টা করি,' জবাব দিল বেন।

'আমার হয়ে একজনকে খুঁজে বের করতে হবে আপনার,' বলে চললেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'অভিজ্ঞ লোকের কাজ এটা। আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার পছন্দ হয়েছে।'

'বলে যান।'

'আমি ফুলকানেলি নামে একজন মানুষকে খুঁজছি। ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং আপনার মতো একজন পেশাদার লোককেই আমার দরকার।'

'ফুলকানেলি। তার প্রথম নাম কি?' প্রশ্ন করল বেন।

'ফুলকানেলি একটা ছদ্মনাম। আসল পরিচয় কেউ জানে না।'

'বুঝলাম। তার মানে লোকটা আপনার কাছের কেউ নয়?' ঠাণ্ডা হাসি ফুটল বেনের ঠোঁটে। 'আমার ক্লায়েন্টরা সাধারণত তাদের পরিচিত লোককেই খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেয়।'

'ঠিক ধরেছেন। লোকটা তেমন কেউ নয়।'

'তাহলে যোগাযোগটা কোথায়? তাকে কেন খুঁজে বের করতে চান আপনি? সে কি আপনার কোনো কিছু চুরি করেছে? সেক্ষেত্রে সেটা পুলিশের কাজ।'

'না, তেমন কিছু নয়,' হাত নেড়ে উড়িয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'ফুলকানেলির বিরুদ্ধে আমার কোনো আক্রোশ নেই। বরং সম্পূর্ণ উল্টো, আমার কাছে সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

BanglaBook.org

'বেশ। তাহলে আমাকে বলুন যে এই লোকটাকে শেষ কবে, কোথায় দেখা গেছে।'

'শেষবার তাকে প্যারিসে দেখা গেছে, যত দূর জানি আমি,' বললেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'তবে কখন দেখা গেছে সেটা যদি জানতে চান...' একটু বিরতি দিলেন তিনি। 'তাহলে বলতে হবে, বেশ আগে।'

'তাহলে তো কাজটা কঠিন হয়ে যায়। বেশ আগে বলতে কত দিন বোঝাচ্ছেন, দুই বছর?'

'তার চাইতে বেশি।'

'পাঁচ? দশ?'

'মি. হোপ, শেষবার ফুলকানেলিকে দেখা গেছে ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বেন। দ্রুত একটা হিসেব কষে নিল ও। 'তাহলে তো আশি বছরের বেশি হয়ে গেছে। আপনি কী কোনো শিশু অপহরণের কথা বলছেন?'

'সে শিশু ছিল না,' মৃদু হাসি ফুটল ফেয়ারফ্যাক্সের মুখে। 'ফুলকানেলি যখন হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে যায় তখন তার বয়স ছিল আশি বছরের মতো।'

সরু হয়ে এল বেনের চোখ। 'আপনি কী ঠাট্টা করছেন আমার সাথে? বহু দূর থেকে এসেছি আমি, এবং সত্যি বলতে–'

'ঠাট্টা করছি না আমি, সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে পারি,' জবাব দিলেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'ঠাট্টা-তামাশা আমার পছন্দ নয়। আমি আবার বলছি, ফুলকানেলিকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব দিতে চাই আপনাকে।'

'আমি জীবিত লোকদের খুঁজে বেড়াই,' জবাব দিল বেন। 'ভূত প্রেতের পেছনে লাগার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। আপনার যদি তেমন কিছু দরকার হয় তাহলে প্যারাসাইকোলজি ইনস্টিটিউটের সাথে যোগাযোগ করুন। ওদের ভূত-শিকারীরা চলে আসবে।'

হাসলেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'আপনার সন্দেহ হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক। তবে ফুলকানেলি যে এখনও জীবিত এটা বিশ্বাস করার কারণ আছে। তবে তার আগে আরও একটু বিশদ বর্ণনা দেয়া দরকার। আমার আগ্রহ আসলে মানুষটাকে ঘিরে নয়, বরং তার কাছে থাকা কিছু তথ্যের ব্যাপারে। তথ্যটা আমার কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমি আর আমার এজেন্টরা অনেক চেষ্টা করেও সেটা খুঁজে বের করতে পারিনি।'

'কি ধরনের তথ্য?' প্রশ্ন করল বেন।

'তথ্যটা আছে কোনো একটা দলিলের মাঝে, সঠিকভাবে বলতে গেলে একটা পাণ্ডুলিপিতে। আমি চাই যে ফুলকানেলির ওই পাণ্ডুলিপি আপনি খুঁজে বের করবেন, এবং আমার কাছে নিয়ে আসবেন।'

BanglaBook.org

ঠোঁট কামড়াল বেন। 'এখানে কী কোনো ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে? আপনার পি. এ. ভিলিয়ারস আমাকে জানিয়েছে যে এর সাথে নাকি জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার জড়িত?'

'ঠিকই বলেছে সে,' জবাব দিলেন ফেয়ারফ্যাক্স।

'বুঝলাম না। কি ধরনের তথ্যের কথা বলছেন আপনি?'

বিষণ্ন হাসি ফুটল ফেয়ারফ্যাক্সের ঠোঁটে। 'বলব। আমার একটা নাতনি আছে, মি. হোপ। ওর নাম রুথ।'

নামটা শোনার সাথে সাথে নিজের প্রতিক্রিয়া লুকিয়ে রাখার সাধ্যমতো চেষ্টা করল বেন।

'ওর বয়স নয় বছর,' বলে চললেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'আমার আশঙ্কা, ও হয়তো দশম জন্মদিন দেখার সুযোগটা পাবে না। বিরল ধরনের এক ক্যান্সারে ভুগছে আমার নাতনি। ওর মা, আমার মেয়ে ওর সুস্থতার আশা ছেড়ে দিয়েছে। উঁচু দরের প্রাইভেট মেডিক্যাল এক্সপার্টদেরও একই অবস্থা। আমার যত টাকা আছে সব দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরেও তারা এই ভয়াবহ অসুখ ভাল করতে পারেনি।' একটা সরু হাত বাড়িয়ে দিলেন ফেয়ারফ্যাক্স। তার ডেস্কে সোনার ফ্রেমে একটা ফটোগ্রাফ বাঁধানো রয়েছে, সেটা বেনের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন তিনি। ফটোগ্রাফে ছোট্ট একটা মেয়েকে দেখা যাচ্ছে, মাথায় সোনালি চুল। ঘোড়ার পিঠে বসে আছে সে, মুখে উজ্জ্বল হাসি।

'এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ছবিটা বেশ আগে তোলা, ওর অসুখ ধরা পড়ার আগে,' বলে চললেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'এখন আর এমন নেই ওর চেহারা। জীবনের শেষ সময়টা বাড়িতে কাটানোর জন্য ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে ডাক্তাররা।'

'শুনে খুবই দুঃখ পেলাম,' বলল বেন। 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে এর সাথে–'

'ফুলকানেলির পাণ্ডুলিপির কী সম্পর্ক? সম্পর্ক আছে। আমার ধারণা যে ওই পাণ্ডুলিপিতে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে, এমন কোনো প্রাচীন জ্ঞান, যা আমার রুথকে বাঁচাতে সাহায্য করবে। রুথকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবে, ওই ছবিতে যে রুথকে দেখছেন, তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।'

'প্রাচীন জ্ঞান? কি ধরনের জ্ঞান সেটা?'

গম্ভীর হয়ে উঠল ফেয়ারফ্যাক্সের চেহারা। 'মি. হোপ, ফুলকানেলি ছিলেন–এবং আমার বিশ্বাস এখনও আছেন, তিনি একজন অ্যালকেমিস্ট।'

ভারী নীরবতা নামল ঘরে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে লাগলেন ফেয়ারফ্যাক্স।

BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্ত নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে রইল বেন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আপনি বলতে চাইছেন যে এই পাণ্ডুলিপিতে কোনো ধরনের আরোগ্যকারী ওষুধের সন্ধান পাওয়া যাবে?'

'কোনো অ্যালকেমিক্যাল এলিক্সির, অর্থাৎ অমৃত,' বললেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'এমন এক অমৃত যার সন্ধান জানতেন কেবল ফুলকানেলি।'

'দেখুন, মি. ফেয়ারফ্যাক্স, আপনার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি,' সাবধানে শব্দ বাছাই করে বলতে শুরু করল বেন। 'আপনার জন্য আমি পূর্ণ মাত্রায় সহানুভূতিশীল। কোনো গোপন ওষুধ থাকতে পারে এটা বিশ্বাস করতে লোভ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনার মতো একজন বুদ্ধিমান মানুষ... আপনার কী মনে হচ্ছে না যে আপনি নিজেকে ঠকাচ্ছেন? মানে, অ্যালকেমি? এর চাইতে কি দক্ষ চিকিৎসকদের পরামর্শ শুনলে ভাল হয় না? হয়তো নতুন ধরনের কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি, কোনো নতুন প্রযুক্তি...'

মাথা নাড়লেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'আপনাকে আগেই বলেছি, আধুনিক বিজ্ঞান যা করতে পারে তার কিছুই বাদ রাখা হয়নি। প্রতিটি সম্ভাবনা খতিয়ে দেখেছি আমি। বিশ্বাস করুন, এই ব্যাপারে আমি অনেক গবেষণা করেছি... আধুনিক বিশেষজ্ঞরা যে টুকু বলে তার চাইতে অনেক বেশি আছে বিজ্ঞানের বইতে।' থামলেন তিনি। 'মি. হোপ, নিজেকে নিয়ে আমি গর্বিত। জীবনে অত্যন্ত সফল হয়েছি আমি, প্রভাব প্রতিপত্তিও প্রচুর। কিন্তু আপনার সামনে একজন বৃদ্ধ দাদু হিসেবে উপস্থিত হয়েছি আমি, আর কিছু নয়। দরকার হলে রুথকে বাঁচানোর জন্য আপনার পা জড়িয়ে ধরতেও দ্বিধা করতাম না আমি, যদি জানতাম যে তাতে কাজ হবে। আপনি হয়তো ভাবছেন যে আমি বোকামি করছি, কিন্তু ঈশ্বর এবং আমার ছোট্ট সোনামণির কসম, এই বুড়ো মানুষটার প্রস্তাব গ্রহণ করলে কী এমন ক্ষতি হবে আপনার? বরং রুথকে যদি বাঁচানো না যায় তাহলে সব চেয়ে বড় ক্ষতি হবে আমাদের।'

দ্বিধা করতে লাগল বেন।

'আমি জানি যে আপনার নিজের কোনো পরিবার বা সন্তান নেই, মি. হোপ,' বলে চললেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'হয়তো একজন বাবা বা দাদুই বুঝতে পারবে যে তার প্রিয় সন্তানকে চোখের সামনে মারা যেতে দেখার কষ্ট কতখানি। এমন ভাগ্য যেন কোনো পিতামাতার না হয়।' স্থির চোখে বেনের দিকে তাকালেন তিনি। 'ফুলকানেলির পাণ্ডুলিপিটা খুঁজে বের করুন, মি. হোপ। আমি জানি যে আপনি পারবেন। এই কাজের জন্য আপনাকে এক মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং দেবো আমি, আগাম পাবেন চার ভাগের এক ভাগ। বাকিটা পাণ্ডুলিপি পৌঁছে দেয়ার সাথে সাথে আপনার হাতে পৌঁছে যাবে।' ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করে টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে

BanglaBook.org

দিলেন তিনি। কাগজটা তুলে নিল বেন। আড়াই লাখ পাউন্ডের চেক, ওর নামেই লেখা হয়েছে।

'ওতে কেবল আমার সই করার অপেক্ষা,' মৃদু স্বরে বললেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'সাথে সাথে টাকাটা আপনার হয়ে যাবে।'

চেকটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল বেন। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তাকিয়ে রইল বাইরে মৃদু বাতাসে মাথা দোলাতে থাকা গাছগুলোর দিকে। তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখতে লাগলেন ফেয়ারফ্যাক্স। মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর নাক দিয়ে জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল বেন, ধীরে ধীরে ফেয়ারফ্যাক্সের দিকে ঘুরে তাকাল। 'এটা আমার কাজ নয়। আমি শুধু হারিয়ে যাওয়া মানুষদের খুঁজে বের করি।'

'একটা শিশুর প্রাণ বাঁচানোর জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি আমি। কাজটা আপনি কিভাবে করলেন তাতে কী খুব বেশি কিছু আসে যায়?'

'আপনি আমাকে এমন একটা অসম্ভব কাজে নামতে বলছেন যেটা আপনার নাতনিকে বাঁচাতে পারে বলে আপনার ধারণা,' চেকটা ফেয়ারফ্যাক্সের ডেস্কের ওপর ছুড়ে দিল বেন। 'কিন্তু কাজটা আমি কিভাবে করব জানি না। আমি দুঃখিত, মি. ফেয়ারফ্যাক্স। আপনার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু এতে আমার আগ্রহ নেই। এবার, দয়া করে আপনার ড্রাইভারকে বলুন আমাকে এয়ারফিল্ডে নিয়ে যেতে।'

BanglaBook.org

## পাঁচ.

বুনো ফুল আর ঘাসে ভরে থাকা বিশাল এক মাঠে হাত ধরাধরি করে ছুটে বেড়াচ্ছে হাস্যোজ্জ্বল দুই কিশোর কিশোরী। সূর্যের আলোতে ঝলকাচ্ছে তাদের সোনালি চুল। মেয়েটার হাত ছেড়ে দিয়ে একটা ফুল তোলার জন্য নিচু হলো ছেলেটা। হাসতে হাসতে দৌড়াতে শুরু করল মেয়েটা, সামনে গিয়ে ঘুরে তাকাল। নাক কুঁচকে আছে দুষ্টুমির ভঙ্গিতে। ছেলেটা ফুল তুলে মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে ধরল, কিন্তু হঠাৎ করেই যেন বহু দূরে সরে গেল মেয়েটা। এখন তার পাশে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে, তার ওপাশে বিশাল এক গোলকধাঁধা।

'রুথ!' ডেকে উঠল ছেলেটা। 'ফিরে এসো!' মেয়েটা দুই হাত মুখের সামনে এনে চিৎকার করে জবাব দিল, 'এসে আমাকে খুঁজে বের করো!' বলেই হাসতে হাসতে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

ছেলেটা দৌড়াতে শুরু করল, কিন্তু কোথায় যেন কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। গোলকধাঁধা আর তার মাঝের দূরত্ব যেন বেড়েই চলেছে। 'যেও না, রুথ!' চিৎকার করে উঠল সে। দৌড়াচ্ছে তো দৌড়াচ্ছেই, কিন্তু পায়ের নিচ থেকে কখন যেন ঘাসের মাঠ সরে গিয়ে তার জায়গা দখল করেছে বালি। গভীর, নরম বালির ওপর বারবার হোঁচট খাচ্ছে সে।

তারপর দীর্ঘদেহী এক লোক এসে দাঁড়াল তার সামনে, গায়ে লম্বা সাদা আলখাল্লা। লোকটার কোমর পর্যন্ত পৌঁছবে বড়জোর ছেলেটার মাথা, নিজেকে দুর্বল মনে হলো তার। লোকটাকে পাশ কাটিয়ে গোলকধাঁধার দিকে দৌড়াতে থাকল সে, দরজায় এসে পৌঁছাল। দেখল দূরে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে রুথ। এখন আর হাসছে না সে, বরং ভয়ে কাঁদছে। শেষবারের মতো একবার চোখাচোখি হলো দু'জনের, তারপরেই হারিয়ে গেল মেয়েটা।

আরও অনেক দীর্ঘদেহী লোক হাজির হলো এবার, সবার পরনে সাদা আলখাল্লা, মুখে কালো দাড়ি। ছেলেটাকে ঘিরে ধরল তারা, সবার মুখে বিজাতীয় ভাষা। বড় বড় চোখ, তামাটে চেহারা, সবাই ছেলেটার ওপর ঝুঁকে আসতে লাগল, বাঁকা ত্যাড়া দাঁত বের করে হাসছে। তারপর ছেলেটার হাত আর কাঁধ শক্ত করে ধরে ফেলল তারা। চিৎকার করতে করতে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে ছেলেটা, কিন্তু আরও লোক এসে হাজির হচ্ছে কোথা থেকে, ছেলেটাকে নড়তেও দিচ্ছে না তারা...

BanglaBook.org

গ্লাসটা শক্ত করে হাতের মুঠোয় চেপে ধরল বেন, জিভে হুইস্কির জ্বালাপোড়া অনুভব করল। দূরে, সমুদ্রের অবিশ্রান্ত ধূসর ঢেউ পার হয়ে আরও সামনে দেখা যাচ্ছে দিগন্তরেখা, ভোরের আলোয় লাল হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে।

দরজা খোলার শব্দ পেয়ে ঘুরে তাকাল বেন। 'মর্নিং, উইন,' কোনোমতে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল। 'এত ভোরে কী করছ?'

চোখে কিছুটা উদ্বেগ নিয়ে ওর দিকে তাকাল উইনি। হাতে ধরা গ্লাস এবং পেছনের টেবিলে রাখা শূন্য বোতল–কিছুই তার দৃষ্টি এড়াল না। 'মনে হলো কারও গলার আওয়াজ শুনলাম। সব ঠিক আছে তো, বেন?'

'ঘুম আসছে না।'

'দুঃস্বপ্ন দেখছ আবার?' প্রশ্ন করল উইনি।

মাথা ঝাঁকাল বেন। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বৃদ্ধার মুখ থেকে। হুইস্কির বোতলের পাশে রাখা পুরনো ফটোগ্রাফটা তুলে নিল সে, একটু আগে যেটা দেখছিল বেন। 'কি সুন্দর ছিল, তাই না?' ফিসফিস করে বলল বৃদ্ধা। মাথা নাড়ল সে, ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'ওকে খুব মিস করি, উইনি। এত বছর পরেও।'

'আমি তো জানি সেটা,' বেনের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল উইনি। 'ওদের সবাইকে মিস করি।' ছবিটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল সে।

হাতের গ্লাসটা মুখের কাছে এনে এক ঢোকে শেষ করে ফেলল বেন।

ভ্রু কোঁচকাল উইনি। 'বেন, এত মদ খাওয়া কিন্তু–'

'লেকচার দিতে এসো না, উইনি।'

'এর আগে কখনও কিচ্ছু বলিনি তোমাকে,' শক্ত গলায় বলল বৃদ্ধা। 'কিন্তু দিনে দিনে আরও খারাপ হচ্ছে তোমার অবস্থা। কি হয়েছে তোমার, বেন? ওই লোকটার সাথে দেখা করে আসার পর থেকেই এমন অস্থির আচরণ করছ তুমি, খাচ্ছো না ঠিক মতো। গত তিন রাতে প্রায় মোটেই ঘুমাওনি। দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার। ফ্যাঁকাসে হয়ে যাচ্ছে তোমার চেহারা। আর আমি তো জানি, ওই বোতলটা সবে গত রাতেই খুলেছ তুমি।'

একটু হাসল বেন, ঝুঁকে এসে উইনির কপালে চুমো খেল। 'কড়া কথা বলার জন্য দুঃখিত। তোমাকে চিন্তায় ফেলার কোনো ইচ্ছে নেই আমার, উইন। আমি জানি যে মাঝে মাঝে আমাকে সহ্য করা একটু কঠিন।'

'লোকটা কি চাইছিল তোমার কাছে?'

'ফেয়ারফ্যাক্স?' জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে সাগরের দিকে তাকাল বেন, দেখছে যে মেঘের ওপাশ থেকে উঠে আসছে সোনালি সূর্য। 'লোকটা চাইছে...

BanglaBook.org

চাইছে যে আমি যেন রুথকে বাঁচাই,' বলল ও, মনে মনে আশা করছে যে হাতের গ্লাসটা ভরা থাকলে ভাল হতো।

সকাল নয়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করল বেন, তারপর ফোন তুলে নিল।

'আমার প্রস্তাবটা তাহলে আপনি গ্রহণ করছেন?' জানতে চাইলেন ফেয়ারফ্যাক্স।

'আর কাউকে পাননি?'

'না।'

'তাহলে আমি কাজটা নিচ্ছি।'

BanglaBook.org

## ছয়.

## অক্সফোর্ড

নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই অক্সফোর্ড ইউনিয়ন সোসাইটিতে এসে পৌঁছাল বেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পুরনো ছাত্রের মতো সে নিজেও এই সম্মানিত সংগঠনের একজন আজীবন সদস্য। বহু বছর ধরে দেখা করার জায়গা, ডিবেটিং হল এবং মেম্বারদের ক্লাব হিসেবে ভূমিকা রেখে আসছে এই জায়গাটা। ছাত্রজীবনে যেমন করত, তেমনভাবেই সামনের প্রধান দরজা এড়িয়ে গেল ও, পেছনদিকে অবস্থিত ম্যাকডোনাল্ড'স রেস্টুরেন্টের পাশ দিয়ে সরু একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। পুরনো মেম্বারশিপ কার্ডটা ডেস্কে দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও, সরু করিডোর ধরে সামনে এগিয়ে গেল। প্রায় বিশ বছর পার হয়ে গেছে শেষ বার আসার পর।

এত দিন পর ফিরে এসে কেমন অদ্ভুত লাগছে। বেন কখনও ভাবেনি যে এখানে, এমনকি এই শহরেই আবার কোনো দিন পা রাখবে ও। এই জায়গার সাথে প্রচুর অন্ধকার স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওর–এক সময়ে পরিকল্পনা করা জীবন, এবং ভাগ্যের ফেরে বেছে নেয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জীবন–দুটোর স্মৃতিই এখানে উজ্জ্বল।

ইউনিয়নের পুরনো লাইব্রেরিতে ঢুকে বেন দেখল, প্রফেসর রোজ তখনও এসে পৌঁছাননি। কিছুই বদলায়নি এখানে। এদিক ওদিক তাকাল ও, গাঢ় রঙের কাঠের প্যানেলিং, পড়ার টেবিল আর চামড়ায় বাঁধাই করা সব বইয়ে ভর্তি উঁচু গ্যালারিগুলো দেখল। অনেক উপরে দেখা যাচ্ছে কাঁচের সিলিং, তার সাথে ছোট ছোট জানালা আর অমূল্য সব ম্যুরাল, বিশাল কামরাটাকে প্রায় ঘিরে রেখেছে।

'বেনেডিক্ট!' পেছন থেকে ডেকে উঠল একটা কণ্ঠ। ঘুরে দাঁড়িয়ে জোনাথন রোজকে দেখতে পেল বেন। আগের চাইতে একটু মোটাসোটা, সাদা চুল এবং টাকের পরিমাণ একটু বেশি। কিন্তু এক সময়ের যে লোকটাকে ঝানু ঐতিহাসিক হিসেবে জানত বেন তাকে চিনে নিতে একটুও কষ্ট হলো না। দ্রুত পায়ে সামনে এগিয়ে এলেন প্রফেসর, হাসিমুখে করমর্দন করলেন ওর সঙ্গে। 'কেমন আছেন, প্রফেসর?' প্রশ্ন করল বেন। 'বহু দিন পর দেখা হলো আপনার সাথে।'

BanglaBook.org

লাইব্রেরির পুরনো আর্মচেয়ারগুলোর দুটো দখল করে বসল দু'জন, কয়েক মিনিট টুকটাক কথাবার্তা চলল। খুব বেশি বদলাননি প্রফেসর, অক্সফোর্ডের শিক্ষাগত জীবন আগের মতোই চলছে। 'এত বছর পর তোমার ফোন পেয়ে বেশ অবাক হয়েছিলাম, বেনেডিক্ট। এবার বলো, কী কারণে আমাকে স্মরণ করলে?'

প্রফেসরের সাথে দেখা করতে আসার কারণটা বুঝিয়ে বলল বেন। 'তারপরেই আমার মনে পড়ল, এক সময় দেশের সেরা প্রাচীন ইতিহাস গবেষককে চিনতাম আমি।'

'বেশ বেশ, কেবল আমার বেশিরভাগ ছাত্রের মতো প্রাচীন গবেষক বলে না ডাকলেই হলো,' হেসে উঠলেন প্রফেসর। 'তাহলে তোমার আগ্রহ হলো অ্যালকেমিতে, তাই তো?' ভ্রু জোড়া উপরে তুলে চশমার ওপর দিয়ে বেনের দিকে তাকালেন তিনি। 'এসব ব্যাপারে তোমার আগ্রহ হবে বলে ভাবিনি কখনও। ধর্মকর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে যারা ওদের দলে ভিড়ে যাওনি তো আবার?'

হাসল বেন। 'ইদানীং লেখালেখি করছি আমি। কিছু গবেষণার কাজ রয়েছে হাতে।'

'লেখক? তাহলে তো খুব ভাল। তা এই লোকটার নাম কি বললে যেন– ফ্র্যাকাসিনি?'

'ফুলকানেলি।'

মাথা নাড়লেন রোজ। 'এই নাম কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। তোমাকে খুব বেশি সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না। আমাদের মতো কাঠখোট্টা গবেষকদের জন্য এটা একটু দূরের জিনিস, তা এখন যতই হ্যারি পটারের যুগ হোক না কেন।'

একটু নিরাশ হলো বেন। জোনাথন রোজের কাছ থেকে ফুলকানেলি সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যাবে বলে আশা করেনি ও। ফুলকানেলির পাণ্ডুলিপি তো আরও পরের ব্যাপার। কিন্তু এত অল্প তথ্য নিয়ে তো কোনো কাজে নামাই যাবে না। 'এমনিতে অ্যালকেমি সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?' বলল ও।

'আমি তো বললামই, এটা আসলে আমার গবেষণার মধ্যে পড়ে না,' জবাব দিলেন রোজ। 'বেশিরভাগ মানুষের মতো আমিও এটাকে বুজরুকি বলে উড়িয়ে দিতে পারলে খুশি হই।' হাসলেন প্রফেসর। 'যদিও এটা বলতেই হবে যে কিছু কিছু গোপন সংঘ অনেক শতাব্দী ধরে টিকে আছে। সেই প্রাচীন মিসর এবং চায়না থেকে শুরু করে অন্ধকার এবং দুর্বোধ্য যুগ এবং তারও পরে রেনেসাঁ যুগে এসেও এই বিদ্যার দেখা মিলেছে।' জীর্ণ চামড়ার চেয়ারে হাত-

BanglaBook.org

পা ছড়িয়ে বসলেন প্রফেসর, বোঝা গেল দীর্ঘ আলোচনার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। 'যদিও একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারবেন যে ওই সব সংঘের উদ্দেশ্য কি ছিল, এমনকি ওরা নিজেরাও হয়তো জানত না। সীসা থেকে সোনা বানানো, অলৌকিক ওষুধ বা এলিক্সির অফ লাইফ তৈরি করা, যাকে বলে অমৃত... কে জানে?'

'তার মানে আপনি এটা বিশ্বাস করেন না যে এমন কোন অমৃতের অস্তিত্ব থাকতেও পারে?'

ভ্রু কোঁচকালেন রোজ, বেনের চেহারায় ঠাট্টার কোনো আভাস নেই দেখে বেশ বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন। 'আমার ধারণা যে ওরা যদি এমন কোনো ওষুধ সত্যিই বানিয়ে থাকে যেটা প্লেগ, পক্স, কলেরা, টাইফাসসহ অন্য সব অসুখ ভাল করতে পারে, তাহলে সেটার কথা আমরা জানতাম।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'সমস্যাটা হলো, এখানে আন্দাজের পরিমাণ খুব বেশি। কেউই সঠিক জানে না যে অ্যালকেমিস্টরা সত্যিই কিছু আবিষ্কার করেছিল কি-না, এবং সেটা কি? অ্যালকেমি ব্যাপারটা বিখ্যাত হওয়ার আরেকটা কারণ হলো এর গোপনীয়তা। হাজার রকমের রাখঢাক, গোপন সংঘ, ধাঁধা আর কোড, সেই সাথে নানা রকম গোপন ভাষা জড়িত আছে এর সাথে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে এসবের কোনো গুরুত্ব নেই।'

'তাহলে এত রহস্য কিসের?' প্রশ্ন করল বেন। গত দুই দিনে ইন্টারনেটে প্রচুর ঘাঁটাঘাঁটি করেছে ও, বিভিন্ন সংস্থার ওয়েবসাইটে ঢুকে তথ্য বের করার চেষ্টা করেছে। এর ফলে প্রচুর পরিমাণে অ্যালকেমিক লেখার সন্ধান পেয়েছে ও, যেগুলোর মাঝে বর্তমান সময়ের থেকে শুরু করে সেই চতুর্দশ শতাব্দীর সময়ে লেখা জিনিসও আছে। কিন্তু সবকটির মাঝেই সেই একই ধাঁচের দুর্বোধ্য, প্রহেলিকাময় ভাষা, গোপনীয়তার ছোঁয়া। পুরো ব্যাপারটার কতটুকু আসল আর কতটুকু বছরের পর বছর ধরে আকৃষ্ট হয়ে যাওয়া বিশ্বাসীদের ধরে রাখতে ব্যবহৃত প্রচারণা তা বুঝতে পারেনি বেন।

'এক দিক দিয়ে চিন্তা করলে বলা যায় যে ওগুলোর মাঝে রহস্যের কিছু নেই বলে,' দাঁত বের করে হাসলেন রোজ। 'কিন্তু তোমার এটাও মনে রাখতে হবে যে শক্তিশালী সব শত্রু তৈরি করেছিল অ্যালকেমিস্টরা, এবং আত্মরক্ষার কারণেও তারা এই গোপনীয়তার আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারে।'

'কার কাছ থেকে আত্মরক্ষা?'

'প্রথমেই বলতে হয় লোভী লোকজনের কথা,' বললেন রোজ। 'কখনও হয়তো কোনো এক বোকা অ্যালকেমিস্ট নিজের সোনা তৈরি করার ক্ষমতা নিয়ে একটু বেশিই বকে ফেলত। তাকে কিডন্যাপ করে কাজটা কিভাবে করতে হয় সেই কথা বের করার চেষ্টা করা হত তখন। যখন তারা ব্যর্থ হত,

BanglaBook.org

এবং সব সময় যেটা হত বলেই আমার ধারণা; তখন ওই অ্যালকেমিস্টকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়া হত।' একটু বিরতি নিলেন প্রফেসর। 'কিন্তু তাদের আসল শত্রু ছিল চার্চ, বিশেষ করে ইউরোপে। সেখানে সেই আদিকাল থেকে ধর্মবিরোধী এবং জাদুকর হিসেবে পুড়িয়ে মারা হয়েছে তাদের। প্রাচীন ফ্রান্সে ক্যাথারদের ওপর ক্যাথলিক ইনকুইজিশন কেমন অত্যাচার চালিয়েছে নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার? ঈশ্বরের নামে পুরো একটা জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল তারা। আজকের যুগে যাকে আমরা বলি গণহত্যা।'

'ক্যাথারদের ব্যাপারে জানি আমি,' বলল বেন। 'তবে একটু বিস্তারিত বললে ভাল হয়।'

চশমাটা খুলে টাইয়ের শেষ প্রান্ত দিয়ে মুছলেন রোজ। 'ভয়ানক এক কাহিনী,' বললেন তিনি। 'দক্ষিণ ফ্রান্সের যে জায়গাটা বর্তমানে ল্যাংডক বলে পরিচিত, সেখানে বিশাল এলাকা জুড়ে বাস করত এই ক্যাথাররা। ওদের নামটা এসেছিল গ্রিক শব্দ "ক্যাথারোস" থেকে, যার অর্থ হচ্ছে "বিশুদ্ধ"। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসটা একটু অন্য ধরনের ছিল অবশ্য, ঈশ্বরকে তারা ভালবাসার কোনো এক ধরনের মহাজাগতিক রূপ বলে ধারণা করত। যিশুকে খুব একটা গুরুত্ব দিত না, এমনকি হয়তো তার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করত না। ওদের ধারণা ছিল যে যিশুর অস্তিত্ব যদি থেকেও থাকে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন না। ওরা মানত যে সব বস্তুই প্রাথমিকভাবে অবিশুদ্ধ এবং খাদযুক্ত। এমনকি মানুষও এই অবিশুদ্ধতার বাইরে নয়। ধর্মীয় উপাসনা বলতে ওই অবিশুদ্ধ বস্তুকে নানাভাবে নিখুঁত আর বিশুদ্ধ করে তোলার উপায়কেই বুঝত ওরা, যার মাধ্যমে অবিনশ্বরের সাথে যুক্ত হওয়া যায়।'

হাসল বেন। 'এখন বুঝতে পারছি যে কেন অর্থোডক্স চার্চ এদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছিল।'

'ঠিক ধরেছ,' বললেন রোজ। 'ক্যাথাররা আসলে এমন এক রাজ্য গঠন করেছিল যা চার্চের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল। তার ওপর তারা এমন সব ধারণা প্রচার করে বেড়াচ্ছিল যাতে চার্চের অস্তিত্ব এবং কর্তৃত্ব দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারত।'

'ক্যাথাররা কি তাহলে অ্যালকেমিস্ট ছিল?' প্রশ্ন করল বেন। 'অবিশুদ্ধ বস্তুকে বিশুদ্ধ করার ব্যাপারে যে কথাগুলো বললেন, ওগুলো তো অ্যালকেমির ধারণার সাথে একেবারে মিলে যায়।'

'এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কেউ জানে বলে আমার মনে হয় না,' বললেন রোজ। 'ঐতিহাসিক হিসেবে এমন কোনো ধারণা সমর্থন করব না আমি। কিন্তু তুমি একেবারে ভুল বলোনি। ক্যাথারদের বিশ্বাসের সাথে অ্যালকেমিস্টদের

BanglaBook.org

ধারণা সত্যিই মিলে যায়। তবে নিশ্চিত আমরা কোনোদিনই হতে পারব না, কারণ সেই নিশ্চয়তা দেয়ার মতো কোনো ক্যাথার এখন আর বেঁচে নেই।'

'কি হয়েছিল তাদের?' প্রশ্ন করল বেন।

'সোজা কথায়, গণহত্যা,' বললেন রোজ। '১১৯৮ খ্রিস্টাব্দে যখন পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট ক্ষমতায় এলেন, ক্যাথারদের ধর্মবিরোধিতার অজুহাত দেখিয়ে চার্চের ক্ষমতা প্রচুর বৃদ্ধি করলেন তিনি। দশ বছর পর নাইটদের বিশাল এক সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন তিনি, যেমনটা এর আগে কেউ দেখেনি ইউরোপে। যুদ্ধফেরতা সব সৈনিক ছিল এই বাহিনীর সদস্য, অনেকেই হোলি ল্যান্ড থেকে ক্রুসেড সেরে ফিরেছে। প্রাক্তন ক্রুসেডার এবং লাইসেস্টারের ডিউক সাইমন ডে মনফোর্টের নেতৃত্বে এই বিশাল বাহিনী ল্যাংগুইডক আক্রমণ করে, এবং প্রতিটি দুর্গ, শহর এবং গ্রাম ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। ডে মনফোর্টের পরিচয় হয় *"গ্লেইভ ডে লেগ্নিজ"* হিসেবে।'

'চার্চের তলোয়ার,' অনুবাদ করল বেন।

মাথা ঝাঁকালেন রোজ। 'সত্যিই তাই। বলা হয় যে সেই সময় কেবল বেজিয়ার্সেই এক লাখের ওপর পুরুষ, মহিলা এবং শিশুকে হত্যা করা হয়। পরবর্তী বছরগুলোতে পোপের সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ প্রদেশে অভিযান চালায়, ধ্বংস করে দেয় সব কিছু। তলোয়ারের নিচ থেকে যারা বেঁচে যায় তাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে। ১২১১ খ্রিস্টাব্দে লাভরে প্রায় চার'শ ক্যাথার ধর্মদ্রোহীকে আগুনে পুড়িয়ে মারে তারা।'

'বাহ,' তিক্ত গলায় মন্তব্য করল বেন।

'ভয়াবহ এক ঘটনা এটা,' বলে চললেন রোজ। 'আর এই সময়েই চার্চের নতুন শাখা, ইনকুইজিশন স্থাপন করে ক্যাথলিক চার্চ, যার ফলে সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা আরও বহু দূর বিস্তৃত হয়। জিজ্ঞাসাবাদ, অত্যাচার এবং খুনখারাবীর দায়িত্ব নিয়েছিল এই ইনকুইজিশন। একমাত্র পোপের কাছেই জবাবদিহি করত তারা, এমনই ছিল তাদের ক্ষমতা। ১২৪২ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইনকুইজিটরদের রক্তপিপাসা এতই বেড়ে যায় যে বীতশ্রদ্ধ নাইটদের একটা দল আলাদা হয়ে যায় এবং অ্যাভিওন নামে এক জায়গায় প্রচুর ইনকুইজিটরকে হত্যা করে। যদিও খুব দ্রুতই সেই বিদ্রোহী নাইটদের শাস্তি দেয়া হয়। তারপর, অবশেষে ১২৪৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ সিদ্ধান্ত নেন যে ক্যাথাররা অনেক বেশি সহ্যক্ষমতা দেখিয়েছে, এবার ওদের ঝাড়ে বংশে উপড়ে ফেলতে হবে। ক্যাথারদের শেষ দুর্গটাকে ঘিরে ফেলে আট হাজার নাইট। মসেগুর-এর এক পাহাড়চূড়ায় ছিল সেই দুর্গ। দশ মাস ধরে দুর্গের দিকে ক্যাটাপুল্টের সাহায্যে অনবরত ভারি পাথর বর্ষণ করা হয়। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে আত্মসমর্পণ করে ক্যাথাররা। দুই'শ অসহায় বন্দীকে পাহাড় থেকে নামিয়ে আনা হয়,

BanglaBook.org

যাদের পুড়িয়ে মারে ইনকুইজিটররা। আর এর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায় ওদের কাহিনী। সর্বকালের অন্যতম বিভৎস এক গণহত্যার সমাপ্তি।'

'বোঝা যাচ্ছে যে অ্যালকেমিস্টদের এসব ধ্যান-ধারণা বেশ বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল,' মন্তব্য করল বেন।

'কিছু বিপদ এখনও আছে,' রহস্যভরা সুরে বললেন রোজ।

'মানে?' অবাক হয়ে গেল বেন।

হেসে উঠলেন প্রফেসর। 'ভয় পেও না, আমি এটা বলিনি যে এখনও সবার সামনে ওভাবে ধর্মদ্রোহীদের পুড়িয়ে মারা হয়। আমি বলছি আমার মতো গবেষক বা বিজ্ঞানীদের কথা। এই ব্যাপারটা এখনও কেউ ছুঁতে চায় না, কারণটা হলো পাগল সাব্যস্ত হওয়ার ভয়। মাঝে মাঝেই কেউ কেউ এর গুরুত্ব বোঝাতে হাজির হয়, এবং ধরা খায়। এই তো, কিছু দিন আগেও এই ব্যাপার নিয়ে এক বেচারী বেশ অপমানিত হয়েছে।'

'কি হয়েছিল?'

'প্যারিসের একটা ইউনিভার্সিটির ঘটনা। বিনা অনুমতিতে কিছু গবেষণা করতে গিয়ে বিপদে পড়ে গিয়েছিল এক আমেরিকান বায়োলজি শিক্ষক...'

'গবেষণাটা কী অ্যালকেমির ওপর ছিল?'

'তেমনই কিছু একটা। খবরের কাগজে একটা আর্টিকেল লিখেছিল যেটা কিছু কিছু মানুষের পছন্দ হয়নি।'

'কে এই আমেরিকান?' প্রশ্ন করল বেন।

'নামটা মনে করার চেষ্টা করছি,' বললেন রোজ। 'ড.... ড. রোপার... না, রাইডার। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এটা নিয়ে গবেষকদের মাঝে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল, এমনকি ফ্রেঞ্চ মেডিভাল সোসাইটির বুলেটিনেও বলা হয়েছিল এটার কথা। অবৈধ চাকরিচ্যুতির অভিযোগ তুলে একটা ইউনিভার্সিটি ট্রাইব্যুনালেও গিয়েছিল রাইডার। যদিও কোনো লাভ হয়নি। বললাম না, একবার তোমাকে পাগল বলে ঠাউরালে শেষ পর্যন্ত ডাইনি পোড়ানোরই দশা হবে।'

'ড. রাইডার, প্যারিস,' কথাটা নোট করে রাখল বেন।

'কলেজের কমন রুমে পড়ে থাকা সাইন্টিফিক আমেরিকানের একটা কপিতে এই ব্যাপারে বেশ বড় একটা আর্টিকেল দেখেছিলাম। ওটা খুঁজে পেলে ফোন করে জানাব তোমাকে। ওখানে রাইডারের একটা ফোন নাম্বারও থাকার কথা।'

'ধন্যবাদ। এটা পরে দরকার হতে পারে আমার।'

'ওহ...' হঠাৎ মনে পড়ল রোজের। 'একটা কথা। যদি সত্যিই কখনও প্যারিস যাও তাহলে মরিস লরিউ বলে এক লোকও তোমাকে সাহায্য করতে পারে। বেশ বিখ্যাত এক প্রকাশক, এ ধরনের গোপন ব্যাপারে খুব আগ্রহ।

BanglaBook.org

এমন প্রচুর বই বের করেছে। আমার বেশ ভাল বন্ধু। এটা ওর কার্ড... যদি দেখা হয় তাহলে আমার পক্ষ থেকে হ্যালো জানিও।'

কার্ডটা নিল বেন। 'বেশ, জানাব। ড. রাইডারের ফোন নাম্বারটা পেলে জানাবেন। তার সাথে দেখা করা সত্যিই দরকার হতে পারে।'

উষ্ণ করমর্দন করে বিদায় নিল দু'জন। 'তোমার গবেষণার জন্য শুভকামনা থাকল, বেনেডিক্ট,' বললেন প্রফেসর রোজ। 'তবে পরের বার দেখা করতে আসার আগে আরও বিশ বছর সময় নিও না কিন্তু।'

বেশ দূরে দুটো কণ্ঠ তখন ফোনে কথা বলছে।

'লোকটার নাম হোপ,' একজন বলল। 'বেনেডিক্ট হোপ।' বৃটিশ উচ্চারণে কথা বলছে সে, দ্রুত, ফিসফিসে গলায়। কিছুটা ফাঁপা শোনাচ্ছে তার গলা, যেন অন্যদের কান এড়ানোর জন্য হাত দিয়ে মাউথপিস ঢেকে রেখেছে।

'চিন্তা কোরো না,' দ্বিতীয় গলাটা বলল। ইটালিয়ান উচ্চারণ, আত্মবিশ্বাসী গলা। 'বাকিদের মতো এর ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

'সেটাই তো সমস্যা,' ফিসফিস করে বলে উঠল প্রথমজন। 'এই লোকটা বাকিদের মতো নয়। আমার মনে হচ্ছে ঝামেলা পাকাবে।'

একটু বিরতি। 'কি হয় না হয় জানিও। আমরা দেখছি ব্যাপারটা।'

BanglaBook.org

## সাত.

## রোম, ইটালি

বিশালদেহী লোকটা তার হাতের সাইন্টিফিক আমেরিকান ম্যাগাজিনের পুরনো কপিটার পাতা ওল্টাচ্ছে, নির্দিষ্ট পাতায় এসে থামল। যে আর্টিকেলটা সে খুঁজছে তার নাম *মেডিভ্যাল কোয়ান্টাম সাইন্স*। লেখক ড. রবার্টা রাইডার, একজন আমেরিকান বায়োলজিস্ট যিনি বর্তমানে প্যারিসে কর্মরত। আগেও পড়েছে সে লেখাটা, তবে গত কয়েকদিনে আসা রিপোর্টগুলোর কারণে এখন সম্পূর্ণ নতুন আলোকে দেখতে হচ্ছে লেখাটাকে।

প্রথম যখন সে রাইডারের লেখাটা দেখেছিল তখন ম্যাগাজিনের সম্পাদকরা কিভাবে লেখককে আক্রমণ করেছিল সেটা দেখে খুশিই হয়েছিল। পুরো একটা সম্পাদকীয় জুড়ে কেবল কটাক্ষ করা হয়েছিল রাইডারের আর্টিকেলটাকে, প্রতিটা লাইনকে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এমনকি ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদেও বিদ্রূপ করা হয়েছিল মহিলাকে নিয়ে। এভাবে সবার সামনে তার সম্মান নিয়ে টানাহেঁচড়া করাটা হয়তো ঠিক হয়নি, কিন্তু এক সময়ের সম্মানিত, পুরস্কারপ্রাপ্ত কোনো বিজ্ঞানী যখন অ্যালকেমির মতো একটা জিনিস নিয়ে উল্টোপাল্টা ধারণা ছড়াতে শুরু করে তখন এ ছাড়া আর কোনো পথও থাকে না। একজন উন্মাদ যদি বলতে শুরু করে যে অ্যালকেমি গবেষণাকে গুরুত্ব দিতে হবে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে, সেই সাথে এর সাথে তুকতাক ধরনের যে বদনাম জড়িয়ে আছে সেগুলো মুছে ফেলতে হবে, তখন বিজ্ঞানমনস্ক সমাজের পক্ষে সেটা মেনে নেয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

তখন থেকেই ড. রাইডারের খবর রেখে আসছে সে, এবং তার ক্যারিয়ারে ধস নামতে দেখে খুশিই হয়েছে। সব জায়গায় অসম্মানিত হয়েছে রাইডার। বিজ্ঞানীরা মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে তার দিক থেকে, প্রায় একঘরে করে দিয়েছে। ইউনিভার্সিটির চাকরিটা হারিয়েছে মহিলা। এই খবরটা শুনে দারুণ খুশি হয়ে উঠেছিল লোকটা।

কিন্তু এখন সেই খুশিটা আর নেই তার মাঝে। সত্যি বলতে গেলে দারুণ ক্ষেপে আছে সে।

BanglaBook.org

কোনোভাবেই দমানো যাচ্ছে না মহিলাকে। হাজার প্রতিকূলতার মুখেও অদ্ভুত সহনশীলতা আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব দেখা যাচ্ছে তার মাঝে। সবার কাছ থেকে পাওয়া কড়া সমালোচনা, টাকাপয়সা ফুরিয়ে আসা–এ সব ঝামেলা সত্ত্বেও নিজের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে সে। এখন, বিশ্বাসযোগ্য উৎস থেকে আসা খবরে জানা গেছে যে সফলতা মিলেছে মহিলার ভাগ্যে। খুব বড় কিছু নয়, কিন্তু দুশ্চিন্তা তৈরি করার জন্য যথেষ্ট।

এই রাইডার মহিলা খুবই চালাক। বিপজ্জনক ধরনের চালাক। যৎসামান্য পরিমাণ অর্থে সে যেই পরিমাণে সফলতা দেখাচ্ছে সেটা বিশালদেহী মানুষটার লোকেরা এখনও আনতে পারেনি, যদিও তাদের বেতন এবং সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি। এভাবে আর চলতে দেয়া যায় না। যদি খুব বেশি কিছু জেনে ফেলে মহিলা? থামাতেই হবে তাকে।

BanglaBook.org

# আট.

## প্যারিস

দারুণ সুরক্ষিত কোনো ব্যাংকের ভল্টে মানুষ কি রাখতে পারে সেটা জানা গেলে তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোও জানা হয়ে যায়। তবে এদিক দিয়ে চিন্তা করলে বেন হোপের জীবনটা খুবই সাধারণ।

ব্যাংক ন্যাশনালে ডে প্যারিসে তার যে সেফ ডিপোজিট বক্সটা রয়েছে তার সাথে লন্ডন, মিলান, মাদ্রিদ, বার্লিন এবং প্রাগের বক্সগুলোর কোনো তফাত নেই। সবকটির মাঝেই কেবল দুটো জিনিস রয়েছে। প্রথম জিনিসটা দেশ এবং মুদ্রা ভেদে চেহারা বদল করে। পরিমাণ অবশ্য একই থাকে, যতটুকু হলে অনির্ধারিত সময়ের জন্য স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো যায় ততটুকুই। হোটেল, যাতায়াত, তথ্য–এগুলোতেই ওর খরচ সবচেয়ে বেশি। এই কাজটার জন্য ফ্রান্সে কত দিন থাকতে হবে জানা নেই। প্রাইভেট ভিউইং রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সিকিউরিটি গার্ডরা। ভেতরে বসে বসে নিজের বক্স থেকে প্রায় অর্ধেকের মতো ইউরোর বান্ডিল পুরনো ক্যানভাস আর্মি ব্যাগটায় ভরে নিল বেন।

দ্বিতীয় জিনিসটা সব দেশে, সব সেফ ডিপোজিট বক্সেই একই থাকে। বাকি টাকাসহ বক্সের উপরের অংশটা খুলে ফেলল সে, তারপর নিচে হাত ঢুকিয়ে পিস্তলটা বের করে আনল।

ব্রাউনিং হাই-পাওয়ার জিপি থার্টি ফাইভ নাইন এম এম সেমিঅটোমেটিক পিস্তলটার মডেল বেশ পুরনো। এখন বাজারে নতুন সব হালকা অস্ত্র চলে এসেছে, সিগ, হেকলার অ্যান্ড কচ, গ্লক কমব্যাট পিস্তল ইত্যাদি। কিন্তু বেনের পিস্তলটার বিশ্বস্ততা অনেক পুরনো। সাধারণ চেহারা, যে কোনো আততায়ী বা আক্রমণকারীকে থামিয়ে দেয়ার মতো ক্ষমতা রাখে। তেরোটা গুলি ধরে, সাথে অতিরিক্ত একটা রাখা যায় ব্রিচে। যে কোনো পরিস্থিতি ঠাণ্ডা করার জন্য যথেষ্ট। জীবনের প্রায় অর্ধেক সময় জুড়ে অস্ত্রটাকে চেনে বেন, বহু ব্যবহৃত পুরনো দস্তানার মতোই এখন ওর হাতে মানিয়ে যায় পিস্তলটা।

তবে প্রশ্নটা হলো, এটা কি ব্যাংকে রেখে যাবে নাকি নিজের সাথে রাখবে? সুবিধা এবং অসুবিধা দুটোই আছে। সুবিধা হলো, এই ধরনের কাজে

BanglaBook.org

একমাত্র যেটা নিশ্চিত করে বলা যায় সেটা হলো যে কোনো কিছুই এখানে নিশ্চিত নয়। সে ক্ষেত্রে ব্রাউনিংটা মনের শান্তি নিশ্চিত করতে পারে। আর অসুবিধা হলো, কাগজপত্র ছাড়া আগ্নেয়াস্ত্র বহনে ঝুঁকি থাকেই। লুকানো অস্ত্র সাথে থাকা মানেই সব কিছুতে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা। কোনো অতি উৎসাহী পুলিশ যদি তল্লাশী করতে চায় এবং অস্ত্রটা পেয়ে যায়, তাহলে নানা রকম ঝামেলার মুখোমুখি হতে হবে। জ্যাকেটের নিচে আটকানো ডি সান্টিস হিপ হোলস্টারটা কারও চোখে পড়ে গেলেও বিপদ হতে পারে। আর সব কিছুর পরে যেটা, এই কাজে অস্ত্রের প্রয়োজন হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এখন পর্যন্ত সব কিছুই পণ্ডশ্রম হবে বলে মনে হচ্ছে।

তবে যাই হোক, ঝুঁকিটা এ ক্ষেত্রে নেয়া যায়। পিস্তল, লম্বা নলের মতো সাউন্ড সাপ্রেসর, অতিরিক্ত ম্যাগাজিন, গুলির বক্স এবং হোলস্টারটা টাকার ব্যাগে রেখে দিল বেন, তারপর গার্ডদের ডেকে ডিপোজিট বক্সটা ভল্টে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলল।

ব্যাংক থেকে বের হয়ে প্যারিসের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল বেন। এই শহরে প্রচুর সময় কেটেছে ওর। ফ্রান্স ওর নিজের বাড়ির মতো, এবং ফ্রেঞ্চ বলতেও পারে চমৎকার।

মেট্রোতে করে নিজের এপার্টমেন্টে ফিরে এল বেন। এক ধনী ক্লায়েন্টের বাচ্চাকে উদ্ধার করে দিয়েছিল ও, সে-ই এটা উপহার দিয়েছে। প্যারিসের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হলেও একটা গলির মাঝে বেশ ক'টা বিল্ডিঙের মাঝে অবস্থিত হওয়ায় প্রায় অদৃশ্য। ভেতরে ঢোকার একমাত্র রাস্তাটা একটা ভূগর্ভস্থ পার্কিং লটের মাঝ দিয়ে। সরু একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়, তারপর আবার পেরোতে হয় ভারি স্টিলের দরজা। এই এপার্টমেন্টটাকে একটা সেফহাউস হিসেবে ধরে নিয়েছে বেন। ভেতরটা আরামদায়ক, তবে একেবারেই ছিমছাম। ছোট্ট একটা কিচেন, খুব সাধারণ বেডরুম, এবং আর্মচেয়ার, ডেস্ক, টিভি আর একটা ল্যাপটপসহ লিভিং রুম। ইউরোপের দ্বারপ্রান্তে থাকার জন্য এর চাইতে বেশি কিছু দরকার হয় না বেনের।

শেষ বিকেলের সূর্যের নিচে দাঁড়িয়ে আছে নটর ডেম ক্যাথেড্রাল। বিশাল দালানটার দিকে এগিয়ে গেল বেন। এক ট্যুর গাইড কিছু আমেরিকান ট্যুরকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে। '১১৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এই ক্যাথেড্রাল, প্রায় এক'শ সত্তর বছর লাগে নির্মাণ সম্পূর্ণ হতে। ফরাসি বিপ্লবের সময় এই দারুণ শিল্পকর্মটি প্রায় ধ্বংস হতে বসেছিল, যদিও পরবর্তীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এর জৌলুস আবার ফিরিয়ে আনা হয়...'

পশ্চিম দিক দিয়ে ভেতরে ঢুকল বেন। শেষবার চার্চে পা রাখার পর অনেক বছর কেটে গেছে। এত দিন পর ফিরে এসে কেমন যেন অদ্ভুত লাগল,

BanglaBook.org

অনুভূতিটা ঠিক পছন্দ হলো না ওর। তবে জায়গাটার অসাধারণ সৌন্দর্যে অবাক না হয়ে পারল না।

বেনের সামনে রয়েছে কেন্দ্রীয় হলঘর, দেয়ালগুলো সোজা উঠে গেছে অনেক উপরে, বেঁকে গিয়ে ছাদের সাথে মিশেছে। ক্যাথেড্রালের খুঁটিগুলোতে লেগেছে পশ্চিম দিকের ঘষা-কাঁচের জানালা দিয়ে আসা অস্তগামী সূর্যের আলো।

ভেতরে পায়চারি করে অনেকটা সময় কাটাল বেন, পাথরের মেঝেতে প্রতিধ্বনি তুলল ওর পায়ের শব্দ। ওর হাতের নিচে একটা বইয়ের সেকেন্ডহ্যান্ড কপি রয়েছে, যে লোককে ও খুঁজছে, অর্থাৎ রহস্যময় অ্যালকেমিস্ট ফুলকানেলির লেখা বই। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের প্রকাশিত *দ্য মিস্টরিজ অভ দ্য ক্যাথেড্রালস* নামে একটা বইয়ের অনুবাদ ওটা। প্যারিসের একটা পুরনো বইয়ের দোকানের অকাল্ট বা গুপ্তবিদ্যা শাখায় খুঁজতে খুঁজে বইটা পেয়ে গিয়েছিল বেন। বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, ভেবেছিল মূল্যবান কোন তথ্য পাওয়া যাবে। বিশেষ করে লোকটার কোনো ছবি বা ব্যক্তিগত তথ্য পেলে তো খুবই ভাল হয়, যাতে করে তার আসল নাম বা পারিবারিক তথ্য জানা যাবে। এটাও দেখতে হবে যে পাণ্ডুলিপির কোনো বিবরণ পাওয়া যায় কি-না।

কিন্তু এসবের কিছু পাওয়া যায়নি বইটায়। কেবল লুকানো অ্যালকেমিক প্রতীক আর সাংকেতিক ভাষা দিয়ে বোঝাই। ফুলকানেলির মতে এসব প্রতীক আর শব্দ নাকি এই ক্যাথেড্রালের দেয়ালেই খোদাই করা আছে।

গথিক ধাঁচে তৈরি বিরাট একটা বাঁকানো খিলানের নাম হচ্ছে পোর্চ অভ জাজমেন্ট, পুরোটা নানা রকম খোদাইয়ের কাজ দিয়ে ভর্তি। এক সারি সাধুর নিচে দেখা যাচ্ছে নানা রকম মূর্তি আর প্রতীকের ছবি। ফুলকানেলির বই অনুসারে এসব ভাস্কর্যের রয়েছে গোপন অর্থ, যেটা কেবল জ্ঞানী ব্যক্তিদের পক্ষেই পড়া সম্ভব। বেন এসবের কোনো অর্থই বের করতে পারছে না। বোঝা যাচ্ছে আমার মাঝে জ্ঞানের ছিটেফোটাও নেই, ভাবল ও। তবে সেটা ফুলকানেলি বলার অনেক আগে থেকেই আমি জানি।

বিশাল হলঘরের ঠিক মাঝখানে, যিশুখ্রিস্টের মূর্তির পায়ের কাছে একটা গোলাকার ছবি, তাতে দেখা যাচ্ছে এক নারী বসে আছে সিংহাসনে। হাতে দুটো বই, একটা খোলা আর আরেকটা বন্ধ। ফুলকানেলির মতে এগুলো গোপন এবং প্রকাশ্য জ্ঞানের প্রতীক। পোর্চ অভ জাজমেন্টের গায়ে আঁকা অন্যান্য ছবিতে চোখ বোলাল বেন। ক্যাডুসিয়াস, বা আরোগ্যের প্রাচীন প্রতীক–লাঠিকে জড়িয়ে থাকা সাপ–হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী। একটা স্যালামান্ডার। তলোয়ার আর সিংহের ছবি আঁকা ঢাল হাতে এক নাইট। দাঁড়কাকের ছবিসহ একটা গোলাকার প্রতীক। সব কিছুই যেন কোনো গোপন

BanglaBook.org

অর্থ বহন করছে। উত্তর পাশে রয়েছে আরেকটা খিলান, 'পোর্টাল অভ দ্য ভার্জিন।' ফুলকানেলির বই অনুসারে সেটার গায়ে খোদাই করা একটা পাথরের শবাধারের দিকে এগিয়ে গেল বেন। এখানে আঁকা হয়েছে যিশুর জীবনের একটা ঘটনা। বইতে বলা হয়েছে যে শবাধারের গায়ে যে ছবিগুলো আঁকা হয়েছে সেগুলো আসলে সোনা, পারদ, সীসা এবং অন্যান্য অ্যালকেমিক ধাতুর প্রতীক।

কিন্তু সত্যিই কী তাই? বেনের কাছে তো স্রেফ ফুলের নকশা বলে মনে হচ্ছে। প্রাচীন ভাস্কররা যে এসব ছবির মাঝে নিজেদের গোপন সংকেত লুকিয়ে রেখেছে তার প্রমাণ কোথায়? ভাস্কর্যগুলো যে সুন্দর তাতে বেনের সন্দেহ নেই, কিন্তু এ থেকে কী বোঝা যাচ্ছে? যে শিশু মরতে বসেছে তার জন্য কী কাজে আসবে এই ভাস্কর্যগুলো? বেন বুঝতে পারল, এ ধরনের শিল্পকর্মের সমস্যা হচ্ছে যে এগুলো থেকে যে কোনো অর্থই বের করা যায়। একটা দাঁড়কাক হয়তো নিছক একটা দাঁড়কাক, কিন্তু এর মাঝে কোনো অর্থ না থাকলেও কেউ চাইলেই অর্থ বের করে নিতে পারে। শতাব্দী প্রাচীন এসব শিল্পের ভাস্কর এখন আর জীবিত নেই যে এগুলো থেকে কেউ কোনো অর্থ সাজাতে চাইলে তার প্রতিবাদ করবে। নানা রকম 'গোপন জ্ঞান' কে ঘিরে নানা ষড়যন্ত্র আর গুপ্তসংঘগুলো এসব নিয়েই কাজ করে। ইতিহাসের বিকল্প ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্য খুব বেশি মানুষ আগ্রহী, যেন অতীতে যা ঘটে গেছে সেগুলোর বাস্তবিক ব্যাখ্যা তাদের সন্তুষ্ট করতে পারে না। হয়তো মানুষের অস্তিত্ব খুব বেশি সাদামাটা বলেই সবাই নিজের মতো করে একটু উত্তেজনার স্বাদ নিতে চায়। এসব কিংবদন্তীকে ঘিরে গড়ে ওঠে বহু সংস্কৃতি, সিনেমার স্ক্রিপ্টের মতো বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা হয় একই অতীত। অ্যালকেমি সম্পর্কে যতটুকু জেনেছে তাতে এখন বেনের মনে হচ্ছে যে এটাও তেমনই কোনো সংস্কৃতির ভিন্ন রূপ, উত্তেজনার সন্ধানে যেটা চক্রাকারে নিজের চারিদিকে ঘুরে চলেছে।

বিরক্ত লাগছে ওর। আফসোস হচ্ছে যে কেন এই কাজটা নিতে গেল। ফেয়ারফ্যাক্সের আড়াই লাখ পাউন্ড যদি এই মুহূর্তে ওর একাউন্টে পড়ে না থাকত তাহলে ও শপথ করে বলত যে কেউ মজা করছে ওর সাথে। এখন আসলে ওর এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত, তারপর ইংল্যান্ডের প্রথম প্লেনটা ধরে ফিরে গিয়ে বুড়োটাকে ফিরিয়ে দেয়া উচিত সব টাকা।

শুধু বুড়ো বললে ভুল হবে। বেপরোয়া একজন মানুষ, যে নিজের নাতনির জীবন বাঁচাতে উদগ্রীব। রুথ। বেন জানে যে কাজটা কেন নিয়েছে সে।

একটা বেঞ্চিতে বসে কয়েক মিনিট চিন্তাগুলো গুছিয়ে নিল বেন, প্রার্থনা করতে আসা লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ফুলকানেলির বইটা

BanglaBook.org

আবার খুলে লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিল, এ পর্যন্ত বই থেকে কি কি জানতে পেরেছে তা মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছে।

দ্য মিস্ট্রিজ অভ দ্য ক্যাথেড্রালসের ভূমিকাটা পরে লেখা হয়েছে। লিখেছে ফুলকানেলির একজন শিষ্য। সেখানে বলা হয়েছে, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ফুলকানেলি প্যারিসে তার এক ছাত্রের হাতে কিছু জিনিস তুলে দেয়, সেগুলো আসলে কি তা কেউ জানে না। তারপরেই যেন বাতাসে মিলিয়ে যায় সে। লেখকের মতে তখন থেকেই বহু লোক এই অ্যালকেমিস্টকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে, যাদের মাঝে একটা আন্তর্জাতিক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিও আছে।

সেটা তো জানা কথা। ইন্টারনেট থেকে যা জানা গেছে তার সাথে এসব কথার মিল আছে। ফুলকানেলির গল্পটাকে অবশ্য আরও কয়েক রকম ধরনে পেয়েছে বেন, নির্ভর করেছে ও কোন ওয়েবসাইটে ঢুকেছে তার ওপর। কেউ কেউ বলছে ফুলকানেলির কোনো অস্তিত্ব নেই। কারও মতে সে আসলে বিভিন্ন ব্যক্তির সমন্বয়ে গড়ে তোলা একটা ব্যক্তিত্ব, কোনো গোপন সংঘের ছদ্মবেশ। আরেকটা জায়গায় বলা হয়েছে রহস্যময়ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার বহু বছর পর নিউ ইয়র্কে দেখা গেছে অ্যালকেমিস্টকে, যে সময় তার বয়স এক শ বছরের চাইতে অনেক বেশি হওয়ার কথা।

তবে এগুলোর কোনোটাই বিশ্বাস করেনি বেন। কোনো গল্পই বিশ্বাসযোগ্য নয়। ফুলকানেলির কোনো ছবি পাওয়া যাচ্ছে না, তাহলে তাকে দেখা গেছে এটা কিভাবে মানা যাবে? পুরো ব্যাপারটাই ধোঁয়াশায় ভরা। এসব তথ্যের মাঝে কেবল একটা দিকেই মিল আছে, এবং সেটা হলো যে এগুলোর কোনোটাতেই ফুলকানেলির পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই।

নটর ডেম গির্জা ঘুরেও খুব একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে না বেন। তবে এখানে ঢোকার পর পরই একটা জিনিস খেয়াল করেছে ও। কেউ একজন অনুসরণ করছে ওকে।

লোকটা যে খুব একটা দক্ষভাবে কাজটা করছে তা বলা যাবে না। খুব বেশি সতর্ক, বেনের চোখ এড়ানোর জন্য খুব বেশি আগ্রহী। এই মুহূর্তে হয়তো দূরের এক কোণে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকাচ্ছে, পর মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে একটা বেঞ্চির আড়ালে নিজের মোটাসোটা দেহটা লুকোতে ব্যস্ত। এর চাইতে যদি লোকটা মুখে হাসি ফুটিয়ে বেনের কাছে রাস্তা জানতে চাইত তাহলেও কম সন্দেহ বোধ করত ও।

ক্যাথেড্রালের সাজসজ্জার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে বেনের অলস দৃষ্টি, শরীরের ভঙ্গি স্বাভাবিক। সাধারণ ট্যুরিস্টের ভাবভঙ্গি আর কি। তবে খেয়াল করার পর থেকেই অনুসরণকারীর ওপর কড়া নজর রেখেছে ও। কে লোকটা? কি চায় ওর কাছে?

BanglaBook.org

এসব ক্ষেত্রে সাধারণত সরাসরি এগিয়ে যেতেই পছন্দ করে বেন। কেউ ওকে কেন অনুসরণ করছে সেটা জানতে হলে সরাসরি জিজ্ঞেস করে যে তারা কারা এবং কি চায়। তবে তার আগে দুটো কাজ করা দরকার। প্রথমত, লোকটাকে নির্জন কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, এবং দেখতে হবে যেন পালাতে না পারে। তারপর লোকটাকে লেবুর মতো চিপে চিপে কথা বের করবে বেন। কতটা ভদ্র ব্যবহার করবে সেটা নির্ভর করছে ধরা খেয়ে লোকটার প্রতিক্রিয়া কেমন হয় তার ওপর। অনভিজ্ঞ কেউ হলে হয়তো হালকা চাপ দিলেই সব বলে ফেলবে।

ক্যাথেড্রালের এক কোণে, প্রার্থনাবেদীর কাছে সরে গেল বেন। উপরের টাওয়ারগুলোর দিকে উঠে গেছে পেঁচানো সিঁড়ি, সেটা বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে যাওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে দেখতে পেল যে নড়েচড়ে উঠল লোকটা। স্বাভাবিক পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে উপরে, দ্বিতীয় গ্যালারিতে উঠে এল বেন। সরু একটা পাথুরে পথ এখান থেকে বের হয়ে গেছে, রোদ মেখে ঝুলে আছে ছাদের ওপর। বেনের চারপাশে এখন ভয়াবহ চেহারার সব পাথরের মূর্তি, কোনোটা শয়তানের, কোনোটা প্রেতাত্মার; অশুভ আত্মাদের সরিয়ে রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছে এগুলো।

পাথুরে পথটা আসলে ক্যাথেড্রালের দুটো টাওয়ারকে সংযুক্ত করেছে, ঝুলে আছে বিশাল গোলাপ-আকৃতি জানালার ওপর। কোমর সমান উঁচু একটা পাথরের রেলিং রয়েছে, তার ওপাশেই প্রায় দুই'শ ফিট নিচে মাটি। দৃষ্টির আড়ালে সরে গিয়ে অনুসরণকারীর উপরে উঠে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল বেন।

দুই এক মিনিট পরেই দেখা গেল লোকটাকে, এদিক ওদিক খুঁজছে। দরজা দিয়ে বের হয়ে অনেকটা সামনে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল বেন, তারপর বিভৎস হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা পাথুরে শয়তানের আড়াল থেকে বের হয়ে এল। লোকটার প্রায় ঘাড়ের ওপর চলে এল ও। বলে উঠল, 'এই যে!' লাফ দিয়ে উঠল প্রায় লোকটা। সাথে সাথে তাকে ঠেলতে ঠেলতে এক কোণে নিয়ে গেল বেন। 'আমার পেছনে লেগেছ কেন?'

ধরা পড়ার পর বহু মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখেছে বেন। সবাই আলাদা আলাদাভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়। কেউ ভয় পেয়ে যায়, কেউ পালায়, কেউ বাধা দেয়ার চেষ্টা করে।

এই লোকটার প্রতিক্রিয়া হলো তাৎক্ষনিক আক্রমণ। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য তার ডান হাত মোচড় খেতে দেখল বেন, তারপরেই জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা ছুরি বের হয়ে এল তার হাতে। কালো রঙের দু'ফলা ছুরি, মিলিটারি স্টাইল–বেনের পরিচিত ফেয়ারবেয়ার্ন-সাইকস ফাইটিং নাইফের সস্তা নকল।

BanglaBook.org

ছুটে আসা ছুরিটাকে পাশ কাটাল বেন, তারপরেই লোকটার হাতের কব্জি ধরে নিজের হাঁটুর ওপর বাড়ি মারল। মাটিতে পড়ে গেল ছুরি। কব্জিটা এবার বাঁকিয়ে ধরল বেন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে এভাবে ধরলে প্রচণ্ড ব্যথা লাগে। 'আমার পেছনে লেগেছ কেন?' মৃদু স্বরে আবার প্রশ্ন করল ও। 'তোমার ক্ষতি করার কোনো ইচ্ছে নেই আমার।'

এর পর যা ঘটল তার জন্য বেন মোটেই প্রস্তুত ছিল না।

এভাবে কব্জি ধরলে তা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো পথ থাকে না, যদি না আক্রান্ত ব্যক্তি ইচ্ছে করে নিজের কব্জি ভাঙতে চায়। বেনের হাতে বন্দী অবস্থাতেই শরীর মোচড়াল সে। প্রথমে বেন ভেবেছিল লোকটা হয়তো নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে, ফলে আরও শক্ত করে ধরল। কিন্তু তারপরেই টের পেল, ওর হাতের মাঝে ভেঙে যাচ্ছে লোকটার কব্জি। ভাঙা হাতে কোনো বাধা কাজ করল না, ফলে হঠাৎ দেখা গেল যে কব্জি ধরে রেখেও কোনো লাভ নেই বেনের। নিজেকে ছাড়িয়ে নিল লোকটা। চোখগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে, কপালে জমেছে ঘাম। হাতটা অকেজো হয়ে ঝুলছে, মৃদু গোঙানি বের হচ্ছে মুখ থেকে। বেন তাকে থামানোর আগেই ঘুরে দাঁড়িয়ে কিনারের দিকে দৌড় দিল সে, তারপর রেলিং টপকে ঝাঁপ দিল নিচে।

লোকটা শূন্যে থাকা অবস্থাতেই পেঁচানো সিঁড়ির দিকে রওনা দিয়েছে বেন। দেহটা যখন ঘুরতে ঘুরতে এক দল ট্যুরিস্টের পাশে খাড়া হয়ে থাকা লোহার রেলিঙের সূচালো কাঁটাগুলোর ওপর পড়ল, তখন ও ক্যাথেড্রালের একটা অন্ধকার কোণের দিকে সরে যাচ্ছে। প্রথম ট্যুরিস্টের চিৎকারের সাথে সাথে লোকজন দেখতে ছুটল কি ঘটেছে। তাদের ভিড়ে মিশে কারও চোখে ধরা না পড়ে বের হয়ে এল বেন।

ফরাসি পুলিশের প্রথম সদস্য এসে পৌঁছানোর আগেই বহু দূরে সরে গেল ও।

BanglaBook.org

## নয়.

লুক সাইমনের দেরি হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ হেডকোয়ার্টারে থাকতেই স্যুট পরে নিয়েছে সে, তারপর টাই বাঁধতে বাঁধতে দৌড় দিয়েছে গাড়ির দিকে। তার অফিসাররা সবাই নিশ্চয়ই ভাবছিল যে এমন কেতাদুরস্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছে ইনস্পেক্টর।

প্যারিসের ব্যস্ত রাস্তায় গাড়ি চালাতে চালাতে ঘড়ি দেখল সে। গাই স্যাভয় রেস্টুরেন্টে রাত আটটায় টেবিল বুকিং দেয়া আছে। যখন সেখানে পৌঁছাল তখন বাজে আটটা তেত্রিশ। এক ওয়েটার তাকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গেল। পুরো রেস্তোরা গিজগিজ করছে মানুষের ভিড়ে। মৃদু শব্দে বাজছে জ্যাজ মিউজিক। দু'জনের টেবিলটায় হেলেনকে বসে থাকতে দেখল সে, চকচকে কালো চুলের ঢলে ঢেকে আছে মুখটা। একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে। ওয়েটারকে শ্যাম্পেন আনতে বলে হেলেনের সাথে যোগ দিল সে।

'সেই পুরনো অজুহাত, তাই না?' লুক উল্টোদিকের চেয়ারে বসতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল হেলেন। 'কাজ ছিল।'

'যত দ্রুত পারি চলে এসেছি এখানে। শেষ মুহূর্তে একটা ঝামেলা এসে হাজির হয়েছিল।'

'প্রতিবারই যা হয়। এমনকি তোমার বিবাহবার্ষিকীতেও সবার আগে কাজ, তাই না?'

'সমস্যাটা কোথায় জানো? মানুষের ব্যক্তিগত বিশেষ দিন তারিখের পরোয়া করে না খুনীরা,' বিড়বিড় করে বলল লুক, অনুভব করতে পারছে যে খুব দ্রুত সেই অদৃশ্য বেড়াটা মাথাচাড়া দিচ্ছে দু'জনের মাঝে। এটাও খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। 'এই তো, শ্যাম্পেন চলে এসেছে,' মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করতে করতে বলল সে।

কর্ক খুলে গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢেলে দিল ওয়েটার, নীরবে বসে রইল দু'জন। ঢালা শেষ হতে একটা আইস বাকেটে বোতলটা রেখে চলে গেল সে। ওয়েটার চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল লুক, তারপর নিজের গ্লাসটা হেলেনের গ্লাসের সাথে টোকা দিয়ে বলল, 'শুভ বিবাহবার্ষিকী।'

কিছু বলল না হেলেন, নীরবে তাকিয়ে রইল কেবল। ঝামেলার গন্ধ পাচ্ছে লুক। 'এই নাও,' বলে পকেট থেকে একটা ছোট প্যাকেট বের করে আনল সে। সেটা রাখল টেবিলের ওপর।

BanglaBook.org

'তোমার জন্য একটা উপহার এনেছি। খুলে দেখো?'

একটা দ্বিধা করে লম্বা, সরু আঙুলগুলোর সাহায্যে উপহারটা খুলল হেলেন। ভেতরের বক্সটা খুলে ভেতরে তাকাল সে। 'একটা ওমেগা কনস্টেলেশন?'

'ঘড়িটা তোমার খুব পছন্দ, আমি জানি,' হেলেনের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করতে করতে বলল লুক।

ঘড়িটা বক্সে ঢুকিয়ে রেখে সেটা টেবিলের ওপর ছুড়ে ফেলল হেলেন। 'খুব সুন্দর। কিন্তু এটা আমার জন্য নয়।'

'কি বলতে চাও? অবশ্যই এটা তোমার।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল হেলেন। 'আমার পর যে আসবে তাকে দিও।'

গম্ভীর হয়ে উঠল লুকের মুখ। 'কি বলতে চাইছ তুমি, হেলেন?'

মাথা নিচু করে বসে রইল হেলেন, লুকের দিকে তাকাচ্ছে না। 'এই বিয়ে থেকে বেরিয়ে আসতে চাই আমি, লুক। অনেক হয়েছে, আর না।'

দীর্ঘ সময় চুপ করে রইল লুক। শ্যাম্পেন পড়ে রইল যেমন ছিল সেভাবেই। 'ইদানীং খুব ঝামেলা যাচ্ছে, আমি জানি,' এক সময় বলল লুক, নিজের গলা শান্ত রাখার চেষ্টা করছে। 'কিন্তু এসব সমস্যা কেটে যাবে, হেলেন। আমি প্রমিজ করছি তোমাকে।'

'চার বছর হয়ে গেছে, লুক। এমনটা কোনোদিনই হবে না।'

'কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি। সেটার কী একটুও গুরুত্ব নেই?'

'আমার একজনের সাথে দেখা হয়েছে।'

'সন্দেহ নেই যে সেটা জানানোর জন্য দারুণ একটা সময় বেছে নিয়েছ তুমি।'

'দুঃখিত। চেষ্টা করেছি আগেও, কিন্তু তোমার দেখাই পাই না আমি। এভাবে বসে একটু কথা বলার জন্যেও এখন আমাদের এপয়েন্টমেন্ট করতে হয়।'

লুক অনুভব করল, রেগে উঠছে সে। 'তাহলে অন্য কারও দেখা পেয়েছ তুমি। দারুণ। হারামজাদাটা কে?'

কোন জবাব দিল না হেলেন।

'আমি-তোমাকে-জিজ্ঞেস-করেছি-হারামজাদাটা-কে,' রাগে ফেটে পড়ল লুক, প্রতিটা শব্দের সাথে দড়াম দড়াম করে ঘুষি মারল টেবিলের ওপর। শ্যাম্পেনের গ্লাস উল্টে পড়ে গেল, গড়িয়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ল। কয়েক সেকেন্ডের জন্য রেস্টুরেন্টের সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এদিকে।

'পাগলামি কোরো না, লুক। সবাই দেখছে।'

বিভ্রান্ত চেহারায় এগিয়ে এল এক ওয়েটার। জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল লুক।

BanglaBook.org

'মসিউ, দয়া করে রেস্টুরেন্টের পরিবেশ–'

'টেবিলের সামনে থেকে সরে যাও,' দাঁতে দাঁত চেপে ফিসফিস করে বলল সাইমন, 'না হলে তোমাকে ওই জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলব আমি।' তাড়াতাড়ি সরে গেল ওয়েটার, বোঝা গেল উদ্বিগ্ন ম্যানেজারের সাথে কথা বলতে যাচ্ছে।

'দেখলে তো? তোমার মেজাজ সব সময় এমন চড়েই থাকে।'

'তো এবার তাহলে আমাকে বলো যে আমি যখন হাজার রকম ফ্যাঁকড়া সামলাতে ব্যস্ত তখন তুমি কার বিছানায় গিয়ে উঠেছিলে?' লুক বুঝতে পারছে যে এভাবে কথা বললে সমস্যা কেবল বাড়বেই, কমবে না। *শান্ত হও, শান্ত হও।*

'তাকে চিনবে না তুমি। তোমার পরিচিতদের মধ্যে তো আছে কেবল পুলিশ, গুণ্ডা-বদমাশ, খুনী আর মরা মানুষ।'

'ওটাই আমার চাকরি, হেলেন।'

লুক দেখল, এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল হেলেনের গাল বেয়ে। 'হ্যাঁ, ওটা তোমার চাকরি, ওটাই তোমার জীবন।' নাক টানল সে। 'এ ছাড়া আর কখনও কিছু চিন্তা করো না তুমি।'

'আমাদের যখন প্রথম দেখা হয় তখনই তুমি জানতে যে আমি কি করি। আমি একজন পুলিশ, পুলিশের যা কাজ সেটাই করি। তাহলে এত দিন পর এসে কী বদলে গেল?' মেজাজ আবার চড়ছে, প্রাণপণে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল লুক।

'আমি বদলে গেছি। ভেবেছিলাম হয়তো মানিয়ে নিতে পারব। ভেবেছিলাম যে একদিন আমার স্বামী কফিনে চড়ে বাড়ি ফিরবে–প্রতিনিয়ত এই দুশ্চিন্তার সাথেও বাস করতে পারব। কিন্তু আমি আর পারছি না, লুক। দম নিতে কষ্ট হয় আমার। আমি আরও একবার বাঁচতে চাই।'

'ওই লোকটা তোমাকে বাঁচতে সাহায্য করবে বলে তোমার ধারণা?'

'আর যাই হোক, আমাকে ভেতরে ভেতরে মরে যেতে দিচ্ছে না সে,' ফেটে পড়ল হেলেন। চোখ মুছল সে। 'স্বাভাবিক একটা জীবন চাই আমি।'

হাত বাড়িয়ে হেলেনের হাত ধরল লুক। 'আমি যদি চাকরিটা ছেড়ে দিই? যদি সাধারণ মানুষ হয়ে যাই... কালই পদত্যাগপত্র জমা দেবো আমি, অন্য কোনো কাজ খুঁজে নেব।'

'কি কাজ?'

থমকে গেল লুক, বুঝতে পারছে যে পুলিশের চাকরি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কাজই তার ভাল লাগবে না। 'জানি না,' স্বীকার করতে বাধ্য হলো সে।

BanglaBook.org

মাথা নাড়ল হেলেন, নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল। 'পুলিশ হওয়ার জন্যই তোমার জন্ম হয়েছে, লুক। অন্য কোনো কাজ তোমার পছন্দ হবে না। উল্টো আমাকেও ঘৃণা করবে তখন, কারণ আমার কারণেই পুলিশের চাকরি ছাড়তে হয়েছে তোমাকে।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে চিন্তা করল লুক। মনের গভীরে বুঝতে পারছে, হেলেন মিথ্যে কথা বলেনি। স্ত্রীকে অবহেলা করেছে সে, এখন তার মূল্য দিতে হচ্ছে। 'তাহলে আমি যদি একটু ছুটি নিই, ধরো এক মাসের মতো? এক সাথে কোথাও যেতে পারি আমরা। কোথায় যেতে চাও তুমি, ভিয়েনা? তুমি তো প্রায়ই ভিয়েনা যাওয়ার কথা বলো। সেখানে অপেরা শুনব আমরা, গন্ডোলায় চড়ব, আরও অনেক মজা করব। কেমন হবে?'

'গন্ডোলা পাওয়া যায় ভেনিসে,' রুক্ষ গলায় বলল হেলেন।

'তাহলে ভেনিসেও যাব আমরা।'

'আমার ধারণা ওসবের সময় শেষ। আমি যদি রাজিও হই, তাতেই বা কি লাভ? এক মাস পর আবার সব আগের মতো হয়ে যাবে।'

'আমাকে একটা সুযোগও দেবে না?' মৃদু গলায় প্রশ্ন করল লুক। 'নিজেকে শুধরানোর চেষ্টা করব আমি। সেটা করার ক্ষমতা আছে আমার, আমি জানি।'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে,' ফুঁপিয়ে উঠল হেলেন, গ্লাসের দিকে তাকিয়ে আছে। 'আজ রাতে তোমার সাথে বাড়ি ফিরছি না আমি, লুক।'

BanglaBook.org

## দশ.

বেন যেমনটা আশা করেছিল তার সাথে কোনো মিল নেই এই জায়গার। ওর কাছে 'ল্যাবরেটরি' শব্দটার মানে হচ্ছে আধুনিক, বিশাল কোনো জায়গা, নানা রকম আধুনিক যন্ত্রপাতিতে ভর্তি। ফোনের লোকটার কাছ থেকে পাওয়া নির্দেশনা অনুসরণ করে মধ্য প্যারিসের পুরনো এপার্টমেন্ট বিল্ডিংটার সামনে এসে পৌঁছানোর পর থেকেই ওর বিস্ময় বাড়তে শুরু করেছে। কোনো লিফট নেই বিল্ডিঙে, রট-আয়রনের রেলিংসহ পেঁচানো সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। তিনতলায় ওঠার পর একটা সরু বারান্দা পাওয়া গেল, দু'পাশে দুটো দরজা। বাতাসে স্যাঁতস্যাঁতে, ভেজা একটা গন্ধ পাচ্ছে বেন।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় নটর ডেমের ঘটনাটা নিয়ে ভাবছিল ও। ব্যাপারটা কিছুতেই মন থেকে দূর করতে পারছে না। এখানে আসার সময় খুব সাবধানে থেকেছে, বিভিন্ন জায়গায় থেমে চারিদিক খেয়াল করেছে, আশেপাশের মানুষগুলোকে লক্ষ করেছে। তারপরেও যদি কেউ ওর পিছু নিয়ে থাকে তবে সেটা ওর নজর এড়িয়ে গেছে।

এপার্টমেন্ট নাম্বারটা দেখে নিয়ে বেল বাজাল বেন। কয়েক মুহূর্ত পর হালকা পাতলা এক যুবক এসে দাঁড়াল দরজায়। কোঁকড়া কালো চুল মাথায়, ফ্যাঁকাসে চেহারা। বেনকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে। ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে এসে হাজির হয়েছে বেন।

একটা কামরার দরজায় লেখা রয়েছে 'ল্যাব', সেটায় টোকা দিল যুবক। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ভেতরে ঢুকল।

একটা বেডরুমকেই ল্যাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে এখানে। প্রায় এক ডজন কম্পিউটার দেখা যাচ্ছে এদিক ওদিক। চারিপাশে বই আর ফোল্ডারে স্তূপ। এক কোণে একটা সিংক আর কিছু তোবড়ানো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, তার সাথে র‍্যাকে রাখা কিছু টেস্টটিউব এবং একটা মাইক্রোস্কোপ। গাঁদাগাদি করে রাখা হয়েছে একটা ডেস্ক। তার সামনে বসে আছে এক মহিলা। বয়স হবে ত্রিশের একটু বেশি, পরনে সাদা ল্যাবকোট। গাঢ় লাল চুল বেনী করে বাঁধা, ফলে বেশ গম্ভীর একটা ভাব এসেছে চেহারায়। যথেষ্ট সুন্দরী বলেই হয়তো কোনো মেকআপ নেয়নি, একমাত্র অলংকার হচ্ছে কানের দুটো মুক্তোর দুল।

মুখ তুলে তাকিয়ে বেনকে দেখে হাসল সে।

BanglaBook.org

'মাফ করবেন, আমি ড. রাইডারকে খুঁজছি,' ফ্রেঞ্চে বলল বেন।

'আমিই সে,' ইংরেজিতে জবাব দিল মহিলা। আমেরিকান উচ্চারণ। উঠে দাঁড়াল সে। 'আমাকে রবার্টা বলে ডাকতে পারেন।' করমর্দন করল দু'জন।

বেনের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল রবার্টা, আশা করছে যে সচরাচর যেমন হয়–ভ্রু উঁচিয়ে ছদ্ম বিস্ময়ে বলে উঠবে, 'ওহ-একজন মহিলা!' অথবা, 'ইদানীং দেখছি বিজ্ঞানীরাও বেশ সুন্দরী হয়ে উঠছে' ধরনের কোনো মন্তব্য করবে। প্রায় প্রতিটি পুরুষই তাকে দেখে এই ধরনের কথাই বলে, এবং এতে সে বেশ বিরক্ত হয়। ধরতে গেলে এখন এই কথাগুলোর ওপর ভিত্তি করেই সে পুরুষদের বিচার করে। এমনকি যখন শোটোকান কারাতে-তে নিজের ব্ল্যাক বেল্ট থাকার কথা জানায় সে তখনও সবাই এমন ভাবে দেখায় যেন দারুণ ভয় পেয়েছে। 'ওহ, তাহলে তো আপনার কাছ থেকে সাবধানে থাকতে হয়!' গাধার দল।

তবে বেনকে বসতে বলার পরেও তার চেহারায় এমন কোনো লক্ষণ দেখতে না পেয়ে বেশ অবাক হলো সে। সাধারণ চেহারার বৃটিশদের মতো নয় এই লোক; গোলাপি চামড়া, ভুঁড়ি-অলা, পোশাকের বিচ্ছিরি রুচি–এসবের কোনোটাই দেখা যাচ্ছে না লোকটার মধ্যে। বেশ লম্বা, ছয় ফিটের মতো হবে। জিনস আর কালো রঙের পোলো-নেক শার্টের সাথে হালকা জ্যাকেট পরেছে। হালকা পাতলা, কিন্তু পেশিবহুল দেহ। রবার্টার চাইতে বয়সে পাঁচ থেকে ছয় বছরের বড় হবে। রোদে পোড়া চামড়া, গরমের দেশে ছিল অনেক দিন। সূর্যের তাপে পুড়ে গেছে সোনালি চুল। এমন লোকই রবার্টার পছন্দ। কিন্তু লোকটার চোয়ালের রেখায় একটা কাঠিন্য রয়েছে, নীল চোখে এমন একটা শীতলতা যেটা ভয় ধরিয়ে দেয়।

'আমার সাথে দেখা করতে রাজি হওয়ার জন্য ধন্যবাদ,' বলল বেন।

'আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট মিশেল বলল আপনি সানডে টাইমস পত্রিকায় কাজ করেন।'

'ঠিকই বলেছে। আমাদের ম্যাগাজিনের জন্য একটা ফিচার নিয়ে কাজ করছি আমি।'

'আচ্ছা? তো আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি, মি. হোপ?'

'বেন।'

'ঠিক আছে। আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি? ও হ্যাঁ, এ হচ্ছে আমার বন্ধু এবং সহকারী মিশেল জারডি।' এক হাতে মিশেলের দিকে দেখাল রবার্টা। মিশেল তখন একটা ফাইল নিতে ল্যাবে ঢুকেছে। 'কফি বানাচ্ছি আমি। আপনি খাবেন?'

'কফি হলে ভালই হয়,' বলল বেন। 'ব্ল্যাক কফি, চিনি ছাড়া। একটা ফোন করা দরকার। আপনার অসুবিধে হবে?'

BanglaBook.org

'না না, কোনো সমস্যা নেই,' বলে মিশেলের দিকে ফিরল রবার্টা। 'তুমি কফি খাবে?' প্রশ্ন করল সে, একদম নিখুঁত ফ্রেঞ্চে।

'না, ধন্যবাদ। লুটিনের জন্য কিছুটা মাছ আনতে যাচ্ছি আমি।'

হাসল রবার্টা। 'আমার চাইতে তোমার ওই বেড়ালটাও বরং ভাল খাবার পায়।'

হেসে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মিশেল। কফি বানাতে গেল রবার্টা। এই ফাঁকে ফোন বের করল রবার্ট। লরিউ-র নাম্বারে ফোন করল, সেই প্রকাশক যার কথা বলেছিলেন প্রফেসর রোজ। কেউ ধরল না ফোন। একটা মেসেজে নিজের নাম্বারটা জানিয়ে রাখল বেন।

'বৃটিশ সাংবাদিক হিসেবে আপনার ফ্রেঞ্চ বেশ ভাল,' বলল রবার্টা।

'বেশ ঘোরাঘুরি করতে হয় আমাকে। আপনিও তো দারুণ ফ্রেঞ্চ বলেন। এই দেশে কত দিন আছেন?'

'প্রায় ছয় বছর হয়ে গেল,' কফিতে চুমুক দিয়ে বলল রবার্টা। 'এবার তাহলে কাজের কথায় আসা যাক। অ্যালকেমির ব্যাপারে কথা বলতে চাইছেন আমার সাথে, তাই তো? আমার কথা কিভাবে জানলেন আপনি?'

'অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর জোনাথন রোজ আপনার কথা বলেছিলেন। আপনার কাজের কথা শুনেছেন তিনি, ভেবেছিলেন যে আমাকে আপনি সাহায্য করতে পারবেন। স্বাভাবিকভাবেই,' মিথ্যে বলল বেন, 'ওই আর্টিকেলে যে সব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো আপনার লেখা, তাই না?'

'আমার নাম বাদ দিলেও কোনো অসুবিধে নেই,' তিক্ত হাসি ফুটল রবার্টার মুখে। 'বরং সুবিধেই হয়। এই মুহূর্তে বিজ্ঞানী মহলে আমি অবাঞ্ছিত। তবে আপনাকে সাহায্য করতে পারলে অবশ্যই করব। কি জানতে চান আপনি?'

সামনে এগিয়ে বসল বেন। 'আমি আসলে বিভিন্ন অ্যালকেমিস্টের কাজ সম্পর্কে জানতে চাইছি... এই ধরুন, ফুলকানেলি,' গলার স্বর স্বাভাবিক রাখল ও। 'তাদের পরিচয়, তারা কি করত, কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছিল কি-না ইত্যাদি।'

'আচ্ছা। ফুলকানেলি।' একটু বিরতি নিল রবার্টা, বেনের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রশ্ন করল, 'অ্যালকেমি সম্পর্কে আপনি কতটা জানেন, বেন?'

'খুবই কম,' সত্যি কথা বলল বেন।

মাথা ঝাঁকাল রবার্টা। 'ঠিক আছে। প্রথমেই আপনাকে একটা কথা বলে রাখি। অ্যালকেমি মানে কিন্তু শুধু কমদামি ধাতুকে সোনায় পরিণত করা নয়, ঠিক আছে?'

'আমি নোটস নিলে আপনার অসুবিধে হবে?' পকেট থেকে একটা ছোট নোটপ্যাড বের করল বেন।

BanglaBook.org

'না। আমি যেটা বলতে চাইছি, তাত্ত্বিকভাবে সোনা তৈরি করা অসম্ভব নয়। একটি পদার্থের সাথে আরেকটি পদার্থের পার্থক্য কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি কণার তারতম্যে। এখান থেকে একটা ইলেকট্রন সরিয়ে নিন, ওখানে একটা ইলেকট্রন জুড়ে দিন, তাহলেই তাত্ত্বিকভাবে আপনি পদার্থের ধর্ম বদলে দিতে পারবেন। তবে আমি মনে করি এটাই অ্যালকেমির একমাত্র দিক নয়। কমদামি ধাতুকে সোনায় পরিণত করার ব্যাপারটাকে স্রেফ একটা রূপক হিসেবে দেখি আমি।'

'কিসের রূপক?'

'একটু ভেবে দেখুন তো, বেন। সোনা হচ্ছে সবচেয়ে ঘাতসহ এবং বিশুদ্ধ ধাতু। কখনও ক্ষয় হয় না, নষ্ট হয় না। খাঁটি সোনার তৈরি জিনিসপত্র হাজার বছর ধরে অক্ষত থাকে। অথচ লোহার মতো কোনো ধাতুর কথা ধরুন, খুব দ্রুত মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন চিন্তা করে দেখুন, আপনার কাছে যদি এমন কোনো প্রযুক্তি থাকে যেটা এই ক্ষয় রোধ করতে পারে?'

'কিসের ক্ষয়?'

'যে কোনো কিছুর। মৌলিকভাবে এই মহাবিশ্বের সব কিছুই একই পদার্থ দিয়ে তৈরি। আমার ধারণা অ্যালকেমিস্টরা আসলে এমন একটা বস্তু খুঁজছিলেন যেটা প্রকৃতির সব কিছুর মাঝেই বিদ্যমান, এবং যেটাকে প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং কাজে লাগানো যায়। যে কোনো পদার্থকে নিখুঁত করে গড়ে তোলাও সম্ভব হবে সেই বস্তুকে পাওয়া গেলে।'

'বুঝতে পেরেছি,' নোট লিখতে লিখতে বলল বেন।

'ঠিক আছে। এখন ধরুন তেমন একটা প্রযুক্তি পেয়ে গেলেন আপনি। সেটাকে যদি কাজে লাগাতে পারেন তো কি হবে ভেবে দেখেছেন? অ্যাটম বোমার ঠিক উল্টোটা ঘটবে তাহলে। প্রকৃতির শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ধ্বংস নয়, সৃষ্টি করতে পারবেন আপনি। আমার কথা যদি বলেন, একজন বায়োলজিস্ট হিসেবে আমি মূলত জীবন্ত প্রাণীর ওপর, বিশেষ করে মানুষের ওপর এর প্রভাবটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই। জীবন্ত টিস্যুর ক্ষয় রোধ করা গেলে কি হবে ভাবুন তো? কেমন হবে, যদি রোগাক্রান্ত টিস্যুকে আবার সুস্থ করে তোলা যায়?'

সাথে সাথেই চিন্তাটা এল বেনের মাথায়। 'তাহলে বলতে হবে যে দারুণ এক চিকিৎসা পদ্ধতি চলে আসবে আপনার হাতে।'

মাথা ঝাঁকাল রবার্টা। 'অবশ্যই। অবিশ্বাস্য এক ব্যাপার হবে সেটা।'

'আপনার কী সত্যিই মনে হয় যে অ্যালকেমিস্টরা ঠিক পথে এগোচ্ছিল? মানে, এমন কোনো কিছু কী তৈরি করতে পেরেছিল তারা?'

BanglaBook.org

হাসল রবার্টা। 'আপনি কি ভাবছেন বুঝতে পেরেছি। এটা ঠিক যে বেশিরভাগ অ্যালকেমিস্টই ছিল খুব সম্ভব পাগলাটে, ছিটগ্রস্ত বুড়ো, মাথার মাঝে জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত উদ্ভট চিন্তাভাবনা–কেউ কেউ হয়তো এটাকে ডাকিনীবিদ্যা বলেও ভাবত। দুই'শ বছর আগে থেকে কাউকে যদি বর্তমান সময়ে নিয়ে আসা যায় তাহলে আজকের টেলিফোন অথবা ইন্টারনেট দেখে তারও একই ধারণা মাথায় আসবে। কিন্তু এমন অ্যালকেমিস্টও আছে যারা সত্যিই বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করত।'

'যেমন?'

'আইজ্যাক নিউটন? পদার্থবিজ্ঞানের জনক। তিনি কিন্তু গোপনে অ্যালকেমির চর্চাও করতেন। এমনকি তার কিছু প্রধান প্রধান আবিষ্কার, যেগুলো বিজ্ঞানীরা আজও ব্যবহার করে, সেগুলোও অ্যালকেমির গবেষণা থেকে এসেছে বলেই মনে করা হয়।'

'এটা তো জানতাম না।'

'জানার কথাও নয়। অ্যালকেমির সাথে জড়িত আরেকজন মানুষের নাম হয়তো আপনি শুনেছেন। লিওনার্দো ডা ভিঞ্চি।'

'সেই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী?'

'এবং একই সাথে মেধাবী প্রকৌশলী, নকশাবিদ এবং আবিষ্কারক,' জবাব দিল রবার্টা। 'এছাড়াও বলা যায় গণিতবিদ জিওদার্নো ব্রুনোর নাম, যদিও ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে ক্যাথলিক ইনকুইজিশন তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারে।' ভ্রু কুঁচকে উঠল তার। 'আমার আগ্রহটা আসলে এসব অ্যালকেমিস্টদের ঘিরেই, যারা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গেছেন। আমিও তাদের কাজেই বিশ্বাস করি, এবং নিজেও একই ক্ষেত্রে কাজ করছি।' একটু থামল সে। 'আচ্ছা, এভাবে শুধু বকবক না করে আপনাকে কিছু জিনিস দেখাই না কেন? পোকামাকড় সম্পর্কে আপনার কোনো ভয় নেই তো?'

'কেন?'

'কিছু কিছু মানুষ ওগুলো প্রচণ্ড ভয় পায়।'

'না, আমার তেমন কোনো সমস্যা নেই।'

একটা ডাবল ডোর খুলল রবার্টা। ওপাশের জায়গাটা আগে বোধহয় বড় ওয়ার্ডরোব বা কাপবোর্ড ছিল। তবে এখন সেখানে কাঠের শেলফের সাহায্যে কাঁচের ট্যাংক ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেগুলোর মাঝে অবশ্য মাছ নেই, রয়েছে মাছি। হাজারে হাজারে মাছি। কালো, লোমশ মাছির দল ভিড় করে জমে আছে কাঁচের গায়ে।

'জেসাস,' বিড়বিড় করে উঠল বেন।

BanglaBook.org

'গা ঘিনঘিন করে, তাই না?' খুশি খুশি গলায় বলল রবার্টা। 'আমার পরীক্ষাগারে স্বাগতম।'

দুটো ট্যাংকের গায়ে লেবেল দিয়ে 'এ' এবং 'বি' লেখা হয়েছে। 'ট্যাংক 'বি' হচ্ছে আমার কন্ট্রোল গ্রুপ,' বুঝিয়ে দিল রবার্টা। 'যার অর্থ হলো, ওই ট্যাংকের মাছিগুলো নিতান্তই সাধারণ, ওদের ওপর কোনো পরীক্ষা চালানো হয়নি। পরীক্ষা চালানো হচ্ছে ট্যাংক 'এ'-র মাছিগুলোর ওপর।'

'কি পরীক্ষা?' সাবধানে জানতে চাইল বেন।

'ওদের ওপর একটা ফর্মুলা প্রয়োগ করেছি আমি।'

'সেই ফর্মুলাটা কী?'

'এখনও নাম দিইনি। আমারই তৈরি করা, বলতে পারেন পুরনো অ্যালকেমিক্যাল লেখা থেকে জেনেছি কিভাবে বানাতে হবে। সাধারণ পানিকে কিছু পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা হয়েছে এই ফর্মুলা।'

'কি পদ্ধতি?'

'বিশেষ পদ্ধতি,' চালাকির হাসি হেসে বলল রবার্টা।

'তো এই ফর্মুলা প্রয়োগ করার পর মাছিগুলোর ক্ষেত্রে কী ঘটবে?'

এটাই তো মজার ব্যাপার। একটা সাধারণ মাছি বাঁচে বড়জোর ছয় সপ্তাহ, যদি সব কিছু ঠিক থাকে। ট্যাংক 'বি'-এর মাছিগুলোর জীবনকালও এমনই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ট্যাংক 'এ'-র মাছিগুলো, যাদের খাবারের সাথে সামান্য পরিমাণে ফর্মুলাটা মিশিয়ে দিয়েছি আমি, তাদের জীবনকাল বেড়ে গেছে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ শতাংশ, অর্থাৎ আট সপ্তাহের মতো।'

সরু হয়ে এল বেনের চোখ। 'আপনি নিশ্চিত?'

মাথা ঝাঁকাল রবার্টা। 'এখন যেটা রয়েছে সেটা মাছিদের তৃতীয় জেনারেশন। ফলাফলে কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি এখন পর্যন্ত।'

'তার মানে এটা আপনি আবিষ্কার করেছেন খুব বেশি দিন হয়নি?'

'না। এখনও প্রাথমিক ধাপে রয়েছি আমরা। এতে কাজ হচ্ছে কেন জানি না, কারণটা ব্যাখ্যা করার কোনো উপায় আমার জানা নেই। কেবল জানি যে এর চাইতে ভাল ফলাফল বের করে আনা সম্ভব, এবং সেটা আমি আনবও। আর যখন সেটা সম্ভব হবে, তখন ওই বিজ্ঞানীগুলোর অন্তর কয়টার পেছনে মরিচ ডলে দেবো আমি।'

জবাবে কিছু একটা বলতে যাবে বেন, এই সময় ওর ফোন বেজে উঠল। 'দুঃখিত।' ইন্টারভিউ শুরু করার আগে ফোন বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল ও। এবার সেটা বের করে আনল পকেট থেকে।

'কি হলো? ধরবেন না ফোন?' একটা ভ্রু উঁচু করে জানতে চাইল রবার্টা।

ফোন ধরল বেন। 'হ্যালো?'

BanglaBook.org

'লরিউ বলছি। আপনার মেসেজ পেয়েছি।'

'ফোন করার জন্য ধন্যবাদ, মসিউ লরিউ,' ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে রবার্টার দিকে তাকিয়ে একটা আঙুল উঁচু করল বেন, বোঝাতে চাইছে মিনিটখানেকের বেশি লাগবে না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে কফিতে চুমুক দিল রবার্টা, তারপর ডেস্কের ওপর থেকে একটা কাগজ তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল।

'আপনার সাথে দেখা করতে আগ্রহী আমি। আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে আসতে পারবেন?'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়। আপনি থাকেন কোথায়, মসিউ লরিউ?'

কাগজটা ছুড়ে ফেলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবার্টা, তারপর ঘড়ি দেখল।

'আমার বাড়ির নাম ভিলা মার্গো, ব্রায়ানকোর্ট গ্রামের কাছেই। পন্টয়ের ঠিক উল্টো দিকে। প্যারিস থেকে খুব বেশি দূরে নয়।'

তথ্যগুলো লিখে নিল বেন। 'ব্রায়ানকোর্ট,' দ্রুত একবার উচ্চারণ করল, চেষ্টা করছে দ্রুত আলাপটা শেষ করার। লরিউ লোকটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। *আরে ব্যাটা, সাংবাদিক সেজেছিস যখন তখন একটু পেশাদার ভাবভঙ্গি দেখা না,* মনে মনে নিজেকে গালি দিলো ও।

'আমার গাড়ি এসে আপনাকে নিয়ে যাবে,' বলল লরিউ।

'ঠিক আছে,' বলে প্যাডে লিখে নিল বেন। 'আজ রাত আটটা পঁয়তাল্লিশ-এ... হ্যাঁ, অবশ্যই... ফোন করার জন্য আবারও ধন্যবাদ... গুডবাই।' এবার ফোনটা বন্ধ করে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল ও। 'দুঃখিত,' রবার্টাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এবার আর ভুল হবে না।'

'ওহ, ওটা কোনো সমস্যা নয়,' বলল রবার্টা, তবে কণ্ঠে ঠাট্টার আভাস ঠিকই পাওয়া গেল। 'এমন তো নয় যে খুব তাড়াহুড়ো আছে আমার, তাই না?'

গলা পরিষ্কার করল বেন। 'যাই হোক, আপনার এই ফর্মুলা...'

'বলুন?'

'এটা কী অন্য কোনো প্রজাতির ওপর প্রয়োগ করে দেখেছেন? যেমন মানুষ?'

মাথা নাড়ল রবার্টা। 'এখনও নয়। তেমন কিছু করতে পারলে অবশ্য দারুণ হত, তাই না? মানুষের ওপরেও যদি একই ফলাফল পাওয়া যায়, তাহলে একজন স্বাস্থ্যবান মানুষের জীবনকাল গড়ে আশি বছর থেকে বেড়ে এক'শ আট বছরে দাঁড়াতে পারে। এবং আমার ধারণা এর চাইতেও ভাল ফলাফল বের করে আনা সম্ভব আমাদের পক্ষে।'

'এমন যদি হয় যে আপনার কোনো একটা মাছি অসুস্থ অথবা মারা যাচ্ছে, তাহলে কী আপনার ফর্মুলা তাদের সুস্থ করে তুলতে পারবে?' সতর্কতার সাথে প্রশ্নটা ছুড়ল বেন।

BanglaBook.org

'আপনি জানতে চাইছেন যে এই ফর্মুলার কোনো ঔষধি গুণাবলি আছে কি না,' জবাব দিল রবার্টা। জিহবা দিয়ে আফসোসের একটা শব্দ করল সে, মাথা নাড়ল। 'হ্যাঁ জবাব দিতে পারলে খুবই খুশি হতাম। ট্যাংক 'বি'-এর যে মাছিগুলো মারা যায় তাদের এই ফর্মুলা দিয়ে দেখা হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু আটকানো যায়নি। এখন পর্যন্ত এটা কেবল প্রতিষেধক পর্যায়ে কাজ করছে,' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে কে বলতে পারে? আমাদের কাজ মাত্র শুরু। সময় পেলে এমন কিছুও তৈরি করতে পারি যেটা কেবল জীবনকালের ব্যাপ্তিই বাড়াবে না, এমনকি অসুস্থতাও দূর করবে, হয়তো অনির্দিষ্টকালের জন্য মৃত্যুকেও দূরে সরিয়ে রাখবে। এটা যদি মানুষের ওপর প্রয়োগ করা যায়...'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে কোনো ধরনের অমৃত বা এলিক্সির অভ লাইফ তৈরি করতে যাচ্ছেন।'

'এখনই এত দূর যাওয়ার প্রয়োজন নেই,' বলে হেসে উঠল রবার্টা। 'তবে এটা ঠিক যে কিছু একটা আবিষ্কার করতে যাচ্ছি আমি। সমস্যাটা হলো তহবিলের অভাব। এই ফর্মুলাকে সবার সামনে প্রকাশ করার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা দরকার। এবং তাতে কয়েক বছর সময় লেগে যেতে পারে।'

'মেডিক্যাল কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে কী তহবিল পেতে পারেন না আপনি?'

হাসল রবার্টা। 'আপনি দেখছি একেবারেই শিশু। এটা হলো অ্যালকেমি, বুঝলেন? ডাকিনীবিদ্যা, ভুডু, তুকতাক। আপনার কি মনে হয়, একটা ফ্ল্যাটের বেডরুমে এই পরীক্ষা চালাচ্ছি কেন আমি? ওই আর্টিকেলটা লেখার পর থেকে কেউই আমার কথার গুরুত্ব দেয় না, বুঝলেন?'

'আপনি যে সমস্যায় আছেন সেটা আমি শুনেছি।'

'সমস্যা?' বিদ্রূপের হাসি ফুটল রবার্টার মুখে। 'তা বলতে পারেন। প্রথমে সাইন্টিফিক আমেরিকানের পুরো প্রচ্ছদে আমার ছবি ছাপা হলো। কোনো এক হাম্বড়া সম্পাদক আমার মাথায় ডাইনির টুপি পরিয়ে দিয়েছিল, গলায় একটা সাইন ঝুলিয়ে তাতে লিখে দিয়েছিল "আনসাইন্টিফিক আমেরিকান"। তারপর আবার ইউনিভার্সিটি থেকেও আমাকে বরখাস্ত করা হলো। আমার ক্যারিয়ার প্রায় গোল্লায় যেতে বসেছে। এমনকি মিশেলকেও ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান পদ থেকে বরখাস্ত করেছে ওরা। বলেছে যে সে নাকি অবাস্তব সব প্রজেক্টের পেছনে ইউনিভার্সিটির টাকা আর সময় নষ্ট করছে। এখন পর্যন্ত একমাত্র মিশেলই আমার পাশে রয়েছে। যতটুকু পারি ওকে বেতন দিই আমি, কিন্তু এখন আমাদের দু'জনেরই চরম দুর্দশা যাচ্ছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল সে। 'হারামজাদার দল। সবক'টাকে দেখিয়ে দেবো আমি।'

BanglaBook.org

'আপনার ফর্মুলাটা কী এখন এখানে আছে?' প্রশ্ন করল বেন। 'ওটা দেখার আগ্রহ হচ্ছে আমার।'

'না, নেই,' সাথে সাথে জবাব দিল রবার্টা। 'ফুরিয়ে গেছে, আবার বানাতে হবে।'

তার চোখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে বলছে কি-না বোঝার চেষ্টা করল বেন। বোঝা মুশকিল। 'আপনার রিসার্চ নোটগুলোর একটা কপি কী আমাকে দেয়া যায়?' প্রশ্ন করল ও, আশা করছে যে খুব বেশি কিছু চেয়ে ফেলেনি। একবার মনে হলো টাকা দেয়ার প্রস্তাব করবে কি-না, কিন্তু তাহলে সাথে সাথে ওকে সন্দেহ করতে শুরু করবে বিজ্ঞানী।

আঙুল নাড়ল রবার্টা। 'হা হা হা। মোটেই না। তাছাড়া আপনি কী ভেবেছেন ওসব আমি লিখে রেখেছি?' মাথায় টোকা দিল সে। 'সব আছে এখানে। এটা একান্তই আমার জিনিস, আর কারও হাতে দিচ্ছি না।'

হাসল বেন। 'ঠিক আছে। কথাটা যে আমি বলেছি সেটা ভুলে যান।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটল। আশান্বিত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে রইল রবার্টা, তারপর হাত দুটো হাঁটুর ওপর রাখল, যেন বোঝাতে চাইছে যে সাক্ষাৎকার শেষ হয়েছে। 'আর কোনো সাহায্য করতে পারি আপনাকে, বেন?'

'না, আপনার সময় আর নষ্ট করছি না,' বলল বেন। মনে মনে চিন্তা হচ্ছে যে রিসার্চ নোট দেখতে চেয়ে হয়তো ভুল করে ফেলেছে। 'তবে আপনি যদি বড় কোনো আবিষ্কার করে ফেলেন তাহলে দয়া করে আমাকে একটা ফোন করবেন।' বলে একটা কার্ড এগিয়ে দিল ও।

কার্ডটা নিয়ে হাসল রবার্টা। 'বেশ। তবে খুব বেশি উত্তেজিত হবেন না। এসব কাজে অনেক সময় লাগে। এই ধরুন, বছর তিনেক বাদে আমাকে একবার ফোন করবেন।'

'নিশ্চয়ই,' বলল বেন।

BanglaBook.org

## এগার.

চুল খুলে ফেলা এবং সেই সাথে সাদা ল্যাবকোট খুলে ডেনিম জ্যাকেট পরার কারণে হঠাৎ করেই রবার্টা রাইডারের মাঝ থেকে ভারিক্কি বিজ্ঞানীর ভাবটা উধাও হয়ে গেছে। 'মিশেল, আমি বাইরে যাচ্ছি। তুমি বাকি দিনটা ছুটি নিয়ে নাও, ঠিক আছে?' নিজের স্পোর্টস হোল্ডঅল ব্যাগটা বেডরুম থেকে বের করে আনল সে, তারপর গাড়ির চাবিটা তুলে নিয়ে চলল মপারনাসের মার্শাল আর্টস সেন্টারে সাপ্তাহিক সেশনে যোগ দিতে।

গাড়ি চালাতে চালাতে বেন হোপের সাথে ইন্টারভিউয়ের কথা ভাবছিল রবার্টা। সব জায়গায় নিজের সাহসী, একগুঁয়ে বিদ্রোহী বৈজ্ঞানিকের চেহারাটা তুলে ধরে রাখে সে, এমন কেউ যে একদিন পুরো দুনিয়াকে নিজের শক্তি দেখিয়ে দেবে বলে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তার ভেতরটা কত দুর্বল কেউ জানে না। তার ভয়গুলো সম্পর্কে কেউ খোঁজ রাখে না, কেউ জানে না সেই দুশ্চিন্তাগুলোর কথা যেগুলো তাকে রাতের পর রাত জাগিয়ে রাখে। যে দিন তাকে ইউনিভার্সিটি থেকে বরখাস্ত করা হলো সে দিন সে ইচ্ছে করলেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে আমেরিকায় ফিরে যেতে পারত। কিন্তু যায়নি, শেষ দেখার জন্য থেকে গেছে এখানেই। এখন তার মনে হচ্ছে, সিদ্ধান্তটা কী ঠিক ছিল? যার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করছে সে, সেটা কী সত্যিই এত মূল্যবান? নাকি চিলের পিছে ছুটছে সে, নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে যে একদিন সত্যিই বড় কিছু একটা হতে যাচ্ছে? খুব দ্রুত তার সব টাকা ফুরিয়ে আসবে, তখন আয়ের অন্য কোনো পথ দেখতে হবে তাকে। হয়তো স্কুলের বাচ্চাদের বিজ্ঞান পড়াবে। তাতে হয়তো খুব বেশি টাকা আসবে না। মিশেলের সামান্য বেতন, তার নিজের খরচ, সেই সাথে গবেষণার খরচ–সব কিছু এক সাথে চালানো সম্ভব হবে না তাতে। পরবর্তী দুই বা তিন মাসেই বোঝা যাবে যে সে কি তার গবেষণা চালিয়ে যেতে পারবে, না কি সব কিছু ছেড়ে দিতে হবে তাকে।

বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে নিজের এপার্টমেন্টে ফিরে এল রবার্টা। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ভারী লাগল পা দুটো। কোনোমতে তিনতলায় উঠে এল সে। সারা দিন খুব কষ্ট গেছে, তাছাড়া আজ গরমও পড়েছে প্রচণ্ড।

BanglaBook.org

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চাবি বের করল সে। তারপরই দেখতে পেল, দরজায় তালা নেই, খোলা। মিশেল কি ফিরে এসেছে কোনো কারণে? একমাত্র ওর কাছেই অতিরিক্ত চাবি আছে, আর আছে এপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের কেয়ারটেকারের কাছে। কিন্তু মিশেল তো এভাবে দরজা খুলে রাখবে না?

ভেতরে ঢুকল রবার্টা, হালকা খোলা দরজা দিয়ে ল্যাবের ভেতর উঁকি দিল। 'মিশেল? আছো?' কোনো জবাব এল না, মিশেলের কোনো চিহ্ন নেই। ভেতরে ঢুকল সে।

'ওহ, জেসাস!'

পুরো ল্যাবে যেন ঝড় বয়ে গেছে। ফাইলগুলো ছড়িয়ে আছে মেঝের ওপর, ড্রয়ারগুলো খুলে ফেলে দেয়া হয়েছে। সব কিছু তল্লাশী করা হয়েছে তন্ন তন্ন করে। তবে রবার্টার বিস্মিত দৃষ্টি সে দিকে নয়। তার দিকে তেড়ে আসা কালো হুড পরা বিশালদেহী মানুষটার দিকে তাকিয়ে আছে সে।

গ্লাভস পরা একটা হাত ছুটে এল তার গলা লক্ষ্য করে। অনেকটা অভ্যাসের বশেই দুই হাত উপরে তুলে বাইরের দিকে ঝটকা দিয়ে আঘাতটা ঠেকাল সে। আততায়ী অবাক হয়ে গেল, দ্বিধা করল আধ সেকেন্ডের জন্য। ওই সময়টুকুর সুযোগ নিয়ে তার হাঁটু বরাবর একটা লাথি কষাল রবার্টা। জায়গামতো লাগলে ওখানেই শেষ হয়ে যেত লড়াই, কিন্তু তার আগেই লাফিয়ে সরে গেল লোকটা। স্রেফ তার পায়ের হাড় ছুঁয়ে গেল রবার্টার লাথি। তাতেই গুঙিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল সে, দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে।

ঘুরে দাঁড়িয়েই দৌড়াতে শুরু করল রবার্টা। কিন্তু বিশাল একটা হাত বাড়িয়ে তার গোড়ালি চেপে ধরেছে আততায়ী, ফলে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে। দেয়ালে মাথা ঠুকে যাওয়ায় সর্ষে ফুল দেখল চোখে। আবার যখন উঠে দাঁড়াল তখন আততায়ীও সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং এবার তার হাতে একটা ছুরি দেখা যাচ্ছে। রবার্টার দিকে এগিয়ে এল সে, আক্রমণের ভঙ্গিতে উপরে তুলে রেখেছে ছুরিটা।

এই ব্যাপারে রবার্টার বলতে গেলে কিছুই জানা নেই। ছুরি চালনায় দক্ষ এমন যে কেউ অস্ত্রটাকে শরীরের কাছাকাছি রাখবে, বাইরের দিকে আঘাত করার সময় পিঠের পেশিগুলো ব্যবহার করে প্রচণ্ড শক্তি যোগাবে আঘাতের পেছনে। এ ধরনের আঘাত বা আক্রমণ ঠেকানোর কোনো উপায় নেই বললেই চলে। কিন্তু কেউ যদি উপর থেকে নিচে আঘাত করতে চায়, অর্থাৎ ছুরির ফলা বেরিয়ে থাকে হাতের নিচের দিকে, সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। রবার্টা জানে যে এই আঘাতটা সে ঠেকাতে পারবে, অন্তত কিভাবে ঠেকাতে হয় সেটা জানা

BanglaBook.org

আছে তার। কারাতে ক্লাবে এই মুভটা তারা প্র্যাকটিস করেছিল নরম রাবারের ছুরি ব্যবহার করে, এবং সেটা ছিল অনেক আস্তে আস্তে।

আসল ছুরিটা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে নেমে আসছে তাকে লক্ষ্য করে। তবে আরও দ্রুত নড়ে উঠল রবার্টা। খপ করে ছুরি ধরা কব্জিটা ধরে ফেলল সে, তারপর এক পাশে সরিয়ে দিয়ে অন্য হাত দিয়ে কনুইটা ধরে উল্টো দিকে টান দিল। একই সাথে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মারল লোকটার তলপেটে।

কাজ হলো চেষ্টায়। তার হাতের মাঝে লোকটার হাতের হাড় ভাঙার শব্দ অনুভব করল রবার্টা, কান ভরে গেল লোকটার চিৎকারে। মুখোশের পেছনে ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল লোকটার মুখ। ছুরিটা খসে পড়ল হাত থেকে, তার উপরে আছড়ে পড়ল তার শরীর। উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ল সে, এবং পড়েই আবার চেঁচিয়ে উঠল।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল রবার্টা, লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। চিত হলো লোকটা। বুকের মাঝে আমূল ঢুকে গেছে ছুরিটা। ঠিক ওটার ওপরেই পড়েছিল সে, এবং তার ওজনের কারণে পুরো ঢুকে গেছে ছুরি। সেটা বের করে আনার ব্যর্থ চেষ্টা করছে সে। কয়েক মুহূর্ত পর তার নড়াচড়া ধীর হয়ে এল, এবং শেষে থেমে গেল। ধীর গতিতে টাইলসের মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়তে লাগল রক্তের একটা পুকুর।

চোখগুলো শক্ত করে বন্ধ করে রাখল রবার্টা, হাঁটু দুটো কাঁপছে। হয়তো চোখ খুলে দেখবে কোনো মৃতদেহ পড়ে নেই তার এপার্টমেন্টের মেঝেতে। কিন্তু না, লোকটা আছে ঠিকই। কাঁচের মতো চোখে তাকিয়ে রয়েছে রবার্টার দিকে, মরা মাছের মতো আধখোলা হয়ে আছে মুখ।

রবার্টার শরীরের প্রতিটা নার্ভ ছুটে পালানোর জন্য চিৎকার করছে, কিন্তু জোর করে তাগিদটাকে সরিয়ে রাখল সে। ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসল মৃতদেহের পাশে, তারপর কম্পিত হাত বাড়িয়ে দিল লোকটার কালো জ্যাকেটের দিকে। ভেতরে একটা ছোট ডায়েরি পাওয়া গেল, রক্তে অর্ধেক ভিজে গেছে। ভেজা পাতাগুলো উল্টাতে শুরু করল সে, আঙুলে রক্ত লেগে যাওয়ায় বমি পাচ্ছে। কোনো নাম, কোনো তথ্য পাওয়া যায় কি-না দেখছে।

প্রায় খালিই বলা যায় ডায়েরিটাকে। তবে একেবারে শেষ পাতায় দুটো ঠিকানা পাওয়া গেল, পেন্সিলে লেখা। একটা রবার্টার। দ্বিতীয় ঠিকানাটা মিশেলের।

ওরা কী মিশেলের কাছেও পৌঁছে গেছে? তাড়াতাড়ি ফোন বের করে এম. জেড. লেখা নামটা খুঁজে বের করল সে, তারপর ডায়াল করল। 'ফোন ধরো,' বিড়বিড় করে বলে উঠল সে।

কেউ ধরল না ফোন, অ্যানসারিং মেশিন জবাব দিচ্ছে।

BanglaBook.org

পুলিশে ফোন করবে কি-না ভাবল রবার্টা। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিল যে সেটার সময় নেই এখন, পুলিশকে সব কিছু জানাতে অনেক সময় লেগে যাবে। সবার আগে এখন মিশেলের কাছে যাওয়া দরকার তার। মৃতদেহটা ডিঙিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা সামান্য একটু খুলে বাইরে উঁকি দিল সে।

কেউ নেই। দরজাটা বন্ধ করে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল সে।

মিশেলের এপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের বাইরে থামল তার গাড়ি, এক দৌড়ে দরজার কাছে চলে এল সে। ইন্টারকম প্যানেলে মিশেলের নামের পাশে থাকা বোতামে কয়েকবার চাপ দিল, তারপর অপেক্ষা করতে লাগল রুদ্ধশ্বাসে।

দুই তিন মিনিট পর একটা জুটি হাসতে হাসতে বের হয়ে এল বিল্ডিং থেকে। সেই ফাঁকে ভেতরে ঢুকে পড়ল রবার্টা। অন্ধকার একটা করিডোর এগিয়ে গেছে সিঁড়ির দিকে। এক পাশে কেয়ারটেকারের রুম এবং ভেতরের উঠোন দেখা যাচ্ছে। মিশেলের ফ্ল্যাটও নিচের তলায়। দরজায় টোকা দিল সে। কোনো জবাব নেই। এবার প্রাঙ্গণে ফিরে এল সে। মিশেলের বাথরুমের জানালাটা হালকা খোলা রয়েছে। কোনোমতে জানালার কার্নিশে উঠে এল সে। বেশ কষ্ট হলো, তবে হালকা পাতলা শরীর হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ঢুকে পড়তে পারল ভেতরে।

এপার্টমেন্টের ভেতরে ঢুকে চুপি চুপি এ ঘর থেকে ও ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল রবার্টা। জীবনের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, তবে টেবিলে একটা আধ খালি কফির কাপ, কিছু খাবারের অবশিষ্টাংশ এবং চালু অবস্থায় একটা ল্যাপটপ পাওয়া গেল। নিশ্চয়ই এই মাত্র বাইরে গেছে, ভাবল রবার্টা। যদি তাই হয় তাহলে এখনও কোনো ক্ষতি হয়নি মিশেলের। স্বস্তি বোধ করল সে। তাহলে নিশ্চয়ই ঠিক আছে মিশেল। হয়তো একটু পরেই ফিরে আসবে।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল, প্রায় লাফ দিয়ে উঠল রবার্টা। দুই বার রিং হওয়ার পর চালু হয়ে গেল অ্যানসারিং মেশিন। মিশেলের রেকর্ড করা পরিচিত গলা শোনা গেল স্পিকারে, তারপরই একটা বিপ। যে ফোন করেছে সে তার মেসেজ রাখতে শুরু করল।

ভারী গলার ফ্রেঞ্চ কথাগুলো শুনতে পেল রবার্টা। 'সল বলছি। তোমার রিপোর্ট পেয়েছি। প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে। আজ রাতেই বি এইচের ব্যবস্থা করা হবে।'

কি হচ্ছে এসব? কিসের রিপোর্ট? কার কাছে রিপোর্ট করছে মিশেল? রবার্টা যাকে বন্ধু এবং সহকারী হিসেবে ভেবেছিল সেও কী ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত? প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে। শিউরে উঠল রবার্টা। তার মনে যে ভয় হচ্ছে সেটা কী সত্যি?

BanglaBook.org

টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে মিশেলের ল্যাপটপটা খুলল সে। চালু অবস্থায় ছিল, ফলে প্রাণ ফিরে পেতে বেশি দেরি করল না যন্ত্রটা। ডেস্কটপের ইমেইল আইকনে দু'বার ক্লিক করল সে। সেন্ট আইটেমস তালিকার মেসেজগুলো দেখে মাথা ঘুরে উঠল তার। রিপোর্ট নামে মার্ক করা সবকটি মেসেজ খুঁজে পেতে খুব বেশি সময় লাগল না। ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে সাজানো হয়েছে রিপোর্টগুলো, দুই মাস আগে থেকে শুরু করে দুই সপ্তাহ আগ পর্যন্ত তারিখ রয়েছে সেগুলোতে। তালিকার শেষে এসে বোঝা গেল মোটামুটি দুই সপ্তাহ পরপর পাঠানো হয়েছে প্রতিটা মেসেজ।

কাছাকাছি তারিখের একটা মেসেজ খুলল সে, যাতে নাম্বার দেয়া রয়েছে ১৪। স্ক্রিনে ভেসে উঠল মেসেজ। পুরোটা পড়ে দ্রুত হয়ে উঠল রবার্টার হৃৎস্পন্দন। ডেস্কের চেয়ারে বসে পুরো মেসেজটা আবার পড়ল সে, আগের চাইতে ধীরে ধীরে। নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছে না তার।

রিপোর্টটা হচ্ছে মিশেলের সর্বশেষ আবিষ্কার নিয়ে। গ্রুপ 'এ'-র মাছিগুলোর জীবনকাল বেড়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে তাতে। নিখুঁতভাবে লেখা হয়েছে রিপোর্ট, কোনো কিছুই বাদ দেয়া হয়নি। আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল সে।

তালিকায় একেবারে প্রথমে থাকা মেসেজটা খুলল রবার্টা। আজকের তারিখ দেয়া রয়েছে তাতে, ঘণ্টাখানেক আগেই পাঠানো হয়েছে। সাথে একটা এটাচমেন্টও রয়েছে। প্রথমে মেসেজটা পড়ল সে। আজ, ২০ সেপ্টেম্বর, বৃটিশ সাংবাদিক বেন হোপের সাথে দেখা করা হয়েছে। অবাক হয়ে মাথা নাড়তে লাগল রবার্টা, তারপর কোণের পেপার ক্লিপের ছবিসহ আইকনটায় ক্লিক করল। এটাচমেন্ট খুলে গেল সাথে সাথে। বেশ কিছু ডিজিটাল ছবি পাঠানো হয়েছে মেসেজের সাথে। প্রতিটা ছবি খুলে দেখল সে, এবং ধীরে ধীরে কুঁচকে উঠল তার ভ্রু।

ছবিগুলো তার এবং বেন হোপের, ল্যাবে থাকতে তোলা। আজ সকালেই তোলা হয়েছে, এবং একজনই আছে যে এই কাজ করতে পারে। মিশেল। ফাইল নিতে আসার ভান করে নিজের ফোন ব্যবহার করে ছবিগুলো তুলেছে সে।

আজ রাতেই বি-এইচের ব্যবস্থা করা হবে, বলা হয়েছে একটু আগের ফোন মেসেজে। এখন রবার্টা জানে যে কে এই বি-এইচ।

হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠল রবার্টা। কিছু একটা শুনতে পেয়েছে সে। কেউ একজন সামনের দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। ল্যাবে কাজ করার সময় একটা গানের সুরে শিস দেয় মিশেল, সেটা চিনতে ভুল হলো না তার। তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ হলো, তারপরেই খুলে গেল দরজা। হলওয়ের দিক থেকে

BanglaBook.org

পায়ের শব্দ আসছে। তাড়াতাড়ি একটা কাউচের পেছনে লুকিয়ে পড়ল রবার্টা। নিঃশ্বাস নেয়ারও সাহস পাচ্ছে না।

কামরায় ঢুকল মিশেল। হাঁতে একটা শপিং ব্যাগ, সেটা থেকে বিভিন্ন জিনিস বের করে রাখতে রাখতে শিস দিতে লাগল। এক ফাঁকে হাত বাড়িয়ে ফোনের মেসেজটা চালু করে দিল। কাউচের ওপর থেকে উঁকি দিয়ে মেসেজ শোনার সময় তার চেহারার ভাব খেয়াল করল রবার্টা। নির্বিকার রইল মিশেল, স্রেফ আনমনে একবার মাথা ঝাঁকাল।

ঝড়ের বেগে কাজ করছে রবার্টার মাথা, মানতেই চাইছে না যে এটা তার পরিচিত মিশেল। এখন মিশেলের মুখোমুখি হওয়া উচিত তার, সব কিছু জানতে চাওয়া উচিত। কিন্তু এই মিশেলকে সে চেনে না। কি হবে যদি তার কাছে অস্ত্র থাকে? এখন তার মুখোমুখি না হওয়াই ভাল।

ফোনের মেসেজটা ডিলিট করে দিল মিশেল। 'ভাল গরম পড়েছে আজ,' বিড়বিড় করে বলে উঠল একবার। তারপর ক্যামরার অন্য পাশের একটা জানালা খুলে দিল। তারপর শপিং ব্যাগ থেকে একটা চকোলেট বার আর একটা বিয়ারের বোতল বের করে ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে, টিভি চালু করে দিল। একটা কার্টুন চলছে, সেটা দেখে হাসতে হাসতে চুমুক দিতে লাগল বিয়ারে।

এটাই সুযোগ। গুঁড়ি মেরে কাউচের পেছন থেকে বের হয়ে এল রবার্টা, মাথা নিচু করে রাখল। কামরার মাঝখান দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলে যাবে সে, তারপর খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে যাবে বাইরে।

মাঝামাঝি পর্যন্ত গেছে, এই সময় হঠাৎ মিশেল চেঁচিয়ে উঠল। 'অ্যাই! ওখানে কি করছ তুমি?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

এমনকি মুখ তুলে তাকানোরও সাহস পেল না রবার্টা। *ধরা পড়ে গেলাম!*

'নেমে এসো, এখনই,' আগের চাইতে নরম সুরে ডাকল মিশেল। এবার মুখ তুলে তাকাল রবার্টা, বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে।

কামরার অন্য পাশে, টেবিলের কাছে সরে গেছে মিশেল। 'এসো, এসো, লক্ষ্মীসোনা, এমন করে না।' মোটাসোটা একটা সাদা বেড়াল কখন যেন টেবিলের উপর উঠে আধ খাওয়া প্লেটটা চাটতে শুরু করেছিল। সেটাকে কোলে তুলে নিল মিশেল, আদর করতে লাগল। প্রতিবাদ জানিয়ে মিয়াও করে উঠল বেড়ালটা, তারপর শরীর মুচড়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এক দৌড়ে বের হয়ে গেল ঘর থেকে। আঁচড় লাগা হাতটা ডলতে ডলতে সেটার পেছনে ছুট দিল মিশেল। 'লুটিন! দাঁড়াও!' চোখের আড়াল হয়ে গেল সাথে সাথেই।

BanglaBook.org

রবার্টা শুনতে পেল, চেঁচিয়ে ডাকছে বেড়ালটাকে। 'লুটিন, বেরিয়ে এসো ওখান থেকে! ব্যাটা ধাড়ি শয়তান!'

সুযোগটা কাজে লাগাতে ভুল করল না রবার্টা। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সদর দরজার দিকে দৌড় দিল সে। নিঃশব্দে খুলে ফেলল দরজা, তারপর বের হয়ে গেল।

BanglaBook.org

## বার.

কয়েক মাস আগে যখন কেবল "সল" বলে পরিচিত লোকটা মিশেলের সাথে যোগাযোগ করল, তখন তার পরিচয় বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে কিছুই জানত না। কেবল জানত যে তাকে রবার্টা রাইডারের কাজের ওপর লক্ষ রাখতে বলা হচ্ছে, তার গবেষণা সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

মিশেল বোকা নয়। সেই শুরু থেকেই রবার্টার সাথে রয়েছে সে, এই গবেষণা সফল হলে তার মূল্য কতখানি হবে সেটা ভালই বোঝে। এখন মনে হচ্ছে কেউ একজন সত্যিই আগ্রহী হয়েছে তার কাজের ওপর, যদিও এমন ব্যক্তির আগ্রহ রবার্টার পছন্দ হবে বলে মনে হয় না। খুব বেশি প্রশ্ন করেনি মিশেল। খুব সহজ একটা কাজ পেয়েছে সে, এবং তার বিনিময়ে যে টাকাটা পাচ্ছে তার পরিমাণ নেহাত কম নয়।

টাকাটা হাতে আসতে শুরু করার পরেই মিশেল বুঝতে পেরেছে যে ছাপোষা ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান হয়ে জীবন কাটানোর কোনো ইচ্ছে নেই তার, বিশেষ করে যখন রবার্টা তার গবেষণা নিজের এপার্টমেন্টে সরিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছে। তারা দু'জনেই জানে যে ব্যর্থ হতে যাচ্ছে এই প্রজেক্ট। কিন্তু মিশেল এটাও জানে যে রবার্টা কোনোদিনই বাস্তবকে স্বীকার করবে না। তার উদ্ধত গর্বের কারণেই এই কাজ করছে সে, কিন্তু খেয়াল নেই যে এতে তাদের দু'জনকেই পস্তাতে হবে।

অনেক দিন ধরেই রবার্টার চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও ঢোকার কথা ভাবছিল মিশেল। চাকরি ছেড়ে দেয়ার কথা রবার্টাকে বলতে যাবে, এই সময় কোথা থেকে যেন উদয় হলো সল। হঠাৎ করে সব কিছু আলাদা দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার সুযোগ পেল মিশেল। সল তাকে কাজে নিতে চেয়েছে, তার মানে নিজের কাজে দক্ষ সে, চাহিদা আছে তার। সলের কাছ থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পরেই যেসব আমেরিকান বিজ্ঞানীদের সে বন্ধু ভাবত তাদের প্রতিও তার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে। প্রতি দুই সপ্তাহ পর পর রিপোর্ট পাঠাচ্ছে সে, এবং মাসের শেষে মোটা অংকের টাকা চলে আসছে তার মেইলবক্সে। জীবন এখন অনেক সুন্দর।

BanglaBook.org

এটা আসলে শক্তির একটা পিরামিড, নিচের দিকে চওড়া, উপরে সরু। নিচে রয়েছে মিশেল জারডির মতো আরও অনেক নির্বোধ, অপ্রয়োজনীয় লোকজন, সামান্য কিছু টাকা দিয়ে যাদের আনুগত্য কিনে নেয়া যায়। পিরামিডের উপরে

কেবল একজন মানুষ এবং তার কিছু ঘনিষ্ঠ সহকারী। যে সংগঠনটিকে অত্যন্ত যত্নের সাহায্যে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখা হয়েছে তার উদ্দেশ্য, আসল চেহারা এবং পরিচয় কেবল তারাই জানে।

পিরামিডের সবচেয়ে উপরের লোকদের মাঝে দু'জন একটা রুমে বসে নিজেদের মাঝে কথা বলছিল। সাধারণ কোনো কামরা নয়, বরং রোমের ঠিক বাইরেই এক বিলাসবহুল রেনেসাঁ ভিলার টাওয়ারের ওপর অবস্থিত একটা রুম।

জানালার সামনে যে বিশালদেহী কর্তৃত্বপূর্ণ লোকটা দাঁড়িয়ে আছেন তার নাম ম্যাসিমিলিয়ানো উসবার্তি। ফ্যাব্রিজিও সেভারিনি হচ্ছে তার প্রাইভেট সেক্রেটারি এবং একমাত্র ব্যক্তি যাকে উসবার্তি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে।

'আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই এখনকার চাইতে অনেক গুণে শক্তিশালী হয়ে উঠব আমরা, বন্ধু,' বলছিলেন উসবার্তি।

ক্রিস্টালের গ্লাস থেকে ওয়াইনে চুমুক দিল সেভারিনি। 'ইতোমধ্যেই যথেষ্ট শক্তিশালী আমরা,' কিছুটা সাবধানতা ফুটে উঠল তার গলায়। 'যদি আরও বড় হয়ে উঠি তাহলে আশেপাশের লোকজনের কাছ থেকে আমাদের কাজকর্ম লুকিয়ে রাখা কঠিন হবে, সেটা ভেবে দেখেছ?'

'আমার পরিকল্পনা যত দিনে সফল হবে,' বললেন উসবার্তি, 'তত দিনে আর লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন হবে না আমাদের। বর্তমানে আমাদের যে গোপনীয়তা দেখছ তা স্রেফ সাময়িক ব্যাপার।'

ম্যাসিমিলিয়ানো উসবার্তির সব চেয়ে কাছের লোক হলো ফ্যাব্রিজিও সেভারিনি। দু'জনেরই বয়স ষাটের কাছাকাছি, একে অপরকে বহু বছর ধরে চেনে। প্রথম যখন দু'জনের দেখা হয় তখন দু'জনই যুবক। ম্যাসিমিলিয়ানো তখন সাধারণ এক পাদ্রী, যদিও অদ্ভুত ইচ্ছাশক্তি আর বিরাট পারিবারিক সম্পদের কারণে সেই বয়সেই আলাদা করে চেনা যেত তাকে। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য বা এই পরিকল্পনাগুলোর শেষ ধাপ কোথায় সেটা এমনকি সেভারিনিরও জানা নেই। জানার জন্য কখনও খুব বেশি চাপাচাপিও করে না সে। বিগত বছরগুলোতে তাদের বন্ধুত্বের ধরন বদলে গেছে, একই সাথে বেড়েছে উসবার্তির ক্ষমতা, আত্মবিশ্বাস এবং উগ্রতা। এই শব্দটা সেভারিনি ব্যবহার করতে চায় না, কিন্তু জানে যে আর কোনো শব্দ দিয়ে উসবার্তির এই বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করা যায় না। সেভারিনি জানে যে তার বন্ধু, যে কিনা প্রকৃতপক্ষে তার মনিব হয়ে উঠেছে; সে এমন এক বেপরোয়া লোক যে কোনো কিছুতেই থামতে জানে না। তাকে ভয় পায় সেভারিনি, এবং জানে যে উসবার্তি মনে মনে মজা পান এতে।

জানালার কাছ থেকে সরে এলেন উসবার্তি, গম্বুজাকৃতি ছাদের নিচে যোগ দিলেন সেক্রেটারির সাথে। সপ্তদশ শতকের কারুকার্যময় কাঠের টেবিলটার

BanglaBook.org

ওপর একটা ল্যাপটপ রয়েছে, কিছু ছবির স্লাইডশো চলছে তাতে। ছবিগুলো একজন পুরুষ ও মহিলার। তাদের একজনের চেহারা পরিচিত। ড. রবার্টা রাইডার। যে কিনা খুব দ্রুতই মৃত ড. রবার্টা রাইডারে পরিণত হতে যাচ্ছে।

ছবিতে যে লোকটাকে দেখা যাচ্ছে তাকে উসবার্তি কখনই এই পরিস্থিতিতে দেখবেন বলে আশা করেনি। ইতোমধ্যেই বৃটিশ লোকটার সম্পর্কে সব কিছু জানা হয়ে গেছে তার। ইনফর্মাররা জানিয়েছে যে একজন পেশাদার গোয়েন্দা খুব সম্ভব নাক গলাতে যাচ্ছে। এটাও জানানো হয়েছে যে বেনেডিক্ট হোপের অতীত বেশ ঘটনাবহুল, এবং নানা ব্যাপারে দক্ষতা আছে তার। তাকে খুন করার জন্য ভাড়া করা আততায়ী যখন রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হলো তখনই কথাগুলোর সত্যতা বোঝা গিয়েছিল। হুট করেই চুপ হয়ে গিয়েছিল আততায়ী লোকটা। পরে প্যারিস থেকে ফোন করে জানানো হলো যে খবরে নাকি দেখাচ্ছে, নটর ডেম ক্যাথেড্রালের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে এক লোক। তাদের লোক।

উসবার্তি আশা করেননি যে হোপ এত দূর চলে আসবে। তবে চিন্তিত নন তিনি। এর বেশি এগোতে দেয়া হবে না হোপকে।

'আর্চবিশপ...' নার্ভাস ভঙ্গিতে হাত মোচড়াতে মোচড়াতে বলতে শুরু করল সেভারিনি।

'বলো, বন্ধু।'

'আমরা যা করছি, তাতে কী ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করবেন?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন উসবার্তি। 'অবশ্যই। তার ঘরকে রক্ষা করার জন্যই এসব করছি আমরা, তাই না?'

সেভারিনি চলে গেল। এবার ডেস্কে রাখা সোনায় বাঁধানো প্রাচীন বাইবেলটা তুলে নিয়ে খুললেন আর্চবিশপ।

*আর আমি দেখিলাম আকাশ খুলিয়া গেল, এবং একটি সাদা ঘোড়া নামিয়া আসিল; সেই ঘোড়ার উপর যিনি বসিয়া ছিলেন তাহার নাম বিশ্বাসী এবং সত্যবাদী, তিনি সর্বদা ন্যায় বিচার করেন এবং ন্যায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।*

*তাহার পরনে ছিল রক্তমাখা পোশাক; তাহার নামকে বলা হইত ঈশ্বরের বাণী। যে সমস্ত সেনাবাহিনী আকাশে ছিল তাহারা তাহাকে অনুসরণ করিল।*

*আর তাহার হাতে ছিল একটি ধারালো তরবারী, যাহা দ্বারা তিনি জাতিসমূহকে আঘাত করেন; এবং লৌহদণ্ড হাতে শাসন করেন, এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কঠোরতা এবং ক্রোধের প্রতিনিধিত্ব করেন।*

বইটা বন্ধ করলেন উসবার্তি। এক মুহূর্ত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, গম্ভীর একটা অভিব্যক্তি খেলা করছে তার মুখে। তারপর আনমনে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে ফোনটা তুলে নিলেন হাতে।

BanglaBook.org

## তেরো.

## প্যারিস

নিজের টু সিভি গাড়িটার কাছে ফিরে এল রবার্টা, বারবার ঘাড়ের ওপর দিয়ে তাকাচ্ছে আর ভাবছে যে এই বুঝি বিল্ডিঙের গেট দিয়ে বেরিয়ে এল মিশেল জারডি। তার হাত এমনভাবে কাঁপছে যে এমনকি গাড়ির চাবিটাও ঠিকভাবে লাগাতে পারছিল না।

নিজের এপার্টমেন্টে ফিরে আসতে আসতে ওয়ান সেভেন ডায়াল করল সে, পুলিশ ইমার্জেন্সির নাম্বার। 'আমি একটা হত্যাচেষ্টার ঘটনা রিপোর্ট করতে চাই,' বলল সে। 'আমার এপার্টমেন্টে একটা লাশ পড়ে রয়েছে।' এক হাতে গাড়ি চালাতে চালাতে পুরো ঘটনাটার একটা বিবরণ দিল এবার।

দশ মিনিট পর নিজের এপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের সামনে গাড়ি রেখেই দেখতে পেল একটা অ্যাম্বুলেন্স আর দু'টো পুলিশ কার এসে হাজির হয়েছে। ইউনিফর্ম পরা এজেন্টদের নেতৃত্ব দিচ্ছে সাদা পোশাকের এক ইনস্পেক্টর, বয়স হবে পঁয়ত্রিশের মতো। ঘন কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা, চোখগুলো অদ্ভুত রকমের উজ্জ্বল সবুজ। 'আমি ইনস্পেক্টর লুক সাইমন,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবার্টার দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'আপনিই তো ফোন করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আপনিই রবার্টা রাইডার? আমেরিকান নাগরিক। পরিচয়পত্র আছে?'

'এখনই দেখাতে হবে? ঠিক আছে।' ব্যাগ থেকে নিজের পাসপোর্ট আর ওয়ার্ক ভিসা বের করল রবার্টা। সেগুলো দেখে নিয়ে আবার ফেরত দিল সাইমন।

'আপনার নামের শুরুতে ডক্টর রয়েছে। চিকিৎসক?'

'বায়োলজিস্ট।'

'বুঝলাম। ক্রাইম সিনটা দেখান আমাদের।'

পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে রবার্টার এপার্টমেন্টের সামনে উঠে এল তারা। সবার সামনে রইল সাইমন। দ্রুত হাঁটছে, চোয়াল শক্ত। তার পেছনেই রবার্টা, এবং

BanglaBook.org

তারপর আরও ছয়জনের মতো ইউনিফর্ম পরা পুলিশ এবং একজন পুলিশ ডাক্তারসহ একটা প্যারামেডিক টিম।

সাইমনকে পুরো ঘটনার কথা বুঝিয়ে বলল রবার্টা। সব শেষে বলল, 'আর তারপর লোকটা তার ছুরির ওপর পড়ে যায়। বেশ লম্বাচওড়া লোক ছিল, ফলে পড়েছিল বেশ জোরে।'

'পরে আপনার সম্পূর্ণ জবানবন্দী নেব আমরা। এখন কে আছে এখানে?'

'কেউ নেই, শুধু সে ছাড়া।'

'সে মানে?'

'মানে লাশটার কথা বলছি,' অধৈর্য গলায় বলল রবার্টা।

'তার মানে মৃতদেহের কোনো ব্যবস্থা না করেই বাইরে গিয়ছিলেন আপনি?' ভ্রু উঁচু করল সাইমন। 'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'এক বন্ধুকে দেখতে,' জবাব দিল রবার্টা, মনে মনে নিজেকে গালিগালাজ করছে।

'তাই নাকি... ঠিক আছে, এ নিয়ে পরে কথা বলব আমরা,' অধৈর্য গলায় বলল সাইমন। 'আগে লাশটা দেখা যাক।'

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সবাই। চাবি বের করে দরজা খুলে দিল রবার্টা। 'আমি বাইরে দাঁড়ালে অসুবিধা আছে?' প্রশ্ন করল সে।

'মৃতদেহটা কোথায়?'

'দরজার ওপাশেই আছে, হলওয়েতে।'

সাইমনের নেতৃত্বে অফিসার এবং মেডিকরা ঢুকল ভেতরে। বাইরে রবার্টার সাথে দাঁড়িয়ে রইল এক পুলিশ। দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে চোখ বুজল রবার্টা।

কয়েক সেকেন্ড পরেই বেরিয়ে এল সাইমন, চেহারায় বেশ রাগী তবে সতর্ক একটা অভিব্যক্তি। 'আপনি কি নিশ্চিত যে এটাই আপনার এপার্টমেন্ট?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ। কেন?'

'আপনি কী কোনো ওষুধ খাচ্ছেন? স্মৃতিভ্রংশের সমস্যা নেই তো আপনার? মৃগিরোগ বা ওই ধরনের কোনো সমস্যা? নাকি ড্রাগস বা অ্যালকোহল নেন?'

'কি সব বাজে কথা বলছেন? এসবের কোনোটাই নেই আমার।'

'তাহলে এসব কী আমাকে বোঝান,' বলে তার বাহু চেপে ধরে দরজা বরাবর ঠেলে দিল সাইমন। আঙুল তাক করে আছে মেঝের দিকে, চোখ রবার্টার ওপর। হাঁ হয়ে গেল রবার্টা।

খালি। শূন্য। উধাও হয়ে গেছে মৃতদেহটা।

BanglaBook.org

'কি ব্যাখ্যা দেবেন এর?'

'হয়তো লোকটা বেঁচে ছিল, পরে সরে গেছে,' বিড়বিড় করে বলল রবার্টা। *তাই নাকি? তাহলে রক্তের দাগগুলোও কি সে নিজেই মুছেছে?* চোখ ডলল সে, মাথাটা ঘুরছে বনবন করে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে তার মুখোমুখি হলো সাইমন। 'পুলিশের সময় নষ্ট করা অনেক বড় অপরাধ। আপনি বুঝতে পারছেন যে এখন ইচ্ছে করলে আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারি আমি?'

'কিন্তু একটা লাশ ছিল এখানে! আমি বানিয়ে বলছি না, ঠিক এখানেই ছিল।'

'হুম,' বলে নিজের এক লোকের দিকে তাকাল সাইমন। 'আমার জন্য একটা কফি নিয়ে এসো,' নির্দেশ দিল সে। তারপর চেহারায় ব্যঙ্গের ভাব নিয়ে ফিরল রবার্টার দিকে। 'তাহলে কোথায় গেল সেটা? বাথরুমে? হয়তো এই মুহূর্তে টয়লেটে বসে বসে *লা মন্ডে* পড়ছে, কি বলেন?'

'সেটা জানতে পারলে তো ভালই হত,' অসহায় গলায় জবাব দিল রবার্টা। 'কিন্তু এখানেই তো ছিল... আমি ভুল দেখিনি।'

'তল্লাশী করে দেখো,' অফিসারদের নির্দেশ দিল সাইমন। 'প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলো, কেউ কিছু শুনেছে কি-না জানার চেষ্টা করো।' তল্লাশীতে নেমে পড়ল সবাই, কেউ কেউ বিরক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল রবার্টার দিকে। আবার তার দিকে ফিরল সাইমন। 'আপনি বলছিলেন যে বিশালদেহী একটা লোক? আপনাকে ছুরি হাতে আক্রমণ করেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তবুও আপনার কিছু হয়নি?'

বিরক্তিসূচক একটা শব্দ বেরিয়ে এল রবার্টার মুখ দিয়ে। 'না।'

'আমি কিভাবে বিশ্বাস করব যে আপনার আকারের একজন মহিলা– উচ্চতা কত আপনার, এক মিটার পঁয়ষট্টি? আপনি একজন সশস্ত্র আক্রমণকারীকে খালি হাতে খুন করে ফেললেন, অথচ আপনার গায়ে আঁচড়ও লাগল না?'

'দাঁড়ান দাঁড়ান–আমি কিন্তু বলিনি যে তাকে খুন করেছি। সে নিজেই ছুরির ওপর পড়ে গিয়েছিল।'

'সে কেন এসেছিল এখানে?'

'অপরাধীরা কারও এপার্টমেন্টে কেন ঢোকে? চুরি করতে এসেছিল নিশ্চয়ই। আমার ল্যাব পুরো লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে।'

'আপনার ল্যাব?'

'হ্যাঁ। পুরো জায়গাটা এলোমেলো হয়ে আছে। নিজেই দেখে আসুন।'

BanglaBook.org

ল্যাবের দরজার দিকে ইঙ্গিত করল রবার্টা। সাইমন খুলে ফেলল দরজাটা। তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল রবার্টা, এবং অবাক হয়ে দেখল যে সব কিছু আবার গুছিয়ে ফেলা হয়েছে। জিনিসপত্র সব জায়গামতো রয়েছে, ফাইলগুলো সাজানো, ড্রয়ারগুলো ফিরে গেছে যথাস্থানে। সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে?

'বেশ গোছানো চোর বলতে হবে,' মন্তব্য করল সাইমন। 'সবাই যদি এমন হত তাহলে ভাল হত।'

দরজায় উঁকি দিল এক এজেন্ট। 'স্যার, ওপাশের ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা সারা বিকেল এখানেই ছিল। বলছে কেউ কোনো শব্দ শোনেনি।'

'হাহ,' নাক দিয়ে শব্দ করল সাইমন। ল্যাবের এদিক ওদিক তাকাল, তারপর ডেস্কের ওপর থেকে একটা কাগজ তুলে নিল। 'কি এটা? *দ্য বায়োলজিক্যাল সাইন্স অভ অ্যালকেমি?*' কাগজ থেকে উঠে এসে রবার্টার ওপর স্থির হলো তার দৃষ্টি।

'আমি তো বলেছিই, আমি একজন...বৈজ্ঞানিক,' বেঁধে গেল রবার্টার কথাগুলো।

'অ্যালকেমিও এখন বিজ্ঞান? কি করেন আপনি–সীসা থেকে সোনা বানান?'

'ঠাট্টা করবেন না।'

'হয়তো বিভিন্ন জিনিস অদৃশ্য করে দেয়ারও পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন আপনি, তাই না?' হাত দিয়ে জাদু দেখানোর ভঙ্গি করল সাইমন। কাগজটা ছুড়ে ফেলে দিল ডেস্কের ওপর, তারপর কামরার অপর প্রান্তে চলে এল। 'এখানে কি?'

রবার্টা তাকে আটকানোর আগেই মাছি রাখার ট্যাংকগুলোর দরজা খুলে ফেলল সে। 'ওয়াক থু! এসব কি?'

'এটা আমার গবেষণার অংশ।'

'এটা কিন্তু স্বাস্থ্যবিধির অনেক বড় একটা লঙ্ঘন, মাদাম। মাছি থেকে অনেক রোগ ছড়ায়।' রবার্টার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের ডাক্তার, কথাটা শুনে মাথা ঝাঁকাল সে। বাকি অফিসাররা তল্লাশী শেষ করে ফিরে এল। মাথা নাড়তে দেখা গেল কয়েকজনকে। রবার্টা বুঝতে পারছে, চারদিক থেকে শীতল দৃষ্টি ছুটে আসছে তার দিকে।

'আপনার কফি, স্যার।'

'আহ, ধন্যবাদ,' বলে কাগজের কাপটা নিয়ে লম্বা একটা চুমুক দিল সাইমন। ইদানীং কফি ছাড়া আর কিছুতেই তার মাথাব্যথা কমতে চায় না। আরও বিশ্রাম দরকার তার। গত রাতে একটুও ঘুম হয়নি।

BanglaBook.org

'আমি বুঝতে পারছি যে এটা খুবই অদ্ভুত,' প্রতিবাদ করল রবার্টা। খুব বেশি হাত নাড়ছে সে, যেন আত্মপক্ষ সমর্থন করার চেষ্টা করছে। গলার স্বর চড়ে যাচ্ছে তার, এবং ব্যাপারটা তার একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না। 'কিন্তু বোঝার চেষ্টা করুন–'

'বিয়ে করেছেন? বয়ফ্রেন্ড আছে?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল সাইমন।

'না–বয়ফ্রেন্ড ছিল, কিন্তু এখন আর নেই–কিন্তু তার সাথে এসবের কী সম্পর্ক?'

'বয়ফ্রেন্ড চলে যাওয়ায় খুব সম্ভব মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন আপনি,' বলল সাইমন। 'হয়তো দুশ্চিন্তার কারণেই...' কি অদ্ভুত, গত রাতে হেলেনের সাথে ঘটে যাওয়ার ঘটনাটা মনে পড়ে যেতে ভাবল সে।

'আচ্ছা। আপনার ধারণা আমি নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার? পুরুষ ছাড়া কোনো মেয়ে চলতে পারে না?'

কাঁধ ঝাঁকাল সাইমন।

'এসব প্রশ্ন কেন করছেন আমাকে? আপনার উপরের অফিসার কে?'

'সাবধানে কথা বলবেন, মাদাম। মনে রাখবেন যে অনেক বড় একটা অপরাধ করেছেন আপনি।'

'দয়া করে শুনুন আমার কথা। আমার মনে হয় ওরা আরও একটা খুন করার পরিকল্পনা করছে। একজন বৃটিশকে।'

'তাই নাকি? কারা করছে এই পরিকল্পনা?'

'জানি না। তবে আমাকে যারা খুন করার চেষ্টা করেছিল তারাই।'

'তাহলে আমার মনে হয় না আপনার বৃটিশ বন্ধুটির কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে।' বিরক্ত চোখে তাকাল সাইমন। 'এই বৃটিশ বন্ধুটির পরিচয় কী? কাল্পনিক লাশটা যখন এখানে পড়ে ছিল তখন কী তার সাথেই দেখা করতে গিয়েছিলেন?'

'ঈশ্বর,' অসহায় গলায় বলে উঠল রবার্টা। দুঃখের চোটে প্রায় হেসে ওঠার জোগাড় হয়েছে তার। 'দয়া করে এতটা বোকা সাজবেন না।'

'ড. রাইডার, এই মুহূর্তে আজে বাজে কথা বলা বন্ধ না করলে আপনাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হব। আপনাকে হাজতে পাঠিয়ে এই পুরো জায়গাটায় চিরুনী চালানোর ব্যবস্থা করবে আমার ফরেনসিকের লোকেরা।' খালি কাপটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সামনে এগিয়ে এল সাইমন, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। পিছিয়ে গেল রবার্টা। 'আপনাকে পুলিশের সার্জন পরীক্ষা করবে,' বলে চলল ইনস্পেক্টর। 'আপনার প্রতিটা ইঞ্চি তো পরীক্ষা করা হবেই, এমনকি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছেও পাঠানো হবে। ইন্টারপোলকে দিয়ে আপনার ব্যাংক একাউন্ট পরীক্ষা

BanglaBook.org

করানোর ব্যবস্থা করব আমি। দরকার হলে আপনার পুরো জীবনটা তন্ন তন্ন করে তল্লাশী করব... সেটাই কী চান আপনি?'

পিছাতে পিছাতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে রবার্টার। প্রায় তার নাকের সাথে ঠেকে আছে সাইমনের নাক, জ্বলন্ত সবুজ চোখগুলো তাকিয়ে আছে তার দিকে। 'এই সব কিছুই ঘটতে পারে আপনার সাথে!'

এজেন্টরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে আছে সাইমনের দিকে। এগিয়ে এসে তার কাঁধে একটা হাত রাখল ডাক্তার। পিছিয়ে গেল সাইমন।

'যা খুশি করুন!' এবার রবার্টা চেঁচিয়ে উঠল। 'গ্রেফতার করুন আমাকে। প্রমাণ আছে আমার কাছে–আমি জানি কারা জড়িত এর সাথে।'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সাইমন। 'কেন গ্রেফতার হতে চাইছেন আপনি? যাতে নিজের সাজানো নাটকে হিরো সাজতে পারেন? খুব ভাল হয় তাহলে, তাই না? কিন্তু আমি সেটা করব না। যথেষ্ট দেখেছি আমি। অদৃশ্য মৃতদেহ, মাছি ভর্তি ট্যাংক, অ্যালকেমি, খুনের চেষ্টা ইত্যাদি ইত্যাদি। দুঃখিত, ড. রাইডার, আপনাদের মতো উন্মাদদের খেয়াল খুশি মতো চলার জন্য পুলিশ সার্ভিস তৈরি হয়নি।' সাবধান করার ভঙ্গিতে একটা আঙুল তুলল সে। 'মনে করুন আপনাকে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে। এমন কাজ আর করবেন না। বোঝা গেছে?' বাকিদের ইঙ্গিত করল সে, তারপর সবাইকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। হলওয়েতে একা দাঁড়িয়ে থাকল রবার্টা।

এক মুহূর্ত যুগপৎ বিস্ময় আর আতঙ্ক নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল সে, দরজার দিকে তাকিয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে। শুনতে পাচ্ছে, পায়ের শব্দ নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি বেয়ে। যা ঘটে গেল তা এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তার। এবার কী করবে সে?

আজ রাতেই বি-এইচের ব্যবস্থা করা হবে। বেন হোপ। এসবের সাথে তার সম্পর্ক যাই হোক না কেন, এখনই তাকে সাবধান করে দেয়া উচিত রবার্টার। লোকটাকে সে বলতে গেলে চেনেই না, কিন্তু পুলিশ যেহেতু পুরো ব্যাপারটাকে কোনো গুরুত্ব দিচ্ছে না, সেহেতু এখন হোপকে সাবধান করে দেয়াটা তার দায়িত্বের মাঝে পড়ে।

লোকটা যে কার্ড দিয়েছিল সেটা ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দিয়েছিল রবার্টা, কারণ তাকে ফোন করার কোনো ইচ্ছে ছিল না তার। এখন মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল যে কার্ডটা একেবারেই নষ্ট করে ফেলেনি সে। এবার ঝুড়িটা উল্টে ফেলল সে, ফলে দলা পাকানো কাগজ, কমলার খোসা আর একটা সফট ড্রিংকসের ক্যান এসে পড়ল মেঝেতে। একেবারে নিচে রয়েছে কার্ডটা,

BanglaBook.org

কোকের দাগ লেগে গেছে। ফোন বের করে নাম্বারটা ডায়াল করল সে, তারপর কানের সাথে চেপে ধরে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটা কণ্ঠস্বর জবাব দিল তার ফোনের। 'হ্যালো, বেন?' দ্রুত কথা বলতে শুরু করল রবার্টা। কিন্তু তারপরেই ওপাশের কথাগুলোর অর্থ মাথায় ঢুকল তার।

*'অরেঞ্জ অ্যানসারফোনে স্বাগতম। দুঃখিত, আপনি যাকে ফোন করেছেন তার সাথে এই মুহূর্তে যোগাযোগ করা সম্ভব নয়...'*

BanglaBook.org

# চৌদ্দ.

## দ্য অপেরা কোয়ার্টার, মধ্য প্যারিস

রাতের সাক্ষাতের জন্য অপেরা কোয়ার্টারের পাশে ম্যাডেলিন চার্চকে নির্ধারিত করেছে বেন। ওর অভ্যাসই হচ্ছে বসবাসের জায়গার আশেপাশে কোথাও কারও সাথে দেখা না করা। ফেয়ারফ্যাক্সের লোকেরা যেভাবে ওকে নিজের বাড়ি থেকে তুলে এনেছিল সেটা ওর একেবারেই পছন্দ হয়নি।

আটটা বিশ নাগাদ এপার্টমেন্ট থেকে বের হয়েছে ও, তারপর পায়ে হেঁটে চলে এসেছে রিশল্যু ড্রু মেট্রো স্টেশনে। এখান থেকে লক্কড়মার্কা ট্রেনে ওর নির্ধারিত জায়গাটায় যেতে মাত্র দুটো স্টপেজ পার হতে হয়। লোকজনের ভিড় ঠেলে আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল ধরে বের হয়ে এল ও, তারপর প্লেস দে লা ম্যাডেলিনের রাস্তায় উঠে এল। আকাশছোঁয়া চার্চের গোড়ায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল, তারপর একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে অলস চোখে দেখতে লাগল রাস্তায় গাড়িঘোড়ার ব্যস্ত চলাচল।

খুব বেশি অপেক্ষা করতে হলো না। নির্ধারিত সময়ে একটা বিশাল মার্সিডিজ লিমোজিন বের হয়ে এল গাড়ির স্রোত থেকে, ঠিক বেনের সামনে এসে থামল। বের হয়ে এল ইউনিফর্ম পরা ড্রাইভার।

'মসিউ 'ওপ?'

মাথা ঝাঁকাল বেন। পেছনের দরজা খুলে ধরল শোফার, ভেতরে উঠে পড়ল ও। প্যারিসের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলল গাড়ি। অন্ধকার নেমে আসছে। কিছুক্ষণের মাঝেই শহর ছেড়ে অন্ধকার, সরু রাস্তায় উঠে এল গাড়ি। দু'পাশে দেখা যাচ্ছে গাছপালা, মাঝে মাঝে অন্ধকার দুই একটা বিল্ডিং। হেডলাইটের আলোতে রাস্তার পাশে একটা ছোট্ট বার দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

ড্রাইভার একেবারেই চুপচাপ। নিজের চিন্তায় ডুবে রইল বেন। লরিউ লোকটা বেশ সফল প্রকাশক, অন্তত বেনকে নিতে যে গাড়ি পাঠিয়েছে সেটা দেখে তেমনই মনে হচ্ছে। তবে অ্যালকেমি বা ওই ধরনের বিষয়ে বই প্রকাশ করে নিশ্চয়ই খুব বেশি লাভ হয় না তার। এডিশনস লরিউ ওয়েবসাইট খুঁজে তেমন বই খুব বেশি পাওয়া যায়নি, এবং সেগুলোর মাঝেও কোনোটাই বেনের আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারেনি। এমনিতেও এসব বই বাজারে খুব একটা চলে

BanglaBook.org

না। কিন্তু রোজ বলেছিলেন যে লরিউ-এর নাকি এসব ব্যাপারে অনেক আগ্রহ। হয়তো তার শখ, হয়তো ব্যক্তিগত আগ্রহটাকেই ব্যবসার কাজে লাগাচ্ছে, অ্যালকেমিতে আগ্রহী অন্যান্যের সুবিধার জন্য। হয়তো এই লোকই বেনকে সাহায্য করতে পারবে। তার কাছে বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য বই থাকা অস্বাভাবিক নয়, যেটা বেনের কাজে আসতে পারে। এমনকি... না, সেটা খুব বেশি আশা করা হয়ে যাবে। তার চাইতে অপেক্ষা করে দেখা যাক, আজ রাতে ও কতটুকু এগোতে পারে। ঘড়ির লুমিনাস ডায়ালের দিকে তাকাল একবার। আর বেশিক্ষণ লাগার কথা নয়। চিন্তায় ডুবে রইল বেন।

হঠাৎ মার্সিডিজের গতি ধীর হয়ে এল। তাহলে কি চলে এসেছে গন্তব্য? ড্রাইভারের সামনে অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকাল বেন। আশেপাশে কোনো গ্রাম বা বাড়িঘর আছে বলে মনে হচ্ছে না। হেডলাইটের আলোয় বড় একটা রোড সাইন দেখতে পেল ও।

*বিপজ্জনক*

*লেভেল ক্রসিং*

কাঠের রেলিংগুলো এখন উপরে ওঠানো, নিচ দিয়ে গাড়ি যেতে পারে। রেললাইনের ঠিক উপরে হঠাৎ থেমে গেল মার্সিডিজ। নিচু হয়ে একটা বোতামে চাপ দিল ড্রাইভার, সাথে সাথে চালু হয়ে গেল সেন্ট্রাল লকিং সিস্টেম। মৃদু শব্দের সাথে একটা পুরু কাঁচের পার্টিশন উঠে এল প্যাসেঞ্জার আর ড্রাইভারের সিটের মাঝে।

'অ্যাই,' কাঁচের গায়ে টোকা দিয়ে ডাক দিল বেন। সাউন্ডপ্রুফ কম্পার্টমেন্টে কেমন ফাঁপা শোনাল ওর কণ্ঠ। 'কি হচ্ছে এসব?' ওকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল ড্রাইভার। দরজা খোলার চেষ্টা করল বেন, যদিও বুঝতে পেরেছে যে ওটাও বন্ধ। 'থামলে কেন? এই যে, তোমাকে বলছি।'

ওর দিকে একবারও না তাকিয়ে ইগনিশন বন্ধ করে দিল ড্রাইভার। নিভে গেল হেডলাইট। ভারি দরজাটা এবার খুলে ফেলল সে, ফলে চালু হয়ে গেল গাড়ির ভেতরের আলো। বেন খেয়াল করল, মাঝখানের পার্টিশনটাকে ইস্পাতের জাল দিয়ে সুদৃঢ় করা হয়েছে।

শান্ত ভঙ্গিতে গাড়ি থেকে বের হয়ে গেল ড্রাইভার। দরজাটা বন্ধ করে দিল, আবার অন্ধকার হয়ে গেল গাড়ির ভেতরে। একটা টর্চলাইটের আলো দেখা গেল, বোঝা গেল নিজের সামনে কি আছে দেখছে ড্রাইভার, নির্জন পথ ধরে হাঁটতে শুরু করেছে সে। টর্চের আলোর রেখাটা একবার এদিক যাচ্ছে, একবার ওদিক–যেন কাউকে খুঁজছে। লেভেল ক্রসিং থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা কালো অডি গাড়ির ওপর স্থির হলো টর্চের আলো। অডির টেইল

BanglaBook.org

লাইটগুলো জ্বলে উঠল, খুলে গেল একটা দরজা। লিমোজিনের ড্রাইভার এগিয়ে গিয়ে উঠে বসল গাড়িতে।

কাঁচের পার্টিশনের গায়ে ঘুষি মারল বেন, তারপর জানালার কাঁচগুলোতে ধাক্কা দিল। কোনো লাভ নেই। অন্ধকারে অডির টেইল লাইট ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মিনিট খানেক পর গাড়িটা চলতে শুরু করল, অদৃশ্য হয়ে গেল একটু পরেই।

বের হওয়ার জন্য মার্সিডিজের ভেতর অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল বেন। দরজা খোলার চেষ্টা করল আরেকবার, যদিও জানে যে লাভ নেই। উদ্বেগ মাথাচাড়া দিচ্ছে ভেতরে। বের হওয়ার কোনো একটা পথ থাকবেই। সব বিপদ থেকেই বাঁচার কোনো না কোনো পথ থাকে। এর চাইতে অনেক খারাপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করেছে ও।

হঠাৎ বাইরে থেকে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে এল। তারপরেই অনেককটি ধাতব শব্দ। কাঠের রেলিংগুলো নেমে আসতে শুরু করল। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না বেন, তবে কল্পনা করতে মোটেও অসুবিধে হলো না ওর। রেললাইনের ওপর বসে আছে মার্সিডিজ, দুই রেলিঙের মাঝখানে। ওদিকে ছুটে আসছে একটা ট্রেন।

'সব ঠিক আছে তো, গডার্ড?' লিমোর ড্রাইভার অডির পেছনের সিটে উঠে বসতে হুইল ধরে থাকা মোটাসোটা লোকটা জিজ্ঞেস করল, যার নাম বার্জার।

শোফারের ক্যাপটা খুলে ফেলল গডার্ড। 'একদম,' দাঁত বের করে হাসল সে।

গাড়ি স্টার্ট দিল বার্জার। 'এবার চলো, বিয়ার টানা যাক খানিক।' তৃতীয় লোকটা প্রশ্ন করল, 'কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে হত না?' নার্ভাস ভঙ্গিতে ঘড়ি দেখল সে, তারপর পঞ্চাশ গজ পেছনে মার্সিডিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে রইল।

'নাহ-কি দরকার?' অডিটাকে সামনে নিতে নিতে হেসে উঠল বার্জার। 'মিনিট দুয়েকের মাঝেই চলে আসবে ট্রেন। ও ব্যাটা বৃটিশ কোথাও পালাতে পারছে না।'

BanglaBook.org

ইতোমধ্যে অন্ধকারে সয়ে এসেছে বেনের চোখ। মার্সিডিজের পাশের জানালা দিয়ে বাইরের তারাজ্বলা আকাশ দেখা যাচ্ছে। রেললাইনের দুই পাশ উঁচু হয়ে থাকায় ভি আকৃতির মনে হচ্ছে আকাশটাকে। ওর চোখের সামনেই রেললাইনের ও প্রান্ত ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে শুরু করল। উজ্জ্বলতাটা ধীরে ধীরে দুটো বাতির চেহারা নিল, এখনও অনেক দূরে, কিন্তু বিপজ্জনক গতিতে কাছে

সরে আসছে। ইঞ্জিনের গর্জনের সাথে সাথে এখন লাইনের ওপর চাকার ঘর্ষণের আওয়াজও পাওয়া যাচ্ছে।

আরও জোরে জানালায় বাড়ি মারল ও। *মাথা ঠাণ্ডা রাখো।* ব্রাউনিংটা বের করে এনে হাতুড়ির মতো ব্যবহার করল, বাঁট দিয়ে জোরে জোরে কয়েকবার বাড়ি মারল জানালায়। কোনো লাভ হলো না। এবার পিস্তলটা সোজা করে ধরে অন্য হাত দিয়ে মুখ ঢাকল, তারপর কাঁচ বরাবর গুলি করল। প্রচণ্ড শব্দের সাথে সাথে কানের মাঝে ঝিঁঝি করতে শুরু করল, ট্রেনের কান ফাটানো গর্জন চাপা পড়ে গেল। মাকড়সার জালের মতো অজস্র চিড় ধরল কাঁচে, কিন্তু ভাঙল না। বুলেটপ্রুফ। অস্ত্র নামিয়ে রাখল ও। দরজার তালা ভাঙার চেষ্টা করেও খুব একটা লাভ নেই। নাইন মিলিমিটার পিস্তলের হালকা বুলেট দিয়ে এই তালা ভাঙতে হলে অন্তত এক ডজন গুলি লাগবে, তবুও কাজ হবে কি-না সন্দেহ।

একটু দ্বিধা করে আবার বাড়ি মারতে শুরু করল বেন। ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে বাতিদুটো, উজ্জ্বলতাও বাড়ছে। উঁচু দুই পাশের মাঝে পুরো রেললাইন এখন আলোয় উদ্ভাসিত।

কিসে যেন ধাক্কা মারল গাড়িতে, জানালার কাছ থেকে ছিটকে পড়ে গেল বেন। আরও একবার ধাক্কা লাগল। ভাঙা জানালাটা সরে এল ওর দিকে।

বাইরে থেকে কারও কণ্ঠস্বর ভেসে এল। নিচু, তবে পরিচিত। 'বেন? তুমি আছো ওখানে?' মেয়েদের গলা। আমেরিকান। রবার্টা রাইডার!

নিজের সিট্রো গাড়ির ইমার্জেন্সি কিট থেকে নিয়ে আসা টায়ার আয়রন দিয়ে আরও একবার জানালার কাঁচে বাড়ি মারল রবার্টা। চিড় ধরা কাঁচটা ডেবে গেল ভেতরে, কিন্তু ভাঙল না। ওদিকে দ্রুত ছুটে আসছে ট্রেন।

ফাটা জানালা দিয়ে রবার্টার কণ্ঠ ভেসে এল, 'বেন, শক্ত হয়ে বোসো। ধাক্কা লাগবে একটা!'

ট্রেনের গর্জন বেড়েই চলেছে। সিট্রোর দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ প্রায় শুনতেই পেল না বেন। ছোট্ট ইঞ্জিনটা চালু হলো, তারপর ধাক্কা দিয়ে আগে বাড়ল সিট্রো, রেলিং গুঁড়িয়ে দিয়ে মার্সিডিজের পেছনে ধাক্কা মারল। রেলিঙে বাড়ি লেগে গুঁড়িয়ে গেল সিট্রোর উইন্ডশিল্ড। ধাতুর সাথে ধাতুর ঘষা লেগে কর্কশ শব্দ উঠল। গিয়ারস্টিক চেপে ধরে গাড়ি পিছিয়ে নিল রবার্টা, আরও একবার ধাক্কা মারার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মিটারখানেকের মতো এগিয়েছে লিমোজিন। চাকা লক করা থাকায় ঘুরছে না, ফলে মাটিতে দাগ হয়ে গেছে। আবারও মার্সিডিজে ধাক্কা মারল রবার্টা। অন্য পাশের রেলিঙের নিচে ঢুকে গেল বিশাল গাড়িটার নাক। কিন্তু এখনও কিছুটা অংশ লাইনের ওপর রয়ে গেছে।

BanglaBook.org

লিমোর পেছনে গুঁড়ি মেরে পড়ে আছে বেন। আরও একবার ধাক্কা লাগতে মেঝতে পড়ে গেল। রেললাইনের দ্বিতীয় ট্র্যাকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মার্সিডিজ, রেলিংটা বাড়ি খাচ্ছে ছাদের ওপর।

প্রায় চলে এসেছে ট্রেন। আর আড়াই'শ মিটারও নেই।

আরও একবার জোরে অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিল রবার্টা। শেষ সুযোগ। ক্ষতবিক্ষত সিট্রো আরও একবার ধাক্কা দিল মার্সিডিজের পেছনে। লিমোজিন রেললাইনের ওপর থেকে সরে গেছে দেখে স্বস্তিতে প্রায় চিৎকার করে উঠল সে।

ট্রেনের ড্রাইভারগুলোও রেললাইনের ওপর গাড়িগুলোকে দেখতে পেয়েছে। ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে ব্রেক কষার শব্দ শুনতে পেল রবার্টা। কিন্তু এখন আর থামার সময় নেই। এক মুহূর্তের জন্য মার্সিডিজের সাথে আটকে থাকতে দেখা গেল সিট্রোকে, ঠিক রেললাইনের ওপর। দুটো গাড়ির শরীর জোড়া লেগে গেছে এক সাথে। উল্টো দিকে বনবন করে ঘুরছে সিট্রোর চাকা।

তারপরই আলাদা হয়ে গেল গাড়িদুটো। বাতাসের প্রচণ্ড ঝাপটা তুলে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে গেল ট্রেন, তবে তার এক মুহূর্ত আগেই নিরাপদ দূরত্বে পিছিয়ে গেছে রবার্টার সিট্রো। দশ সেকেন্ড সময় লাগল পুরো ট্রেনটা পার হতে। তারপরেই অন্ধকার রাত যেন গিলে নিল বিশাল ট্রেনটাকে, লাল রঙের লাইটগুলো মিলিয়ে গেল প্রায় সাথে সাথেই।

এক মুহূর্ত নিজেদের গাড়িতে পাথর হয়ে বসে রইল দু'জন, নিজেদের নিঃশ্বাস আর হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে আসার অপেক্ষা করছে। ব্রাউনিংটা হোলস্টারে ভরে রাখল বেন।

সিট্রো থেকে নেমে এসে গাড়িটা দেখল রবার্টা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুঙিয়ে উঠল সে। হেডলাইটগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, দুটো তারে ভর করে ঝুলছে বের হয়ে এসে। গাড়ির বনেট আর সামনের দিকেরও একই অবস্থা। রেললাইন পার হয়ে লিমোর কাছে চলে এল এবার, হাঁটু কাঁপছে এখনও। 'বেন? ঠিক আছো তুমি?'

'আমাকে বের করতে পারবে এখান থেকে?' ভেতর থেকে ভেসে এল বেনের নিচু গলার আওয়াজ।

মার্সিডিজের ড্রাইভিং সিটের দরজাটা খোলার চেষ্টা করল রবার্টা। 'দারুণ বুদ্ধি তোমার মাথায়, রাইডার,' বিড়বিড় করে গালি দিল নিজেকে, 'দরজাটা তো পুরো সময় খোলাই ছিল।' তবে চাবিটা দেখা গেল না ইগনিশনে। তাহলে নিজের ওপর রাগ আরও বেড়ে যেত তার। ভেতরে উঠে বসে কাঁচের পার্টিশনে থাবা মারল সে। অন্য পাশে ঝাপসাভাবে দেখা গেল বেনের মুখ। এদিক ওদিক তাকাল রবার্টা। প্যানেলটা খোলার জন্য নিশ্চয়ই কোনো বোতাম

BanglaBook.org

আছে। পার্টিশন নামানো গেলে ওদিক দিয়েই বেরিয়ে আসতে পারবে বেন। একটা বোতাম পাওয়া গেল। সেটায় চাপ দিল রবার্টা, কিন্তু কোনো ফল হলো না। হয়তো ইগনিশন চালু করা লাগবে। আরেকটা বোতাম পাওয়া যেতে সেটা চেপে ধরল রবার্টা। এবার একটা ক্লিক শব্দের সাথে সাথে পেছন দিকের সেন্ট্রাল লকিং সিস্টেম খুলে গেল।

কোনোমতে বেরিয়ে এল বেন, সারা শরীরে ব্যথা হয়ে গেছে ওর। জ্যাকেটটা ভাল করে পরে নিল যাতে হোলস্টারটা সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে।

'জেসাস! আরেকটু হলেই কাজ হয়েছিল আজ,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রবার্টা। 'তুমি ঠিক আছো তো?'

'তা আছি,' বলে দোমড়ানো সিট্রোর দিকে ইঙ্গিত করল বেন। 'ওটা কি চলার অবস্থায় আছে?'

'একটা ধন্যবাদ তো দিতে পারো,' বিদ্রূপের গলায় বলল রবার্টা। 'ধন্যবাদ, রবার্টা। তুমি এসে পড়ায় কি যে উপকার হলো! আমার জীবন বাঁচানোর জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

কোন জবাব দিল না রেন। চোখ গরম করে ওর দিকে তাকাল রবার্টা, তারপর নিজের গাড়িটাকে দেখল। 'ওটা আমার খুব পছন্দের গাড়ি, বুঝলে? এখন আর এমন গাড়ি পাওয়া যায় না।'

'আরেকটা কিনে দেবো তোমাকে,' খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিট্রোর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল বেন।

'তা তো দেবেই,' বলল রবার্টা। 'সেই সাথে এসব কি হচ্ছে তার একটা ব্যাখ্যাও দেবে আমাকে।'

চাবি ধরে কয়েকবার মোচড়ানোর পর খকখক করে কেশে উঠে সচল হলো সিট্রোর ইঞ্জিন। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে নিল রবার্টা। কর্কশ শব্দ তুলে চলতে শুরু করল গাড়ি। টায়ার ঘষা খাচ্ছে ধাতব শরীরের সাথে, ফলে গতি বাড়ার সাথে সাথে শব্দও বাড়ল। ভাঙা জানালা দিয়ে শিস কেটে ঢুকে পড়ছে বাতাস। গরম হয়ে উঠেছে ইঞ্জিন। ঝাঁঝালো ধোঁয়া বের হতে শুরু করল বনেটের নিচ দিয়ে।

'এতে করে বেশি দূর যাওয়া যাবে না,' বাতাসের শব্দ ছাপিয়ে চিৎকার করে বলল রবার্টা। ভাঙা কাঁচের ওপাশে অন্ধকারের দিকে তাকাল সে।

'যতটুকু পারা যায় এগিয়ে যাও,' বেনও চিৎকার করে জবাব দিল। 'আসার পথে একটা বার দেখেছিলাম আমি।'

BanglaBook.org

## পনের.

সৌভাগ্যক্রমে রাস্তার পাশের ছোট্ট বারটা পর্যন্ত ওদের পৌঁছে দিতে পারল সিট্রো, তারপরই ফুটো রেডিয়েটর নিয়ে আর চলতে অস্বীকৃতি জানাল। শেষবারের মতো গাড়িটার দিকে একবার বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বারের ভেতরে ঢুকল রবার্টা। গাড়িটা পড়ে রইল কারপার্কের এক কোণে। কয়েকটা মোটরসাইকেল আর গাড়ি ছাড়া ফাঁকাই বলা যায় কারপার্ক। লাল রঙের নিয়ন সাইন জ্বলছে বারের দরজার উপরে।

বারে লোকজন নেই বললেই চলে। লম্বা চুলের কয়েকজন বাইকার বারের পেছনের দিকে পুল খেলছে আর উচ্চস্বরে হাসাহাসি করছে, সেই সাথে সরাসরি বোতল থেকে বিয়ার ঢালছে গলায়।

জুকবক্সের হার্ড-রক মিউজিকের কানফাটানো শব্দ থেকে বাঁচতে একেবারে কোণার দিকের একটা টেবিল নিয়ে বসল দু'জন। বার থেকে একটা সস্তা রেড ওয়াইনের বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে এল বেন। গ্লাসদুটো ভরে একটা রবার্টার দিকে বাড়িয়ে দিল। এক ঢোক ওয়াইন খেয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রইল রবার্টা। 'উফ, যা একটা দিন গেল আজ। এবার বলো, তোমার গল্পটা কী?'

কাঁধ ঝাঁকাল বেন। 'বলতে পারো ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।'

'ধরেও ফেলেছিলে, প্রায়।'

'জানি। মাঝখানে হাজির হওয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

'আমাকে ধন্যবাদ দেয়ার কোনো দরকার নেই। কেবল বলো যে কি ঘটছে এসব। হঠাৎ এত জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম কেন আমরা?'

'আমরা?'

'হ্যাঁ, আমরা,' টেবিলের ওপর আঙুল দিয়ে খোঁচা মেরে রাগী সুরে বলল রবার্টা। 'আজ সকালে তোমার সাথে দেখা হওয়ার পর থেকেই দেখছি আগন্তুকরা আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে, বন্ধুরা শত্রুতে পরিণত হচ্ছে, আমার এপার্টমেন্ট থেকে রহস্যজনকভাবে গায়েব হয়ে যাচ্ছে লাশ, এবং এক গর্দভ পুলিশ আমাকে পাগল ভাবতে শুরু করেছে। কেন হচ্ছে এসব?'

গত কয়েক ঘণ্টায় ঘটে যাওয়া সব ঘটনার কথা রবার্টার কাছ থেকে শুনল বেন, এবং ওর উদ্বেগ আরও বাড়ল তাতে। 'এছাড়াও,' শেষ পর্যায়ে এসে

BanglaBook.org

বলল রবার্টা, 'তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই ট্রেনের তলায় পড়তে যাচ্ছিলাম প্রায়।' তারপর যোগ করল, 'আমার মেসেজ পাওনি নিশ্চয়ই?'

'কিসের মেসেজ?'

'ফোনটা চালু করলেই বুঝতে পারবে।'

ইন্টারভিউয়ের সময় ফোন বন্ধ করে রেখেছিল, কথাটা মনে পড়তে তিক্ত হাসি ফুটল বেনের মুখে। মোবাইলটা পকেট থেকে বের করে চালু করল সেটা। 'মেসেজ,' স্ক্রিনের ওপর খামের ছবি আঁকা ছোট্ট ছবিটা দেখে গুঙিয়ে উঠল ও।

'বুঝতে পেরেছ তাহলে,' বলল রবার্টা। 'তুমি তো আমাকে ফোন করলে না, তাই ভাবলাম নিজে গিয়ে তোমাকে সাবধান করে দিয়ে আসি। যদিও এখন মনে মনে ভাবছি যে কাজটা কেন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।'

ভ্রু কোঁচকাল বেন। 'আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে কিভাবে জানলে?'

'মনে নেই? আমার সামনে বসেই তো ফোন ধরেছিলে তুমি, কি যেন নাম লোকটার–'

'লরিউ।'

'যাই হোক। তোমার বন্ধুভাগ্য বেশ ভাল, বলতেই হবে। আমার মনে পড়ল যে আজ রাতে ব্রায়ানকোর্টে যাওয়ার কথা বলেছিলে তুমি। ভাবলাম ওখানে গেলেই তোমার দেখা পাওয়া যাবে।' তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল রবার্টা। 'এবার দয়া করে আমাকে বলো যে এসব কি হচ্ছে, বেন? সানডে টাইমসের সাংবাদিকদের জীবন কি সত্যিই এমন টানটান উত্তেজনায় ঠাসা?'

'তোমার দিনটা তো আমার চাইতেও বেশি উত্তেজনাকর গেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'বাজে কথা বাদ দাও। এসবের সাথে তোমার কোনো একটা সম্পর্ক আছে, ঠিক না?'

চুপ করে রইল বেন।

'কি হলো, বলো? আমি কি ধরে নেবো যে তোমার হুট করে উদয় হয়ে আমার কাজ সম্পর্কে এত সব জানতে চাওয়া, আমাদের ছবি তুলে রাখা, একই দিনে আমাদের দু'জনকেই কেউ খুন করতে চাওয়া–এগুলো সব কাকতালীয় ঘটনা? তোমার সাংবাদিক পরিচয়টা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। আসলে কে তুমি?'

দু'জনের গ্লাসই আবার ভরে দিল বেন। সিগারেটটা শেষ হয়ে গেছে। গোড়াটা জানালা দিয়ে ফেলে দিল, তারপর জিপো লাইটারটা বের করে আরেকটা ধরাল।

নাকে ধোঁয়া যেতে কেশে উঠল রবার্টা। 'খেতেই হবে?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ।'

'এটা কিন্তু নিষিদ্ধ।'

'তাতে থোড়াই কেয়ার করি আমি।'

'এবার তাহলে সত্যি কথাটা বলো–না কি পুলিশ ডাকব আমি?'

'তোমার কী ধারণা এবার তোমার কথা বিশ্বাস করবে ওরা?'

লেভেল ক্রসিং পার হয়ে আসার পরেও ট্রেন ড্রাইভারের হৃৎপিণ্ডটা সুস্থির হতে পারছিল না। গাড়িদুটোকে যখন লাইনের উপর দেখতে পেল সে, তখন কোনো কিছু করার সময় পার হয়ে গেছে। লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল লোকটা। জেসাস! এর আগে কখনও লাইনের ওপর হরিণের চাইতে বেশি কিছু দেখতে হয়নি তাকে। গাড়িগুলো যদি ঠিক সময়ে সরে যেতে না পারত তবে কি ঘটত ভেবে শিউরে উঠল সে।

ট্রেন আসার সময় লেভেল ক্রসিং রেলিঙের নিচে গাড়ি নিয়ে ঢুকে পড়ে এমন বোকার হদ্দ কোথায় আছে? খুব সম্ভব গাড়ি চুরি করে এনেছিল ছেলেছোকরার দল। আরেকটা শ্বাস ছাড়ল ড্রাইভার, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে তার হৃৎস্পন্দন। রেডিও হ্যান্ডসেটটা তুলে নিল সে।

'ধ্যাৎ!'

'আগেই বলেছিলাম, আমাদের অপেক্ষা করা উচিত ছিল।'

একটু আগে মার্সিডিজটাকে যেখানে রেখে গিয়েছিল সেদিকে তাকিয়ে বসে আছে অডির ভেতরের লোক তিনটে। কড়া চোখে দুই সঙ্গীর দিকে তাকাল নডন, তারপর সিটে হেলান দিয়ে বসে রইল। বার্জার আর গডার্ড যখন বারে বসে খিকখিক করে হাসছে, সে নিজে তখন রেডিও শুনছিল। ট্রেন দুর্ঘটনার কোনো খবর থাকলে সেটা অবশ্যই শোনা যেত। তেমন কিছুই বলা হয়নি রেডিওতে। ব্যাপারটা নিয়ে বারবার দুই সঙ্গীকে খোঁচাচ্ছিল সে, ফলে অনেকটা তার মুখ বন্ধ করার জন্যই বার ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে গডার্ড আর বার্জার।

এবং এখানে এসে দেখা যাচ্ছে, ঠিকই বলেছিল নডন। কোনো দুর্ঘটনার চিহ্ন নেই। কোনো ট্রেন লাইনচ্যুত হয়নি, মরে পড়ে নেই কোনো বৃটিশ। রেললাইন থেকে কয়েক মিটার দূরে পড়ে আছে খালি মার্সিডিজটা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, দ্রুতগামী কোনো ট্রেন ওটাকে আঘাত করেনি।

তার চাইতেও খারাপ যেটা, একা নয় গাড়িটা। মার্সিডিজের চকচকে কালো শরীরে প্রতিফলিত হচ্ছে আরও দুটো পুলিশ পেট্রল কারের ঘুরন্ত নীল আলো।

BanglaBook.org

'সব ভণ্ডুল হয়ে গেল,' গাড়ির হুইল চেপে ধরে ফিসফিস করে বলে উঠল বার্জার।

'তুমি তো বলেছিলে পুলিশ কখনও এদিকে আসে না,' বলল গডার্ড। 'সে কারণেই তো এই জায়গাটা বেছে নিয়েছিলাম আমরা, তাই না?'

'আগেই বলেছিলাম,' পেছন থেকে আবার বলে উঠল নডন।

'এটা কিভাবে–'

'বুঝতেই পারছ, ছেলেরা, বস খুব একটা খুশি হবেন না।'

'তাকে বরং জানিয়ে রাখা ভাল।'

'আমি পারব না। তুমি ফোন করো।'

পুরো জায়গাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজছে পুলিশ অফিসাররা। তাদের টর্চের আলো ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক, রেডিওর ফিসফাস আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। 'এই যে, জ্য-পল,' একটা ভাঙা সিট্রোর সামনের অংশ তুলে ধরে ডাক দিল একজন। 'হেডলাইটের কাঁচের টুকরো-টাকরা পড়ে আছে এখানে,' যোগ করল সে।

'ট্রেন ড্রাইভার একটা সিট্রো টুসিভির কথা বলেছিল,' আরেক অফিসার বলে উঠল।

'সেটা গেল কোথায়?'

'বেশি দূর যেতে পারেনি নিশ্চয়ই। রেডিয়েটরের কুল্যান্ট পড়ে আছে সব জায়গায়।'

আরও দুই অফিসার লিমোজিনের ভেতরে টর্চের আলো ফেলে দেখছে। একজন একটা ছোট, চকচকে জিনিস পড়ে থাকতে দেখল পেছনের পাদানির কাছে। পকেট থেকে বলপয়েন্ট কলম বের করে সেটার সাহায্যে গুলির খোসাটা তুলে আনল সে। 'এটা আবার কি? নাইন মিলিমিটারের খোসা।' জিনিসটার গন্ধ শুঁকে দেখল, করডাইটের গন্ধ পাওয়া গেল। 'গুলি করা হয়েছে বেশিক্ষণ হয়নি।'

'ব্যাগে ভরো ওটা।'

আরেকটা জিনিস খুঁজে পেয়েছে এক পুলিশ। সিটের উপর পড়ে আছে একটা বিজনেস কার্ড। লাইটের আলোয় নামটা দেখল সে। 'বিদেশী নাম।'

'কি মনে হয়, কি ঘটেছিল এখানে?'

'কে জানে?'

বিশ মিনিট পর পুলিশের টো-ট্রাক এসে পৌঁছাল। নীল আর কমলা রঙের আলোর মাঝে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো তোবড়ানো মার্সিডিজটাকে। সামনে একটা পুলিশের গাড়ি রইল, পেছনে আরেকটা। আবার নীরব অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল রেললাইন।

BanglaBook.org

## ষোল.

## রোম

সে রাতে যে দু'জন লোক জিউসেপ ফেরারোকে তার বাড়ি থেকে বের করে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল তারাই এখন তাকে রেনেসাঁ ভিলার টাওয়ারের সিঁড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। সারা পথে একটা কথাও বলেনি কেউ। বলার দরকারও হয়নি। ফেরারো জানে এটা কেন ঘটছে, কেন আর্চবিশপ তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। হাঁটুগুলো দুর্বল বোধ হচ্ছে তার। গম্বুজাকৃতি কামরার মাঝে তাকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। বিশাল কামরাটায় চারিপাশের অনেক জানালা দিয়ে আসা তারা আর চাঁদের আলো ছাড়া আর কোনো আলো নেই।

অন্য প্রান্তের একটা ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ম্যাসিমিলিয়ানো উসবার্তি। ধীরে ধীরে ফেরারোর দিকে ঘুরে তাকালেন তিনি।

'আর্চবিশপ, আমাকে সব খুলে বলার সুযোগ দিন।' সন্ধ্যায় প্যারিস থেকে আসা ফোনকলটা পাওয়ার পর থেকেই নিজের গল্পটা মনে মনে সাজিয়ে নিয়েছে ফেরারো। আশা করছিল যে উসবার্তি তাকে ভিলায় ডেকে পাঠাবেন, তবে সেটা যে এত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারেনি। নিজের অজুহাতগুলো হড়বড় করে বলতে শুরু করল সে। তার ভাড়া করা লোকগুলো সব গাধার দল। বৃটিশ লোকটা যে বেঁচে গেছে এটা তার দোষ নয়। সে অত্যন্ত দুঃখিত, এমন ঘটনা আর কখনও ঘটবে না।

তার দিকে এগিয়ে এলেন উসবার্তি। একটা হাত তুলে ইশারা করলেন, সাথে সাথে মুখ বন্ধ করে ফেলল ফেরারো। 'জিউসেপ, জিউসেপ–এত কথা বলার তো কোনো দরকার নেই,' মৃদু হেসে বললেন তিনি, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষাকৃত কমবয়স্ক মানুষটার কাঁধে হাত রাখলেন। 'আমরা সবাই মানুষ, আমাদের ভুল হওয়া স্বাভাবিক। ঈশ্বর ক্ষমাশীল।'

অবাক হয়ে গেল ফেরারো। এমন অভ্যর্থনা আশা করেনি সে। তাকে একটা জানালার কাছে নিয়ে গেলেন আর্চবিশপ। 'কি সুন্দর একটা রাত,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'তোমারও নিশ্চয়ই তাই মনে হয়, জিউসেপ?'

হ্যাঁ, আর্চবিশপ। সত্যিই খুব সুন্দর।'

BanglaBook.org

'এমন রাতগুলোতেই তো বেঁচে আছি বলে বড় ভাল লাগে, তাই না?'

'হ্যাঁ, আর্চবিশপ।'

'ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সত্যিই অনেক বড় আশীর্বাদ।'

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের তারাজ্বলা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল দু'জন। উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে চাঁদ। রোমের পাহাড়গুলোর ওপর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছায়াপথের উজ্জ্বল বিস্তার।

কয়েক মিনিট পর ফেরারো প্রশ্ন করল, 'আর্চবিশপ, আমি কি এখন যেতে পারি?'

তার কাঁধে চাপড় দিলেন উসবার্তি। 'অবশ্যই। তবে তার আগে তোমাকে আমার একজন বন্ধুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।'

'আমি সম্মানিত বোধ করছি, আর্চ বিশপ।'

'তার সাথে দেখা করানোর জন্যই তোমাকে এখানে ডেকে পাঠিয়েছি আমি। তার নাম ফ্র্যাংকো বোজা।'

সাথে সাথে দারুণ চমকে উঠল ফেরারো। 'বোজা! মানে ইনকুইজিটর?' মনে হলো তার হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে আসবে। মুখ শুকিয়ে গেছে তার, মনে হচ্ছে পড়ে যাবে মাথা ঘুরে।

'দেখা যাচ্ছে আমার বন্ধুর নামটা আগেই শুনেছ তুমি,' বললেন উসবার্তি। 'এবার সে-ই তোমার ব্যবস্থা করবে।'

'কি? কিন্তু, আর্চবিশপ, আমি...' হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ফেরারো। 'আমি মিনতি করছি...'

'তোমার জন্য নিচে অপেক্ষা করছে সে,' ডেস্কের একটা বাজারে চাপ দিয়ে বললেন উসবার্তি। যে দু'জন লোক নিয়ে এসেছিল তারাই টানতে টানতে নিয়ে গেল চিৎকাররত ফেরারোকে। নিজের বুকে ক্রুশ আঁকলেন আর্চবিশপ, তারপর ল্যাটিন ভাষায় প্রার্থনা করলেন লোকটার আত্মার জন্য। *'ইন নোমিনে প্যাট্রিস এট ফিলি এট স্পিরিটাস স্যাংকটি, ইগো তে অ্যাবজলভো...'*

BanglaBook.org

## সতেরো.

'তাহলে এবার কোথায়?' বারের সামনে ট্যাক্সি এসে দাঁড়াতে **প্রশ্ন করল** রবার্টা।

'প্রথমেই তোমার বাসায় যেতে হবে আমাদের,' বলল বেন।

'ঠাট্টা করছ? ওখানে আর ফিরে যাচ্ছি না আমি।'

'তোমার অ্যাসিস্ট্যান্টের ঠিকানা কী?'

'সেটা দিয়ে কী দরকার?' ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে প্রশ্ন করল রবার্টা।

'তাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই।'

'আমাকে রেখে যেতে চাইছ নাকি তুমি? ওই হারামজাদার কাছে আমারও কিছু উত্তর জানার আছে।'

'এসবের বাইরে থাকা উচিত তোমার,' বলল বেন। পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল ও।

'কি করছ তুমি?' বেনকে টাকা গুনতে দেখে জিজ্ঞেস করল রবার্টা।

টাকাটা বাড়িয়ে ধরল বেন। 'আজ রাতটা কোনো ভাল হোটেলে কাটিয়ে কাল সকালে আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট টাকা আছে এখানে। নাও।'

টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল রবার্টা, তারপর মাথা নেড়ে সরিয়ে দিল বেনের হাত। 'দেখো, এখানে তুমি যতটা জড়িত আমিও ঠিক ততটাই। আমিও জানতে চাই যে এসব কি হচ্ছে। আর আমাকে রেখে পালানোর কথা ভুলেও চিন্তা কোরো না।' বেন কোনো জবাব দেয়ার আগেই ঝুঁকে এসে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে প্যারিসের টেনথ অ্যারনডিসমেন্টের একটা ঠিকানা বলল সে। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলল ড্রাইভার, তারপর ছেড়ে দিল গাড়ি।

মিশেলের এপার্টমেন্টের সামনে পৌঁছানোর সাথে সাথেই ওরা দেখতে পেল, নীল রঙের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে রাস্তা। বিল্ডিঙের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একটা অ্যাম্বুলেন্স আর কয়েকটা পুলিশের গাড়ি। প্রবেশমুখে জটলা পাকাচ্ছে লোকজন। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বলে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল বেন আর রবার্টা।

কাছের বারগুলো থেকে এসে জড়ো হয়েছে লোকজন। পেভমেন্টের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তারা, বিস্ময়ে মুখ ঢেকেছে কেউ কেউ। মিশেলের বিল্ডিঙের

BanglaBook.org

প্রবেশমুখ থেকে স্ট্রেচারসহ একটা ট্রলী ঠেলতে ঠেলতে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল এক দল প্যারামেডিককে। কোন তাড়াহুড়ো নেই তাদের মাঝে। স্ট্রেচারে রাখা দেহটা আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা। যেখানটায় মুখ থাকার কথা, সে জায়গাটা রক্তে ভিজে লাল হয়ে আছে। অ্যাম্বুলেন্সের পেছনে রাখা হলো স্ট্রেচারটা, তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো।

'কি ঘটেছে এখানে?' এক পুলিশকে জিজ্ঞেস করল বেন।

'আত্মহত্যা,' নিরস গলায় জবাব দিল পুলিশ সদস্য। 'এক প্রতিবেশী গুলির শব্দ শুনে পুলিশে খবর দিয়েছে।'

'যে মারা গেছে তার নাম কি মিশেল জারডি?' প্রশ্ন করল রবার্টা। কিভাবে যেন প্রশ্নটার উত্তর সে জানে বলে মনে হলো তার।

'আপনার পরিচিত ছিল নাকি?' আগের মতোই নিরস রইল পুলিশ সদস্যের গলা। 'সামনে এগিয়ে যান, মাদমোয়াজেল। চিফ হয়তো আপনার সাথে কথা বলতে চাইবেন।'

প্রবেশপথের দিকে এগিয়ে গেল রবার্টা। তার হাত ধরে ফেলল বেন। 'এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত আমাদের,' সাবধান করার সুরে বলল ও। 'তোমার কিছুই করার নেই এখন।'

নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল রবার্টা। 'আমি জানতে চাই,' বলল সে, তারপর পুলিশ টেপ পার হয়ে ঢুকে পড়ল দরজার ভেতরে। গালি দিয়ে উঠে বেনও তার পিছু নিল। এক দল পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে ওর পথের ওপর। 'কি বিচ্ছিরি অবস্থা,' এক অফিসার বলছে আরেকজনকে। 'লোকটার আপন মা এলেও বোধহয় চিনতে পারবে না। গুলিতে পুরো মুখটাই উড়ে গেছে।'

ইউনিফর্ম পরা অফিসারদের মাঝে সাদা পোশাক পরা ছোট খাটো এক লেফটেন্যান্ট দাঁড়িয়ে আছে, নির্দেশ দিচ্ছে সবাইকে। রবার্টাকে এগিয়ে আসতে দেখে জ্বলে উঠল তার চোখ। 'সাংবাদিক না কি? দূর হন এখান থেকে, এখানে দেখার কিছু নেই।'

'আপনিই কি এখানকার দায়িত্বে আছেন?' জানতে চাইল রবার্টা। 'আমি ড. রবার্টা রাইডার। মিশেল আমার–' নিজেকে সামলে নিল সে। 'কর্মচারী ছিল। ওর মৃতদেহই তো এইমাত্র বের করে নিয়ে যাওয়া হলো, তাই না?'

'আমরা এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম,' পাশ থেকে বলল বেন। তারপর ইংরেজিতে রবার্টার কানে ফিসফিস করে বলল, 'বেশি কথা বাড়ানোর দরকার নেই, ঠিক আছে?'

'আপনার নাম, মসিউ?' সাদা পোশাকের অফিসার জানতে চাইল।

দ্বিধা করল বেন। নকল নাম বললে রবার্টার প্রতিক্রিয়াতেই ধরা পড়ে যাবে ও।

BanglaBook.org

'ওর নাম বেন হোপ,' বেনের হয়ে জবাব দিয়ে দিল রবার্টা। ভেতরে ভেতরে দমে গেল বেন। লেফটেন্যান্টের চোখে চোখ রাখল রবার্টা, তারপর বলল, 'শুনুন। মিশেল আত্মহত্যা করেনি। ওকে খুন করা হয়েছে।'

'মাদাম বোধহয় সব জায়গাতেই খুনখারাবি দেখেন,' পেছন থেকে বলে উঠল কেউ একজন। ঘুরে দাঁড়াল রবার্টা, এবং এইমাত্র কামরায় ঢোকা লোকটাকে দেখে দমে গেল তার মন। সকালবেলায় দেখা হওয়া সেই পুলিশ ইনস্পেক্টর।

'ইনস্পেক্টর লুক সাইমন,' সামনে এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিল সে। তারপর সবুজ চোখে তাকাল রবার্টার দিকে। 'ইতোমধ্যেই আপনাকে সাবধান করেছি আমি। আমাদের সময় নষ্ট করবেন না। এটা একটা সামান্য আত্মহত্যা। একটা নোট পেয়েছি আমরা... কিন্তু আপনি এখানে কী করছেন?'

'কিসের নোট?' সন্দেহভরা গলায় প্রশ্ন করল রবার্টা।

একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগ তুলে ধরল সাইমন। ভেতরে এক টুকরো কাগজ রয়েছে, তাতে হাতে লেখা হয়েছে কয়েকটা লাইন। সেটার দিকে তাকিয়ে আছে ইনস্পেক্টর। 'লেখা হয়েছে যে তার আর ভাল লাগছিল না। দুশ্চিন্তা, অবসাদ, ঋণ ইত্যাদি নানা রকম সমস্যা। এমনটা প্রায়ই দেখতে হয় আমাদের।'

'তা তো বটেই,' পাশ থেকে দার্শনিকের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লেফটেন্যান্ট। 'মানুষের জীবনে কত রকম সমস্যা!'

'মুখ বন্ধ রাখো, রিগো,' ধমকে উঠল সাইমন। 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করেছি আমি, মাদাম। আপনি এখানে কী করছেন? এই নিয়ে দুই বার হলো আজ। খুনের ভুল খবর পাচ্ছি আমি, আর এসেই আপনার সাথে দেখা হচ্ছে আপনার সাথে।'

'নোটটা একবার আমাকে দেখতে দিন,' পাল্টা ধমক ছাড়ল রবার্টা। 'মিশেল কোনোদিনও লেখেনি ওটা।'

'দুঃখিত,' সাইমনকে বলল বেন, বেশি কিছু বলে ফেলার আগেই রবার্টার বাহুতে ঝাঁকি দিয়ে সাবধান করল। 'আমার কিয়াসেঁ খুব ভেঙে পড়েছে। এখনই চলে যাচ্ছি আমরা।' রবার্টাকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে এল ও। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল ইনস্পেক্টর।

'তোমার কিয়াসেঁ?' হিসিয়ে উঠল রবার্টা। 'মানে কী এর? আর আমার হাত ছাড়ো, আমাকে ব্যথা দিচ্ছ তুমি।'

'চুপ করো। পরবর্তী দশ ঘণ্টা জেলে কাটানোর ইচ্ছে নেই আমাদের।'

'এটা আত্মহত্যা নয়,' জোর দিয়ে বলল রবার্টা।

BanglaBook.org

'আমি জানি,' মাথা ঝাঁকাল বেন। 'এবার আমার কথা শোনো। আমাদের হাতে সময় মাত্র কয়েক সেকেন্ড। এখানকার কোনো কিছু কী বদলেছে, বা আলাদা মনে হচ্ছে বলে ধরতে পারছ?'

'কেউ একজন তল্লাশী চালিয়েছে।' ডেস্কের দিকে ইঙ্গিত করল সে, চেষ্টা করল দেয়ালে লেগে থাকা রক্তের ছিটের দিকে না তাকাতে। ডেস্কটা এখন খালি। উধাও হয়েছে মিশেলের ল্যাপটপ।

'রিগো, ওদের এখান থেকে বের করো। জলদি!' কামরার অপর পাশ থেকে ওদের দিকে আঙুল তুলে চেঁচাচ্ছে সাইমন।

'যথেষ্ট দেখেছি আমরা,' বলল বেন। 'এবার চলো।' রবার্টাকে নিয়ে দরজার দিকে এগোল ও, কিন্তু সাইমন বাঁধা দিল ওদের। 'আপনি নিশ্চয়ই শহর ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবছেন না, ড. রাইডার? আপনার সাথে কথা বলার দরকার হতে পারে আমার।'

এপার্টমেন্ট থেকে বের হচ্ছে দু'জন, পেছন থেকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইল সাইমন। সবজান্তার চোখে তার দিকে তাকিয়ে নিজের মাথায় একটা টোকা দিল রিগো। 'পাগলা আমেরিকান সব। হলিউডের সিনেমা খুব বেশি দেখে বোধহয়।'

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সাইমন। 'বোধহয়।'

BanglaBook.org

## আঠারো.

## মপেলিয়ে, দক্ষিণ ফ্রান্স

'মার্ক, ওই স্ক্রুড্রাইভারটা দাও। মার্ক... মার্ক? কোথায় গেল আলসের ধাড়িটা?' একগাদা খোলা তারের বোঝা রেখে মই থেকে নেমে এল ইলেকট্রিশিয়ান, জ্বলন্ত চোখে তাকাচ্ছে চারিপাশে। 'ব্যাটা শয়তানের বাচ্চা, কোনো দিন কিছু শিখবে না। আবার কোথায় গিয়ে ঢুকল কে জানে?'

ছেলেটা সত্যিই একটা বোঝা। ওকে চাকরিতে না নিলেই ভাল হত, ভাবল সে। তার ভাইয়ের বৌ নাটালি ওই ছেলেটার জন্য পাগল। বোঝে না যে বাপের মতোই অকর্মা হয়েছে ছেলেটাও।

'রিচার্ড আংকেল, দেখে যাও।' শিক্ষানবিসের উত্তেজিত গলা ভেসে এল সরু কংক্রিটের করিডোর থেকে। যন্ত্রপাতি নামিয়ে রেখে ওভারঅলে হাত মুছতে মুছতে শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল ইলেকট্রিশিয়ান। করিডোরের শেষমাথায় একটা অন্ধকার প্রবেশপথ। স্টিলের তৈরি একটা দরজা খুলে হাঁ হয়ে রয়েছে। তার ওপাশে পাথুরে সিঁড়ি, অন্ধকারের মাঝে নেমে গেছে। নিচে উঁকি দিল রিচার্ড। 'ওখানে কী করছ তুমি?'

'এসে দেখে যাও,' ছেলেটার গলা ভেসে এল ভেতর থেকে। 'খুব অদ্ভুত।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রিচার্ড। বিশাল, খালি একটা ভূগর্ভস্থ ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে সে। পাথুরে খুঁটিতে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে ছাদ। 'এটা একটা সেলার, তো হয়েছে কি? বেরিয়ে এসো। এখানে কোনো কাজ নেই তোমার। সময় নষ্ট করা বন্ধ করো।'

'কিন্তু এটা দেখো?' বলে হাতের টর্চটা জ্বালল মার্ক। রিচার্ড দেখল, স্টিলের দণ্ড চকচক করে উঠল আলোতে। খাঁচা। দেয়ালের সাথে শেকল দিয়ে আটকানো রয়েছে রিং। ধাতব টেবিল।

'এসো। এবার বেরিয়ে এসো।'

'কি ওগুলো?'

'জানি না। কুকুর রাখার ঘর হয়তো, কে জানে?'

'কিন্তু সেলারে কি কেউ কুকুর রাখে?' হঠাৎ কড়া জীবাণুনাশকের গন্ধে কুঁচকে উঠল মার্কের নাক। এদিক ওদিক টর্চের আলো ফেলে বোঝার চেষ্টা

BanglaBook.org

করল গন্ধটা কোথা থেকে আসছে। মেঝেতে একটা নালা কাটা হয়েছে, সেটা গিয়ে মিশেছে চওড়া একটা ড্রেনের সাথে।

'চলো,' গম্ভীর হয়ে উঠল রিচার্ডের গলা। 'পরের কাজটা করতে দেরি হয়ে যাবে আমার, তোমার জন্যেই আটকে আছি।'

'আর এক মিনিট,' বলল মার্ক। ছায়ার মাঝে দেখা চকচকে জিনিসটা মেঝে থেকে তুলে নিল সে। হাতের তালুতে রেখে ভাল করে দেখল, বোঝার চেষ্টা করল কি হতে পারে ওটা।

ছেলেটার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে হিড়হিড় করে সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল রিচার্ড। 'দেখো,' সাবধান করে দেয়ার সুরে বলল সে। 'তোমার জন্মের আগে থেকে এই কাজ করছি আমি। একটা ব্যাপার শিখেছি, আর সেটা হলো, নিজের কাজ ছাড়া আর কোনো কিছুতে নাক না গলানো এবং মুখ বন্ধ রাখা। বোঝা গেছে?'

'হ্যাঁ,' দুর্বল গলায় বলল মার্ক। 'কিন্তু–'

'কোনো কিন্তু নয়। এবার এসে আলোটা ধরো, সাহায্য করো আমাকে।'

BanglaBook.org

## উনিশ.

## প্যারিস

গত চার বছর ধরে একাকী কাজ করে আসছে বেন। এর ফলে যে স্বাধীনতা পাওয়া যায় সেটা ও উপভোগ করে। যেখানে খুশি ঘুমানোর ক্ষমতা, অত্যন্ত হালকা হয়ে চলাফেরা করতে পারা, একাকী এবং প্রায় অদৃশ্য হয়ে যেখানে খুশি চলাচল করার ক্ষমতাই ওর এভাবে জীবন যাপন করার মূল কারণ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, একা কাজ করার অর্থ হলো, নিজের দায়িত্ব ছাড়া আর কারও খেয়াল রাখতে হয় না ওকে।

কিন্তু এখন ওর ঘাড়ে চেপে বসেছে একজন মহিলা। নিজের সব নিয়ম ভাঙতে হচ্ছে বেনকে।

ঘুরপথে সেফহাউসে ফিরে চলল বেন। সরু গলিটায় ঢোকার পর রবার্টার চেহারায় বিভ্রান্তির পরিমাণ আরও বাড়ল। ভূগর্ভস্থ পার্কিং লট পার হয়ে পেছনে সিঁড়ি দিয়ে বেনের লুকানো এপার্টমেন্টের স্টিলের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা।

'এখানে থাকো তুমি?'

'হ্যাঁ। হোম সুইট হোম।' দরজাটা পেছনে বন্ধ করে দিয়ে অ্যালার্ম সিস্টেমের কোডগুলো চাপল বেন। বাতিগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে এদিক ওদিক তাকাল। 'তুমি কি সন্ন্যাসী হিসেবে জীবনযাপন করার পরিকল্পনা করেছ?' এপার্টমেন্টের বিরান অবস্থা দেখে প্রশ্ন করল রবার্টা।

'কফি খাবে? অথবা অন্য কিছু?'

'কফি হলে ভাল হয়।'

ছোট্ট কিচেনে ঢুকে কফি পারকোলেটরের নিচের গ্যাস রিংটা জ্বালিয়ে দিল বেন। কয়েক মিনিটের মাঝেই ফুটে উঠল কফি। সসপ্যান থেকে গরম দুধ নিয়ে সেটার সাথে কফি পরিবেশন করল, তারপর একটা টিন থেকে কিছু সসেজ আর হ্যাম বের করে সেটা দিয়ে স্যান্ডউইচ বানিয়ে ঢালল দুটো প্লেটে। এখনও রেড ওয়াইনের ছয়টা বোতল রয়েছে ওর কাছে। একটা বের করে কর্ক খুলল ও।

'কিছু খাবে না?' রবার্টা নিজের প্লেটটা স্পর্শ করছে না দেখে প্রশ্ন করল।

BanglaBook.org

'খিদে নেই।'

'ঠিক আছে।' নিজের খাবার শেষ করল বেন, তারপর রবার্টার প্লেট টেনে নিয়ে আরও কিছুটা রেড ওয়াইনের সাথে সেটাও শেষ করে দিল। খেতে খেতে খেয়াল করল, মাথাটা দুই হাতে চেপে ধরে থরথর করে কাঁপছে রবার্টা। উঠে দাঁড়িয়ে একটা কম্বল এনে জড়িয়ে দিল তার কাঁধে। নীরবে কয়েক মিনিট বসে রইল রবার্টা। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'মিশেলের ব্যাপারটা কিছুতেই মাথা থেকে বের করতে পারছি না।'

'সে তোমার বন্ধু ছিল না,' মনে করিয়ে দিল বেন।

'আমি জানি, কিন্তু তবুও...' কাঁদতে শুরু করল রবার্টা, তারপর চোখ থেকে পানি মুছে দুর্বল ভঙ্গিতে হাসল। 'কি বোকা আমি।'

'এটা বোকামি নয়। মায়া।'

'এমনভাবে বলছ যেন এটা খুব বিরল?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মনে কোনো মায়া নেই?'

'না।' ওয়াইনের শেষটুকু গ্লাসে ঢেলে নিল বেন। 'নেই।' ঘড়ি দেখল ও। 'রাত হয়ে গেছে অনেক। কাল সকালে কাজ আছে আমার।' গ্লাসটা শেষ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, তারপর কিছু কম্বল আর আর্মচেয়ারের একটা কুশন তুলে নিয়ে মেঝেতে ছুড়ে ফেলল।

'কি করছ?'

'তোমার জন্য একটা বিছানা বানাচ্ছি।'

'একে বিছানা বলে?'

'ইচ্ছে করলে রিটজ হোটেলে আরাম করে থাকতে পারতে। তেমন কথা বলেওছিলাম আমি, মনে আছে?' রবার্টার মুখের ভাবটা খেয়াল করল বেন। 'আমার এপার্টমেন্টে একটাই বেডরুম।'

'তাই বলে অতিথিদের মেঝেতে ঘুমাতে বলবে?'

'তোমার আগে কোনো অতিথি কখনও আসেনি এখানে। এবার তোমার ব্যাগটা দাও দেখি।'

'কি?'

'তোমার ব্যাগটা দাও,' আবার বলল বেন। তারপর এক রকম ছিনিয়েই নিল রবার্টার কাছ থেকে, ভেতরটা ঘাঁটতে শুরু করল।

'কি করছ তুমি?' ব্যাগ কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করল রবার্টা। তাকে ঠেলে সরিয়ে দিল বেন। 'এটা আমার কাছে থাকুক,' রবার্টার ফোনটা পকেটে ভরতে ভরতে বলল ও। 'বাকি জিনিসগুলো রেখে দাও তুমি।'

'ফোন নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

BanglaBook.org

'কি মনে হয় তোমার? আমি চাই না যে আমাকে না জানিয়ে এখান থেকে কাউকে ফোন করো তুমি।'

'মানুষকে মোটেই বিশ্বাস করো না তুমি, তাই না?'

সে রাতে ভালভাবে ঘুমাতে পারল না রবার্টা, সারা দিনের স্মৃতিগুলো দূর করতে পারল না মাথা থেকে। শুরুটা ছিল অন্য দশটা দিনের মতোই, কিন্তু তারপরেই যেন তার পুরো পৃথিবীটাকে এলোমেলো করে দিয়ে গেল। হয়তো পাগল হয়ে গেছে সে, টাকাটা নিয়ে কাল সকালের ফ্লাইটে দেশে ফিরে যেতে পারত, অথচ তা না করে এখানেই পড়ে আছে।

আর এই বেন হোপের ব্যাপারটাই বা কি? এখানে এক গোপন এপার্টমেন্টে অচেনা এক লোকের সাথে আটকে আছে সে। কে এই লোকটা? আকর্ষণীয় চেহারা, হাসিটাও সুন্দর। কিন্তু কোথায় যেন ঠাণ্ডা একটা ভাব আছে। হালকা নীল চোখগুলো যখন রবার্টার দিকে তাকায় তখন ওগুলোর পেছনে কি চিন্তা চলছে সেটা আন্দাজ করার কোনো উপায় থাকে না।

আরও একটা চিন্তা কিছুতেই বিদায় হতে চাইছে না মাথা থেকে। এখন সে জানে, কেউ একজন তার গবেষণা নিয়ে আগ্রহী। খুব বেশি আগ্রহী, এত বেশি যে খুন করতেও আপত্তি নেই। এতে কয়েকটা জিনিস বোঝা যায়। প্রথমত, রবার্টার আবিষ্কারগুলো কেউ একজন পছন্দ করছে না। তার মানে, ঠিক পথেই এগোচ্ছে সে। যদিও এখন বিপদের মুখে রয়েছে রবার্টা, তবুও কথাটা চিন্তা করে মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। আরও খোঁজখবর নিতে হবে তাকে।

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল হঠাৎ। কুশন থেকে মাথা তুলল সে, কান খাড়া হয়ে আছে। একটা কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। অন্ধকার, অপরিচিত কামরায় নিজের অবস্থান সনাক্ত করার চেষ্টা করল রবার্টা। কয়েক সেকেন্ড পর মোটামুটি সইয়ে আসতে মনে হলো বেডরুমের দরজার ওপাশ থেকে আসছে আওয়াজটা। বেনের কণ্ঠস্বর। কি বলছে বোঝার উপায় নেই অবশ্য। তবে আরও চড়ে উঠল গলা, যেন প্রতিবাদ করছে কোনো কিছুর বিরুদ্ধে। ফোনে কথা বলছে নাকি? উঠে দাঁড়িয়ে পা টিপে টিপে দরজার কাছে এগিয়ে গেল রবার্টা। আস্তে করে দরজায় কান পাতল, খেয়াল রেখেছে যেন কোনো শব্দ না হয়।

কথা বলছে না বেন, গোঙাচ্ছে–মনে হচ্ছে তীব্র ব্যথা পাচ্ছে সে। মৃদু গলায় কিছু একটা বলল–ধরতে পারল না রবার্টা। তারপর আবার জোরে কথা বলে উঠল। দরজাটা খুলতে যাবে রবার্টা, এই সময় বুঝতে পারল আসলে স্বপ্ন দেখছে বেন। স্বপ্ন নয় ঠিক, দুঃস্বপ্ন।

'রুথ! যেও না! না! যেও না!' চিৎকারগুলো আবারও গোঙানিতে পরিণত হলো। বহুক্ষণ ধরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেনকে শিশুর মতো কাঁদতে শুনল রবার্টা।

BanglaBook.org

# বিশ.

সার্ডিনিয়ার গ্রাম্য এলাকায় ছোটবেলায় বেড়ে ওঠার সময় থেকেই কাউকে ব্যথা দিতে দারুণ ভাল লাগত ফ্র্যাংকো বোজার। তার প্রথম শিকার ছিল পোকামাকড় আর কেঁচো। ছোটবেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় সে ব্যয় করত অসহায় প্রাণীগুলোকে কাঁটাছেঁড়া করে সেগুলোর ধীর মৃত্যু নিজ চোখে দেখার জন্য। আট বছর বয়সের আগেই ছোট ছোট পাখি আর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ওপর নিজের দক্ষতা ফলাতে শুরু করল ফ্র্যাংকো। পাখির বাসায় থাকা কিছু পাখির বাচ্চা হলো তার প্রথম শিকার। পরে স্থানীয় কুকুরগুলো অদৃশ্য হতে শুরু করল। কৈশোরে উপনীত হওয়ার সাথে সাথে দক্ষ অত্যাচারকারীতে পরিণত হলো ফ্র্যাংকো, ব্যথা দেয়ায় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠল। ব্যাপারটা দারুণ ভাল লাগত তার। একমাত্র এই কাজটা করার সময়ই বেঁচে থাকার আনন্দ অনুভব করতে পারত সে।

তেরো বছর বয়সে যখন সে স্কুল ছাড়ল, তখন আরও একটা ব্যাপারে তার আগ্রহ তৈরি হয়েছে–ক্যাথলিসিজম। খ্রিস্টান ধর্মের অপেক্ষাকৃত নিষ্ঠুর দিকগুলো তাকে টানত খুব–কাঁটার মুকুট, যিশুর শরীরের ক্ষত, হাত আর পায়ে পেরেক দিয়ে ক্রুশের সাথে আটকে দেয়া ইত্যাদি। স্কুলে হালকা হালকা পড়তে শিখেছিল, এবার সেই জ্ঞানকে আরও বাড়িয়ে তুলল কেবল চার্চের ভয়ানক অতীত সম্পর্কে বিশদ জানার জন্য। একদিন একটা পুরনো বই এল তার হাতে। প্রাচীন ধর্মদ্রোহীদের কিভাবে ইনকুইজিশনের মাধ্যমে শাসিত করে দেয়া হত তার বর্ণনা রয়েছে বইতে। ফ্র্যাংকো জানতে পারল, ১২১০ খ্রিস্টাব্দের একটা ক্যাথার দুর্গ জয় করার পর চার্চের সেনাবাহিনীর নেতা নির্দেশ দেয় এক'শ ক্যাথার ধর্মদ্রোহীর কান, নাক এবং ঠোঁট কেটে ফেলার, এবং চোখ তুলে ফেলার। তারপর তাদের মার্চ করানো হয় অন্যান্য ধর্মদ্রোহী দুর্গের সামনে, যাতে সবাই সাবধান হয়ে যায়। এমন বিভৎস বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল ফ্র্যাংকো। সারা রাত জেগে জেগে ভাবত, সে সময় যদি সে অংশ নিতে পারত!

ধর্মীয় চিত্রকলার প্রেমে পড়ে গেল ফ্র্যাংকো। কিলোমিটারের পর কিলোমিটার হেঁটে সবচেয়ে কাছের শহরে চলে যেত কেবল লাইব্রেরিতে গিয়ে ধর্মীয় আগ্রাসনের বিভিন্ন ভয়াবহ ছবি দেখার জন্য। তার প্রিয় ছবি ছিল

BanglaBook.org

হায়েরোনিমাস বশ-এর আঁকা *দ্য হে ওয়াগন*। ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে আঁকা এই ছবিতে দেখানো হয়েছিল নরকের শয়তানদের হাতে মানুষের অত্যাচারিত হওয়ার বিভৎস চিত্র। শরীরের মাঝে ঢুকে যাচ্ছে বর্শা আর তলোয়ারের ফলা, তবে সবচেয়ে উত্তেজনার বস্তু যেটা ছিল–একটা নগ্ন নারীদেহ। তবে স্রেফ তার নগ্নতাই যে ফ্র্যাংকোর মাঝে কামোন্মাদনা জাগিয়ে তুলত তা বললে ভুল হবে। ছবিতে দেখা যেত, মেয়েটার হাত বাঁধা রয়েছে পেছনে, এবং সমস্ত শরীরে আবরণ বলতে কেবল একটা কালো ব্যাঙ, কামড়ে ধরে আছে তার যৌনাঙ্গ। মেয়েটা ডাইনি, তাকে পুড়িয়ে মারা হবে। এই ব্যাপারটাই তার মাঝে অদম্য উত্তেজনা জাগিয়ে তুলত।

বশের ছবিটার ঐতিহাসিক পটভূমিও জেনেছিল ফ্র্যাংকো। পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে পোপ অষ্টম ইনোসেন্ট জারী করেন উইচ বুল আইন, যাতে যে কোনো নারীর ওপর ডাকিনীবিদ্যা চর্চার সামান্যতম অভিযোগ উঠলেই তার ওপর অত্যাচার চালানোর অনুমতি দেয় ভ্যাটিক্যান। সেখান থেকে আরও একটা বই আসে ফ্র্যাংকোর হাতে, নাম *ম্যালিয়াস ম্যালফিকেরাম,* অর্থাৎ 'ডাইনির হাতুড়ি'। ধর্মদ্রোহীদের রক্ত নিজেদের রঞ্জিত করে যারা ঈশ্বরের উপাসনা করতে চাইত তাদের জন্য অত্যাচার এবং কষ্ট দেয়ার পদ্ধতিসম্বলিত এক বই। এই বইয়ের মাঝেই তরুণ ফ্র্যাংকোর মাঝে নারীদেহের প্রতি সেই একই ভয় সংক্রমিত হয়, যেটা প্রাচীন খ্রিস্ট্রীয় বিশ্বাসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। যে নারী যৌনমিলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে, উপভোগ করে, সে নিশ্চয়ই শয়তানের উপাসনাকারী। যার অর্থ হলো, বিভৎসভাবে মরতে হবে তাকে। এই অংশটাই ফ্র্যাংকোর সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল।

ক্যাথলিক ইনকুইজিশনের রক্তাক্ত অতীত এবং এর পেছনে দায়ী চার্চের ইতিহাস সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করল ফ্র্যাংকো। ভ্যাটিক্যানের সিস্টিন চ্যাপেলে অন্যান্যরা যখন বটিচেল্লি আর মিকেলাঞ্জেলোর শিল্পকর্মের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ব্যস্ত, তখন ফ্র্যাংকো জানল যে চার্চের নির্দেশে যখন এই ছবিগুলো আঁকা হয়েছিল সেই একই সময়ে সারা ইউরোপে প্রায় আড়াই লাখ নারীকে পুড়িয়ে মারা হয়। তার জানার পরিধি যত বাড়ল, ততই বুঝতে পারল যে ক্যাথলিক বিশ্বাস আর ঐতিহ্যকে ধারণ করার অর্থ হলো শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে চলে আসা ঠাণ্ডা মাথার গণহত্যা, যুদ্ধ, নিপীড়ন, অত্যাচার আর দুর্নীতিকে বিশ্বাস করা। অবশেষে নিজের পথ খুঁজে পেল সে, এবং তীব্র আনন্দ বোধ করল তাতে।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে এক সময় স্থানীয় কামারের মেয়েকে বিয়ে করল ফ্র্যাংকো। আগে থেকেই ঠিক হয়ে ছিল তার বিয়ে। স্রেফ বাবা-মাকে খুশি করার জন্যই মারিয়ার সাথে এই বিয়েতে রাজি হলো সে।

BanglaBook.org

বিয়ের রাতে ফ্র্যাংকো আবিষ্কার করল, সম্পূর্ণ পুরুষত্বহীন সে। তখন অবশ্য এতে তার কোনো বিকার দেখা যায়নি। নিজের কুমারত্ব নিয়ে কোনো মাথাব্যথা ছিল না তার, কারণ সে জানত যে শুধু ছুরি হাতে কাউকে ব্যথা দেয়ার মাধ্যমেই তার উত্তেজিত হওয়া সম্ভব। কেবল তখনই নিজেকে শক্তিশালী বলে মনে হয় তার। নারীর দেহ তাকে কোনোভাবেই আকর্ষণ করে না।

কিন্তু সপ্তাহ গড়িয়ে মাস কেটে যাওয়ার পরেও যখন ফ্র্যাংকোর মাঝে কোনো যৌন আকাঙ্ক্ষা দেখা গেল না, তখন তাকে খোঁচাতে শুরু করল মারিয়া। এক রাতে একটু বেশিই বাড়াবাড়ি করে ফেলল সে। 'একটা আসল মরদ খুঁজে নেব আমি,' চেঁচিয়ে বলে উঠল সে। 'তখন সবাই জেনে যাবে যে আমার স্বামী একটা *ক্যাস্ট্রেটো*, হিজড়ে।'

বিশ বছর বয়সেই বিশাল পেশিবহুল, শক্তিশালী চেহারার অধিকারী হয়ে উঠেছিল ফ্র্যাংকো। স্ত্রীর চুল ধরে তাকে বেডরুমে টেনে আনল সে, তারপর ছুড়ে ফেলে দিল বিছানায়। এবার ছুরি হাতে অর্ধ অচেতন মারিয়ার ওপর চড়াও হলো সে।

সে রাতে ফ্র্যাংকো এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করল যেটা তার পুরো জীবনকেই পালটে দিল। নারীদেহ তাকে উত্তেজিত করতে পারে ঠিকই। স্ত্রীর গায়ে আঙুল ছোঁয়াল না সে, কেবল ছুরি দিয়ে স্পর্শ করল। ক্ষতবিক্ষত মারিয়াকে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু করে দিয়ে সে রাতেই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল সে। প্রতিশোধ নিতে তার পেছনে ধাওয়া করল মারিয়ার বাবা আর ভাই।

এর আগে কখনও গ্রাম ছেড়ে কয়েক কিলোমিটারের বেশি যায়নি ফ্র্যাংকো। কপর্দকহীন, ক্ষুধার্ত অবস্থায় সার্ডিনিয়ার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। এক রাতে ক্যাগলিয়ারির কাছে এক বারের সামনে খাবার ভিক্ষা করছে, এই অবস্থায় মারিয়ার বড় ভাই সালভাটোর খুঁজে পেল তাকে। পেছন থেকে চুপি চুপি ফ্র্যাংকোর কাছে চলে এল সে, তারপর গলায় ছুরি চালিয়ে দিল।

দুর্বল কোনো মানুষ হলে হয়তো সেখানেই মারা পড়ত, কোনো প্রতিবাদ করতে পারত না। ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিল ফ্র্যাংকো, গলার ক্ষত দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছিল। কিন্তু ব্যথার অনুভূতি সেই সাথে রক্তের গন্ধ তার মাঝে নতুন করে শক্তির সঞ্চার করল। আহত জন্তুর মতো নিজের পায়ে খাড়া রইল সে। পালানোর বদলে পাল্টা আক্রমণ করে বসল। সালভাটোর যদি পিস্তল নিয়ে আসত তাহলে পরিস্থিতি অন্য রকম হতে পারত। কিন্তু তার হাত থেকে ছুরি কেড়ে নিল ফ্র্যাংকো, তারপর তাকে কাবু করে কেটে বের করে আনল তার কলজে। ধীরে ধীরে।

BanglaBook.org

প্রথমবারের মতো মানুষ খুন করল সে। তবে এটাই তার শেষবার নয়। সালভাটোরের কাছে টাকা যা ছিল সব আত্মসাৎ করে বন্দরের দিকে পালিয়ে গেল সে, তারপর ফেরি ধরে চলে গেল ইটালির প্রধান ভূখণ্ডে। গলার ক্ষত সেরে গেল ঠিকই, কিন্তু চিরকালের জন্য ভয়াবহ ফিসফিসে হয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর।

প্রতিশোধপরায়ণ লোকরা অপেক্ষা করছে তার জন্য, ফলে সার্ডিনিয়া থেকে নির্বাসন নিতে বাধ্য হলো ফ্র্যাংকো বোজা। দক্ষিণ ইটালি জুড়ে বিভিন্ন কাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। কিন্তু ব্যথা দেয়ার সেই প্রবৃত্তি কখনও তাকে ছেড়ে যায়নি। চব্বিশ বছর বয়স হওয়ার আগেই তার এই দক্ষতাকে কাজে লাগাতে শুরু করল বিভিন্ন মাফিয়া গোষ্ঠী। তাদের হয়ে শত্রুর পেট থেকে তথ্য বের করতে লাগল ফ্র্যাংকো। নিজের কাজে দারুণ দক্ষ সে, ফলে অপরাধজগতে তার কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে খুব বেশি সময় লাগল না। শিকারকে বাঁচিয়ে রেখে কিভাবে নরক দেখিয়ে আনতে হয় সে বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞে পরিণত হলো সে, যার তুলনা একমাত্র সে নিজেই।

ইনকুইজিটর, অর্থাৎ বোজার হাতে যখন অপরাধীর পেট থেকে তথ্য বের করার মতো কাজ থাকত না, তখন সে রাতের বেলা রাস্তায় ঘুরে বেড়াত, শিকার করত পতিতাদের। ফিসফিসে গলায় যেন তাদের ডেকে নিয়ে যেত স্বয়ং মৃত্যু। দক্ষিণ ইটালির বিভিন্ন হোটেলের কামরায় পাওয়া যেতে লাগল সে সব পতিতাদের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। গুজব ছড়িয়ে পড়ল, এক 'দানবের' আবির্ভাব হয়েছে। ভ্যাম্পায়ার যেমন রক্ত খেয়ে বাঁচে, এই দানবও তেমন মানুষের কষ্ট আর দুর্দশায় বেঁচে থাকার খোরাক পায়। কিন্তু সব সময় নিজেকে গোপন রেখেছিল ইনকুইজিটর। পুলিশের খাতায় আজতক কোনো রেকর্ড ওঠেনি তার।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের একদিন হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত ফোনকল পেল ফ্র্যাংকো বোজা। কোনো সাধারণ অপরাধীচক্রের নেতা বা মাফিয়া বস নয়, বরং ভ্যাটিকানের এক বিশপ ফোন করলেন তার কাছে।

অপরাধজগতের বিভিন্ন সদস্যের কাছ থেকেই ফ্র্যাংকো বোজা সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন ম্যাসিমিলিয়ানো উসবার্তি। লোকটার উগ্র ধর্মীয় বিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি অবিচল ভক্তি আর অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা–নিজের নতুন সংগঠনের সদস্যদের মাঝে এসব গুণই দেখতে চেয়েছিলেন তিনি। বোজা যখন নিজের দায়িত্বের কথা শুনল, রাজি হতে একটুও দেরি করল না। একেবারে তার মনের মতো কাজ এটা।

সংগঠনের নাম ছিল *গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনি*। ঈশ্বরের তরবারী।

এখন সেই তরবারীর ফলায় পরিণত হয়েছে ফ্র্যাংকো বোজা।

BanglaBook.org

## একুশ.

## প্যারিস

'হ্যালো–আমি কি মসিউ লরিউ-এর সাথে কথা বলতে পারি, প্লিজ?'

'তিনি এখন ব্যবসার কাজে বাইরে আছেন, স্যার,' জবাব দিল সেক্রেটারি। 'ডিসেম্বরের আগে ফিরবেন না।'

'কিন্তু গতকালই তার সাথে ফোনে কথা হয়েছে আমার।'

'সেটা অসম্ভব,' বলল সেক্রেটারি। 'এক মাস ধরে আমেরিকায় রয়েছেন তিনি।'

'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত,' বলল বেন। 'নিশ্চয়ই ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে আমাকে। মসিউ লরিউ এখনও ব্রায়ানকোর্টের ভিলা মার্গোতে থাকেন কি-না বলতে পারেন?'

'ব্রায়ানকোর্ট? না, মসিউ লরিউ এখানেই থাকেন, প্যারিসে। আপনি নিশ্চয়ই ভুল নাম্বারে ফোন করেছেন। গুড বাই।' কেটে গেল লাইন।

এখন সব পরিষ্কার। লরিউ ওকে ফোন করেনি, ট্রেনের ব্যাপারটা অন্য কারও মাথা থেকে বের হয়েছে। ঠিক যেমনটা ও ভেবেছিল। ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

সিগারেট টানতে টানতে ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল বেন। তথ্যপ্রমাণ এখন নতুন দিকে নির্দেশ করছে। রবার্টার ফ্ল্যাট থেকে লরিউ-র নাম্বারে ফোন করেছিল ও। মিশেল জারডিও তখন উপস্থিত ছিল। বেনের কথা শুনেছে সে, ওর নাম্বার লিখে নিয়েছে। তার একটু পরেই বাইরে গেছে সে, বেড়ালের জন্য মাছ কিনতে। এবং সেই সাথে নিজের দোস্তদের কাছে বেনের নাম্বার পৌঁছে দিতে। এরপরই লরিউ-র ছদ্মবেশে ওকে ফোন করেছে লোকগুলো। বেশ বড় একটা ঝুঁকি নিয়েছে ওরা। যদি আসল লরিউ এর মাঝে ওকে ফোন করত? হয়তো লোকগুলো আগে নিশ্চিত হয়েছে যে সত্যিই শহরের বাইরে রয়েছে লরিউ।

প্ল্যানটা নিখুঁত বলা যাবে না, তবে নিঃসন্দেহে বেশ ভাল। বোকামি করে ওদের হাতে ধরা পড়েছে বেন, হঠাৎ করে যদি রবার্টা হাজির না হত তাহলে

BanglaBook.org

এখনও ওর অবশিষ্টাংশ চেছে চেছে তোলা লাগত রেললাইন থেকে। কমপক্ষে এক'শ মিটার জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকত বেনের দেহটা।

ও কি ঢিলে হয়ে পড়ছে? এমনটা আর হতে দেয়া যাবে না।

এ ছাড়া এটাও বোঝা যাচ্ছে যে রবার্টা রাইডারের পেছনে যারা লেগেছিল, তারাই এখন বেনকে মারার চেষ্টা করছে। লোকগুলো হাল ছাড়বে না, সুতরাং একসাথেই থাকতে হবে বেন আর রবার্টাকে।

ভোরে ঘুম থেকে উঠেছে বেন, তারপর থেকেই চিন্তা করছে রবার্টাকে নিয়ে কি করা যায়। এর আগের দিন ঠিক করেছিল যে কিছু টাকাপয়সা হাতে ধরিয়ে দিয়ে আমেরিকায় ফিরে যেতে বলবে। কিন্তু হয়তো ভুল হচ্ছিল ওর। হয়তো রবার্টা ওকে সাহায্য করতে পারবে। কি হচ্ছে জানতে চেয়েছিল সে, এবং বেনও সেটা জানতে চায়। এই মুহূর্তে রবার্টা ওর সাথে রয়েছে তার কারণ কিছুটা ভয়, কিছুটা কৌতূহল। কিন্তু এভাবে তাকে অন্ধকারে রাখলে সেই কৌতূহলটা নষ্ট হয়ে যাবে।

বিছানার কিনারে বসে এসব ভাবতে ভাবতেই বাইরে রবার্টার চলাফেরার শব্দ শুনতে পেল বেন। উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলল। আড়মোড়া ভাঙছে রবার্টা, পায়ের কাছে পড়ে আছে এলোমেলো কম্বলগুলো। চুলগুলো উস্কোখুস্কো।

'আমি কফি বানাচ্ছি, তারপর বাইরে যাবো,' বলল বেন। 'দরজা খোলা আছে। চাইলে তুমিও চলে যেতে পারো।'

বেনের দিকে তাকিয়ে রইল রবার্টা, মুখে কিছু বলল না।

'সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় হয়েছে,' বলল বেন। 'থাকবে, নাকি চলে যাবে?'

'যদি থাকি তাহলে তো তোমার সাথেই থাকতে হবে।'

'মাথা ঝাঁকাল বেন। 'অনেক চিন্তাভাবনা করার আছে আমাদের। এবং সেটা আমার রাস্তায় করতে হবে।'

'এখন থেকে কি তাহলে একে অপরকে বিশ্বাস করছি আমরা?'

'আমার তাই ধারণা,' বলল বেন।

'তাহলে আমি থাকছি।'

ব্যবহৃত গাড়িগুলোর সারির সামনে দিয়ে হাঁটছে বেন, প্রতিটা গাড়িকে চোখ দিয়ে পরীক্ষা করছে। দ্রুতগামী, সুবিধাজনক কোনো একটা গাড়ি লাগবে ওর, এমন কিছু যেটা সহজে কারও মনোযোগ আকর্ষণ করবে না। 'এটা কেমন হবে?' একটা গাড়ির দিকে ইঙ্গিত করে প্রশ্ন করল ও।

অভারঅলে হাত মুছল মেকানিক, ফলে সমান্তরাল কিছু তেলের দাগ লাগল নীল কাপড়ে। 'মাত্র এক বছরের পুরনো, কোনো ঝামেলা নেই। টাকাটা দেবেন কিভাবে?'

পকেটে চাপড় মারল বেন। 'নগদ।'

BanglaBook.org

দশ মিনিট পর রূপালি রঙের পিগট টু হান্ড্রেট সিক্স স্পোর্ট গাড়িটাকে চালিয়ে অ্যাভেনিউ দে গ্রাভেল ধরে প্যারিস রিংরোডের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল বেনকে।

'সাংবাদিক হিসেবে তুমি বেশ ভালই পয়সা খরচ করো, বেন,' পাশ থেকে বলল রবার্টা।

'ঠিক আছে, এবার তাহলে তোমাকে সত্যটা বলে দেই। আমি সাংবাদিক নই,' স্বীকার করল বেন। রাস্তায় গাড়ির চাপ বাড়ছে, গতি কমিয়ে আনল এবার।

'জানতাম,' হাঁটুতে চাপড় মারল রবার্টা। 'তোমার আসল পেশা কি সেটা জানতে পারি, মি. বেনেডিক্ট হোপ? এটা তোমার আসল নাম তো?'

'হ্যাঁ।'

'নামটা সুন্দর।'

'আমার মতো লোকের জন্য একটু বেশিই সুন্দর, কি বলো?'

হাসল রবার্টা। 'সেটা বলিনি।'

'আমার পেশা যদি জানতে চাও,' বলল বেন, 'তাহলে বলব যে আমি খুঁজে বের করার কাজ করি।' গাড়ির স্রোতের মাঝ দিয়ে ছোট্ট গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে ও, মৃদু আরামদায়ক গুঞ্জন তুলেছে ইঞ্জিন।

'কি খুঁজে বের করো? ঝামেলা?'

'আহ, হ্যাঁ। মাঝে মাঝে ঝামেলাও খুঁজতে হয় আমাকে,' শুকনো হাসি হেসে বলল বেন। 'তবে এবার এত বেশি ঝামেলা আশা করিনি।'

'এবার তাহলে কি খুঁজছ তুমি? আর আমার কাছে কেন এসেছিলে?'

'সত্যিই জানতে চাও?'

'সত্যিই জানতে চাই।'

'আমি আসলে অ্যালকেমিস্ট ফুলকানেলিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।'

একটা ভ্রু উঁচু করল রবার্টা। 'আচ্ছা... তারপর?'

'সত্যি কথা বলতে, ফুলকানেলির লেখা একটা পাণ্ডুলিপি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি আর কি, যদিও ওটার সম্পর্কে বেশি কিছু জানা নেই আমার।'

'ফুলকানেলির পাণ্ডুলিপি, সেই পুরনো কিংবদন্তী।'

'তুমি শুনেছ ওটার কথা?'

'অবশ্যই শুনেছি। কিন্তু এই লাইনে এমন অনেক কথাই কানে আসে।'

'পাণ্ডুলিপিটার অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করো না তুমি, তাই না?'

কাঁধ ঝাঁকাল রবার্টা। 'কে জানে? একে আসলে বলা যায় অ্যালকেমির হলি গ্রেইল। কেউ বলে আছে, কেউ বলে নেই। এটা কি বা এতে কি আছে

BanglaBook.org

তা আসলে কেউ জানে না, এটার অস্তিত্বের ব্যাপারেও কেউ নিঃসন্দেহ নয়। কিন্তু তোমার ওটা কেন দরকার? তোমাকে দেখে তো মনে হয় না যে এসব ব্যাপারে আগ্রহী হওয়ার মতো লোক তুমি।'

'কেমন লোক?'

নাক দিয়ে শব্দ করল রবার্টা। 'অ্যালকেমির সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কি জানো তো? যে সব লোক এর প্রতি আকৃষ্ট হয় তারা। অ্যালকেমিতে আগ্রহী অথচ ছিটগ্রস্ত নয় এমন কাউকে কখনও খুঁজে পাইনি আমি।'

'তার মানে বলা যায় যে প্রথমবারের মতো আমাকে কোনো প্রশংসা করলে তুমি।'

'এত খুশি হওয়ার কিছু নেই। যাই হোক, আমার প্রশ্নের জবাব দিলে না তো?'

একটু বিরতি নিল বেন। তারপর বলল, 'আমার জন্য নয়। এক ক্লায়েন্টের হয়ে কাজ করছি আমি।'

'এবং তোমার এই ক্লায়েন্টের ধারণা ওই পাণ্ডুলিপি থেকে কোনো রোগের ওষুধ পাওয়া যাবে, তাই না? সে জন্যই আমার গবেষণায় তোমার এত আগ্রহ। তুমি আসলে কোনো এক ধরনের ওষুধ খুঁজছ। তোমার ক্লায়েন্ট কী অসুস্থ?'

'ওষুধটা পাওয়ার জন্য তিনি বেশ মরিয়া হয়ে উঠেছেন, এটুকু বলাই যথেষ্ট বলে মনে হয় আমার।'

'হওয়াই স্বাভাবিক।'

'আমি ভাবছিলাম তোমার ওই মাছির ওষুধ এ ক্ষেত্রে কোনো কাজে আসবে কি-না।'

'আমি তো বলেছিই, ওটা এখনও ব্যবহারের উপযোগী হয়নি। এখন কোনোভাবেই মানুষের ওপর ওই ওষুধ ব্যবহার করতে রাজি নই আমি। কাজটা সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ হবে, লাইসেন্স ছাড়া ওষুধ দেয়ার অপরাধের কথা তো বাদই দিলাম। এমনিতেই অনেক ঝামেলার মাঝে রয়েছি আমি।'

কাঁধ ঝাঁকাল বেন।

'তো, বেন, তোমার এই নতুন কেনা খেলনায় করে আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'জ্যাক ক্লিমেন্ট নামটা কি তোমার পরিচিত মনে হচ্ছে?' প্রশ্ন করল বেন।

মাথা ঝাঁকাল রবার্টা। 'বিশের দশকে ফুলকানেলির সহকারী ছিল সে।' তারপর চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল। 'কেন?'

'গুজব আছে, ফুলকানেলি অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে কিছু ডকুমেন্ট দিয়ে গিয়েছিল ক্লিমেন্টের কাছে,' বলে চলল বেন। আরও শোনার অপেক্ষা করছে রবার্টা। 'তবে সেটা সেই ১৯২৬-এর কথা। ক্লিমেন্ট বহু আগেই মারা গেছে। তবে ফুলকানেলি তাকে কি দিয়ে গিয়েছিল সেটা জানতে চাই আমি।'

BanglaBook.org

'কিভাবে জানবে?'

'তিন দিন আগে যখন আমি প্যারিসে পৌঁছাই, তখন প্রথমেই জ্যাক ক্লিমেন্টের কোনো বংশধর বেঁচে আছে কি-না খোঁজ নিয়েছিলাম। হয়তো ওরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

'তারপর?'

'ক্লিমেন্টের ছেলে আন্দ্রেকে খুঁজে বের করেছি আমি। ধনী, অবসরপ্রাপ্ত এক ব্যাংকার। খুব বেশি সাহায্য অবশ্য পাওয়া যায়নি তার কাছ থেকে। সত্যি কথা বলতে, ফুলকানেলির নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথেই সে এবং তার বৌ আমাকে জাহান্নামে যেতে বলেছে।

'অ্যালকেমির কথা যাকে তাকে বলে বেড়ালে এমনটাই ঘটে,' মন্তব্য করল রবার্টা।

'যাই হোক, ওই লোকের কাছ থেকে আর কোনো খবর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না,' বলে চলল বেন। 'তবে আজ সকালে তুমি যখন ঘুমাচ্ছিলে তখন একটা ফোনকল পাই আমি।'

'কার কাছ থেকে?'

'ওদের ছেলে, পিয়েরে ফোন করেছিল। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাল সে। আন্দ্রের একটা ভাই আছে, নাম গ্যাস্টন। আন্দ্রে ছিল পরিবারের সফল সন্তান, অন্য দিকে গ্যাস্টন ছিল কুলাঙ্গার। গ্যাস্টন চেয়েছিল তার বাবার অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে। আন্দ্রে এসব ব্যাপারকে ঘৃণা করত, ভাবত যে জাদুবিদ্যা।

'বুঝলাম।'

'গ্যাস্টনকে অনেকটা একঘরে করে রেখেছে ওরা। পরিবারের অসম্মান হবে তাই। এখন আর গ্যাস্টনের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই আন্দ্রের পরিবারের।'

'গ্যাস্টন এখনও বেঁচে আছে?'

'আছে। কয়েক কিলোমিটার দূরে, একটা পুরনো ফার্মে থাকে সে।'

সিটে হেলান দিল রবার্টা। 'তাহলে আমরা সেখানেই যাচ্ছি?'

'বেশি আশা কোরো না। লোকটা সম্ভবত পাগল কিসিমের। একটু আগে কি যেন বললে?'

'ছিটগ্রস্ত।'

'হ্যাঁ, ওটাই।'

'তার মানে তোমার ধারণা গ্যাস্টন ক্লিমেন্টের কাছে ওই ডকুমেন্ট বা জ্যাক ক্লিমেন্টের কাছে ফুলকানেলির রেখে যাওয়া পাণ্ডুলিপিটা আছে?'

'দেখা যাক।'

'যাই হোক, এসব খুবই দারুণ ব্যাপার সন্দেহ নেই,' বলল রবার্টা। 'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম যে আমাদের খুন করার চেষ্টা কেন করা হচ্ছে সেটার একটা জবাব খুঁজে বের করব।'

BanglaBook.org

তার দিকে এক নজর তাকাল বেন। 'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। আজ সকালে পিয়েরে ক্লিমেন্ট আরও একটা ব্যাপারে জানিয়েছে আমাকে। ফুলকানেলির ব্যাপারে জানতে চেয়ে তার বাবার সাথে যোগাযোগ করেছে এমন ব্যক্তি আরও আছে। দুই দিন আগে নাকি তিনজন লোক এই একই প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিল তাদের বাড়িতে। আমার ব্যাপারেও প্রশ্ন করেছিল তারা। তুমি, আমি, মিশেল, আমাদের পেছনে যে লোকগুলো লেগেছে তারা, এবং ওই পাণ্ডুলিপি–কোনো একভাবে এই সব কিছুই একই সুতোয় গাঁথা।

'কিন্তু কিভাবে?' বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রবার্টা।

'জানি না।'

প্রশ্নটা হলো, ভাবল বেন, ওই তিনজন লোক কি গ্যাস্টন ক্লিমেন্টের কথা জেনে গেছে? হয়তো এই মুহূর্তে আরও একটা ফাঁদে পা দিতে যাচ্ছে ওরা।

ঘণ্টাখানেকের মাঝেই ভাঙাচোরা ফার্মটায় পৌঁছে গেল ওরা, পিয়েরে ক্লিমেন্টের মতে যেখানে তার চাচা বাস করে। রাস্তা থেকে কয়েক'শ মিটার দূরে একটা কাঠের ছাউনির সামনে গাড়ি রাখল বেন। হাতে লেখা দিকনির্দেশনাগুলো দেখে নিয়ে বলল, 'এটাই সেই জায়গা।'

মাথার ওপর বৃষ্টির হুমকি নিয়ে ঝুলে আছে গাঢ় ধূসর মেঘ। ফার্মের দিকে এগিয়ে চলল ওরা। রবার্টার চোখ এড়িয়ে চুপি চুপি হোলস্টারের স্ট্র্যাপটা খুলে রাখল বেন, হাত রাখল বুকের কাছাকাছি। পথের দুই পাশে দেখা যাচ্ছে ভাঙাচোরা, পুরনো সব ফার্ম বিল্ডিং। লম্বা, ভগ্নপ্রায় একটা ছাউনি দাঁড়িয়ে আছে একটা ভাঙা গোয়ালের পাশে। ভাঙা জানালাগুলো ঢেকে দেয়া হয়েছে পেরেক আর তক্তা দিয়ে। কালো হয়ে যাওয়া একটা ধাতব চিমনি দিয়ে ধীর লয়ে ধোঁয়া উঠছে।

এদিক ওদিক তাকাল বেন, সম্পূর্ণ সতর্ক। তবে আর কাউকে দেখা গেল না।

বার্ন, অর্থাৎ ছাউনিটাকে খালিই মনে হলো। ভেতরে ভারি হয়ে ঝুলে আছে বাতাস, ধোঁয়ার গন্ধ ভাসছে। তার সাথে মিশেছে ময়লা আবর্জনার পচা গন্ধ। ছাউনিটা বিশাল, ছাদের ফাটল আর কয়েকটা খোলা জানালা দিয়ে আলো ঢুকছে ভেতরে। এক দিকের একটা ফুটো দিয়ে পাখিরা কিচিরমিচির করে ঢুকছে আর বের হচ্ছে। ছাউনির একপাশে বেশ উঁচু মঞ্চের মতো, সেখানে রয়েছে একটা ভগ্নপ্রায় আর্মচেয়ার, টেবিলের ওপর একটা পুরনো টিভি আর একটা বিশাল কালিঝুলিমাখা চুল্লি। সেটার লোহার দরজাটা কয়েক ইঞ্চি খোলা। ঝাঁঝালো ধোঁয়া বের হয়ে আসছে সেখান থেকে। চুল্লির চারপাশে হাতে বানানো কিছু টেবিল, সেগুলোর ওপর বই, কাগজপত্র, ধাতব এবং কাঁচের ছোট বড় পাত্রের স্তূপ। পাত্রগুলোকে পরস্পরের সাথে জোড়া দেয়া

BanglaBook.org

হয়েছে রাবারের টিউব ব্যবহার করে। অদ্ভুত সব তরল ফুটছে বুনসেন বার্নারের ওপর, বিচ্ছিরি গন্ধ বের হচ্ছে সেখান থেকে। প্রতিটা কোণায় রয়েছে আবর্জনা, পুরনো পাত্র, ভাঙা কন্টেইনার, খালি বোতলের সারি ইত্যাদি।

'এ তো পুরোই ভাগাড়,' মন্তব্য করল রবার্টা।

'আর যাই হোক মাছিভর্তি ট্যাংক নেই এখানে।'

'হা হা।' হাসির ভঙ্গি করল রবার্টা। তারপর নিচু গলায় যোগ করল, 'গাধা।'

একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল বেন, কিছু একটা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পুরনো একটা পাণ্ডুলিপি, চার কোণে কোয়ার্টজ ক্রিস্টাল দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। ক্রিস্টালগুলো তুলে নিতেই গোল হয়ে পাকিয়ে গেল পাণ্ডুলিপিটা, ধুলোর মেঘ উঠল উপরে। পাশের জানালা দিয়ে রোদ আসায় চকচক করে উঠল ধুলিকণাগুলো। কাগজগুলো আলোর কাছে নিয়ে এল বেন, তারপর আস্তে করে খুলে ধরল।

*চ-শেং উদ্ভিদ যদি মানুষের জীবনের ব্যাপ্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে*
*তাহলে এই মিশ্রণ খেয়ে দেখতেও নিশ্চয়ই কোনো বাধা নেই?*
*সোনার ধর্মই হলো তাতে কোনো ক্ষয় বা পচন ধরে না,*
*এবং সে কারণেই তা সব কিছুর চাইতে বেশি দামি।*
*অ্যালকেমিস্ট যদি সেই মিশ্রণ তৈরি করতে পারে,*
*তাহলে তার জীবনের সীমা হয়ে উঠবে অসীম*
*যে চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল তা আবার কালো হয়ে যাবে*
*যে দাঁত পড়ে গিয়েছিল তা আবার নতুন করে গজাবে*
*বৃদ্ধ বয়সের শিথিলতা কেটে গিয়ে আসবে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস*
*খিটখিটে বুড়ি পরিণত হবে উচ্ছল তরুণীতে*
*যার দেহ এভাবে পরিবর্তিত হবে, মৃত্যুর ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাবে সে।*

'কিছু পেলে?' কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করল রবার্টা।

'জানি না। কাজের জিনিসও হতে পারে।'

'দেখি?' কাগজগুলোর ওপর চোখ বোলাল রবার্টা। এমন কাগজ আরও আছে কি না খুঁজে দেখল বেন, কিন্তু না। ছেঁড়াখোঁড়া, ময়লা কাগজের স্তূপের মাঝে রয়েছে কেবল অর্থহীন সব নকশা, তালিকা আর বিভিন্ন ধরনের প্রতীকে ভরা লেখা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেন। 'এসবের কিছু কী তোমার মাথায় ঢুকছে?'

'বেন?'

একটা পুরনো বইয়ের ওপর থেকে ফুঁ দিয়ে ধুলো সরালো বেন। **'কি?'** বিড়বিড় করে প্রশ্ন করল, রবার্টার কথার দিকে তেমন খেয়াল নেই।

ওকে একটা খোঁচা দিল রবার্টা। 'ওই দেখো।'

BanglaBook.org

## বাইশ.

রবার্টার খোঁচা খেয়ে সচকিত হলো বেন, এবং এগিয়ে আসতে থাকা মানুষটাকে দেখতে পেল। টানটান পেশিতে ঢিল পড়ল এবার।

লম্বা, ময়লা সাদা চুলের ওপাশে জ্বলছে বুড়ো লোকটার দুই চোখ। চুলের সাথে তাল মিলিয়ে লম্বা হয়েছে দাড়ি। লাঠিতে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

'রেখে দাও ওটা!' কাছে এসে রবার্টার দিকে একটা হাড্ডিসার আঙুল নাচিয়ে চিৎকার করে উঠল সে। 'ছোঁবে না, খবরদার!'

সাবধানে কাগজগুলো টেবিলে নামিয়ে রাখল রবার্টা। সাথে সাথে আবার গোল হয়ে পাকিয়ে গেল সেগুলো। খপ করে সেটা তুলে নিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরল বৃদ্ধ। জীর্ণ, ময়লা একটা গ্রেটকোট পরে আছে সে, ছিঁড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে নিঃশ্বাস নেয়ার সময়। 'কারা তোমরা?' কালো হয়ে আসা দাঁত কিড়মিড় করে জানতে চাইল সে। 'আমার বাড়িতে কী করছ?'

লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল রবার্টা। দেখে মনে হচ্ছে গত ত্রিশ বছর প্যারিসের ব্রিজগুলোর নিচে কাটিয়েছে বুড়ো। জেসাস, ভাবল সে। এই লোকগুলোকেই কি-না পুরো পৃথিবীর সামনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছি আমি?

'মসিউ গ্যাস্টন ক্লিমেন্টকে খুঁজছি আমরা,' বলল বেন। 'দুঃখিত, কিন্তু দরজাটা খোলাই ছিল।'

'কারা তোমরা?' আবার প্রশ্ন করল বৃদ্ধ। 'পুলিশ? ভাগো এখান থেকে। ভাগো।' ছায়ার দিকে সরে যেতে শুরু করল সে, এক হাতে কাগজগুলো ধরে রেখেছে, আরেক হাতে লাঠি তুলে শাসাচ্ছে।

'আমরা পুলিশ নই। আমরা শুধু আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।'

'আমিই গ্যাস্টন ক্লিমেন্ট। কি চাও আমার কাছে?' কর্কশ গলায় বলল বৃদ্ধ। হঠাৎ মনে হলো টলে উঠে পড়ে যাচ্ছে সে। হোঁচট খেল একবার, হাত থেকে পড়ে গেল কাগজ আর লাঠি। তাড়াতাড়ি সেগুলো তুলে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল বেন। বুড়ো অ্যালকেমিস্টের পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসল সে। খক খক করে কাশতে লাগল বৃদ্ধ, একটা রুমালে মুখ মুছল।

BanglaBook.org

'আমার নাম বেনেডিক্ট হোপ। একটা জিনিস খুঁজছি আমি। ফুলকানেলির লেখা একটা পাণ্ডুলিপি... শুনুন, আমি কী ডাক্তার ডাকব? আপনার অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না।'

কাশি থামিয়ে মিনিটখানেক হাঁপাল ক্লিমেন্ট, মুখ মুছতে লাগল। হাতগুলো হাড় জির-জিরে, আর্থ্রাইটিসে প্রায় পঙ্গু। ফ্যাঁকাসে চামড়ার ওপাশে উঁকি দিচ্ছে নীলচে শিরা। 'আমি ঠিক আছি,' ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলল সে। তারপর ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল বেনের দিকে। 'ফুলকানেলির কথা বললে না তুমি?'

'আপনার বাবার শিক্ষক ছিল সে, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমার বাবাকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল সে,' বিড়বিড় করে বলল ক্লিমেন্ট। হেলান দিয়ে বসল আবার, যেন কিছু চিন্তা করছে। প্রায় এক মিনিটের মতো দুর্বোধ্য বিড়বিড় বের হলো তার মুখ দিয়ে, যেন অনেক দূরে কোথাও হারিয়ে গেছে।

পড়ে যাওয়া লাঠিটা তুলে নিয়ে বৃদ্ধের চেয়ারের পাশে হেলান দিয়ে রাখল বেন। মেঝেতে পড়ে যাওয়া কাগজটা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলল। 'আমার মনে হয়...'

কাগজটা বেনের হাতে দেখেই যেন প্রাণ ফিরে এল ক্লিমেন্টের মাঝে। হাড্ডিসার হাত বাড়িয়ে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল কাগজটা। 'এটা আমার কাছেই থাকুক।'

'কি এটা?'

'তাতে তোমার কী দরকার? এ হলো *দ্য সিক্রেট অভ এভারলাস্টিং লাইফ*। চাইনিজ, দ্বিতীয় শতকে লেখা। অমূল্য জিনিস।' ঝাপসা চোখগুলো এবার পরিষ্কার হয়ে এল, বেনের দিকে তাকাল বৃদ্ধ। টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর একটা কম্পিত আঙুল তাক করল বেনের দিকে। 'কি চাও আমার কাছে?' প্রশ্ন করল সে। 'বিদেশিরা এসে আমার সব কিছু চুরি করে নিয়ে গেল!' লাঠিটা তুলে নিল সে।

'না মসিউ, আমরা চোর নই,' তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল বেন। 'আমরা শুধু কিছু তথ্য জানতে চাই।'

থুতু ফেলল ক্লিমেন্ট। 'তথ্য? ওই হারামজাদা ক্লাউস রেনফিল্ডও তাই বলেছিল—তথ্য।' লাঠি দিয়ে টেবিলের ওপর বাড়ি মারল সে, কাগজগুলো শূন্যে উড়াল দিল। 'ওই শয়তান জার্মান চোর!' বেনের দিকে তাকাল সে। 'ভাগো এখান থেকে,' চেঁচিয়ে উঠল, থুতু ছিটকে এল মুখের কোণ থেকে। যন্ত্রপাতি ভরা একটা র‍্যাক থেকে হাত বাড়িয়ে একটা টেস্ট টিউব তুলে নিল সে, ভেতরে টগবগ করে ফুটছে সবুজ তরল। সেটা ছুড়ে মারার ভঙ্গিতে ভয় দেখাতে লাগল। কিন্তু তারপরই আবার হাল ছেড়ে দিল তার হাঁটু, পড়ে গেল

BanglaBook.org

বুড়ো। টেস্ট টিউবটা মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল, তরল পদার্থটা ছিটকে পড়ল চারদিকে।

বুড়ো ক্লিমেন্টকে ধরাধরি করে তুলে মঞ্চটার দিকে নিয়ে এল দু'জন, যেখানে বৃদ্ধ অ্যালকেমিস্ট তার থাকার জায়গা বানিয়েছে। বিছানার কিনারে বসল ক্লিমেন্ট। দারুণ অসুস্থ দেখাচ্ছে তাকে। এক গ্লাস পানি এনে দিল রবার্টা। কিছুক্ষণ পর শান্ত হলো বুড়ো। মনে হলো এবার কথা বলতে আপত্তি নেই তার।

'আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন,' তাকে বলল বেন। 'আপনার কাছ থেকে কোনো কিছু চুরি করার ইচ্ছে নেই আমার। আমাকে সাহায্য করলে আপনাকে টাকা দেবো আমি। বুঝেছেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে পানিতে চুমুক দিল ক্লিমেন্ট।

'বেশ। এবার তাহলে আমার কথা শুনুন মনোযোগ দিয়ে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে ফুলকানেলি আপনার বাবা, জ্যাক ক্লিমেন্টকে কিছু ডকুমেন্ট দিয়ে গিয়েছিল। আমি জানতে চাই যে আপনার বাবার কাছে ওই ধরনের কোনো অ্যালকেমিক্যাল ডকুমেন্ট ছিল কি-না?'

মাথা নাড়ল বুড়ো। 'আমার বাবার কাছে অনেক কাগজই ছিল। মারা যাওয়ার আগে সেগুলোর বেশিরভাগই নষ্ট করে ফেলেছিলেন তিনি।' রাগে বিকৃত হয়ে উঠল তার মুখ। 'যা রেখে গিয়েছিলেন, তার বেশিরভাগই আমার কাছ থেকে চুরি হয়ে গেছে।'

'চুরিগুলো কী রেনফিল্ড নামের ওই লোকটা করেছে?' প্রশ্ন করল বেন। 'কে সে?'

লাল হয়ে উঠল ক্লিমেন্টের কোঁচকানো চেহারা। 'ক্লাউস রেনফিল্ড,' ঘৃণামিশ্রিত গলায় বলল সে। 'আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। অ্যালকেমির গোপন রহস্য জানার জন্য এসেছিল। এক দিন এসে হাজির হলো আমার কাছে। হাড্ডিজিরজিরে একটা লোক, পরনের ময়লা শার্টটা ছাড়া আর কোনো সম্বল নেই। দেখে মায়া হলো। সাহায্য করলাম, খেতে দিলাম, শেখালাম!' রাগের চোটে দম বন্ধ হয়ে আসছে বুড়োর। 'লোকটাকে বিশ্বাস করেছিলাম, অথচ আমাকে ঠকাল! গত দশ বছর ওকে দেখিনি আমি।'

'আপনি বলছেন ক্লাউস রেনফিল্ডই আপনার বাবার গুরুত্বপূর্ণ দলিল চুরি করেছে?'

'সাথে সোনার ক্রুশটাও।'

'সোনার ক্রুশ?'

'হ্যাঁ। অনেক পুরনো, খুব সুন্দর। অনেক বছর আগে ওটা খুঁজে পেয়েছিল ফুলকানেলি।' আবার কাশতে শুরু করল ক্লিমেন্ট। কাশি থামতে বলল, 'ওই

BanglaBook.org

ক্রুশ হচ্ছে বিরাট জ্ঞানের চাবিকাঠি। অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার আগে আমার বাবাকে ক্রুশটা দিয়ে গিয়েছিল ফুলকানেলি।'

'ফুলকানেলি অদৃশ্য হয়ে গেল কেন?' প্রশ্ন করল বেন।

কড়া চোখে বেনের দিকে তাকাল ক্লিমেন্ট। 'আমার মতো তার সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল।'

'কে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তার সাথে?'

'এমন একজন, যাকে সে বিশ্বাস করত।' রহস্যময় হাসি ফুটল ক্লিমেন্টের তোবড়ানো মুখে। বিছানার নিচে হাত ঢোকাল সে, তারপর অত্যন্ত যত্নের সাথে বের করে আনল একটা পুরনো বই। নীলচে চামড়ায় মোড়ানো, দেখলেই মনে হয় বহু বছর ধরে ইঁদুরের কামড় খেয়েছে। 'সেই সব কাহিনী আছে এখানে।'

'কি ওটা?' বইটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল বেন।

'আমার বাবার শিক্ষক এই বইতে তার গল্প বলে গেছে,' জবাব দিল ক্লিমেন্ট। 'এটা ছিল তার ব্যক্তিগত জার্নাল, একমাত্র জিনিস যেটা রেনফিল্ড চুরি করতে পারেনি।'

চোখাচোখি হলো বেন আর রবার্টার মাঝে। 'দেখতে পারি?' ক্লিমেন্টকে প্রশ্ন করল ও।

খুব সাবধানে বইটার মলাট ওল্টালো অ্যালকেমিস্ট, বেনকে দেখাল। পুরনো ধরনের হাতের লেখায় ভরা একটা পাতা দেখতে পেল বেন। 'এটা কী ফুলকানেলির নিজের হাতে লেখা?'

'অবশ্যই,' বলল বৃদ্ধ, তারপর ভেতরের কাভারে থাকা স্বাক্ষরটা দেখালো।

'এই বইটা আপনার কাছ থেকে কিনে নিতে চাই আমি, মসিউ।'

বিদ্রূপাত্মক একটা শব্দ করল ক্লিমেন্ট। 'বিক্রি করব না আমি।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল বেন। 'ক্লাউস রেনফিল্ড এখন কোথায় জানেন?' প্রশ্ন করল ও।

মুঠো পাকাল বুড়ো। 'আশা করি জাহান্নামে পচে মরছে।'

'তার মানে সে মারা গেছে বলছেন?'

কিন্তু আরও একবার বিড়বিড় করে প্রলাপ বকতে শুরু করেছে বুড়ো।

'সে কি মারা গেছে?' আবার প্রশ্ন করল বেন।

বহু দূরে চলে গেছে যেন বুড়োর মন। তার চোখের সামনে একবার হাত নাড়ল বেন।

'আমার মনে হয় এর বেশি কিছু জানা যাবে না এই লোকের কাছ থেকে,' বলল রবার্টা।

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকাল বেন। বুড়ো লোকটার কাঁধে একটা হাত রাখল সে, মৃদু ঝাঁকি দিয়ে তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। 'মসিউ ক্লিমেন্ট, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আপনাকে এখান থেকে সরে যেতে হবে।'

বাস্তবে ফিরে এল বৃদ্ধের দৃষ্টি। 'কেন?' প্রশ্ন করল সে।

'কারণ কিছু লোক এখানে চলে আসতে পারে। ভাল লোক নয় তারা। তাদের সামনে পড়লে বিপদে পড়ে যাবেন আপনি, বুঝতে পেরেছেন? আপনার ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিল তারা, হয়তো আপনাকেও খুঁজে বের করে ফেলবে। আপনার ক্ষতি করতে পারে লোকগুলো। তাই বলছি, এটা রাখুন,' বলে মোটা এক বান্ডিল ব্যাংকনোট এগিয়ে দিল বেন।

টাকার অংকটা বুঝতে পেরে বড় বড় হয়ে গেল ক্লিমেন্টের চোখ। 'কি হবে এ দিয়ে?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করল সে।

'আপনি যাতে সরে যেতে পারেন সে জন্য দিচ্ছি টাকাটা,' বলল বেন। 'নতুন কিছু কাপড় কিনুন, দরকার হলে ডাক্তারের কাছে যান। তারপর একটা ট্রেনে উঠে এখান থেকে যত দূরে সম্ভব সরে যান। অন্য কোথাও থেকে আসুন মাস দুয়েক।' পেছনের পকেট থেকে আরেক বান্ডিল নোট বের করে ক্লিমেন্টকে দেখাল সে। 'আপনাকে এই বান্ডিলটাও দেবো আমি, যদি ওই বইটা আমার কাছে বিক্রি করতে রাজি থাকেন।'

BanglaBook.org

# তেইশ.

'কেমন লাগছে পড়তে?'

'ভালই,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জবাব দিল বেন, তারপর মাথা তুলে তাকাল। বসে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে রবার্টা, কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। আবার জার্নালে ডুব দিল বেন, অ্যালকেমিস্ট ফুলকানেলির পরিপাটি, ঠাসবুনোট হাতের লেখায় ভরা পাতাগুলো খুব সাবধানে ওল্টাচ্ছে।

'ত্রিশ হাজার দাম দেয়ার উপযুক্ত?'

জবাব দিল না বেন। জার্নালটা হয়তো তার টাকা উসুল করবে, আবার নাও করতে পারে। অনেক পৃষ্ঠাই যেন উধাও হয়েছে, কোনো কোনোটা আবার নষ্ট হয়ে পড়ার অযোগ্য হয়ে গেছে। ও আশা করছিল যে এতে হয়তো সেই এলিক্সির সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যাবে, এমনকি কোনো প্রস্তুতপ্রণালিও মিলে যেতে পারে। তবে পাতা ওল্টাতে শুরু করে বুঝতে পেরেছে যে একটু বেশিই আশা করে ফেলেছিল। অন্য দশটা সাধারণ ডায়েরির মতোই মনে হচ্ছে, একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলির বিবরণ। লম্বা একটা লেখায় এসে স্থির হলো ওর চোখ, পড়তে শুরু করল।

*৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪*

*পাহাড়ে ওঠার পথটা দীর্ঘ, বন্ধুর। এ ধরনের কাজ করার পক্ষে বয়স খুব বেড়ে গেছে আমার। বহু বার পড়ে মরতে মরতে বেঁচে গেছি ইতোমধ্যে, তবুও প্রায় সোজা উঠে যাওয়া পাহাড়ের শরীর বেয়ে তুষারঝড়ের মাঝ দিয়ে উঠতে হচ্ছে। এক সময় পাহাড়ের মাথায় টেনে তুললাম নিজেকে, কয়েক মুহূর্ত বিশ্রাম নিলাম। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, কাঁপছে পেশিগুলো। চোখ থেকে তুষারের কণা মুছে এবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন ভগ্নপ্রায় দুর্গটার দিকে তাকালাম।*

*আমোরি দে লেভি'র এক সময়ের গর্বিত দুর্গের প্রতি মোটেও সুবিচার করেনি কালের করাল থাবা। যুদ্ধ আর প্লেগের আক্রমণ এসেছে একের পর এক, যোদ্ধা-জাতিরা জন্মেছে এবং হারিয়ে গেছে, এক শাসক থেকে আরেক শাসকের হাতে বদলি হয়েছে দেশ। প্রায় পাঁচ'শ বছর আগে শেষবারের মতো আক্রমণ চালানো হয়েছিল এই দুর্গের ওপর। তখনও এর অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না, এবং সেই আক্রমণের পরেই দুর্গটা পরিত্যক্ত হয়ে যায়।*

BanglaBook.org

শক্তিশালী টাওয়ারগুলো প্রায় সবই ধসে পড়েছে এখন। যুদ্ধের ক্ষত বহনকারী দেয়ালগুলোতে মস আর ছত্রাকের চাদর পড়ে গেছে। কোনো এক সময় আগুন লেগেছিল, সেই আগুনে ধসে পড়েছে দুর্গের ছাদ। সময়, বাতাস, বৃষ্টি আর সূর্য মিলে বাকি কাজটুকু সেরেছে।

ধ্বংসস্তূপের বেশিরভাগ জায়গাতেই ঘন আগাছার জঙ্গল, ফলে প্রধান প্রবেশপথে ঢোকার আগে বেশ কিছুটা পথ পরিষ্কার করে নিতে হলো আমাকে। কাঠের দরজাগুলো পচে নষ্ট হয়ে গেছে কবেই, রয়ে গেছে কেবল লোহার কব্জাগুলো। পাথরের দেয়াল থেকে আঙটার সাহায্যে ঝুলছে সেগুলো। দরজা দিয়ে ঢোকার সাথে সাথে খেয়াল করলাম, কবরস্থানের মতো অটুট নীরবতা বিরাজ করছে সম্পূর্ণ জায়গাটায়। যা খুঁজতে এসেছি তা কোনো দিন পাবো কি না, সন্দেহ জাগল মনে।

বরফে ঢাকা প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম আমি, এদিক ওদিক তাকিয়ে প্রাচীর আর টাওয়ারের ধ্বংসস্তূপগুলো দেখছি। একটা পেঁচানো সিঁড়ি নেমে গেছে এক জায়গায়, সেখানে একটা প্রাচীন স্টোররুমের দরজা পাওয়া গেল। বাতাস থেকে বাঁচতে সেখানে আশ্রয় নিলাম আমি, নিজেকে উষ্ণ রাখার জন্য আগুন জ্বালালাম।

ঝড়ের কারণে দুই দিন ওই জায়গায় আটকে থাকতে হলো আমাকে। সাথে করে আনা রুটি আর পনির থাকায় খুব একটা অসুবিধে হলো না। একটা কম্বল আর তুষার গলিয়ে পানি বানানোর জন্য একটা কড়াইও ছিল সাথে। ধ্বংসস্তূপের মাঝে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম আমি, তীব্রভাবে আশা করছি যেন আমার গবেষণায় যে ব্যাপারগুলো জানতে পেরেছি সেগুলো সত্যি হয়।

আমি জানি, যে জিনিস খুঁজতে এসেছি তা যদি থাকে তাহলে মাটির উপরে নয়, বরং দুর্গের নিচে যে গুহা আর ভূগর্ভস্থ ঘরের বিস্তীর্ণ জাল রয়েছে সেখানেই পাওয়া যাবে। অনেক সুড়ঙ্গই অবশ্য কালের পরিক্রমায় ধসে পড়েছে, কিন্তু বাকিগুলো এখনও অক্ষত। মাটির নিচে সে সব জায়গায় স্যাঁতস্যাঁতে কারাগার আবিষ্কার করলাম আমি, বহু আগেই তার বন্দীদের হাড়গোড় মিশে গেছে মাটির সাথে। তেলের প্রদীপের আলোয় সে সব গুহা আর সুড়ঙ্গের মাঝ দিয়ে ঘুরে ঘুরে কেবল খুঁজলাম আমি, আর প্রার্থনা করলাম।

দীর্ঘ সময় এভাবে ঘুরে বেড়ানোর পর অবশেষে প্রায় ধসে পড়া একটা সুড়ঙ্গের মাঝে ঢুকলাম আমি, একটা চারকোণা ঘরে এসে পৌঁছালাম। বাতির আলোয় ঘরের বাঁকানো ছাদ এবং প্যারিসে দেখা সেই কোট-অভ-আর্মসের চিহ্ন চিনতে পারলাম। সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম, আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আনন্দে ভরে উঠল আমার মন।

BanglaBook.org

*ঘরের নির্দিষ্ট জায়গাটা খুঁজে বের করলাম আমি। পুরু মাকড়সার জাল আর ধুলোর মেঘ সরিয়ে ফেলতেই পাথরের ওপর আঁকা চিহ্নগুলো নজরে পড়ল। যেমনটা আন্দাজ করেছিলাম, চিহ্নগুলো আসলে মেঝের একটা নির্দিষ্ট পাথরকে নির্দেশ করছে। পাথরটার চার দিক থেকে ভেজা মাটি সরিয়ে ফেললাম আমি, তারপর প্রচণ্ড শক্তি খাটিয়ে তুলে ফেললাম সেটাকে। দেখলাম, পাথরের নিচেটা ফাঁপা। বুঝলাম, সারা জীবন ধরে খোঁজার পর অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান পেয়েছি। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম আমি, যুগপৎ আনন্দ আর স্বস্তির অশ্রু নেমে এল চোখ দিয়ে।*

*ফাঁপা জায়গাটা থেকে ভারি জিনিসটা বের করে আনার সময় লাফাচ্ছিল আমার হৃৎপিণ্ড। ময়লা, মাটি আর পচে যাওয়া ভেড়ার চামড়ার আস্তরণ সরিয়ে ফেললাম এবার। ইস্পাতের তৈরি সিন্দুকটা এখনও একই রকম রয়েছে। ছুরি দিয়ে চাড় মেরে মুখটা খুলে ফেলতেই বাতাস প্রবেশ করার হিসসস ধরনের একটা শব্দ শোনা গেল। কম্পিত আঙুলে ভেতরের জিনিসটা তুলে আনলাম আমি, প্রদীপের আলোয় দু'চোখ ভরে দেখলাম আমার হাতে উঠে আসা সেই বস্তুটিকে।*

*প্রায় সাত'শ বছরের মাঝে কেউ এই অমূল্য জিনিসটা দেখেনি। আহ, কি আনন্দ!*

*আমার ধারণা এই বস্তুগুলো আমার পূর্বপুরুষ, ক্যাথারদের তৈরি। অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী ছিল তারা, বহু বছর ধরে মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল সেগুলো। তাদের হাতেই ছিল সবচেয়ে গোপন বস্তু, সেই সাথে আমাদের সবার কাজের মূল লক্ষ্যের চাবিকাঠি।*

*এ এমনই আশ্চর্য এক ঘটনা যে আমি নিজেও এর ক্ষমতা আন্দাজ করতে ভয় পাচ্ছি...*

আরও কয়েক পাতা উল্টে গেল বেন, এর পর কি হলো জানার তর সইছে না।

*৩ নভেম্বর, ১৯২৪*

*যেমনটা সন্দেহ করেছিলাম তাই হয়েছে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপিটার অর্থ বোঝা খুবই কঠিন। এর রহস্যময় ভাষা, ভয়াবহ রকমের দুর্বোধ্য বার্তা আর হাজারটা ইচ্ছাকৃত ধোঁকাবাজির জাল এড়িয়ে সঠিক অর্থ বোঝার কাজে অনেকগুলো মাস ব্যয় করেছি, এবং অবশেষে আজ আমি আর ক্লেমেন্ট ফল পেয়েছি আমাদের পরিশ্রমের।*

*চুল্লির উপর একটা পাত্রে সব ধরনের উপকরণ গলানো হলো, তার আগে প্রতিটিকে নির্দিষ্ট লবণে রূপান্তরিত করা হয়েছে, সেই সাথে নেয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা। জোরালো হিসহিস শব্দ আর বাষ্পের মেঘে ভরে*

BanglaBook.org

*উঠল গবেষণাগার। তাজা মাটি আর সুগন্ধী ফুলের সুবাস পেয়ে আমি আর ক্লিমেন্ট দু'জনেই চমকে উঠলাম। সোনালি রঙ ধারণ করল পানি। তার সাথে আমরা নির্দিষ্ট পরিমাণে পারদ মেশালাম, তারপর সেটা ঠাণ্ডা করতে দিলাম। পরে যখন পাত্রটা খুললাম...*

পৃষ্ঠার বাকিটা ভিজে এবং ইঁদুরে খাওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। 'ধ্যাত,' বলে উঠল বেন। হয়তো এমনিতেও দরকারি কিছু ছিল না ওতে। আবার পড়তে শুরু করল ও, হালকা হয়ে আসা লেখাগুলো পড়তে গিয়ে চোখ কুঁচকে উঠছে। কিছু কিছু জায়গায় এমন অবস্থা হয়েছে যে প্রায় বোঝাই যায় না।

*৮ ডিসেম্বর, ১৯২৪*

*অমৃত তৈরি করার পর সেটা পরীক্ষা করার উপায় কী? পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া নির্দেশনা অনুসারে মিশ্রণটা তৈরি করেছি আমরা। ক্লিমেন্ট ওটা খেতে ভয় পাচ্ছিল। তাই আমিই সেই মিষ্টি-স্বাদের তরলের প্রায় ত্রিশ ড্রাখম (এক ড্রাখম=এক আউন্সের আট ভাগের এক ভাগ) পান করেছি। এখনও কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ধরা পড়েনি। কেবল সময়ের সাথে সাথেই এর গুরুত্ব বোঝা যাবে...*

তা ঠিক, ভাবল বেন। সাথে সাথে বোঝার কোনো উপায় নেই। হতাশ হয়ে কয়েক পাতা উল্টে গেল সে, তারপর ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের একটা লেখা চোখে পড়তে থামল। এই লেখাগুলো বেশ পরিষ্কার।

*আজ সকালে রু লেপিক থেকে প্রতিদিনের মতো হাঁটাহাঁটি সেরে ফিরে আসছিলাম। গবেষণাগারের কাছে আসতেই ভয়াবহ এক দুর্গন্ধ ঢুকল আমার নাকে। সেলারের সিঁড়ি বেয়ে নামার সময়ই বুঝতে পারছিলাম যে কি ঘটেছে। গবেষণাগারের দরজা খুলতেই আমার সন্দেহ সত্য হলো। দেখলাম, আমার তরুণ শিক্ষানবিস সহকারী নিকোলাস দাকিন নিজের বোকামির সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ধোঁয়ার মাঝে।*

*তাড়াতাড়ি আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করলাম আমি, তারপর কাশতে কাশতে নিকোলাসের দিকে ফিরলাম। বললাম, 'তোমাকে এসব ব্যাপারে সাবধান করেছিলাম আমি, নিকোলাস।'*

*'আমি দুঃখিত,' উদ্ধত চোখে তাকিয়ে বলল নিকোলাস। 'কিন্তু, মাস্টার, আমি প্রায় সফল হতে বসেছিলাম।'*

*'পরীক্ষার ফলাফল অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, নিকোলাস। তুমি উপাদানগুলোর ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলে। উপাদানের পরিমাপে অত্যন্ত সূক্ষ্ম হাতের দরকার হয়।'*

*আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে। 'কিন্তু আপনি তো বলেছিলেন এসব ব্যাপারে আমার প্রতিভা আছে।'*

BanglaBook.org

'অবশ্যই আছে,' জবাব দিলাম আমি। 'কিন্তু শুধু প্রতিভা থাকলেই হয় না। তোমার বুদ্ধি এখনও অপরিণত, বন্ধু। আগে নিজের অস্থিরতাকে নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে হবে তোমাকে।'

'এসব শিখতে অনেক সময় লাগে। আমি আরও অনেক কিছু জানতে চাই। সব কিছু জানতে চাই আমি।'

আমার বিশ বছর বয়স্ক ছাত্র বেশ জেদি আর উদ্ধত ঠিক, কিন্তু ওর মাঝে এমন একটা প্রতিভা আছে যেটা আমি অস্বীকার করতে পারি না। এর আগে কখনও এই বয়সি কারও মাঝে এত আগ্রহ দেখিনি আমি। 'তিন হাজার বছরের দর্শন, সেই সাথে আমার সারা জীবনের জ্ঞানকে মাত্র কয়েকদিনের শিক্ষায় জেনে নিতে চাইছ তুমি,' ধৈর্যের সাথে নিকোলাসকে বললাম আমি। 'প্রকৃতির সব চেয়ে শক্তিশালী রহস্যগুলোকে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে শিখতে হবে তোমার। এটাই অ্যালকেমির মূল শিক্ষা।'

'কিন্তু মাস্টার, আমার যে অনেক প্রশ্ন,' কুচকুচে কালো চোখের তীব্র দৃষ্টিতে আমাকে বিদ্ধ করে বলল নিকোলাস। 'আপনি এত কিছু জানেন। নিজের অজ্ঞানতার কথা ভাবলে রাগ হয় আমার।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি। 'তুমিও শিখবে। কিন্তু তার আগে নিজের একরোখা মনোভাবকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখতে হবে তোমাকে, নিকোলাস। হাঁটতে শেখার আগেই দৌড়ানোর চেষ্টা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এই মুহূর্তে তোমার তাত্ত্বিক জ্ঞানেরই বেশি দরকার।'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল নিকোলাস, বিরক্ত দেখাচ্ছে তাকে। 'বই পড়তে আর আমার ভাল লাগে না, মাস্টার। আমাদের কাজের তত্ত্বগুলো শিখে রাখলে খুবই ভাল হয় জানি, কিন্তু আরও ব্যবহারিক কিছু দরকার আমার, এমন কিছু যা ধরা যায়, ছোঁয়া যায়। আমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমরা যা করছি তার সত্যিই কোনো উদ্দেশ্য আছে।'

আমি বললাম, ওর কথা আমি বুঝতে পেরেছি। আমারও মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা হয় যে খুব বেশি তাত্ত্বিক পড়াশোনা করলে হয়তো আমার এই অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্রটি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। আমি নিজেই তো সাক্ষী যে কোনো পুরস্কার বা আবিষ্কারের সম্ভাবনা ছাড়া সারা জীবন কেবল পড়াশোনা করে কাটাতে কত কষ্ট হয়।

নিজের পুরস্কারের কথা ভাবলাম আমি। হয়তো তার একটু অংশ নিকোলাসের সাথে ভাগ করে নিলে ভালই হবে, ওর তীব্র কৌতূহল কিছুটা হলেও প্রশমিত হবে তাতে।

'ঠিক আছে,' দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললাম আমি। 'আরও কিছু জিনিস দেখাব তোমাকে, যা বইতে নেই।'

BanglaBook.org

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ছেলেটা, চোখ জ্বলজ্বল করছে উত্তেজনায়। 'কখন, মাস্টার? এখনই?'

'না, এখন নয়,' জবাব দিলাম আমি। 'এত অধৈর্য হয়ো না। খুব শীঘ্রই।' এই বলে সাবধান করে দেয়ার ভঙ্গিতে একটা আঙুল তুললাম আমি। 'কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, নিকোলাস। তোমার বয়সের কোনো ছাত্রই এত দ্রুত অ্যালকেমিক জ্ঞানের এত গভীরে প্রবেশের অধিকার পায়নি। এ তোমার জন্য অনেক বড় একটা দায়িত্ব, এবং সেটাকে বহন করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে তোমাকে। একবার তোমাকে ওই গোপন জ্ঞান জানানোর পর কারও কাছে সেগুলো প্রকাশ করা চলবে না। কারও কাছেই না, বুঝতে পেরেছ? আমার কাছে শপথ করতে হবে তোমাকে।'

গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল নিকোলাস। বলল, 'এখনই শপথ করব আমি।'

'ভেবে দেখো, নিকোলাস। তাড়াহুড়ো কোরো না। এ এমন এক দরজা, যা একবার খোলার পর আর বন্ধ করার উপায় থাকে না।'

আমরা যখন কথা বলছি, তখন জ্যাক ক্লিমেন্ট এসে একটু আগের আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া জিনিসগুলো পরিষ্কার করছিল। নিকোলাস চলে যাওয়ার পর চিন্তিত মুখে আমার সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'মাফ করবেন, মাস্টার,' কিছুটা দ্বিধা করার পর বলল। 'আপনি তো জানেন যে আপনার সিদ্ধান্তকে কখনও প্রশ্ন করিনি আমি...'

'কি হয়েছে, জ্যাক?'

সাবধানে কথা বলল জ্যাক। 'আমি জানি যে নিকোলাসকে অত্যন্ত পছন্দ করেন আপনি। সে মেধাবী, বুদ্ধিমান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার অধৈর্য স্বভাব... লোভী ব্যক্তি যেভাবে সম্পদ চায়, সেও সেভাবেই জ্ঞান কামনা করে। ওর ভেতরে অস্থিরতার পরিমাণ খুব বেশি।'

'ওর বয়স কম, তাছাড়া আর কিছু নয়,' জবাব দিলাম আমি। 'এক সময় আমিও ওর মতো ছিলাম। তুমি আসলে কি বলতে চাইছ, জ্যাক? সরাসরি বলো। তুমি আমার পুরনো বন্ধু।'

আবারও দ্বিধা করতে লাগল জ্যাক। তারপর বলল, 'মাস্টার, আপনি কী নিশ্চিত যে নিকোলাস এই জ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয়েছে? ওর জন্য এটা অনেক বড় একটা ধাপ। ও কি সামলাতে পারবে?'

'আমার তাই ধারণা,' জবাব দিলাম আমি। 'ওকে আমি বিশ্বাস করি।'

জার্নালটা বন্ধ করে রেখে চিন্তায় ডুবে গেল বেন। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই গোপন জ্ঞান যাই হোক না কেন, সেটা দুর্গ থেকে উদ্ধার করা ওই সিন্দুক থেকেই জেনেছে ফুলকানেলি। আর সেই জ্ঞানই এখন রয়েছে ক্লাউস

BanglaBook.org

রেনফিল্ডের কাছে। অবশেষে সামনে এগোনোর মতো একটা সূত্র পাওয়া গেল।

ওর পেছনে ডেস্কের ওপর মৃদু গুঞ্জন করছে ল্যাপটপটা। সেটার দিকে এগিয়ে গেল বেন, বোতাম টিপতে শুরু করল। ইন্টারনেট সংযোগ চালু হয়ে গেল, ভেসে উঠল গুগল সার্চ ইঞ্জিনের হোমপেজ। ক্লাউস রেনফিল্ড নামটা সার্চ বক্সে লিখে এন্টার চাপল ও।

'কি খুঁজছ?' একটা চেয়ার টেনে বেনের পাশে বসতে বসতে প্রশ্ন করল রবার্টা।

সার্চ রেজাল্টগুলো ভেসে উঠল স্ক্রিনে। ২৭১টা রেজাল্ট পাওয়া গেছে দেখে অবাক হয়ে গেল বেন। 'ক্রাইস্ট,' বিড়বিড় করে বলে উঠল, তারপর তালিকার নামগুলো এক এক করে দেখতে লাগল। 'দেখে তো মনে হচ্ছে...'

*'আউটকাস্ট' এর পরিচালনায় রয়েছেন ক্লাউস রেনফিল্ড, শ্রেষ্ঠাংশে ব্র্যাড পিট এবং রিজ উইদারস্পুন...*

*'অসাধারণ এক সাসপেন্স থ্রিলার... রেনফিল্ড যেন আরেক কুয়েন্টিন ট্যারান্টিনো...'* রবার্টাও পড়ছে রেজাল্টগুলো।

মুখ দিয়ে অস্পষ্ট একটা শব্দ করে আরও নিচে নামতে লাগল বেন। তালিকার প্রায় সব খবরই আউটকাস্ট নামের নতুন সিনেমাটা নিয়ে, অথবা এর ডিরেক্টর, বত্রিশ বছর বয়স্ক এক ক্যালিফোর্নিয়ানের সাক্ষাৎকার। তারপর ক্লাউস রেনফিল্ড এক্সপোর্টস নামে একটা কোম্পানির খবর পাওয়া গেল, ওয়াইনের ব্যবসা করে।

'এই যে, আরেকজন, ঘোড়া পোষ মানায়,' আঙুল দিয়ে দেখাল রবার্টা।

আরও কয়েক পাতা পর একটা স্থানীয় খবর উঠে এল সার্চ রেজাল্টের তালিকায়। দক্ষিণ ফ্রান্সের ল্যাংডক এলাকার লিমু নামে ছোট্ট একটা শহরের এক খবরের কাগজ থেকে নেয়া হয়েছে খবরটা। হেডলাইনটা এমন

*লে ফ্যু দে সেইন্ট-জ্য*

'দ্য ম্যাডম্যান অভ সেইন্ট-জ্য,' অনুবাদ করল বেন। সেইন্ট-জ্য'র উন্মাদ। 'তারিখ দেয়া রয়েছে অক্টোবর ২০০১-এর... আচ্ছা, এইখানটা শোনো...'

*ল্যাংডকের সেইন্ট-জ্য গ্রামের পাশের জঙ্গল থেকে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর সময় এক আহত লোককে উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় পাদ্রী ফাদার প্যাসকাল ক্যামব্রিয়েল, যিনি লোকটাকে প্রথম খুঁজে পান, তিনি জানিয়েছেন যে সে অচেনা কোনো ভাষায় বিড়বিড় করছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল বড় রকমের মানসিক রোগে আক্রান্ত। লোকটার সাথে থাকা কাগজপত্র থেকে জানা গেছে তার নাম ক্লাউস রেনফিল্ড, প্যারিসের প্রাক্তন বাসিন্দা। বলা*

BanglaBook.org

*হচ্ছে যে সে নিজের শরীরে ছুরি দিয়ে গভীর ক্ষত তৈরি করেছে। একজন অ্যাম্বুলেন্স কর্মচারী আমাদের রিপোর্টারকে জানিয়েছেন* 'আগে কখনও এমন ব্যাপার দেখিনি আমি। অদ্ভুত সব চিহ্ন, ত্রিভুজ, ক্রুশ আর অন্যান্য প্রতীকে ভরা ছিল লোকটার শরীর। দেখলেই বমি পায়। নিজের ওপর এমন অত্যাচার কিভাবে করতে পারে একজন মানুষ?' *গুজব শোনা গেছে যে এসব চিহ্ন নাকি শয়তানের উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হয়, যদিও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে জোরালো অস্বীকৃতি জানিয়েছে। সেইন্ট ভিয়ার হাসপাতালে রেনফিল্ডের চিকিৎসা করা হয়...*

'এরপর তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেনি। মুশকিল হয়ে গেল। লোকটা যে কোন জায়গায় থাকতে পারে।'

'তবে বেঁচে আছে,' মনে করিয়ে দিল রবার্টা।

'অন্তত পক্ষে ছয় বছর আগে ছিল। অবশ্য যদি আমরা যে রেনফিল্ডকে খুঁজছি সে আর এই লোক একই ব্যক্তি হয়ত।'

'বাজি ধরে বলতে পারি যে এই লোকই আমাদের রেনফিল্ড,' বলল রবার্টা। 'শয়তানের উপাসনার চিহ্ন নয়, ওগুলো আসলে অ্যালকেমিক্যাল চিহ্ন।'

'নিজের শরীরে এসব আঁকতে গেল কেন লোকটা?' আনমনে প্রশ্ন করল বেন।

কাঁধ ঝাঁকাল রবার্টা। 'হয়তো পাগল হয়ে গিয়েছিল।'

'আচ্ছা... তার মানে এখন আমাদের সামনে রয়েছে ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত এক পাগলা জার্মান, যার সাথে ফুলকানেলির গোপন যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। এবং যে এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে থাকতে পারে। অনেক দূর এগিয়ে গেলাম আমরা, বাহ!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেন। তারপর নতুন করে সার্চ করতে শুরু করল। 'অনলাইনে যখন ঢুকলামই তখন আরেকটা কাজ সেরে রাখি।' মিশেল জারাডির ইমেইল সার্ভারের নামটা টাইপ করল ও, তারপর সাইটটা ভেসে উঠতে মিশেলের একাউন্টটা প্রবেশ করাল। এখন মেসেজগুলো দেখার জন্য শুধু পাসওয়ার্ডটা দরকার ওর। বেন জানে, বেশিরভাগ মানুষই তাদের ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন তথ্য থেকে পাসওয়ার্ড বাছাই করে। 'মিশেলের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কি জানো? গার্লফ্রেন্ড ছিল ওর?'

'তেমন কিছু জানি না, তবে কোনো স্থায়ী গার্লফ্রেন্ড ছিল বলে মনে পড়ছে না।'

'মায়ের নাম?'

'উম... দাঁড়াও... খুব সম্ভব ক্লেয়ার।'

BanglaBook.org

নামটা পাসওয়ার্ড বক্সে টাইপ করল বেন।

*ক্লেয়ার*

ভুল পাসওয়ার্ড

'প্রিয় ফুটবল টিম?'

'জানা নেই। খেলাধুলায় খুব একটা আগ্রহ ছিল না ওর।'

'কি ধরনের গাড়ি বা বাইক ব্যবহার করত?'

'মেট্রোতে যাওয়া আসা করত।'

'পোষা প্রাণী?'

'একটা বেড়াল।'

'ঠিক। মাছ কিনতে গিয়েছিল,' বলল বেন।

'হ্যাঁ, মাছ কিনতে গিয়েছিল ব্যাটা...কিভাবে ভুললাম আমি? যাই হোক, বেড়ালটার নাম হচ্ছে লুটিন। এল-ইউ-টি-আই-এন।'

*লুটিন*

'কাজ হয়েছে!' মিশেলের মেসেজগুলো ভেসে উঠল স্ক্রিনে। বেশিরভাগই স্প্যাম মেসেজ, ভায়াগ্রা পিল এবং পুরুষাঙ্গ বড় করার বিজ্ঞাপন। রহস্যময় কোনো মেসেজ চোখে পড়ছে না। সোজা হয়ে বসে সেন্ট আইটেমসে ক্লিক করল রবার্টা। 'সলের' কাছে পাঠানো মিশেলের সব রিপোর্ট ভেসে উঠল স্ক্রিনে।

'এই দেখো,' বলে তালিকার উপর থেকে নিচে পর্যন্ত মাউসের কার্সর টেনে নিয়ে গেল রবার্টা। 'এই যে, এটাই শেষ, যেটার কথা আমি তোমাকে বলেছিলাম।' আরেকবার পেপার ক্লিপের ছবিটার ওপর ক্লিক করে মেসেজের সাথে থাকা ফটোগ্রাফগুলো খুলল সে। ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখল বেন, তারপর কম্পোজ নিউ মেসেজ নামের বক্সটার ওপর ক্লিক করল। একটা খালি উইন্ডো ভেসে উঠল স্ক্রিনে।

'কি করছ?'

'আমাদের বন্ধু মিশেল জারডিকে বাঁচিয়ে তুলছি।' সলের কাছে নতুন একটা মেসেজ লিখছে বেন, আগের গুলোর মতোই। ওর টাইপ করা দেখতে দেখতে বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল রবার্টার চোখগুলো।

*বলো দেখি আমি কে? ঠিক ধরেছ। ভুল লোককে খুন করেছ তোমরা। আমার বন্ধু খুন হয়েছে তোমাদের হাতে। তোমরা তো ওই রাইডার মহিলাকে চাও, তাই না? আমার কাছে আছে সে। আমার কথামতো কাজ করলে ওকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো।*

'খুব ভাল হয়েছে বলা যাবে না, তবে কাজ চালানোর জন্য যথেষ্ট,' লেখা শেষ করে বলল বেন।

BanglaBook.org

'কি লিখেছ এসব?' এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে বেনের দিকে তাকিয়ে রইল রবার্টা।

তার হাতটা ধরল বেন। নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করতে লাগল সে। হাত ছেড়ে দিয়ে আস্তে করে তাকে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিল বেন। 'এই লোকগুলোর পরিচয় জানতে চাও না তুমি?' বলল ও। রবার্টা চেয়ারে বসেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও অবিশ্বাস খেলা করছে তার চোখে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেবিলে চাবির গোছাটা ছুড়ে ফেলল বেন। 'এই নাও। তোমাকে আগেই বলেছি, যখন খুশি, যেখানে খুশি চলে যেতে পারো তুমি। কিন্তু আমার কথামতো চলবে বলে রাজি হয়েছিলে তুমি, মনে নেই?'

কিছু বলল না রবার্টা।

'বিশ্বাস রাখো আমার উপর,' বলল বেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবার্টা। 'ঠিক আছে, বিশ্বাস করলাম।' এবার স্ক্রিনের দিকে ফিরে মেসেজটা লেখা শেষ করল বেন। 'এবার খেলা শুরু,' বলল ও, তারপর ক্লিক করল সেন্ড বাটনে।

BanglaBook.org

## চব্বিশ.

বেনের পরামর্শ মানতে একটু বেশিই দেরি করে ফেলল গ্যাস্টন ক্লিমেন্ট। সদ্য প্রাপ্ত সম্পদের খুশিতে এক গ্লাস সস্তা মদ ঢেলে নিল সে, বিদেশি আগন্তুকের উদ্দেশ্যে পান করল।

অন্য তিন অতিথি যখন তাকে খুঁজে পেল তখন সে নিজের ছেঁড়া আর্মচেয়ারে বসে ঢুলছে, মদের আধখালি বোতলটা পড়ে আছে পাশে। গডার্ড, বার্জার আর নডন মিলে ক্লিমেন্টকে তার মঞ্চ থেকে নামিয়ে কংক্রিটের মেঝের ওপর ছুড়ে ফেলল। তারপর একটা চেয়ারে তুলে বসানো হলো তাকে, কোনো কাকুতি মিনতিতে কান দেয়া হলো না। দড়াম করে একটা ঘুষি এসে গুঁড়িয়ে দিল তার নাক। রক্ত গড়িয়ে এসে ভিজিয়ে দিতে লাগল সাদা দাড়ি।

'এই টাকা কে দিয়েছে তোমাকে?' কানের কাছে গর্জে উঠল একটা কণ্ঠ। 'বলো!' কপালের পাশে পিস্তলের নলের ঠাণ্ডা স্পর্শ পেল সে। 'কে এসেছিল এখানে? কি নাম তার?'

নিজের মস্তিষ্ক তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নামটা মনে করতে পারল না ক্লিমেন্ট। ফলে আবার পেটানো হলো তাকে। মারের চোটে চোখ ফুলে বন্ধ হয়ে গেল, রক্ত আর বমি ছড়িয়ে পড়ল চারপাশের মেঝেতে। দাড়ি আর চুল লাল হয়ে গেল রক্তে। *'ইল এস অ্যাঙলেস!'* অবশেষে মনে কথাটা মনে পড়তে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে।

'কি বলল বুড়ো?'

'বৃটিশ লোকটা এসেছিল।'

ঠাণ্ডা মেঝের সাথে ঠেকে আছে ক্লিমেন্টের মুখ, এই অবস্থায় একটা ভারি বুট পরা পা চেপে বসল তার ঘাড়ের ওপর, যেন ভেঙে ফেলবে। গুঙিয়ে উঠল সে, তারপর জ্ঞান হারালো।

'আস্তে, ছেলেরা,' বলল বার্জার। মেঝের ওপর পড়ে থাকা অচেতন দেহটার দিকে তাকিয়ে আছে। 'বুড়োকে জ্যান্ত রাখতে হবে।'

একটু পর ক্লিমেন্টকে ট্রাংকে ভরে নিয়ে বাতিল ফার্ম ছেড়ে রওনা দিল অডি গাড়িটা। ইতোমধ্যেই বার্নের জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে আগুনের শিখা, কালো ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

BanglaBook.org

পাঁচ বছরের মেয়ে সোফিকে নিয়ে মনসিউ পার্কের মাঝে হাঁটছিল মোনিক ব্যানেল। মনসিউ পার্কটা ছোট, কিন্তু সুন্দর। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, পাখিরা গান গায় গাছের ডালে। ছোট ছোট লেকে সাঁতার কাটে রাজহাঁস। পার্ট টাইম চাকরি থেকে ফেরার পর সোফিকে কিন্ডারগার্টেন থেকে নিয়ে এসে এখানে একটু সময় কাটায় মোনিক। একটা নির্দিষ্ট বেঞ্চে এক বৃদ্ধকে প্রায়ই দেখা যায় বসে বসে খবরের কাগজ পড়তে। তাকে উদ্দেশ্য করে মিষ্টি গলায় সম্ভাষণ জানাল মোনিক।

তার মেয়েটা বরাবরের মতোই পার্কের নানা রকম দৃশ্য আর শব্দের সন্ধান পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে আনন্দে। পার্কের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া পথগুলোর একটা ধরে হাঁটছে তারা, এই সময় হঠাৎ খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল সোফি, 'মা! ওই দেখো! একটা কুকুরছানা আমাদের সাথে দেখা করতে আসছে।' হেসে উঠল তার মা। 'তাই তো! কি সুন্দর, তাই না?'

কুকুরটা স্প্যানিয়েল জাতের, কিং চার্লস ক্যাভেলিয়ার। সাদা শরীরে বাদামি ছোপ, গলায় একটা লাল কলার। এদিক ওদিক তাকাল মোনিক। মালিক নিশ্চয়ই আশেপাশেই আছে। প্যারিসের অনেকেই বিকেলে তাদের কুকুর নিয়ে হাঁটতে আসে এখানে।

'আমি ওর সাথে একটু খেলা করি, মা?' স্প্যানিয়েলটাকে এগিয়ে আসতে দেখে উত্তেজনায় প্রায় লাফাচ্ছে সোফি। 'হ্যালো, ডগি,' কুকুরটাকে ডাক দিল সে। 'কি নাম তোমার? মা, ওর মুখে ওটা কি?'

ওদের সামনে এসে মুখের জিনিসটা সোফির পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল ছোট্ট কুকুরটা। তারপর মুখ তুলে তাকাল, লেজ নাড়ছে আশান্বিত ভঙ্গিতে। তার মা বাধা দেয়ার আগেই জিনিসটা তুলে নিয়েছে সোফি, কৌতূহলী ভঙ্গিতে দেখছে। ভ্রু কুঁচকে জিনিসটা মাকে দেখানোর জন্য তুলে ধরল সে।

চিৎকার করে উঠল মোনিক ব্যানেল। তার মেয়ের হাতে ধরা জিনিসটা আর কিছুই নয়, একটা মানুষের ক্ষতবিক্ষত হাত।

BanglaBook.org

## পঁচিশ.

### মপেলিয়ে, ফ্রান্স

নিজের মন থেকে সেলারের কথাটা কিছুতেই দূর করতে পারছে না মার্ক। অদ্ভুত যে জিনিসগুলো দেখেছে সেগুলো কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথায়। কি হচ্ছে ওখানে? কোনোভাবেই গুদাম বলা যায় না জায়গাটাকে। কুকুরও রাখা হয় না। গরাদ ছিল ওখানে, খাঁচায় যেমন থাকে। দেয়ালে ছিল রিং। বইতে পড়া পুরনো দিনের দুর্গগুলোর কথা মনে পড়ল তার। ওই আধুনিক চেহারার বিল্ডিংটা কোনো দুর্গ নয় ঠিক, কিন্তু সেলারটা দেখতে সত্যিই কোনো দুর্গের ভূগর্ভস্থ কয়েদখানার মতো।

সাড়ে ছয়টার দিকে কাজ শেষ হয়ে গেল তার। সোমবার আসার আগ পর্যন্ত ছুটি, ধন্যবাদ যিশুকে। রিচার্ড আংকেল লোকটা বেশিরভাগ সময়েই খুব একটা খারাপ নয়, কিন্তু কাজটা একেবারেই একঘেয়ে। আংকেল রিচার্ড নিজেও একঘেয়ে মানুষ। আরও উত্তেজনাপূর্ণ জীবন চাই মার্কের। মা প্রায়ই বলে যে তার কল্পনাশক্তি নাকি খুব প্রখর। লেখক হতে চাইলে ওটা খুবই দরকারী একটা গুণ, কিন্তু পেট চালানোর জন্য কল্পনাশক্তি কোনো কাজে আসে না। ইলেকট্রিশিয়ানের মতো একটা ভাল পেশায় ঢুকতে হবে তাকে। সে নিশ্চয়ই তার বাবার মতো হতে চায় না? নিঃস্ব, জুয়াড়ি, এমন একজন মানুষ যার জীবনটা কেবল জেলের ভেতরে ঢুকতে আর বের হতেই কেটে গেল। দায়িত্বের বোঝা নিতে রাজি নয় বলে পরিবারকে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল সে। তাকে বরং রিচার্ড আংকেলের মতো হতে হবে। সম্মানিত, সচ্ছল, বছর দুয়েক পর পর নতুন একটা গাড়ি কেনে। স্থানীয় গলফ ক্লাবের সদস্য। স্ত্রী আর দুটো বাচ্চা নিয়ে সুখের সংসার। মার্কের মাও তার জন্য এমনই একটা জীবন চায়।

কিন্তু বাবা বা চাচা-দু'জনের কারও মতোই হতে চায় না মার্ক। তার নিজের ইচ্ছা অন্য রকম। লেখক হতে না পারলে প্রোয়েন্দা হতে চায় সে। রহস্য খুব ভাল লাগে তার, এবং একটা রহস্য সে পেয়েও গেছে বলে তার ধারণা।

বিছানার পাশের টেবিলের ড্রয়ারে সেলার থেকে পাওয়া একটা জিনিস লুকিয়ে রেখেছে সে, বারবার ওটা দেখছে। কাউকে কিছু জানায়নি ওটার

BanglaBook.org

ব্যাপারে। দেখে মনে হচ্ছে সোনা। এখন কি ওকে চোর বলা হবে, ওর বাবার মতো? মনে হয় না। এটা তো সে খুঁজে পেয়েছে, এখন এটা তার। কিন্তু এর অর্থ কি? ওই জায়গাটা আসলে কি?

বিকেলের নাস্তা শেষ করে বাধ্য ছেলের মতো থালাবাসন ধুয়ে রাখল সে, তারপর নিজের মোপেডের চাবি আর হেলমেট নিয়ে দরজার দিকে রওনা হলো। ব্যাগে একটা টর্চ ভরে সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল, তারপর কি মনে হতে একটা পুলেন চকলেট বারও রাখল ব্যাগে।

'মার্ক, কোথায় যাচ্ছ? পেছন থেকে ডাক দিল মা।

'বাইরে।'

'বাইরে কোথায়?'

'এই তো, বাইরে।'

'ঠিক আছে, দেরি কোরো না কিন্তু।'

মোপেডে করে জায়গাটায় যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না, মাত্র পনেরো কিলোমিটার দূরে। কয়েকবার পথ ভুল করার পর ঠিকই বিল্ডিঙের গেটের সামনে এসে হাজির হলো মার্ক। সন্ধে নামতে শুরু করেছে। বিশাল লোহার তৈরি গেটটা বন্ধ। উঁকি দিয়ে দূরে আলোকিত বিল্ডিংটা দেখতে পেল মার্ক, গাছপালার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। মোপেডের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল সে, তারপর পথের অপর পাশে একটা জায়গা খুঁজে বের করে সেখানে হালকা বাইকটা লুকিয়ে রাখল।

পথের পাশ ঘেষে এগিয়ে গেছে পাথরের সীমানা প্রাচীর। সেটার পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করল সে। এক সময় একটা বুড়ো ওক গাছের দেখা পাওয়া গেল, ডালগুলো ঝুলে আছে প্রাচীরের ওপাশে। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে গাছে চড়ে বসল সে, তারপর সেখান থেকে একটা মোটা ডাল ধরে চলে এল প্রাচীরের ওপর। তারপর সেখান থেকে প্রাচীরের ভেতরে জন্মানো ঝোপগুলোর একটার মাঝে লাফিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চকলেট খেতে খেতে পরিস্থিতি বিবেচনা করল মার্ক। বিল্ডিঙের নিচতলার জানালাগুলোতে আলো জ্বলছে। চকলেট শেষ করে চুপি চুপি সামনে এগোতে শুরু করল সে, ছায়ায় ছায়ায় থাকছে। বিল্ডিঙের কাছে পৌঁছে গেল। জানালাগুলো খুব বেশি উঁচুতে, উঁকি দিয়ে দেখা সম্ভব নয়। এক সারি সিঁড়ি উঠে গেছে এক পাশ দিয়ে, দোতলায় চলে গেছে। ওই সিঁড়িতে অর্ধেক উঠলেই জানালার ভেতরটা দেখা সম্ভব।

সবে সিঁড়িতে পা রেখেছে মার্ক, এই সময় পথের অপর প্রান্তে হেডলাইটের আলো দেখা গেল। লোহার গেটটা খুলে গেল আপনাআপনি, দু'টো বড় কালো গাড়ি এগিয়ে এল বিল্ডিঙের দিকে। মার্কের পাশ কাটিয়ে সামনে এগিয়ে গেল

BanglaBook.org

তারা। মার্কও অন্ধকারের মাঝে এগিয়ে গেল গাড়িগুলোর দিকে। দেখল, গাড়িদুটো একটা ভূগর্ভস্থ পার্কিং লটে নেমে গেল। চুপচাপ নিজের জায়গায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল মার্ক। দরজা বন্ধ হওয়া, আর লোকজনের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। চুপি চুপি ঢালু জায়গাটা দিয়ে পার্কিং লটের দিকে নামতে শুরু করল সে। দেখা গেল, গাড়ি থেকে বের হয়ে একটা লিফটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লোকগুলো।

কিন্তু কোথাও কিছু একটা ঝামেলা আছে। একটা লোক মনে হচ্ছে অন্যদের সাথে যেতে চাইছে না। সত্যি কথা বলতে একেবারেই অনিচ্ছুক সে। হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে, ব্যথা আর ভয়ে চিৎকার করছে। ভয়ার্ত চোখে মার্ক দেখল, পিস্তল বের করল আরেকটা লোক। মনে হলো হয়তো গুলি করবে লোকটাকে, কিন্তু তা না করে মাথায় বাড়ি মারল পিস্তল দিয়ে। মেঝেতে রক্ত ছিটকে পড়তে দেখল মার্ক। লোকটা জ্ঞান হারিয়েছে, এখন আর প্রতিবাদ করছে না।

যথেষ্ট দেখা হয়েছে মার্কের। ঘুরে দাঁড়িয়েই দৌড়াতে শুরু করল।

এবং সরাসরি গিয়ে ধরা দিল দীর্ঘদেহী কালো পোশাক পরা লোকটার হাতে।

BanglaBook.org

## ছাব্বিশ.

### মধ্য প্যারিস

ফ্ল্যান ও'ব্রায়েনের পানশালাটা ল্যুভর মিউজিয়ামের পাশেই, সিন নদী থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আইরিশ মিউজিক এবং গিনেস নামের কড়া মদের জন্য বিখ্যাত জায়গাটা। রাত এগারোটা সাতাশের দিকে অপ্রত্যাশিতভাবে বেঁচে যাওয়া মিশেল জারডির কাছ থেকে পাওয়া ইমেইলের নির্দেশনা অনুযায়ী চারজন লোক ঢুকল পানশালায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে বারের দিকে এগিয়ে গেল তারা। লোকের ভিড়ে গিজগিজ করছে জায়গাটা। উচ্চস্বরের হাসি, গ্লাসের টুংটাং আর বাঁশি এবং ব্যাঞ্জোর বাজনায় মুখরিত চারিদিক।

চার জনের দলটার নেতা বেশ লম্বাচওড়া, টেকো মাথা। গায়ে কালো লেদার জ্যাকেট। বারের ওপর ঝুঁকে এসে দাড়িওয়ালা বারম্যানের সাথে কথা বলল সে। মাথা ঝাঁকাল বারম্যান, তারপর বারের নিচ থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে আনল। সেটা টেকো মাথার হাতে দিল সে। বন্ধুদের সংকেত দিল টেকো, তারপর সবাইকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল আবার।

ঠিক সাড়ে এগারোটায় বাজল ফোন। রিসিভ করল টেকো মাথা।

'কোনো কথা বলবে না,' অপর প্রান্তের কণ্ঠটা বলল। 'আমি যা বলি শোনো এবং অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করো। তোমার ওপর চোখ রেখেছি আমি।'

রাস্তার এদিক ওদিক দৃষ্টি বোলাল টেকো মাথা। 'আমাকে খোঁজার চেষ্টা কোরো না,' ফোনে বলল কণ্ঠটা। 'শুধু শোনো। একটা ভুল করেছ কি যোগাযোগ বন্ধ করে দেবো আমি। আমেরিকান মেয়েটাকে পাবে না, শাস্তি দেয়া হবে তোমাকে।'

'ঠিক আছে, শুনছি,' জবাব দিল টেকো।

'ফোনটা ব্যবহার করে একটা ট্যাক্সি ডাকো,' আধ মাইল দূরে পিগট টু হান্ড্রেড সিক্সে বসে নির্দেশ দিল বেন। 'একা যাবে তুমি, ঠিক আছে? না হলে মেয়েটাকে ছেড়ে দেবো আমি। ট্যাক্সিতে উঠে 'জারডি' কে ফোন করবে। তখন বলে দেবো কোথায় যেতে হবে।'

BanglaBook.org

মার্সিডিজ ক্যাবে উঠে বসল টেকো মাথা। আফ্রিকান ড্রাইভার তাকে নিয়ে এগিয়ে চলল সিন নদীর পাশ দিয়ে। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত কিছু বোট আর মাতাল ট্যুরিস্টদের দল ছাড়িয়ে এগিয়ে চলল ট্যাক্সি, একটা মোড় ঘুরে অন্ধকার গলিতে ঢুকল। গলিটা এগিয়ে গেছে নদীর পাড়ের দিকে। গাড়ি থামতে মোবাইল ফোনটা কানে ধরে বেরিয়ে এল টেকো। চলে গেল ট্যাক্সি।

বিশাল ব্রিজটার নিচে এসে উপস্থিত হলো লোকটা। এখানেই আসতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে। এদিক ওদিক তাকাল সে।

'বেন, ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না,' ফিসফিস করে বলল রবার্টা। 'তুমি নিশ্চিত যে কোনো গড়বড় হবে না?' চাঁদের আলোয় ঝিলিক দিচ্ছে সিন নদীর পানি। রাস্তার ওপাশে দূর থেকে ভেসে আসছে শহরের আবছা কোলাহল। আরও দূরে নটর ডেম ক্যাথেড্রালের ছায়া দেখা যাচ্ছে, পানিতে সোনালি প্রতিবিম্ব ভাসছে তার। ঘড়ি দেখল বেন, তারপর বলল, 'নিশ্চিন্ত থাকো।'

সামনে একটা গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো। চলে গেল গাড়িটা। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে এদিকে। ছায়ামূর্তিটা দেখতে পেল রবার্টা। 'বেন, ওই যে...'

'এবার শোনো,' তার কানে কানে বলল বেন। 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। কোনো অসুবিধে হবে না।' রবার্টার হাত ধরে ব্রিজের নিচের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল ও। সামনে এগিয়ে আসছে টেকো। মৃদু হাসি ফুটেছে তার মুখে। 'জারডি?' প্রশ্ন করল সে।

'হ্যাঁ, আমি,' বলল বেন। 'টাকা এনেছ?'

'এই যে,' ফ্রেঞ্চ ভাষায় জবাব দিল টেকো। একটা ব্রিফকেস তুলে ধরল সে।

'মাটিতে নামিয়ে রাখো,' নির্দেশ দিল বেন। তাই করল লোকটা। এক মুহূর্তের জন্য বেনের ওপর থেকে সরে গেল তার দৃষ্টি। রবার্টাকে ছেড়ে দিয়ে সাথে সাথে তার দিকে এগিয়ে গেল বেন। লোকটার কব্জি চেপে ধরে তাকে ঘুরিয়ে দিল, তারপর ব্রাউনিঙের সাইলেন্সার লাগানো নল চেপে ধরল ঘাড়ের ওপর। 'হাঁটু গেড়ে বসে পড়ো।'

আতঙ্কিত চোখে বেনের হাতের পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে রইল রবার্টা। দৌড়াতে চাইছে সে, কিন্তু কথা শুনছে না পাগুলো। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল সে, বেনের ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না। দেখল, লোকটাকে সার্চ করছে বেন। এক মুহূর্তের জন্য তার মুখ ছুঁয়ে গেল বেনের দৃষ্টি, বুঝতে পারল কি ভাবছে রবার্টা। ওর চোখ যেন বলতে চাইল, এসব সামলাতে পারব আমি।

BanglaBook.org

প্রস্তুত হয়েই এসেছে টেকো মাথা। জ্যাকেটের পকেটে একটা গ্লক নাইন্টিন পিস্তল পাওয়া গেল। লাথি মেরে সেটাকে সরিয়ে দিল বেন। টুপ শব্দ তুলে নদীতে পড়ে ডুবে গেল অস্ত্রটা।

'এর জন্য মরতে হবে তোমাকে, জারডি,' বিড়বিড় করে বলে উঠল টেকো।

'তুমিই কী সল?' প্রশ্ন করল বেন।

কোন জবাব পাওয়া গেল না। পিস্তল দিয়ে তার মাথায় একটা বাড়ি মারল বেন। 'তুমি-কি-সল?' আবার প্রশ্ন করল ও। গুঙিয়ে উঠল লোকটা, চকচকে টাক বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

চোখ সরিয়ে নিল রবার্টা।

'না,' জবাব দিল টেকো। 'আমি সল নই।'

'তাহলে সল কে? তাকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

চুপ করে রইল লোকটা। আবার বাড়ি মারল বেন। মাটিতে পড়ে গেল লোকটা, ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে আছে বেনের দিকে। কিন্তু খুব বেশি ভয় দেখা গেল না তার চোখে। বেন বুঝতে পারল, একটু আধটু ব্যথা সহ্য করার অভ্যাস আছে লোকটার। 'ঠিক আছে। তোমাকে আর প্রয়োজন নেই আমার,' বলে পিস্তলের সেফটি অফ করে সরাসরি লোকটার কপাল বরাবর পিস্তল তাক করল ও।

বেনের চোখের দৃষ্টি দেখেই সম্ভবত লোকটা বুঝতে পারল যে ধাপ্পা দিচ্ছে না ও। 'আমি জানি না সে কে!' তাড়াতাড়ি বলে উঠল সে, শুনেই বোঝা গেল সত্যি কথা বলছে। 'আমাকে শুধু ফোনে নির্দেশ দেয়া হয়!'

পিস্তল নামিয়ে নিল বেন। সেফটি অন করে রাখল আবার। 'কে কাকে ফোন করে? তুমি ফোন করো? নাম্বারটা বলো।'

নাম্বার মুখস্তই আছে টেকোর। বিড়বিড় করে সেটা বলে দিল সে।

লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল বেন, কি করবে ভাবছে। লোকটার জ্যাকেট খোলা, ভেতরে বুক খোলা শার্ট। লোমশ বুকের ওপর ঝুলে আছে একটা সোনার চেইন। আরও একটা জিনিস চোখে পড়তে ঝুঁকে এসে শার্টটা এক টানে ছিঁড়ে ফেলল বেন। চাঁদ এবং উপরের রাস্তার ম্লান আলোতে একটা ট্যাটু চোখে পড়ল ওর।

ছবিটা একটা তলোয়ারের, প্রাচীন ধাঁচের সোজা ফলা। অনেকটা ক্রুশের মতো করে তৈরি করা। তলোয়ারের ফলাকে পেঁচিয়ে আছে একটা ব্যানার, তাতে লেখা : গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনি।

'কি এটা?' পিস্তল দিয়ে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল বেন। নিজের বুকের দিকে তাকাল টেকো। 'কিছু না।'

BanglaBook.org

'গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনি। ঈশ্বরের তলোয়ার,' আনমনে বলে উঠল বেন। তারপর টেকো লোকটার অণ্ডকোষের ওপর একটা পা তুলে দিল। চেঁচিয়ে উঠল লোকটা।

'ঈশ্বর...' গুঙিয়ে উঠল রবার্টা।

'এখনও সময় আছে, বলো,' মৃদু স্বরে বলল বেন, চাপ বাড়াচ্ছে ধীরে ধীরে।

'ঠিক আছে, বলছি, পা সরাও আগে,' অনুনয়ের সুরে বলে উঠল টেকো। ব্যথায় বিকৃত মুখটা ঘামে ভিজে গেছে। পা সরিয়ে নিল বেন, তবে পিস্তলটা আগের মতোই তাকিয়ে রইল লোকটার কপালের দিকে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল লোকটা। তারপর বলল, 'আমি গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনির সৈনিক।'

'গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনি?'

'এটা একটা সংগঠন। আমি ওদের হয়ে কাজ করি... আমি জানি না...' হঠাৎ চুপ হয়ে গেল লোকটা, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কেবল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে ক্যাথেড্রালের ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া সেই লোকটার কথা মনে পড়ল বেনের। কেউ একজন এই লোকগুলোর মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করছে।

'ঈশ্বরের সৈনিক, তাই না?' বলল বেন। 'নিরপরাধ মানুষজনকে ঈশ্বরের নামে খুন করে বেড়াও তোমরা?' পিস্তলটা তুলে ধরে পিছিয়ে গেল ও, ট্রিগারের ওপর চেপে বসেছে আঙুল। 'বেশ, তোমাকে ঈশ্বরের কাছেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

এক দৌড়ে তার কাছে এগিয়ে এল রবার্টা। 'কি করছ তুমি! মেরো না লোকটাকে। ছেড়ে দাও, প্লিজ-ছেড়ে দাও ওকে।'

রবার্টার চোখে অনুনয় দেখতে পেল বেন। ট্রিগার থেকে আঙুল সরিয়ে নিল ও, নিচু করল পিস্তল। তবে ওর মন একেবারেই সায় দিল না কাজটা করতে।

'ভাগো,' টেকোকে উদ্দেশ্য করে বলল ও। কোনোমতে উঠে দাঁড়াল লোকটা, দুই পায়ের মাঝখানটা চেপে ধরে আছে। রক্তে ভেজা শার্ট চকচক করছে চাঁদের আলোয়, ঘামে ভিজে গেছে মুখ। সোজা হয়ে দাঁড়াল সে।

বেনের দিকে তাকিয়ে আছে রবার্টা। শক্ত হয়ে আছে তার মুখ। বেনকে একটা ধাক্কা দিল সে। নড়ল না বেন। এবার ওর বুকে একটা ঘুষি মারল। 'নিজেকে কি মনে করো তুমি, হ্যাঁ?'

সেকেন্ডের এক-তৃতীয়াংশের জন্য রবার্টার কপালে একটা লাল বিন্দু দেখতে পেল বেন, তারপরই তার কলার চেপে ধরে গায়ের জোরে সরিয়ে দিল এক পাশে।

একই মুহূর্তে নদীর ওপার থেকে লেজার-সাইটেড রাইফেলের গুলিতে বড় বড় টুকরো ছিটকে উঠতে লাগল পাশের দেয়াল থেকে। তিনটে গুলি হলো

BanglaBook.org

পরপর। একটা গুলি টেকোর কপালে গিয়ে ঢুকল। বিস্ফোরিত হলো মাথাটা, রক্ত ছিটকে এসে লাগল রবার্টার গায়ে। ধপ করে তার গায়ের ওপর পড়ে গেল লাশটা, রবার্টাও পড়ে গেল সাথে সাথে। ভয়ে চিৎকার করে উঠল সে, নিজেকে লাশের নিচ থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছে।

ওদিকে পঞ্চাশ মিটার দূরে রাইফেলধারীর স্কোপ লেন্সের চকচকে ভাবটা চোখে পড়েছে বেনের। পাল্টা গুলি করতে শুরু করল ও। ঝলসে উঠল ব্রাউনিংয়ের নল। গুঙিয়ে উঠল স্নাইপার, নিজের জায়গা থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল নদীতে। ধাতব শব্দ তুলে মাটিতে পড়ল এ আর এইটিন অ্যাসল্ট রাইফেলটা।

নদীর তীর থেকে আরও দুটো লোক দৌড়ে আসছে ওদের দিকে, হাতে পিস্তল। বেনের কান ঘেষে চলে গেল একটা বুলেট, আরেকটা ওর পাশে দেয়ালে এসে বিঁধল।

পিস্তল তুলল বেন। *মাথা ঠাণ্ডা রাখো। টার্গেটের মাঝামাঝি লক্ষ্যস্থির করো। আপনা আপনি টান পড়বে ট্রিগারে।* দ্রুত দুইবার চাপ পড়ল ট্রিগারে, এক সেকেন্ডের ব্যবধানে মাটিতে পড়ল লোকদুটো। চাঁদের আলোয় কালো রঙের দুটো বস্তার মতো দেখাতে লাগল নিশ্চল দেহদুটোকে।

রবার্টাকে বের করে আনল বেন, লাথি মেরে সরিয়ে দিল মৃতদেহটা। লোকটার মাথার অর্ধেক নেই হয়ে গেছে। রক্তে ভিজে আছে রবার্টার পোশাক আর চুল। 'তুমি ঠিক আছো?' দ্রুত প্রশ্ন করল বেন।

কোনোমতে সোজা হয়ে দাঁড়াল রবার্টা। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে আছে, পরমুহূর্তে বমি করে সব উগরে দিতে শুরু করল। দূরে পুলিশ সাইরেন শুনতে পেল বেন, এক সাথে বেশ কয়েকটা। এদিকেই আসছে তারা। 'চলো।'

কোনো জবাব দিল না রবার্টা। এখন আর কথা বলার সময় নেই। তার কোমর জড়িয়ে ধরল বেন, তারপর কাঁধে তুলে নিয়ে রাস্তায় উঠে যাওয়া সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার সাথে সাথেই যেন সজ্ঞানে ফিরে এল রবার্টা। জোরাজুরি করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে, দৌড় দিল অন্য দিকে। চিৎকার করে তাকে ডাক দিল বেন, কিন্তু সরাসরি সাইরেনের শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে যাচ্ছে রবার্টা। যে কোনো মুহূর্তে পুলিশ চলে আসবে। 'ছাড়ো আমাকে!' বেনকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে উঠল রবার্টা। তার হাত ধরে থামানোর চেষ্টা করল বেন, বোঝাতে চাইল। 'ছেড়ে দাও!' বলে ঝাড়া দিয়ে নিজেকে সরিয়ে নিল রবার্টা।

রাস্তার শেষ মাথায় উজ্জ্বল নীল আলোর ঝলকানি দেখা গেল। আর কোনো উপায় দেখল না বেন। রবার্টাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো ও। অন্তত পক্ষে পুলিশের হাতে নিরাপদ থাকবে রবার্টা। ঘণ্টাখানেকের মাঝেই শহর ছেড়ে

BanglaBook.org

অনেক দূরে সরে যেতে পারবে বেন। শেষবারের মতো একবার রবার্টার দিকে তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও, পিগট গাড়িটার দিকে দৌড়াতে শুরু করল।

মাতালের মতো রাস্তার মাঝখান দিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে রবার্টা। হর্ন বাজাল কয়েকটা গাড়ি, তাকে বাঁচাতে গিয়ে বাঁক নিল। দূর থেকে বেন দেখল, ঘ্যাঁচ করে রবার্টার পাশে ব্রেক কষে দাঁড়াল একটা গাড়ি। তিন পুলিশ বের হয়ে এল গাড়ি থেকে। রবার্টার রক্তাক্ত অবস্থা দেখে এক নজরেই তাকে গোলাগুলির সাথে যুক্ত বলে ধরে নিল তারা। দূরে আরও সাইরেনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। তিনটে বা চারটে গাড়ি ছুটে আসছে এদিকেই।

রবার্টাকে গাড়িতে তুলে নিচ্ছে তিন পুলিশ, এই সময় এসে হাজির হলো কালো মিটসুবিশি গাড়িটা।

বেন তখন এক'শ মিটার দূরে। দেখল, ঝটকা দিয়ে খুলে গেল মিটসুবিশির দুই দরজা। নলকাটা শটগান হাতে বের হয়ে এল দু'জন লোক। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলি করে তিন পুলিশকে উড়িয়ে দিল তারা। রবার্টা তখন পুলিশের গাড়ির পেছন থেকে বের হয়ে আসছে। দু'জন এগিয়ে গেল তার দিকে, শটগানের স্লাইড টেনে নতুন গুলি ভরতে ব্যস্ত একই সাথে।

সবচেয়ে কাছে যে ছিল তার ওপর যমদূতের মতো চড়াও হলো পিগট, রক্তমাংসের পিণ্ডে পরিণত করল। খোলা জানালা দিয়ে অপরজনের দিকে একটা গুলি করল বেন। মাথা নিচু করে নিজেকে বাঁচাল লোকটা, তারপর দৌড়ে প্রাণ বাঁচাল। দরজা খুলে রবার্টাকে ভেতরে টেনে নিল বেন, তারপর ব্রিজের উপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে তীরবেগে ছুটতে শুরু করল। পুলিশের বাকি গাড়িগুলো এসে পৌঁছানোর ঠিক আগ মুহূর্তে একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা।

BanglaBook.org

# সাতাইশ.

## দুই ঘণ্টা আগে

নাৎসি বাহিনী যখন প্যারিস দখল করেছিল তখন মৌমাছির চাকের মতো অসংখ্য ছোট ছোট কামরা আর অন্ধকার করিডোরগুলোকে গেস্টাপো কয়েদখানা আর ইন্টারোগেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করা হত। তবে এখন পুলিশ হেডকোয়ার্টারের নিচের এই ভূগর্ভস্থ বেসমেন্টকে নানা দরকারের পাশাপাশি ফরেনসিক ল্যাব এবং মর্গ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেন অতীতের সেই ভয়ানক ঐতিহ্য এখনও ঝেড়ে ফেলতে পারেনি জায়গাটা।

দীর্ঘদেহী, হালকাপাতলা, সাদা চুলের অধিকারী ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট জর্জ রুডেলের সাথে দাঁড়িয়ে ছিল লুক সাইমন। নিয়ন আলোয় আলোকিত একটা এক্সামিনেশন রুমে রয়েছে তারা। তাদের সামনে টেবিলের ওপর শোয়ানো রয়েছে একটা লাশ। সাদা চাদরে ঢাকা, কেবল পাদুটো বেরিয়ে আছে চাদরের নিচ দিয়ে। ফ্যাঁকাসে, ঠাণ্ডা। একটা আঙুল থেকে লেবেল ঝুলছে। দুর্বল মানুষ নয় সাইমন, তা সত্ত্বেও রুডেল যখন লাশের মাথা, ঘাড় এবং বুকের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেলল তখন অনেক কষ্টে অন্য দিকে তাকানো থেকে নিজেকে বিরত রাখল সে।

শেষবার দেখার পর মিশেলের লাশটা একটু সাফসুতরো করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে দৃশ্যটার ভয়াবহতা কিছু কমে যায়নি। থুতনির নিচ দিয়ে ঢুকেছে বুলেট, মুখের পেছন দিক দিয়ে যাওয়ার সময় বেশিরভাগ অংশ উড়িয়ে দিয়ে বের হয়েছে চাঁদি দিয়ে। কেবল একটা চোখ অক্ষত রয়েছে, মনে হচ্ছে মণি-সহ একটা সিদ্ধ ডিম ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

'কি দেখাতে চেয়েছিলে?' রুডেলকে প্রশ্ন করল সাইমন।

মিশেলের মুখের অবশিষ্টাংশের দিকে ইঙ্গিত করল প্যাথলজিস্ট। 'সিলিঙে পাওয়া বুলেটের সাথে এই জখমের সামঞ্জস্য পাওয়া গেছে,' রিপোর্ট পড়েছে যেন এমন ভাবলেশহীন গলায় বলতে শুরু করল সে। 'গুলি ঢুকেছে এখান দিয়ে। বুকের সাথে সমান্তরালভাবে অস্ত্র ধরা হয়েছিল, থুতনির সাথে ঠেকিয়ে। গুলি যেখানে ঢুকেছে সে জায়গাটায় বারুদ লেগে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। অস্ত্রটা ছিল স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলভার, তিন ইঞ্চি ব্যারেল, পয়েন্ট ফোর্টি

BanglaBook.org

ফোর রেমিংটন ম্যাগনাম। শক্তিশালী ক্যালিবারের কারণেই এত বেশি জখম হয়েছে।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে মেঝেতে পা ঠুকল সাইমন। মনে মনে আশা করছে যে দরকারী কিছু একটা বলবে প্যাথলজিস্ট।

'সাধারণত এ ধরনের ক্যালিবারে প্রচুর গানপাউডার ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে নাইন মিলিমিটার সেমি অটো রাউন্ডের তুলনায় যা অনেক বেশি।' একই রকম নিস্পৃহ গলায় বলে চলল রুডেল। 'যার অর্থ হলো, গুলি করার সময় প্রচুর গানপাউডার ছিটকে পড়ে চারি দিকে।' আঙুল দিয়ে দেখাল সে। 'এই যে দেখুন, চামড়ায় লেগে আছে। গলার নিচেও পাউডারের দাগ আছে প্রচুর।'

মাথা ঝাঁকাল সাইমন। 'বুঝলাম। কিন্তু তুমি আসলে কী বোঝাতে চাইছ?'

কিছুটা ক্লান্ত চোখে তার দিকে তাকাল রুডেল। 'ভিক্টিমের হাতের ছাপ পাওয়া গেছে পিস্তলের বাঁট এবং ট্রিগারে। যার অর্থ হলো, গুলি করার সময় তার হাতে কোনো গ্লাভস ছিল না।'

'পিস্তল ধরে থাকা অবস্থাতেই পাওয়া গেছে তাকে। গ্লাভস ছিল না আমরা জানি। এসব রেখে আসল কথাটা বলবে?'

তাড়াহুড়োর কোনো লক্ষণ দেখা গেল না রুডেলের মাঝে। 'এটাই আমার কাছে বিভ্রান্তিকর লাগছে। এত বেশি গানপাউডার যখন ব্যবহার করা হয়, আমি ভেবেছিলাম পিস্তল ধরে থাকা হাতেও নিশ্চয়ই ওই পাউডারের দাগ থাকবে। এ ধরনের অস্ত্রে সেটাই স্বাভাবিক, গুলি বের হওয়ার সময় প্রচুর পাউডার পেছনে ছিটকে পড়ে। কিন্তু এই লোকটার হাত একেবারে পরিষ্কার।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ। গুঁড়ো আছে কি-না সেটা দেখার জন্য সামান্য একটু সোয়াব টেস্ট করলেই যথেষ্ট।' চাদরের নিচ থেকে লাশের একটা হাত বের করে আনল রুডেল। 'আপনি নিজেই দেখে নিন।'

'তুমি বলত চাইছ গুলিটা সে নিজে করেনি।'

'কাঁধ ঝাঁকাল রুডেল, তারপর প্রাণহীন হাতটা ছেড়ে দিল আবার। 'এই লোকটার হাতে একমাত্র যে জিনিসটা পাওয়া গেছে সেটা হলো মাছের তেলের চিহ্ন। নিশ্চিতভাবে বলতে গেলে পিলচার্ড মাছ।'

ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হওয়ায় হেসে উঠল সাইমন। 'ওটা কি মাছ সেটা জানার জন্যেও টেস্ট করেছিলে নাকি?'

ঠাণ্ডা চোখে তাকাল রুডেল। 'না। কিচেন টেবিলে পিলচার্ড মাছের একটা আধখোলা টিন পাওয়া গেছে। পাশে ছিল একটা বেড়ালের খাবার পাত্র। আমি যেটা বলতে চাইছি, বেড়ালকে খাওয়াতে বসে আত্মহত্যা করে এমন মানুষ কি পৃথিবীতে আছে?'

BanglaBook.org

বিছানা থেকে টেনে নামিয়ে নেয়ার সময় কিছুটা চেতনা ফিরে এল ছেলেটার মাঝে। নিজের আশেপাশে কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে, তার সাথে ধাতব দরজা আর চাবির ঝনঝনানি। প্রতিধ্বনি উঠল শব্দগুলোর। এক ঝলক এসে ধাঁধিয়ে দিল তার চোখ। হাতের মাঝ দিয়ে সুঁই ফোটার মতো একটা ব্যথা চলে গেল, কুঁচকে উঠল তার মুখ।

কে জানে কতক্ষণ কেটে গেল–হয়তো কয়েক মিনিট, হয়তো কয়েক ঘণ্টা; সব কিছু অবাস্তব, ঝাপসা মনে হচ্ছে তার কাছে। তবে বুঝতে পারছে যে নড়তে পারছে না সে, পেছনে বেঁধে রাখা হয়েছে তার হাত। ধবধবে সাদা আলোটা যেন মাথার ভেতরে পুড়িয়ে দিচ্ছে। চোখ পিটপিট করছে ছেলেটা, চেয়ারে বাঁধা অবস্থাতেই মাথা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

একা নয় সে। তার সাথে আরও দু'জন লোক রয়েছে সেলারে, চোখ রেখেছে তার ওপর।

'ছোঁড়াটাকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করব?' জানতে চাইল একজন।

'না। আপাতত বাঁচিয়ে রাখা যাক। পরে কাজে আসতে পারে।'

BanglaBook.org

## আটাশ.

চুল ধুয়ে দিয়ে মাথার দুই পাশ দিয়ে বাথটাবের মাঝে পড়ছে উষ্ণ পানির ধারা। বাথটাবের পানি বের হওয়ার ফুটোর চারিপাশে লালচে ফেনা জমেছে। সাবধানে রবার্টার চুল থেকে রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করছে বেন।

'উফ।'

'দুঃখিত। এইখানটায় রক্ত শুকিয়ে গেছে।'

'আমি জানতে চাইনি, বেন।'

শাওয়ার হেডটা দেয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রেখে আরও কিছুটা শ্যাম্পু হাতে নিল বেন, রবার্টার চুলে ডলতে শুরু করল।

শান্ত হয়ে এসেছে রবার্টার স্নায়ু। এখন আর বমি ভাবটা নেই, হাতও কাঁপছে না। বেনের স্পর্শ পেয়ে এখন সুস্থ বোধ করছে সে। খুব যত্নের সাথে তার চুল ধুইয়ে দিচ্ছে বেন, ভাবল সে। তার শরীরের সাথে লেগে আছে বেনের শরীর, চুল থেকে ফেনা ধুইয়ে দিচ্ছে বেন।

'আর নেই কোথাও।'

'ধন্যবাদ,' চুলে একটা তোয়ালে জড়াতে জড়াতে বিড়বিড় করে বলল রবার্টা।

তাকে একটা অতিরিক্ত শার্ট দিল বেন, তারপর শরীরের বাকি অংশ পরিষ্কার করে নেয়ার সুযোগ দিয়ে বেরিয়ে গেল বাথরুম থেকে। রবার্টা যখন গোসল করছে, সেই ফাঁকে নিজের ব্রাউনিংটা দ্রুত খুলে পরিষ্কার করে আবার জোড়া লাগাল। বহু বছরের অভ্যাস, আপনাআপনিই কাজ করে হাতগুলো। জুতোর ফিতে বাঁধা বা দাঁত পরিষ্কার করার মতোই হয়ে গেছে ব্যাপারটা। কাজটা করার সময় অন্য কিছু নিয়ে চিন্তায় ব্যস্ত রইল ওর মস্তিষ্ক।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রবার্টা। শার্টটা আকারে বড় হওয়ায় কোমরের কাছে গিঁট দিয়ে নিয়েছে। লম্বা, তামাটে চুলগুলো এখনও ভেজা, চকচক করছে। এক গ্লাস ওয়াইন ঢেলে তাকে দিল বেন। 'ঠিক আছো এখন?'

'হ্যাঁ...ঠিক আছি।'

'রবার্টা...তোমাকে সব কথা খুলে বলিনি আমি। কিছু জিনিস তোমার জানা দরকার।'

'পিস্তলের কথা বলছ?'

BanglaBook.org

মাথা ঝাঁকাল বেন। 'সাথে আরও কিছু ব্যাপার।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে রইল রবার্টা, মাঝে মাঝে চুমুক দিল গ্লাসে। তাকে সব খুলে বলল বেন। ফেয়ারফ্যাক্স, তার দেয়া কাজ, ক্যান্সারে আক্রান্ত বাচ্চা মেয়েটার কথা–সব। 'এগুলোই বলতে চেয়েছিলাম তোমাকে। এখন সবই জানো তুমি,' বলে রবার্টার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য তার দিকে তাকিয়ে রইল ও।

কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল রবার্টা, গভীর চিন্তায় ডুবে থাকল। 'তাহলে, এটাই কি তোমার কাজ, বেন? বাচ্চাদের বাঁচানো?' একসময় মৃদু গলায় প্রশ্ন করল সে।

ঘড়ি দেখল বেন। 'রাত হয়েছে। এবার তোমার ঘুমানো দরকার।'

সেই রাতে বেডরুমে ঘুমাল রবার্টা, আর অন্য কামরার মেঝেতে ঘুমাল বেন। ভোরবেলা বেনের নড়াচড়ার শব্দে রবার্টার ঘুম ভেঙে গেল। বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল, নিজের সবুজ ক্যানভাস ব্যাগটা গোছাচ্ছে বেন। 'কি হয়েছে?'

'প্যারিস ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি।'

'চলে যাচ্ছ মানে? আমি কী করব?'

'গত রাতের ঘটনার পরেও আমার সাথে থাকতে চাও তুমি?'

'হ্যাঁ, থাকতে চাই। কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'দক্ষিণে', জবাব দিল বেন। ফুলকানেলির জার্নালটা তুলে নিয়ে ব্যাগে ঢোকাল, মনে মনে আশা করছে যে পড়ার জন্য আরও সময় পেলে ভাল হত। তারপর ডেস্কের একটা ড্রয়ার খুলে পাসপোর্ট বের করল। লন্ডনে থাকতে এটা বানিয়েছিল ও, আসলটার থেকে আলাদা করার কোনো উপায় নেই। ছবিটা ওরই, কিন্তু নামের জায়গায় লেখা আছে পল হ্যারিস। সেটা জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল বেন।

'কিন্তু বেন, একটা কথা,' হঠাৎ করেই মনে পড়ল রবার্টার। 'একবার বাসায় যেতে হবে আমাকে।'

মাথা নাড়ল বেন। 'সেটা অসম্ভব।'

'যেতেই হবে আমাকে।'

'কেন? কাপড়চোপড় বা অন্যান্য জিনিসপত্র লাগলে অসুবিধে নেই, পথে যা যা দরকার সব কিনে নেব আমরা।'

'না, ওসব কিছু নয়। যে লোকগুলো আমার পেছনে লেগেছে, ওরা যদি আমার এপার্টমেন্টে আবার ঢোকে তাহলে আমার এড্রেসবুকটা পেয়ে যেতে পারে। আমেরিকায় আমার সব বন্ধু আর পরিবারের সদস্যদের তালিকা রয়েছে ওতে। যদি আমাকে ধরার জন্য আমার পরিবারের পেছনে লাগে ওরা?'

BanglaBook.org

অফিসে ফিরে এসে পুরো পুলিশ স্টেশনকে ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় দেখল লুক সাইমন। গোলাগুলির খবর এসেছে একটা। এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে প্যারিসে। কিন্তু এমন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, যেখানে দু'জন পুলিশসহ সাতজন সিন নদীর তীরে মরে পড়ে আছে, সেই সাথে পাওয়া গেছে আগ্নেয়াস্ত্র আর অজস্র গুলির খোসা, সেখানে পুলিশ ফোর্সের নাওয়া-খাওয়া হারাম হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

ডেস্কের ওপর একটা বাদামি এনভেলাপ পেল সাইমন। হ্যান্ডরাইটিং অ্যানালাইসিসের রিপোর্ট। জারডির সুইসাইড নোটে যে হাতের লেখাটা পাওয়া গেছে সেটা তার এপার্টমেন্টে পাওয়া অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে মেলে না। বেশ কাছাকাছি, তবে জাল যে এটা নিশ্চিত। আর জাল সুইসাইড নোট মানে একটাই অর্থ দাঁড়ায়। বিশেষ করে যখন ইতোমধ্যেই জানা হয়ে গেছে যে গুলিটা ভিক্টিম চালায়নি।

এটা যদি খুনই হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে যে সত্যিই ভজঘট পাকিয়ে ফেলেছে সে। রাইডার নামের ওই মহিলার কথায় আরও বেশি গুরুত্ব দেয়া দরকার ছিল। হেলেনের সাথে তার ঝামেলা, সেই সাথে আরও নানা রকম ব্যাপারে ভার হয়ে আছে তার মাথা। ভেঙে পড়তে যাওয়া একটা সম্পর্ককে জোড়া লাগানো, সেই সাথে পুরো প্যারিস জুড়ে ঘটে যাওয়া খুনোখুনি থামানো–এ দুটো কাজ আসলে একসাথে করা খুবই কঠিন।

কিন্তু অজুহাত দেখানোর সময় নেই। আসল কথাটা হলো, সত্যিই ঝামেলা পাকিয়ে ফেলেছে সাইমন। রবার্টা রাইডার আসলে উন্মাদ নয়। সত্যিই কিছু একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে সে। সেটা কি, এবং তার সাথে রবার্টা রাইডারের সম্পর্কটা কেমন; এটাই এখন খুঁজে বের করতে হবে তাকে।

অনেক প্রশ্ন ঘুরছে তার মাথায়, কোনোটারই জবাব মিলছে না। জারডি যে রাতে মারা গেল সে রাতে রবার্টা রাইডারের সাথে থাকা লোকটা কে ছিল? ওদের দু'জনের মাঝে এমন কিছু একটা ছিল যেটা বেশ অদ্ভুত। মনে হচ্ছিল যেন রবার্টার মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা করছে লোকটা। সে তো বলেছিল যে রবার্টা তার ফিয়াসেঁ। কিন্তু দেখে তো তেমন ঘনিষ্ঠ মনে হলো না দু'জনকে। আর তার কয়েক ঘণ্টা আগেই না রবার্টা রাইডার বলেছিল যে সে সিঙ্গেল?

ওই লোকটা নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। কি নাম ছিল তার? সাইমনের যত দূর মনে আছে, নিজের নাম জানানোর জন্য খুব একটা আগ্রহী মনে হয়নি লোকটাকে। রবার্টা যখন তার হয়ে নামটা বলে দিল তখনও চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। ডেস্কে থাকা ফাইলটা খুলল সে। পাওয়া গেছে, বেন হোপ। বৃটিশ, যদিও প্রায় নিখুঁত ফ্রেঞ্চ বলে। এই লোকটার সম্পর্কে খোঁজ নেয়া দরকার।

BanglaBook.org

তারপর রাইডারের এপার্টমেন্টে তল্লাশী চালাতে হবে। এখন খুব সহজেই ওয়ারেন্ট পাওয়া সম্ভব।

ব্যস্ত করিডোরে সহকর্মী ডিটেকটিভ বোনার্ডের সাথে দেখা হয়ে গেল সাইমনের। এক সাথে সামনে এগোল দু'জন। বোনার্ডের চেহারা বেশ মলিন, উস্কোখুস্কো হয়ে আছে। 'এই মাত্র সাত খুনের ঘটনাটার সর্বশেষ খবর হাতে পেলাম,' জানাল সে।

'বলো আমাকে।'

'একজন সাক্ষী পাওয়া গেছে। এক বাইক আরোহী জানিয়েছে যে ঘটনার সময় দু'জনকে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে দেখেছে সে। শেতাঙ্গ পুরুষ এবং মহিলা। মহিলার বয়স বেশি না, ত্রিশের মতো। তামাটে চুল। পুরুষের বয়স আরেকটু বেশি, লম্বা, সোনালি চুল মাথায়। দেখে মনে হচ্ছিল মহিলা নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছিল। সাক্ষী বলেছে যে রক্তে ভেজা ছিল তার শরীর।'

'সোনালি চুলের পুরুষ আর লাল চুলো মহিলা?' পুনরাবৃত্তি করল সাইমন। 'মহিলাকে কী আহত মনে হচ্ছিল?'

'না। আমাদের ধারণা, খুন হওয়ার আগে এই মহিলাকেই উদ্ধার করতে গিয়েছিল আমাদের দুই অফিসার। গাড়ির পেছনের সিটে তার শরীরে লেগে থাকা রক্তের দাগ পাওয়া গেছে, কিন্তু সেটা আসলে ব্রিজের নিচে পাওয়া মৃতদেহগুলোর একজনের। রাইফেলের বুলেটে মাথা উড়ে গেছে লোকটার। পুরো দেয়াল রক্তে মাখামাখি।'

'তাহলে কোথায় গেল মহিলা?'

অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বোনার্ড। 'জানা নেই। মনে হচ্ছে যেন স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেছে। হয় নিজেই পালিয়েছে, না হলে আমাদের লোক ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই কেউ সরে পড়েছে তাকে নিয়ে।'

'বেশ। আর কি জানা গেছে?'

মাথা নাড়ল বোনার্ড। 'পুরো ব্যাপারটা গণ্ডগোল পাকিয়ে গেছে। রাইফেলটা উদ্ধার করেছি আমরা। মিলিটারি অস্ত্র, সিরিয়াল নাম্বার নেই, এবং কোনো ফিঙ্গারপ্রিন্টও পাওয়া যায়নি। যে পিস্তলগুলো পাওয়া গেছে সেগুলোর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। মৃতদের মাঝে দু'জনকে চেনা গেছে। অস্ত্র ডাকাতির মামলায় অভিযুক্ত। সাধারণ অপরাধী, তেমন গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়। কিন্তু ঘটনাটা কেন ঘটল সেটা এখনও বুঝতে পারছি না আমরা। হয়তো ড্রাগ সম্পর্কিত কোনো ঝামেলা।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল সাইমন।

'আরও একটা জিনিস জানা গেছে। অস্ত্রধারীদের মাঝে অন্তত একজন অনুপস্থিত। তিনজনের শরীরে নাইন মিলিমিটার বুলেট পাওয়া গেছে। মনে

BanglaBook.org

হচ্ছে একই পিস্তল থেকে বের হয়েছে। ফরেনসিকের লোকরা বলছে খুব সম্ভব ব্রাউনিং ধরনের কোনো পিস্তল। একমাত্র ওই অস্ত্রটাই উদ্ধার করতে পারিনি আমরা।'

'আচ্ছা,' বলল সাইমন, ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে মাথায়।

'আরও একটা কথা,' বলে চলল বোনার্ড। 'যত দূর বুঝতে পারছি, নাইন মিলিমিটার পিস্তলটা যার হাতে ছিল সে সাধারণ কোনো গুণ্ডা বদমাশ নয়। সে যেই হোক না কেন, অন্ধকারের মাঝে চলমান টার্গেটের শরীরে এক ইঞ্চির ব্যবধানে একাধিক বুলেট ঢুকিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। তুমি করতে পারবে এটা? আমি তো পারবই না...এই লোক নিঃসন্দেহে পেশাদার।'

BanglaBook.org

## ঊনত্রিশ.

'ওটা বেডসাইড টেবিলে আছে, তুমি নিশ্চিত?' রবার্টার বিল্ডিং থেকে কিছুটা দূরে তোবড়ানো পিগট গাড়িটা পার্ক করতে করতে প্রশ্ন করল বেন।

সকালে মার্কেট থেকে কিনে আনা বেসবল ক্যাপটা পরে আছে রবার্টা, চুলগুলো ভেতরে ঢোকানো। তার সাথে পরেছে সানগ্লাস, ফলে চেনার তেমন কোনো উপায় নেই। 'বেডসাইড টেবিল, ছোট্ট লাল রঙের নোটবই,' আবার বলল সে।

'তুমি এখানেই থাকো,' বলল বেন। 'চাবি ইগনিশনে থাকল। কোনো ঝামেলার আভাস পেলেই সরে যাবে এখান থেকে। আস্তে গাড়ি চালাবে, তাড়াহুড়ো করবে না। প্রথম সুযোগেই ফোন করবে আমাকে, তারপর দেখা হবে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকাল রবার্টা। গাড়ি থেকে বের হয়ে সানগ্লাসটা পরে নিল বেন। দুরু দুরু বুকে রবার্টা দেখল, রাস্তা পার হয়ে ওপাশের এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের গেটের মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

রবার্টা রাইডারের এপার্টমেন্টে যথেষ্ট সময় কাটিয়েছে লুক সাইমন। প্রায় আধ ঘণ্টা হয়ে গেল এখানে রয়েছে সে, দুই এজেন্টকে নিয়ে ফরেনসিক টিমের এসে পৌঁছানোর অপেক্ষা করছে। অধৈর্য হয়ে উঠেছে ইতোমধ্যে, আবার মাথাব্যথা শুরু হচ্ছে। বরাবরের মতোই দেরি করছে ফরেনসিকের লোকগুলো। হতচ্ছাড়া গাধার দল, একবার এসে পৌঁছালে ধমক দিয়ে ওদের ভূত ছাড়িয়ে দেবে সাইমন।

একবার দুই সঙ্গীর একজনকে কফি আনতে পাঠাবে কি-না ভাবল সে। থাক, সে নিজেই যাবে। ওরা যে কফি নিয়ে আসবে তা খাওয়ার উপযুক্ত হবে কি-না সন্দেহ। রাস্তার ওপাশে একটা বার দেখেছে, লে শিয়ে ব্লিউ। নামটা অদ্ভুত, তবে কফিটা আশা করা যায় ভাল হবে।

পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে দুপদাপ করে নেমে এল সাইমন, তারপর ঠাণ্ডা হলওয়ে ধরে বেরিয়ে এল বাইরের উজ্জ্বল রোদের মাঝে। নিজের চিন্তায় এতই ডুবে রয়েছে যে সানগ্লাস আর কালো জ্যাকেট পরা দীর্ঘদেহী সোনালি চুলের লোকটাকে খেয়ালই করল না। পাশ কাটানোর সময় গতি কমাল না লোকটা,

BanglaBook.org

তবে পুলিশ ইনস্পেক্টরকে চিনে ফেলল এক নজরেই। বুঝতে পারল উপরে আরও পুলিশ থাকা স্বাভাবিক।

'বেশ দ্রুতই চলে এল,' রাইডারের এপার্টমেন্টের ডোরবেল বাজতে শুনে ভাবল দুই অফিসার। দরজা খুলল তারা, আশা করছে সাইমনকে দেখতে পাবে। কপাল ভাল হলে হয়তো তাদের জন্যেও কফি আর কিছু খাবার নিয়ে আসবে ইনস্পেক্টর, যদিও সেটা খুব বেশি আশা করা হয়ে যায়। স্বাভাবিকের চাইতেও বেশি বদমেজাজি হয়ে রয়েছে আজ তাদের চিফ।

কিন্তু সাইমন নয়, দীর্ঘদেহী, সোনালি চুলো এক লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল দরজায়। এপার্টমেন্টে দুই পুলিশ সদস্যকে দেখে সে খুব একটা অবাক হয়নি বলেই মনে হলো। দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসল লোকটা। 'হাই,' চোখ থেকে সানগ্লাস খুলতে খুলতে বলল সে, 'আমার একটু সাহায্য দরকার...'

কাগজের কাপে এসপ্রেসো কফিতে চুমুক দিতে দিতে রাইডারের এপার্টমেন্টে ফিরে এল সাইমন। ভাগ্য ভাল তার, ইতোমধ্যেই কমতে শুরু করেছে মাথাব্যথা। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল সে, তারপর দরজায় টোকা দিল। তিন মিনিট পর অপেক্ষা করার পরও যখন কেউ খুলল না তখন আবার টোকা দিল সে, তারপর চিৎকার করে ডাক দিল। কি করছে ব্যাটারা ভেতরে? আরও এক মিনিট কেটে গেল। নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলা হয়েছে।

'পুলিশ,' প্রতিবেশী লোকটাকে নিজের আইডি কার্ড দেখিয়ে বলল সে। ছোটখাট বুড়ো লোকটা কচ্ছপের মতো কুঁচকানো গলা কাত করে বিমূঢ় চোখে আইডি কার্ডের দিকে তাকাল একবার, তারপর সাইমনের দিকে, এবং সব শেষে সাইমনের হাতের কফির কাপটার দিকে।

'পুলিশ,' আগের চাইতে জোর গলায় বলল সাইমন। 'আপনার এপার্টমেন্টে ঢুকতে হবে আমাকে।' এবার দরজা খুলে সরে দাঁড়াল বুড়ো। ভেতরে ঢুকল সাইমন। বুড়োর হাতে কাপটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'ধরুন। আপনার ব্যালকনি কোথায়?'

'এই দিকে।' পথ দেখিয়ে সামনে এগিয়ে চলল বুড়ো। ছোট একটা করিডোর পার হলো তারা, জলরঙে আঁকা ছবিতে ভরা। তারপর একটা ছোট কামরা, একটা পিয়ানো আর কিছু নকল অ্যান্টিক আসবাব রয়েছে সেখানে। টিভি চলছে এক পাশে। যা খুঁজছিল পেয়ে গেল সাইমন, বড় একটা জানালার ওপাশে সরু বারান্দা রয়েছে।

বুড়োর ব্যালকনি আর রাইডারের ব্যালকনির মাঝে স্রেফ দেড় মিটার দূরত্ব। তিন তলা নিচে রাস্তার দিক থেকে জোর করে চোখ সরিয়ে রাখল

BanglaBook.org

সাইমন, তারপর লোহার রেলিঙের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে একটা লাফ দিয়ে ওপাশের ব্যালকনিতে গিয়ে পড়ল।

রাইডারের ব্যালকনির জানালা খোলাই রয়েছে। নিজের অস্ত্র বের করে নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল সাইমন। কোন দিক থেকে যেন একটা মৃদু, ভোঁতা শব্দ আসছে। মনে হলো যেন রাইডারের ল্যাবরেটরির দিক থেকে। পয়েন্ট থার্টি এইট রিভলভারটা প্রস্তুত অবস্থায় সামনে বাড়িয়ে ধরে চুপি চুপি এগিয়ে গেল সে।

ল্যাবের ভেতরে ঢুকতেই আবার পাওয়া গেল শব্দটা। মাছিগুলো যে দরজার ভেতর রয়েছে সেখান থেকেই আসছে। থপ, থপ।

দরজা খুলতেই প্রথম যে জিনিসটা সাইমনের চোখে পড়ল সেটা হলো কুচকুচে কালো মাছিগুলো, শয়ে শয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কাঁচের ওপর। মোটা কাঁচের দেয়াল সত্ত্বেও তাদের ভনভন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কিছু একটা নড়ে উঠল সাইমনের পায়ের কাছে। নিচে তাকাল সে।

দুই ট্যাংকের মাঝে সরু জায়গায় ফেলে রাখা হয়েছে দুই অফিসারকে, টেপ দিয়ে হাত-পা আর মুখ বাঁধা। ছটফট করছে তারা। ডেস্কের ওপর পাশাপাশি পড়ে আছে তাদের অস্ত্রগুলো, সব গুলি বের করে নেয়া হয়েছে। অদৃশ্য হয়েছে ব্যারেলগুলো।

পরে সেগুলো মাছির ট্যাংকের ভেতর থেকে উদ্ধার করেছিল পুলিশ স্কোয়াড।

লাল রঙের নোটবুকটা রবার্টার কোলে ছুড়ে দিল বেন। 'প্রথম সুযোগেই এটা নষ্ট করে ফেলবে, ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল রবার্টা। 'অ-অবশ্যই।'

গতি বাড়িয়ে রাস্তার ওপাশে হারিয়ে গেল পিগট। একটা দরজার সামনে কুঁজো হয়ে বসে ছিল এক লোক, এবার মুখ তুলে তাকাল সে। লোকটা পুলিশ নয়, তবে গত রাত থেকে সেও রাইডারের এপার্টমেন্টের ওপর চোখ রাখছে। আনমনে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে ফোন তুলে নিল সে। দুবার রিং হওয়ার পর কেউ একজন ধরল ফোন। 'একটা রূপালি রঙের পিগট টু হান্ড্রেড সিক্স,' বলল লোকটা। 'সামনের দিকটা তোবড়ানো, এই মাত্র রু দে রোম-এর দিকে গেল। একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। এখনই রওনা দিলে বুলেভার্ড দে বাতিনোসের সামনে ধরা যাবে ওদের।'

BanglaBook.org

## ত্রিশ.

### ছয় মাস আগে, মসেগুরের কাছাকাছি, দক্ষিণ ফ্রান্স

বেশ অস্বস্তিকর একটা পরিস্থিতিতে পড়ে গেছে অ্যানা ম্যানজিনি। কে ভেবেছিল যে প্রাচীন ইতিহাসের ওপর দুই দুটো বইয়ের লেখিকা, সেই সাথে ফ্লোরেন্স ইউনিভার্সিটির একজন সম্মানিত লেকচারার এমন কিশোরীদের মতো অযৌক্তিক আচরণ করে বসবে? ভাল বেতনের চাকরি ছেড়ে ফ্রান্সের দক্ষিণে একটা বিলাসবহুল ভিলা ভাড়া করবে সে, তাও আবার পুরোদস্তুর লেখালেখি শুরু করার জন্য–এমন আচরণ তার প্রাক্তন সহকর্মী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কেউই আশা করতে পারেনি।

তার উপর আবার একেবারেই আলাদা একটা বাড়ি বেছে নিয়েছে সে, যেটা কি-না ল্যাংডকের পাহাড় আর উপত্যকার একেবারে মাঝে অবস্থিত। তার ধারণা ছিল যে একাকীত্বের কারণে হয়তো কল্পনাশক্তিকে কাজ করাতে সুবিধা হবে।

তেমন কিছুই হয়নি। দুই মাস ধরে এখানে রয়েছে সে, অথচ একটা লাইনও লিখতে পারেনি। প্রথমদিকে একা একাই থাকত, কারও সঙ্গে দেখা করত না। কিন্তু ইদানীং স্থানীয় বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষিত হচ্ছে তার ওপর, বিশেষ করে যখন তারা জেনেছে যে *দ্য ক্রুসেড দ্যাট হিস্টোরি ফরগট* এবং *গড'স হেরেটিকস ডিসকভারিং দ্য রিয়েল* ক্যাথারস নামের বইদুটোর লেখিকা এখন তাদের কাছ থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে বসবাস করছে। কয়েক মাসব্যাপী একাকীত্ব এবং একঘেয়েমির পর স্থানীয় আর্টিস্ট অ্যাঞ্জেলিক মটেলের সাথে বন্ধুত্ব করার সুযোগ পেয়ে খুশিই হয়েছে অ্যানা। বেশ কিছু নতুন মানুষের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে অ্যাঞ্জেলিক, এবং তাদের নিয়ে একটা ডিনার পার্টির আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অ্যানা।

অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে দুই দিন আগে অ্যাঞ্জেলিকের বলা কথাগুলো মনে পড়ল তার। 'আমার কি মনে হয় জানো, অ্যানা? তুমি রাইটার'স ব্লকে আক্রান্ত হয়েছ কারণ তোমার একজন পুরুষ দরকার। তাই তোমার ডিনার পার্টিতে আমার এক বন্ধুকে নিয়ে আসব বলে ঠিক করেছি। ড. এদুয়ার্দ লেগ্রা। মেধাবী, ধনী এবং সিঙ্গেল।'

BanglaBook.org

'তা সে যদি এতই ভাল হয়,' হেসে বলেছিল অ্যানা, 'তাহলে তাকে নিজে দখল না করে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছ কেন?'

'ওহ, দুষ্টু মেয়ে। সে আমার কাজিন,' হেসে উঠেছিল অ্যাঞ্জেলিক। 'কিছু দিন আগেই ওর ডিভোর্স হয়েছে, এখন ও নিজেও একা। তোমার চাইতে ছয় বছরের বড়, আটচল্লিশ বছর বয়স। কিন্তু অ্যাথলেটের মতো শরীর ওর। লম্বা, কালো চুল, সেক্সি, রুচিশীল...'

'ঠিক আছে, নিয়ে এসো তাকে,' অ্যাঞ্জেলিককে বলেছিল অ্যানা। 'তার সাথে দেখা হলে ভালই লাগবে আমার।' কিন্তু এই মুহূর্তে আর যাই হোক, কোনো পুরুষের দরকার নেই আমার, মনে মনে ভেবেছিল সে।

আটজন অতিথি এল ডিনারে। ইচ্ছে করেই সবাইকে এমনভাবে বসাল অ্যাঞ্জেলিক যাতে ড. লেগ্রা অ্যানার পাশে বসার সুযোগ পায়। ঠিকই বলেছিল সে, সত্যিই সুদর্শন এই ডক্টর। পরনে সুন্দর একটা স্যুট, কপালের দু'পাশে ধূসর হয়ে আসতে শুরু করেছে চুল।

কিছুক্ষণ নীস শহরের একটা আধুনিক চিত্রকলা প্রদর্শনী নিয়ে আলাপ চলল, অতিথিরা অনেকেই গিয়েছিল সেখানে। তারপর অ্যানার নতুন বইটা সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করল সবাই।

'আমাকে এই ব্যাপারে কথা বলতে বলবেন না, প্লিজ,' বলল অ্যানা। 'ভাবলেই মন খারাপ হয়ে যায়। রাইটার'স ব্লকে ধরেছে আমাকে। কিছুতেই লিখতে পারছি না। হয়তো প্রথমবারের মতো কোনো উপন্যাস লিখছি বলেই।'

বেশ অবাক হলো অতিথিরা। 'উপন্যাস? কি নিয়ে?' জানতে চাইল তারা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যানা। 'এটা আসলে ক্যাথারদের নিয়ে একটা রহস্য উপন্যাস। সমস্যাটা হলো, কাহিনীর চরিত্রদের কিছুতেই সাজিয়ে উঠতে পারছি না আমি।'

'সেক্ষেত্র তোমাকে সাহায্য করার জন্য সঠিক মানুষটিকে খুঁজে বের করেছি আমি,' সুযোগ বুঝে বলে উঠল অ্যাঞ্জেলিক। 'ড. লেগ্রা একজন বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট। যে কোনো ধরনের মানসিক সমস্যায় তাঁর সাহায্য চাইতে পারো তুমি।'

লেগ্রা হাসলেন। 'অ্যানার কোনো মানসিক সমস্যা হয়নি। অনেক মেধাবী মানুষই মাঝে মাঝে অনুপ্রেরণার অভাবে ভোগে। এমনকি বিখ্যাত সুরস্রষ্টা রাখমানিনভও এই সমস্যায় ভুগতেন। নিজের সবচেয়ে বিখ্যাত কাজগুলো করার জন্য সম্মোহনের সাহায্য নিতে হত তাকে।'

'ধন্যবাদ, ড. লেগ্রা,' হেসে বলল অ্যানা। 'তবে রাখমানিনভের সাথে তুলনা করে আমাকে অনেক বেশি সম্মান দিয়ে ফেলছেন আপনি।'

BanglaBook.org

'আমাকে এদুয়ার্দ বলে ডাকলে খুশি হব। আর আমি নিশ্চিত যে আপনি অত্যন্ত মেধাবী।' একটু থামলেন ডক্টর। 'তবে আপনি যদি অদ্ভুত সব চরিত্র দেখতে চান, সেই সাথে রহস্য এবং প্রাচীন জিনিসের প্রতি ঝোঁক থাকে, তাহলে আমি হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারব।'

'ড. লেগ্রা হচ্ছেন লেগ্রা ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর,' কান শহরের বাসিন্দা, মিউজিক টিচার মাদাম শ্যাব্রো বলে উঠলেন।

'লেগ্রা ইনস্টিটিউট?' প্রশ্ন করল অ্যানা।

'একটা মানসিক হাসপাতাল,' বলল অ্যাঞ্জেলিক।

'ছোট্ট একটা প্রাইভেট হাসপাতাল আর কি,' বললেন লেগ্রা। 'খুব বেশি দূরে নয়, লিমু-র কাছাকাছি।'

'এদুয়ার্দ, একটা অদ্ভুত লোকের কথা আমাকে বলেছিলে তুমি, মনে আছে?' বলল অ্যাঞ্জেলিক।

মাথা ঝাঁকালেন লেগ্রা। 'আমাদের সবচেয়ে অদ্ভুত রোগীদের একজন। প্রায় পাঁচ বছর ধরে রয়েছে আমার কাছে। তার নাম হচ্ছে রেনফিল্ড, ক্লাউস রেনফিল্ড।'

'নামটা শুনে ড্রাকুলার গল্পের সেই রেনফিল্ডের কথা মনে পড়ে গেল,' মন্তব্য করল অ্যানা।

'একেবারে খারাপ বলেননি। যদিও এই রেনফিল্ডকে কখনও মাছি ধরে খেতে দেখিনি আমি,' জবাব দিলেন লেগ্রা। হেসে উঠল সবাই। 'তবে সত্যিই লোকটা অদ্ভুত। ধর্মীয় উন্মাদনায় আক্রান্ত বলতে পারেন। এখান থেকে কাছেই একটা গ্রামে এক পাদ্রী তাকে খুঁজে পেয়েছিল। নিজের শরীর ক্ষতবিক্ষত করে লোকটা, সারা শরীর নানা রকম কাটা দাগে ভর্তি। শয়তান আর দেবদূতদের নিয়ে আবোলতাবোল বকে, তার ধারণা নরকে রয়েছে সে। মাঝে মাঝে স্বর্গেও থাকে। অনবরত ল্যাটিন আওড়ায়, সেই সাথে অর্থহীন আর সংখ্যা আর অক্ষর বলে বিড়বিড় করে। নিজের সেল... মানে কামরার দেয়ালে এসব লিখে লিখে ভরে ফেলেছে।'

'তাকে কলম দেয়া হয় কেন, ড. লেগ্রা?' প্রশ্ন করলেন মাদাম শ্যাব্রো। 'এটা তো বিপজ্জনক হতে পারে, তাই না?'

'আগে দিতাম, এখন আর দেয়া হয় না,' জবাব দিলেন লেগ্রা। 'নিজের রক্ত, প্রস্রাব আর পায়খানা ব্যবহার করে এগুলো লেখে সে।'

অতিথিদের সবার চেহারাই বিস্মিত হয়ে উঠল, ঘেন্নার আভাস দেখা গেল কারও কারও মাঝে। কেবল অ্যানা বাদে। 'শুনে মনে হচ্ছে লোকটা খুব দুঃখী, বলল সে।

মাথা ঝাঁকালেন লেগ্রা। 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়।'

'কিন্তু একজন মানুষ নিজের শরীর ক্ষতবিক্ষত কেন করবে, এদুয়ার্দ?' নাক কুঁচকে জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলিক। 'কি ভয়ানক একটা কাজ!'

BanglaBook.org

'রেনফিল্ডের মাঝে স্টিরিওটাইপিক ব্যবহার দেখা গেছে,' বললেন লেগ্রা। 'যার অর্থ হলো, আমরা যাকে বলি অভসেসিভ কমপালসিভ ডিজঅর্ডার, সেই রোগে ভুগছে সে। এটা হতে পারে বহু পুরনো কোনো মানসিক অশান্তি বা অবসাদের কারণে। রেনফিল্ডের ক্ষেত্রে এই রোগটা ঘটেছে খুব সম্ভব বছরের পর বছর ধরে কোনো কিছু নিষ্ফলভাবে খুঁজে বেড়ানোর কারণে।'

'কি খুঁজছিল সে?' জানতে চাইল অ্যানা।

কাঁধ ঝাঁকালেন লেগ্রা। 'তা আমরা জানি না। দেখেশুনে মনে হয় হারানো কোনো গুপ্তধনের সন্ধানে নেমেছিল সে, অথবা কোনো গোপন তথ্য খুঁজে বের করতে চেয়েছিল। মানসিকভাবে অসুস্থদের মাঝে এই লক্ষণ প্রায়ই দেখা যায়।' হাসলেন তিনি। 'এমন আরও কিছু গুপ্তধন শিকারীর চিকিৎসা করতে হয়েছে আমাদের, বেশ কিছু যিশুখ্রিস্ট, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এবং অ্যাডলফ হিটলারের দেখাও পেয়েছি। ভ্রান্ত ধারণার ক্ষেত্রে খুব বেশি কল্পনাশক্তি খাটায় না এই লোকগুলো।'

'হারানো গুপ্তধন,' আনমনেই বলল অ্যানা। 'আপনি তো বলছিলেন যে তাকে যেখানে খুঁজে পাওয়া গেছে সেটা খুব বেশি দূরে নয় এখান থেকে...' আবার চিন্তায় ডুবে গেল সে।

'তাকে সুস্থ করার কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায় না, এদুয়ার্দ?' প্রশ্ন করল অ্যাঞ্জেলিক।

মাথা নাড়লেন লেগ্রা। 'চেষ্টা করেছি। এখানে আনার পর প্রথমে সাইকোএনালাইসিস এবং অকুপেশনাল থেরাপি দেয়া হয়েছিল। প্রথম কয়েক মাসে মনে হচ্ছিল কাজ হচ্ছে। নিজের স্বপ্ন লিখে রাখার জন্য একটা নোটবুক দেয়া হয়েছিল তাকে। কিন্তু তারপরই দেখা গেল, অর্থহীন সব কথাবার্তা দিয়ে সেটা ভর্তি করছে সে। এর পর থেকে ধীরে ধীরে তার মানসিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে, আবার নিজের শরীরে ক্ষত তৈরি করতে শুরু করে সে। ফলে লেখালেখির জিনিসপত্র সরিয়ে নিতে বাধ্য হই আমরা, ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে দেই। তখন থেকেই সে উন্মাদনার আরও গভীরে ডুবে যেতে শুরু করেছে।'

'কি ভয়ানক,' শিউরে উঠল অ্যানা।

মিষ্টি হাসি নিয়ে তার দিকে তাকালেন লেগ্রা। 'যাই হোক, আপনি যদি আমাদের হাসপাতালে আসেন তাহলে আমরা খুবই খুশি হব, অ্যানা। আর আপনার বই লেখার কাজে যদি সুবিধা হয় তাহলে রেনফিল্ডের সাথে মুখোমুখি দেখা করিয়ে দেয়ারও ব্যবস্থা করতে পারি, অবশ্যই আমাদের উপস্থিতিতে। কেউ কখনও দেখতে আসে না ওকে। কে জানে, দেখতে আসার মতো কাউকে পেলে হয়তো ওর সুবিধাই হবে।'

BanglaBook.org

## একত্রিশ

## প্যারিস

অবশেষে ধাঁধার উত্তরগুলো একে একে ধরা দিচ্ছে লুক সাইমনের কাছে। রবার্টা রাইডারের এপার্টমেন্টে যে দুই অফিসারকে বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছিল তারা তাদের ওপর আক্রমণ চালানো ব্যক্তির বর্ণনা দিয়েছে। এই লোক বেন হোপ না হয়েই যায় না।

তারপরই এল কয়েকদিন আগের রেলওয়ে অ্যাক্সিডেন্টে জড়িত মার্সিডিজ লিমোজিনটার বিবরণ। গাড়িটা নিজেই একটা জলজ্যান্ত ঝামেলা। কোনো রেজিস্টার্ড মালিক নেই। নাম্বার প্লেট নকল। ইঞ্জিন এবং চেসিস-দুটোরই সিরিয়াল নাম্বার ঘষে তুলে ফেলা হয়েছে। ভেতরের লকিং সিস্টেম মিলে যায় কিডন্যাপ কারের সাথে। দেখেশুনে মনে হচ্ছিল এ ধরনের কাজেই ব্যবহার করা হয় গাড়িটা, কারণ ভেতরে যেই থাকুক না কেন, নাইন এম এম পিস্তল দিয়ে গুলি করে বের হওয়ার পথ তৈরি করতে চেয়েছে সে।

সেই লোকটার পরিচয় এখনও জানা না গেলেও গাড়ির পেছনে পাওয়া নাইন এম এম বুলেটের খোসার অ্যানালাইসিস রিপোর্টে জানা গেছে যে নদীর পাশে যে খুনগুলো হয়েছিল সেখানেও এই একই অস্ত্রধারী উপস্থিত ছিল। কে লোকটা? মনে হচ্ছে তাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব হবে। কিন্তু রেলওয়ে দুর্ঘটনায় যারা তদন্ত করছিল তারা মার্সিডিজের ভেতরে একটা বিজনেস কার্ড পেয়েছে। কার্ডে যে নামটা লেখা ছিল তা হলো বেনেডিক্ট হোপ।

আরও আছে। কাছের একটা বার-রেস্টুরেন্টের পার্কিং লটে একটা সিট্রো টুসিভি পাওয়া গেছে, যেটা ওই রেলওয়ে এক্সিডেন্টের সাথে জড়িত ছিল। গাড়ির অদৃশ্য হওয়া বাম্পার গ্রিল, মার্সিডিজ থেকে উঠে আসা রঙের চিহ্ন, এমনকি চাকায় লেগে থাকা মাটি—সবই রেলওয়ে দুর্ঘটনার সাথে মিলে যায়। এবং টুসিভি গাড়িটা রেজিস্টার করা ড. রবার্টা রাইডারের নামে।

আরও একটা খবর হলো, ফরেনসিক টিম যখন রাইডারের এপার্টমেন্টে তল্লাশী চলাচ্ছে তখন একটা জিনিস পেয়েছে তারা। ঠিক যেখানটায় রাইডার বলেছিল যে তার আততায়ী পড়ে ছিল সেখানে। এক ফোঁটা রক্ত। জায়গাটা যেই পরিষ্কার করে থাকুক না কেন, ওই রক্তটুকু পরিষ্কার করতে ভুলে গেছে

BanglaBook.org

সে। ফরেনসিকদের দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ডিএনএ টেস্ট করানোর ব্যবস্থা করেছে সাইমন, সেগুলো মিলিয়ে দেখেছে রবার্টার চিরুনী এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস থেকে পাওয়া নমুনার সাথে। রক্তটা তার নয়। তবে মনসিউ পার্কে পাওয়া একটা জিনিসের সাথে রক্তের নমুনা মিলে যায়। একটা মানুষের কাটা হাত।

হাতের মালিকের নাম হচ্ছে গুস্তাভ লেপু, একজন অপরাধী। যৌন হয়রানী, ধর্ষণের চেষ্টা, অস্ত্র হাতে আক্রমণ, চুরি এবং দু'টো খুনের সন্দেহে তাকে খুঁজছে পুলিশ। এখন মনে হচ্ছে সত্যি কথাই বলছিল রাইডার। কিন্তু লেপু তার এপার্টমেন্টে ঢুকেছিল কেন? স্রেফ চুরি করতে? মোটেই না। আরও বড় কিছু ঘটছে এখানে। কেউ একজন নিশ্চয়ই রাইডারকে খুন করার জন্য ভাড়া করেছিল লেপুকে, অথবা কিছু একটা চুরি করতে চেয়েছিল তার কাছ থেকে, অথবা দুটোই। তখন রাইডারের কথায় গুরুত্ব দেয়নি বলে এখন নিজেকে লাথি মারতে ইচ্ছে করছে সাইমনের।

আরও প্রশ্ন মাথাচাড়া দিচ্ছে। লেপুর মৃত্যুর ব্যাপারটা ধামাচাপা দিল কে? তার মৃতদেহ রাইডারের এপার্টমেন্ট থেকে বের করে নিয়ে গেল, তারপর টুকরো টুকরো করে গুম করে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা চালাল কে? এর সাথে মিশেল জারডির কী সম্পর্ক? একই লোক কি তাকেও খুন করেছে? এর মাঝে বেন হোপ কোথা থেকে আসছে? রাইডার যে বৃটিশের বিপদের কথা বলেছিল সেই কি বেন হোপ? রেলওয়ের ওই ঘটনাটা যদি বেন হোপকে খুন করার জন্য ঘটানো হয়ে থাকে, তাহলে সেদিন রাতে যখন বেন হোপের সাথে সাইমনের দেখা হলো তখন তো তার মাঝে তেমন কোনো উদ্বেগের ছায়া দেখা যায়নি? হোপ আর রাইডার এখন কোথায়? হোপ কি শিকার, না শিকারী? পুরো ব্যাপারটাই দারুণ রহস্যময় মনে হচ্ছে।

নিজের ছোট্ট অফিসে রিগোর সাথে বসে বসে কফিতে চুমুক দিচ্ছিল সাইমন, এই সময় ইংল্যান্ড থেকে এসে পৌঁছাল তার কাঙ্খিত ফ্যাক্সটা। কাগজটা মেশিন থেকে ছিঁড়ে নিয়ে পড়ল সে। 'বেনেডিক্ট হোপ,' বিড়বিড় করে বলে উঠল। 'সাইত্রিশ বছর বয়স। অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেছে। বাবা-মা নেই। কোনো ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই, এমনকি কোনো পার্কিং টিকেটও না। শালা একেবারেই পরিষ্কার,' বলে আবার কফিতে চুমুক দিল সে।

কাগজটা রিগোর হাতে দিল সে। নতুন আরেকটা কাগজ বের হতে শুরু করেছে ফ্যাক্স মেশিন থেকে। কাগজটা বের হতে হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করল সাইমন। শুরুতেই ব্রিটিশ মিলিটারি অভ ডিফেন্সের প্রতীক দেখা যাচ্ছে। তার নিচে অনেক কিছু লেখা। প্রায় সব জায়গাতেই রয়েছে অফিসিয়াল সিল ছাপ্পড় আর গোপনীয়তার সতর্কতা। দ্বিতীয় পৃষ্ঠাও প্রথমটার মতোই মনে হলো। তারপর এল তৃতীয় পৃষ্ঠা। শিস দিয়ে উঠল সাইমন।

BanglaBook.org

'কি হয়েছে?' মুখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রিগো।

কাগজটা তাকে দেখাল সাইমন। 'হোপের মিলিটারি রেকর্ড।'

সেটা পড়তে পড়তে ভ্রু উঁচু হয়ে উঠল রিগোর। 'বাপ রে,' সশব্দে দম নিল সে। 'এ তো ভয়ানক লোক!'

'আর কোনো সন্দেহ নেই, এই লোকই সেই অস্ত্রধারী যাকে আমরা খুঁজছি।'

'করছে কি লোকটা? কি চলছে এসব?'

'আমি জানি না,' বলল সাইমন। 'কিন্তু ওকে ধরব আমি, তারপর সব জেনে নেব। এখনই ওকে ধরার জন্য অ্যালার্ট জারি করছি,' বলে ফোনটা তুলে নিল সে।

মাথা নাড়তে নাড়তে ফ্যাক্সে আসা কাগজের ওপর টোকা দিল রিগো। 'এই ব্যাটাকে ধরতে হলে অর্ধেক ফ্রেঞ্চ পুলিশ ফোর্সকে দরকার হবে তোমার।'

BanglaBook.org

## বত্রিশ.

প্যারিস থেকে দক্ষিণদিকে গাড়ি চালিয়ে যেতে দীর্ঘ সময় লেগে গেল। নেভার্সে পৌঁছানোর পর হাইওয়েতে একটা ঝামেলা থাকার কারণে ক্লেরমো-ফেরান্ড পর্যন্ত ন্যাশনাল রোড ধরে যাওয়া লাগল, তারপর ঘুরে আবার হাইওয়ে সেভেন্টি ফাইভে উঠে এল ওরা। ওদের গন্তব্য, ল্যাংডক এলাকার লে পুই এখনও অনেক দূরে, দক্ষিণ দিকে। বেন আশা করছে যে ওখান থেকে ক্লাউস রেনফিল্ডের গতিবিধি সম্পর্কে জানতে পারবে সে, যে কাজে নেমেছে সেটা কিছু দূর এগিয়ে নিতে পারবে।

ওর কাছে সম্বল বলতে ফুলকানেলির অর্ধেক পড়া সেই জার্নালটা। এখনও ঠিক জানে না যে কি খুঁজছে ও। এখন শুধু সামান্য যে তথ্যগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো অনুসরণ করা ছাড়া কোনো পথ নেই, সেই সাথে আশা করা যে সামনে হয়তো পথ আরেকটু সুবিধাজনক হয়ে উঠবে।

ওর পাশের সিটে ঘুমাচ্ছে রবার্টা, মাথাটা এলিয়ে পড়েছে বেনের কাঁধের ওপর। গত এক ঘণ্টাখানেক ধরেই ঘুমাচ্ছে সে। প্রায় একই সময় ধরে বেন বুঝতে পেরেছে যে ওদের পেছনে লেগেছে কেউ। রিয়ারভিউ মিররে যে নীল রঙের বিএমডব্লিউ গাড়িটা দেখা যাচ্ছে সেটা প্যারিস ছাড়ার কিছু পর থেকেই লেগে আছে ওদের সাথে, একই দূরত্ব বজায় রেখে চলছে।

পিগট গাড়িটার জন্য তেল নিতে গিয়েই প্রথমবারের মতো ওদের দেখতে পায় বেন। ওর পেছনে অপেক্ষা করছিল বিএমডব্লিউটা। চার আরোহীর মাঝে অস্থির একটা ভাব ছিল। বেন বুঝতে পারছে যে ওদের হারিয়ে ফেলতে চাইছিল না লোকগুলো।

আবার রাস্তায় উঠে আসার পর গাড়িটাকে একটু বাজিয়ে দেখল বেন। সামনের কোনো ধীর গতির গাড়িকে ওভারটেক করলে বিএমডব্লিউও তাই করছে। গতি কমিয়ে আনলেও একই ঘটনা, যদিও রাস্তার বাকি গাড়িগুলো তখন বিরক্ত হয়ে হর্ন বাজাতে লাগল বারবার। বেন গতি বাড়ানোর সাথে সাথে আবার ওদের গতিও বাড়ল। আর কোনো সন্দেহ রইল না ওর মনে।

'এমন পাগলের মতো গাড়ি চালাচ্ছ কেন?' ঘুমজড়িত গলায় অভিযোগ জানাল রবার্টা।

BanglaBook.org

'আমি একটা পাগল, সে জন্যই মনে হয়,' জবাব দিল বেন। 'আসলে কথাটা তোমাকে বলতে চাচ্ছিলাম না, কিন্তু আমাদের কয়েকজন বন্ধু পিছু নিয়েছে। নীল বিএমডব্লিউটা দেখতে পাচ্ছ?' রবার্টাকে পেছনে তাকাতে দেখে যোগ করল ও।

'মানে আবার ওরা?'

'মাথা ঝাঁকাল বেন। 'হয় ওরা, না হয় ব্যাটারা পথ চেনে না।'

'কাটাতে পারবে ওদের?'

কাঁধ ঝাঁকাল বেন। 'নির্ভর করছে ওরা কতটা আঠালো তার উপর। তবে ওদের সরাতে না পারলে এভাবেই ফলো করতে থাকবে, তারপর নির্জন কোনো রাস্তা এলেই হামলা চালাবে।'

'হামলা চালাবে মানে? আচ্ছা, জবাব দেয়ার দরকার নেই। দেখো ওদের খসাতে পারো কি-না।'

'ঠিক আছে। শক্ত হয়ে বসে থাকো।' দুই গিয়ার নামিয়ে আনল বেন, তারপরেই অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিল। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল পিগট, একটা ট্রাককে পাশ কাটানোর চেষ্টায় মাতালের মতো দুলে উঠল। পেছন থেকে হর্ন বাজাল কেউ। ইঞ্জিনের গর্জনে ভরে উঠল গাড়ির ভেতরটা। রিয়ারভিউ মিররে তাকিয়ে বিএমডব্লিউটাকেও গতি বাড়াতে দেখল বেন, একে বেঁকে এগিয়ে আসছে। 'ঠিক আছে, তোরা যদি তাই চাস,' বিড়বিড় করে বলল ও, তারপর আরও চেপে ধরল অ্যাক্সিলারেটর।

সামনে একটা লরিকে দেখা যাচ্ছে লেন ছেড়ে বেরিয়ে আসছে। ফাঁকা জায়গায় সেধিয়ে গেল পিগট, ভুল পাশ দিয়ে ওভারটেক করল লরিকে। পাগলের মতো দুলে উঠল লরি, হর্ন বাজাতে লাগল বারবার। কয়েক সেকেন্ডের মাঝেই ছোট হয়ে এল রিয়ারভিউ মিররে।

'আত্মহত্যা করতে চাও নাকি?' ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল রবার্টা।

'সেটা চাই কেবল মদ পেটে না পড়লে,' পাল্টা জবাব দিল বেন।

'মদ কি আজ পড়েনি পেটে?' মুখ বাঁকাল রবার্টা। 'থাক, এটারও জবাব দেয়ার দরকার নেই।'

সামনে একটা সোজা রাস্তা দেখা যাচ্ছে। পেডেলে সর্বোচ্চ চাপ দিল বেন। ঘণ্টায় এক'শ ষাট কিলোমিটারে উঠে গেল গাড়ির গতি। সিটের দুই পাশ খামচে ধরল রবার্টা। পেছনে ফেলে আসা বিভ্রান্ত গাড়িগুলোর মাঝ থেকে বেরিয়ে এল বিএমডব্লিউ, দ্রুত এগিয়ে আসছে সামনে।

প্রচণ্ড গতিতে গাড়িগুলোকে পাশ কাটাচ্ছে বেন। ভারি বিএমডব্লিউয়ের তুলনায় অনেক হালকা তার পিগট, ফলে সামনে যখন একটা মোড় দেখা দিল

BanglaBook.org

তখন অনুসরণকারীরা প্রায় এক'শ মিটার পিছিয়ে পড়েছে। হাইওয়ে থেকে একটা পেঁচানো রাস্তায় নেমে এল পিগট। দুইবার মোড় নিল বেন, বামে এবং ডানে। তবে বিএমডব্লিউয়ের ওজন বেশি হলেও গতি দিয়ে সেটা পুষিয়ে নিয়েছে। গাড়িটার ড্রাইভারও অত্যন্ত একগুঁয়ে, জোঁকের মতো লেগে আছে পেছনে।

সামনে একটা গ্রামের সাইন দেখা গেল, মোড় ঘুরতে গিয়ে কর্কশ আওয়াজ করল পিগটের টায়ার। মোড়ের পর বেশ অনেকটা সোজা রাস্তা। প্রায় গায়ের উপর এসে পড়েছে বিএমডব্লিউ। স্পিডোমিটারের ওপর চোখ বেনের, যত দ্রুত পারে চালাচ্ছে গাড়ি। ওদের পেছনে বিএমডব্লিউয়ের এক যাত্রী জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল, তারপর পিস্তলের গুলি ছুড়ল কয়েকটা। গুঁড়িয়ে গেল পিগটের পেছনের জানালার কাঁচ।

গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়ল ওরা, প্রধান স্কয়ার ধরে ছুটে চলল। কোনোমতে একটা ফোয়ারার সাথে সংঘর্ষ এড়াল, রেস্টুরেন্টের বারান্দায় বসে থাকা কয়েকজন গ্রামবাসীকে চমকে দিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। লাফ দিয়ে উঠে মাতাল ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে গালাগালি ছুড়তে লাগল লোকগুলো, কিন্তু তারপরেই বিএমডব্লিউটাকে ছুটে আসতে দেখে কোনোমতে সরে গেল প্রাণ নিয়ে। বারান্দার টেবিল চেয়ারগুলো শূন্যে তুলে দিয়ে পিগটের পেছনে ছুটল বিএমডব্লিউ।

সামনে একটা মোড় দেখা যাচ্ছে। টায়ারের শব্দ তুলে বামে মোড় নিল বেন। একটুর জন্য বেঁচে গেল একটা ট্রাকের সাথে বাড়ি খাওয়ার হাত থেকে। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ফিয়াটের গায়ে ধাক্কা মারল ট্রাকটা। গড়িয়ে এসে বিএমডব্লিউ-এর সামনে পড়ল ফিয়াট। মোড় ঘুরতেই ফিয়াটের সাথে ধাক্কা খেল বিএমডব্লিউ, একটা দেয়ালের গায়ে ছুড়ে মারল হালকা গাড়িটাকে। বিএমডব্লিউ-এর সামনের দিকটা তুবড়ে গেছে। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার গতি তুলে পিগটের পেছনে ধাওয়া করল ড্রাইভার।

গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল গাড়িদুটো, এখন দুই পাশে গাছের ছায়ায় ঢাকা একটা সর্পিল পথ ধরে ছুটছে। ডান পাশে একটা ফাঁকা জায়গা দেখা যাচ্ছে সামনে। হুইল ঘোরাল বেন, সেদিকে ছুটল পিগট। কাঁচা রাস্তা, মাটি ছুটল চার পাশে। গাড়ির নাক সোজা করে নিয়ে ছুটতে শুরু করল বেন, কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই একটা গর্তে পড়ে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে লাফিয়ে উঠল গাড়ি। মনে হলো পাকস্থলী উঠে আসবে মুখ দিয়ে।

ওদিকে পিছু ছাড়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না বিএমডব্লিউ-এর মাঝে। ধুলো উড়িয়ে ছুটছে গাড়িদুটো। ঘাড় ঘোরাল রবার্টা, দেখল গর্তটায় পড়ে ধুলোর মাঝে হারিয়ে গেল বিএমডব্লিউ-এর নাক।

BanglaBook.org

তীক্ষ্ণ একটা মোড় নিল পিগট। সামনে হঠাৎ উদয় হলো একটা ট্রাক্টর। তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে একটা খামারের পাতলা গেটের মাঝে গুঁতো মারল বেন। শোলার মতো ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল পাতলা কাঠ, মাঠে নেমে পড়ল পিগট। উঁচুনিচু মাটির ওপর দিয়ে ছুটল কিছু দূর, তারপর একটা ঢালে নেমে পড়ল। তারপর হঠাৎ যেন শূন্যে উড়াল দিল এক মুহূর্তের জন্য। প্রায় সাথে সাথেই খাদের অপর পারের সাথে ধাক্কা খেল, প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকি লাগল। তারপর থেমে গেল পিগট।

গাড়ি থেকে বের হয়ে এল দু'জন। পেছন পেছন ঢাল বেয়ে নেমে আসছে বিএমডব্লিউ। পিগট যেখানে পড়েছে সেখান থেকে ধুলো উড়ছে দেখে ব্রেক কষল ড্রাইভার, একটু বেশিই জোরে–ফলে এক পাশে ঘুরে গেল বিএমডব্লিউ-এর ভারি শরীর। ঘুরতে গিয়ে আরেকটা গর্তে পড়ল, এবং এক পাশের দুই চাকায় ভর দিয়ে খাড়া হয়ে গেল, তারপর চার চাকা শূন্যে তুলে দিয়ে চিৎ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কোনোমতে বেরিয়ে এল চার আরোহী। মোটাসোটা একজন, কপাল থেকে রক্ত গড়াচ্ছে–গুলি করল পিগটকে লক্ষ্য করে। পেছনের জানালার কাঁচ ভেঙে সহস্র টুকরো হয়ে গেল, মাথা নিচু করে নিজেকে বাঁচাল রবার্টা।

'রবার্টা!' ব্রাউনিং তুলে নিয়ে পাল্টা জবাব দিচ্ছে বেন। মোটা লোকটার মাথার চার ইঞ্চি দূর দিয়ে বিএমডব্লিউ-এর গায়ে গিয়ে বিঁধল ওর গুলি। ওর পাশে এসে আশ্রয় নিল রবার্টা।

ধাওয়াকারীদের মাঝে তিনজন বিএমডব্লিউ-এর ওপাশে আশ্রয় নিল। চতুর্থজন একটা পাথরের ওপাশে চলে গেছে, হাতে নলকাটা শটগান। গুলি করল লোকটা। পিগটের ছাদে একটা এবড়োখেবড়ো গর্ত তৈরি হলো, চেঁচিয়ে উঠল রবার্টা। ব্রাউনিং তুলে আরও চারটে গুলি করল বেন, ধুলো উড়তে লাগল শটগানধারীর চারপাশে। পাথরের আড়াল থেকে গড়িয়ে সরে গেল লোকটা, শটগানের স্লাইড টানছে। আবার গুলি করল বেন, করতেই থাকল যতক্ষণ না খালি হয়ে গেল ব্রাউনিঙের ম্যাগাজিন। শূন্য ম্যাগাজিনটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে অতিরিক্ত ম্যাগাজিনের আশায় পকেটে হাত ঢোকাল ও।

পকেট খালি! হঠাৎ মনে পড়ল, গাড়ির ভেতরে ব্যাগে রয়েছে সব ম্যাগাজিন আর অস্ত্র।

উল্টে পড়া বিএমডব্লিউ-এর পাশ থেকে বেরিয়ে এল আরেক লোক। হাতে লম্বা, কালো রঙের একটা অস্ত্র, মুখে পুরু সাইলেন্সার লাগানো। বাঁটটাও বেশ লম্বা। ইনগ্রাম সাবমেশিনগান থেকে এক পশলা গুলি ছুড়ল সে। পিগটের পাশটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল, মাথা নিচু করতে বাধ্য হলো বেন। তৃতীয় আর চতুর্থ ব্যক্তিও সুযোগ বুঝে বেরিয়ে আসছে, হাতে পিস্তল। সাবধানে এগোচ্ছে তারা।

BanglaBook.org

সাবমেশিনগান থেকে আরেক পশলা গুলি ছুড়ল লোকটা, বেনের বাম পাশে ধুলো উড়ল। অবস্থা ভাল নয়।

হঠাৎ করেই ফুরিয়ে গেল ইনগ্রামের গুলি, তাড়াতাড়ি সেটা রিলোড করার চেষ্টা করতে লাগল লোকটা। সুযোগ বুঝতে পারল বেন। পিগটের ভেতর হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা তুলে আনল ও, তাড়াতাড়ি মুখ খুলে ভেতরটা হাতড়াতে লাগল। ইনগ্রাম নিয়ে লোকটা আরও কাছে এগিয়ে এসেছে, এই সময় একটা ম্যাগাজিন ঠেকল ওর হাতে। সাথে সাথে সেটা পিস্তলে ভরে পিগটের ছাদের উপর দিয়ে লোকটার বুকে দু'টো বুলেট ঢুকিয়ে দিল বেন। উল্টে পড়ে গেল লোকটা। বিএমডব্লিউ-এর সবচেয়ে কাছে যে পিস্তলধারী ছিল সে আড়ালের সন্ধানে দৌড় দিল, একই সাথে এলোপাথাড়ি একটা গুলি ছুড়ল কাঁধের উপর দিয়ে। তার সঙ্গী যখন বুঝতে পারল যে আড়াল খোঁজার তুলনায় অনেক দূরে রয়েছে সে, তখন দৌড়ানোর চেষ্টা বাদ দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, তারপর হাতের নাইন এম এম পিস্তলের পুরো ম্যাগাজিন খালি করল বেনকে লক্ষ্য করে।

মাথা নিচু করে বসে পড়ল বেন। বুলেটগুলো শিস কেটে ছুটে গেল ওর পাশ দিয়ে।

কিন্তু একটা বুলেট লক্ষ্য খুঁজে পেল ঠিকই। শরীরের ডান পাশে ঝাঁকি খেয়ে ঘুরে গেল ও, তারপর কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে পাল্টা গুলি করল। দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে দিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল লোকটা। পিস্তলটা ছুটে গেল হাত থেকে।

টলোমলো পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করল বেন। চারদিকে শুধু রক্ত। ঝাপসা হয়ে আসছে ওর চোখ। হঠাৎ করেই যেন গাছের মাথা আর ধূসর আকাশ উদয় হলো ওর দৃষ্টিসীমায়।

বেনকে পড়ে যেতে দেখল রবার্টা, চিৎকার করে উঠল সাথে সাথে, একই সাথে ধরে ফেলল ওর হাত থেকে পড়ে যাওয়া পিস্তলটা। এর আগে কখনও গুলি করেনি সে, তবে ব্রাউনিং দিয়ে গুলি করা সোজা—সেফ তাক করো আর ট্রিগার চাপো। বিএমডব্লিউ-এর আড়াল থেকে বেরিয়ে এল শেষ অস্ত্রধারী, গুলি করল রবার্টাকে লক্ষ্য করে। তার চামড়া ঘেষে বেরিয়ে গেল গুলি। দুই হাতে ব্রাউনিং চেপে ধরে গুলি করল রবার্টা, লোকটাকে আড়াল নিতে বাধ্য করল। তারপর পিগটের ভাঙা জানালা দিয়ে বের করে নিল নিজের ব্যাগটা।

'দৌড়াতে পারবে?' বেনকে প্রশ্ন করল সে। গুঙিয়ে উঠল বেন, তারপর কোনোমতে সোজা হওয়ার চেষ্টা করল। হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না মোটেই। আরও একটা গুলির শব্দ হলো। জবাবে গুলি ছুড়ল রবার্টাও, এবং এবার লোকটার উরুতে লাগাতে পারল। চেঁচিয়ে উঠে বিএমডব্লিউ-ওপাশে পড়ে গেল

BanglaBook.org

সে। আবার খালি হয়ে গেছে ব্রাউনিং। ওদিকে আহত লোকটা একটা ডাবল ব্যারেল শটগান নিয়ে বুকে হেঁটে বেরিয়ে এসেছে। গুলি করল সে, অদৃশ্য হয়ে গেল পিগটের সাইড মিরর।

'এসো!' বেনের হাত ধরে টান দিল রবার্টা। ঢাল বেয়ে দৌড়ে নিচে নামতে শুরু করল দু'জন। সামনে খাড়া নেমে গেছে ঢাল, তার পরেই একটা সর্পিল গ্রাম্য রাস্তা দেখা যাচ্ছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল একটা ট্রাককে, খড়ে বোঝাই। চার লাফে দশ ফিট দূরত্ব অতিক্রম করল ওরা, তারপর বেনকে নিয়ে শূন্যে লাফ দিল রবার্টা। শ্বাসরুদ্ধকর একটা সেকেন্ড শূন্যে ভেসে রইল দু'জন, তারপরই ট্রাকের পেছনে স্তূপ হয়ে থাকা খড়ের মাঝে পড়ল ধপ করে।

শটগান হাতে লোকটা তিন মৃত সঙ্গীকে পার হয়ে ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এল। ট্রাকটা দেখতে পেয়ে আক্রোশে চেঁচিয়ে উঠল সে। তার চোখের সামনেই বেন আর রবার্টা অদৃশ্য হয়ে গেল সন্ধ্যার আবছায়া আলোর মাঝে।

BanglaBook.org

## তেত্রিশ.

## প্যারিস

রোম থেকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে ফ্র্যাংকো বোজা, এখন আর ভদ্রতা দেখানোর সময় নেই তার। কালো পোরশে নাইন হান্ড্রেড ইলেভেন টারবো গাড়িটাকে শহরতলীর ব্যস্ত রাস্তার মাঝ দিয়ে ক্রিটেল এলাকার দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলল সে। যা খুঁজছিল সেটা খুব শীঘ্রই পেয়ে গেলো একটা পরিত্যক্ত বাণিজ্যিক এলাকার এক পাশে। ব্যবহারের অনুপযোগী প্যাকিং প্ল্যান্টটা রাস্তা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে, জংধরা লোহার গেটগুলো শেকল দিয়ে আটকানো। ওপাশে আগাছার জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। পোরশের ইঞ্জিন চালু রেখেই গেটের দিকে এগিয়ে গেল বোজা। তালাটা চকচকে, নতুন। পকেট থেকে চাবি বের করে সেটা খুলে ফেলল সে। তারপর ডান এবং বামে তাকিয়ে কেউ আছে কি-না দেখে নিল। তারপর ঠেলা দিতেই ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে খুলে গেল গেট। পোরশে নিয়ে এবার ভেতরে ঢুকে পড়ল সে, তারপর গেটে তালা লাগিয়ে দিল আবার। রাস্তা সম্পূর্ণ নির্জন। দৃষ্টিসীমার আড়ালে, পরিত্যক্ত বিল্ডিংটার পেছনে গাড়ি রাখল বোজা, তারপর পেছনের প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। দরজাটা আগেই খুলে রাখা হয়েছে তার জন্য।

অচেতন গ্যাস্টন ক্লিমেন্টকে যে তিনজন লোক পাহারা দিচ্ছিল তাদের মাঝে অদ্ভুত শীতল একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করল কালো কোট পরা দীর্ঘদেহী আগন্তুকের উপস্থিতি। নডন, গডার্ড আর বার্জার তিনজনই জানে ইনকুইজিটরের কুখ্যাতি সম্পর্কে। ভয়ানক লোকটা সম্পর্কে যতটা সম্ভব দূরে থাকল তারা, এমনকি তাকানোরও সাহস পাচ্ছে না। সাথে থাকা কালো ব্যাগটা খুলে ভেতর থেকে একগাদা চকচকে যন্ত্রপাতি বের করে একটা ট্রলির ওপর সাজিয়ে রাখল বোজা। যন্ত্রপাতিগুলোর মাঝে কিছু কিছু সার্জিক্যাল, যেমন স্ক্যালপেল আর করাত। তবে বাকি যন্ত্রগুলো, যেমন বোল্ট কাটার, ক্ল হ্যামার এবং ব্লো টর্চ দিয়ে কি করা হবে সেটা আন্দাজ করতে চাইল না কেউ।

খোলা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে নগ্ন অবস্থায় একটা শেকল থেকে ঝুলছে বুড়ো অ্যালকেমিস্টের অচেতন দেহ। বোজার ব্যাগ থেকে সবার শেষে বের হলো একটা প্লাস্টিকের ওভারঅল। সেটায় সাবধানে মাথা গলিয়ে পরে নিল

BanglaBook.org

সে, পুরো শরীরে হাত বুলিয়ে সমান করে নিল। তারপর গ্লাভস পরা একটা আঙুল টেনে নিয়ে গেল যন্ত্রগুলোর ওপর দিয়ে, যেন কোনটা দিয়ে শুরু করবে ভাবছে। সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন হয়ে আছে তার চেহারা। লম্বা, ধারালো একটা প্রোব তুলে নিয়ে আঙুলের মাঝে ঘোরাল সে, তারপর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল।

তারপর শুরু হলো ফিসফিসে কণ্ঠের প্রশ্ন, সেই সাথে একের পর এক চিৎকার।

এক ঘণ্টার কিছুক্ষণ পর বুড়ো লোকটার চিৎকার থেমে গেল, তার জায়গা দখল করল কেবল অর্থহীন বিড়বিড় প্রলাপ আর গোঙানি। তার নিচে এখন রক্তের একটা পুকুর জমা হয়েছে। বোজার প্লাস্টিক ওভারঅল এবং যন্ত্রগুলোও সব ভিজে গেছে রক্তে।

কিন্তু সময়টা পুরোই নষ্ট হলো। অসুস্থ, দুর্বল হয়ে পড়েছে বুড়োর শরীর, তাছাড়া মুখের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে বোজা এখানে আসার বহু আগেই বুড়োকে পিটিয়ে অথর্ব করে দিয়েছে বাকি তিনজন। এখন আর কষ্ট সহ্য করার মতো অবস্থায় নেই বুড়ো। খামোখা ঝুলিয়ে রেখে লাভ নেই, বুঝতে পারল বোজা। আর কিছুই জানা যাবে না এর কাছ থেকে। ট্রলির কাছে এগিয়ে গিয়ে একটা ছোট পাউচের মুখ খুলল সে। ভেতরে একটা সিরিঞ্জ রয়েছে, ভেতরের পদার্থটা ব্যথাহীন উপায়ে কুকুর মারার জন্য ব্যবহার করে পশু চিকিৎসকরা। ঝুলন্ত শরীরটার কাছে গিয়ে সিরিঞ্জটা ক্লিমেন্টের ঘাড়ে ঢুকিয়ে দিল সে।

কাজ শেষ হতে ঠাণ্ডা চোখে বাকি তিনজনের দিকে তাকাল বোজা। শুরুতে তিনজনের মাঝে যে উদ্বেগ আর আতঙ্ক কাজ করছিল এখন তার অনেকটাই উবে গেছে। ফ্যাক্টরির দূরের একটা কোণায় দাঁড়িয়ে আছে তারা, সিগারেট টানতে টানতে কিছু একটা নিয়ে হাসাহাসি করছে।

হাসল বোজা। খুব বেশিক্ষণ ওই হাসি থাকবে না লোকগুলোর মুখে। তারা জানে না, কেবল ক্লিমেন্টের কাছ থেকে তথ্য বের করার জন্যই তাকে এখানে পাঠাননি উসবার্তি। এই তিনজন খুব বেশিবার ভণ্ডুল করে ফেলেছে নিজেদের কাজ। গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনির নোংরা কাজগুলো করানোর জন্য সাধারণ গুণ্ডা বদমাশ ভাড়া করার দিন ফুরিয়ে এসেছে।

তিনজনকে কাছে আসার জন্য ইশারা করল বোজা। সিগারেট পায়ের তলায় নিভিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল গডার্ড, নডন আর বার্জার। একে অপরের দিকে চোখাচোখি করল তারা, তারপর এগিয়ে আসতে শুরু করল। হঠাৎ করেই হালকা ভাবটা উধাও হয়ে গেছে তাদের মাঝ থেকে, নার্ভাস হয়ে পড়েছে তারা। নডনের মুখে একটা দুর্বল হাসি ফুটল, কিছু একটা বলতে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

দশ মিটার দূরে রয়েছে লোকগুলো, এই সময় খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে একটা সাইলেন্সার লাগানো পয়েন্ট থ্রি এইট বেরেটা বের করল বোজা, এবং কোনো কথা না বলে দ্রুত গুলি করল তিনবার। ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল দেহগুলো। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে, আঙুলগুলো অভ্যস্ত ভঙ্গিতে সাইলেন্সার খুলে ছোট্ট পিস্তলটাকে হোলস্টারে ভরে রাখছে।

চারটে লাশের ব্যবস্থা করতে হবে তাকে। এবার কোনো চিহ্ন থাকলে চলবে না।

BanglaBook.org

# চৌত্রিশ.

ধুলো আর ধোঁয়ার মেঘ উড়িয়ে ছুটে চলছে ভ্যানটা। পকেট ফুলে থাকায় দারুণ খুশি ড্রাইভার। সেইন্ট-জ্য পর্যন্ত যাওয়ার জন্য তাকে ১০০০ ইউরো দিয়েছে মাঝপথে শামিল হওয়া দুই যাত্রী–বদমেজাজি এক আমেরিকান মহিলা, আর তার অসুস্থ চেহারার বয়ফ্রেন্ড। ব্যাপারটা আসলে কি ঘটছে জানতে ইচ্ছে করেছিল তার, কিন্তু কি আসে যায়? আজ রাতে ড্রিংকসের সব পয়সা দেবে সে।

সারা রাত গুদামে কাটিয়েছে রবার্টা আর বেন, এখনও চুলে খড়ের টুকরো লেগে আছে। যেই কৃষকের ট্রাকের ওপর ওরা লাফ দিয়েছিল সে কিছু খেয়ালই করেনি। গ্রাম্য রাস্তার মাঝ দিয়ে হেলে দুলে বেশ কিছু দূর যাওয়ার পর নিজের বার্নে ট্রাক রেখে অদৃশ্য হয়ে গেছে সে। তখন চুপি চুপি নেমে এসেছে রবার্টা, একটা কম্বল খুঁজে বের করে তাই দিয়ে ঢেকে দিয়েছে বেনকে। থরথর করে কাঁপছিল বেন, বোঝা যাচ্ছিল দারুণ ব্যথা লাগছে ওর।

রাতের বেশিরভাগ সময় জেগে থেকে বেনের ওপর চোখ রেখে কাটিয়েছে রবার্টা। বুঝতে পেরেছে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার ওকে। খামারের দুটো বেড়াল ওদের খুঁজে পেয়েছিল, রাতটা রবার্টার পাশে কাটিয়েছে তারা। তিনটের কিছু পরে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। মনে হলো মাত্র কয়েক মিনিট পরেই ভোরের মোরগের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল ওদের। তারপর কৃষক এসে হাজির হওয়ার আগেই চুপিসারে সরে এসেছে ওরা।

সেইন্ট-জ্যতে পৌঁছাতে সারা দিন লেগে গেল প্রায়। ঢলে পড়তে শুরু করেছে সূর্য। গ্রামটা দেখে মনে হলো জনশূন্য। 'গত কয়েক শতাব্দীতে খুব একটা বদলেছে বলে মনে হয় না,' এদিক ওদিক তাকিয়ে মন্তব্য করল রবার্টা।

একটা পাথরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল বেন, মাথাটা ঝুলে পড়েছে। অবস্থা ভাল মনে হচ্ছে না, উদ্বেগের সাথে ভাবল রবার্টা। 'তুমি এখানেই থাকো। আমি দেখি সাহায্য করতে পারে এমন কাউকে পাই কি-না।'

দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল বেন। ওর কপাল স্পর্শ করল রবার্টা। পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু হাতগুলো ঠাণ্ডা। ডান পাশের ব্যথায় এমনকি শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। ওর মুখে হাত বুলিয়ে দিল রবার্টা। 'হয়তো গ্রাম-ডাক্তার পাওয়া যাবে,' বলল সে।

BanglaBook.org

'ডাক্তার দরকার নেই,' বিড়বিড় করে বলল বেন। 'পাদ্রীকে নিয়ে এসো। ফাদার প্যাসকাল ক্যামব্রিয়েলকে নিয়ে এসো।'

জীবনে প্রথমবারের মতো রবার্টা আবিষ্কার করল, শূন্য রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রার্থনা করছে সে। কাঁচা মাটির রাস্তা, বৃষ্টির অভাবে ধুলো উড়ছে। প্রাচীন বাড়িগুলো নোঙরা, দক্ষিণ ফ্রান্স ছাড়া অন্য কোথাও একেবারেই বেমানান লাগত এগুলোকে। একে অপরের ওপর যেন হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। 'তুমি যদি থেকে থাকো, ঈশ্বর,' মনে মনে বলল সে, 'তাহলে দয়া করে ফাদার প্যাসকালকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করো।' হঠাৎ করেই মনে হলো, ফাদার হয়তো মারা গেছেন, অথবা এখানে আর থাকেন না। শিউরে উঠে আরও দ্রুত হাঁটতে শুরু করল সে।

গ্রামের একেবারে শেষ মাথায় অবস্থিত চার্চটা। পাশেই একটা ছোট গোরস্থান। তার ওপাশে একটা পাথরের কটেজ। বাইরের একটা ছাউনি থেকে মুরগির ডাক শুনতে পেল রবার্টা। পুরনো, ধুলোমলিন একটা রেনো ফোরটিন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।

দুটো বাড়ির মাঝ থেকে এক লোক বেরিয়ে এল। দেখে মনে হচ্ছে শ্রমিক, বহু বছর কঠোর সূর্যের নিচে কাজ করায় পুরনো চামড়ার মতো কুঁচকে গেছে মুখ। রবার্টাকে দেখে ধীর হলো তার চলার গতি।

'এই যে, মসিউ,' ডাক দিল রবার্টা। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল লোকটা, তারপর হঠাৎ দ্রুতপায়ে হেঁটে একটা বাড়িতে ঢুকে পড়ে মুখের ওপর বন্ধ করে দিল দরজা। অবাক হয়ে গেল রবার্টা। তারপর বুঝতে পারল, নোঙরা চেহারার একজন বিদেশি মহিলা, পরনে রক্তে ভেজা শার্ট আর ছেঁড়া জিনস–দৃশ্যটা এদিকের অঞ্চলে খুব একটা পরিচিত দৃশ্য নয়। দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল সে, বেনের কথা চিন্তা করছে।

*'মাদাম? জে প্যু ভ্যু এইডে?'* বলে উঠল একটা কণ্ঠ। আপনার কী সাহায্য দরকার? ঘুরে তাকিয়ে একজন বয়স্ক মহিলাকে দেখতে পেল রবার্টা। কালো পোশাক পরনে, একটা শাল জড়িয়ে রেখেছে কাঁধে। কুঁচকানো গলা থেকে একটা চেইনে ঝুলছে ক্রুশ।

'হ্যাঁ, সাহায্য দরকার আমার,' ফ্রেঞ্চে জবাব দিল রবার্টা। 'এই গ্রামের পাদ্রীকে খুঁজছি আমি।'

ভ্রু উঁচু করল মহিলা। 'তাই? এখানেই থাকেন তিনি।'

'ফাদার প্যাসকাল ক্যামব্রিয়েল কী এখনও এই গ্রামের পাদ্রী?'

'হ্যাঁ, তিনিই আছেন,' ফাঁকা দাঁত বের করে হাসল মহিলা। 'আমি মেরি-ক্লেয়ার। তার বাড়ির দেখাশোনা করি।'

'আমাকে তার কাছে নিয়ে যাবেন, প্লিজ? খুব দরকার। সাহায্য লাগবে আমাদের।'

BanglaBook.org

তাকে নিয়ে কটেজের দিকে এগিয়ে গেল মেরি ক্লেয়ার। ভেতরে ঢুকল দু'জন। 'ফাদার,' ডাক দিল মহিলা। 'একজন অতিথি এসেছে।'

কটেজের ভেতরে একেবারেই সাদামাটা। খুব বেশি আসবাবপত্র নেই, তা সত্ত্বেও একটা ঘরোয়া উষ্ণতা আর নিরাপত্তার আবহাওয়া বিরাজ করছে। একটা সাধারণ পাইন কাঠের টেবিলের সামনে দুটো কাঠের চেয়ার, অন্য প্রান্তে কম্বলে ঢাকা একটা কাউচ। সাদা রঙ করা দেয়ালে আবলুশ কাঠের একটা বড় ক্রুশ ঝুলছে। যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার একটা ছবির পাশে ঝুলছে পোপের ছবি।

সিঁড়িতে কারও পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। ঘরে ঢুললেন পাদ্রী। এখন তাঁর বয়স সত্তর, হাঁটতে বেশ কষ্ট হয় বলে লাঠিতে ভর করে হাঁটেন ফাদার প্যাসকাল ক্যামব্রিয়েল। 'কি করতে পারি তোমার জন্য, মাই চাইল্ড?' রবার্টার এলোমেলো চেহারার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি। 'তুমি কী আহত? কোথাও কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে?'

'আমি আহত নই, কিন্তু আমার এক বন্ধু আহত হয়েছে,' বলল সে। 'আপনিই তো ফাদার প্যাসকাল ক্যামব্রিয়েল?'

'হ্যাঁ।'

চোখ বন্ধ করল রবার্টা। ধন্যবাদ তোমাকে, ঈশ্বর।

'ফাদার, আমরা আপনার সাথেই দেখা করতে আসছিলাম। পথে আহত হয়েছে আমার বন্ধু। সে অসুস্থ।'

'তাহলে তো খুবই গুরুতর ব্যাপার,' ভ্রুকুটি ফুটে উঠল প্যাসকালের চেহারায়।

'আপনি কী বলবেন আমি জানি, ডাক্তার দেখাতে বলবেন ওকে। এখন বুঝিয়ে বলার সময় নেই, কিন্তু ডাক্তারের কাছে যেতে চায় না আমার বন্ধু। আপনি কী তাকে সাহায্য করবেন?'

'এমনিতেও এই গ্রামে এখন কোনো ডাক্তার নেই,' রেনোতে করে ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় রবার্টাকে বললেন পাদ্রী। 'দুই বছর আগে ডাক্তার ব্যাচেলার্ড মারা গেছেন, কেউ আসেনি তার জায়গা নিতে। এই গ্রামে কোনো যুবক আসতে চায় না। জায়গাটা মরে যাচ্ছে, দুঃখজনক হলেও সত্যি।'

গ্রামের প্রান্তে যখন পাদ্রীর গাড়ি থামল তখন বেন অর্ধ-অচেতন হয়ে পড়েছে। 'ঈশ্বর, এর অবস্থা তো খুবই খারাপ,' বলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেনের কাছে গিয়ে তার হাত ধরলেন প্যাসকাল। 'আমার কথা শুনতে পারছ, মাই সান? মাদমোয়াজেল, তুমি একটু ওকে গাড়িতে তুলতে আমাকে সাহায্য করো।'

BanglaBook.org

রবার্টা, প্যাসকাল, এবং মেরি ক্লেয়ার মিলে বেনকে কটেজের সিঁড়ি বেয়ে উপরে নিয়ে পাদ্রীর অতিরিক্ত বেডরুমে শুইয়ে দিল। তার শার্ট খুলে ফেললেন প্যাসকাল। পাঁজরের কাছাকাছি ক্ষতটা দেখে কুঁচকে উঠল তার মুখ। কিছু বললেন না, তবে ঠিকই বুঝতে পারলেন যে বুলেটের ক্ষত এটা। অনেক বছর আগে এই ক্ষত দেখেছেন তিনি। আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলেন জায়গাটা। পেশি ভেদ করে অপর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট।'

*'মেরি ক্লেয়ার,* একটু গরম পানি, ব্যান্ডেজ আর ডিজইনফেকট্যান্ট নিয়ে এসো। ক্ষতস্থান পরিষ্কার করার সেই ভেষজ মিশ্রণটা এখনও আছে না?'

দ্রুত আদেশ পালন করতে চলে গেল মেরি-ক্লেয়ার।

বেনের নাড়ি দেখলেন প্যাসকাল। 'অনেক দ্রুত চলছে।'

'ও ঠিক হয়ে যাবে তো?' ফ্যাঁকাসে হয়ে গেছে রবার্টার মুখ, হাত দুটো মুঠি পাকানো।

'অ্যারাবেলের ওষুধের কিছুটা লাগবে আমাদের।'

'অ্যারাবেল? সে কী স্থানীয় কোনো চিকিৎসক?'

'অ্যারাবেল হচ্ছে আমাদের ছাগলের নাম। কিছু দিন আগে ইনফেকশন হয়েছিল ওর, তখন কেনা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের কিছুটা এখনও আছে। এর বেশি আসলে কিছু করার সামর্থ্য নেই আমার,' হাসলেন প্যাসকাল। 'তবে মেরি-ক্লেয়ার অনেক ভেষজ চিকিৎসা জানে। বহু বার আমাকে এবং এই গ্রামের বাসিন্দাদের সাহায্য করেছে সে। তোমার বন্ধুর কোনো অসুবিধা হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।'

'ফাদার, আপনার সাহায্যের জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।'

'এটা আমার কর্তব্য, এবং সেই সাথে আনন্দ যে অসুস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারছি,' জবাব দিলেন প্যাসকাল। 'শেষবার এই কামরায় কোনো অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা হওয়ার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। এই গ্রামে শেষ কোনো আহত ব্যক্তি ঢুকেছে প্রায় পাঁচ, না ছয় বছর হয়ে গেল।'

'সেই লোকটার নাম ছিল ক্লাউস রেনফিল্ড, তাই না?'

সাথ সাথে হাতের কাজ থামিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রবার্টার দিকে তাকালেন প্যাসকাল।

BanglaBook.org

'ঘুমাচ্ছে ও,' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন ফাদার। 'এখন আর ওকে বিরক্ত করব না আমরা।'

গোসল করে নিয়ে তাজা বোধ করছে রবার্টা, মেরি-ক্লেয়ারের দেয়া কাপড় পরেছে। 'আবারও ধন্যবাদ আপনাকে,' বলল সে। 'আপনি না থাকলে আমরা...'

হাসলেন প্যাসকাল। 'আমাকে ধন্যবাদ দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে, রবার্টা। চলো, খেয়ে নিই।'

খুব সাধারণ খাবার পরিবেশন করল মেরি-ক্লেয়ার, স্যুপ, রুটি আর প্যাসকালের নিজের আঙুরবাগান থেকে বানানো এক গ্লাস ওয়াইন। চুপচাপ খেয়ে নিল সবাই। একমাত্র শব্দ বলতে বাইরে থেকে আসা ঝিঁঝিপোকার ডাক, আর দূর থেকে ভেসে আসা একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ। মাঝে মাঝে একটা ঝুড়ি থেকে কাঠের টুকরো নিয়ে আগুনে ছুড়ে দিতে লাগলেন পাদ্রী।

খাওয়া শেষ হতে টেবিল পরিষ্কার করে ফেলল মেরি-ক্লেয়ার, তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে চলে গেল রাস্তার অন্য পাশে নিজের কুটিরে। লম্বা একটা কাঠের পাইপ ধরালেন প্যাসকাল, তারপর আগুনের পাশে একটা রকিং চেয়ারে বসলেন। বড় বাতিটা নিভিয়ে দিলেন তিনি। ঘরে আলো বলতে রইল কেবল আগুনের কমলা আভা। সামনের আরেকটা আর্মচেয়ারে রবার্টাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'এবার বোধহয় তোমার সাথে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উচিত আমার।'

'অনেক লম্বা কাহিনী, ফাদার। এমনকি সবটুকু আমি জানিও না। তবুও পরিস্থিতির ব্যাপারে আপনাকে বুঝিয়ে বলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।' বেনের বর্তমান দায়িত্ব, তা থেকে তৈরি হওয়া বিপদ, নিজের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো, তার ভয়–কিছুই বাদ দিল না রবার্টা। এলোমেলো, ছাড়া ছাড়া হলো ওর গল্প। প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে আছে সে, সারা শরীরে ব্যথা করছে।

'এখন বুঝতে পারছি কেন ডাক্তারের কাছে যেতে চাওনি তোমরা,' বললেন প্যাসকাল। 'ভয় পাচ্ছিলে যে এসব অপরাধের জন্য অভিযুক্ত করা হতে পারে তোমাদের।' দেয়ালে ঝোলানো একটা ঘড়ির দিকে তাকালেন তিনি। 'অনেক রাত হয়েছে, মাই চাইল্ড। ক্লান্ত হয়ে আছ তুমি, বিশ্রাম দরকার। কাউচে ঘুমাবে তুমি। খুবই আরামদায়ক ওটা। তোমার জন্য কিছু চাদর নিয়ে এসেছি আমি।'

'ধন্যবাদ, ফাদার। আমি আসলেই ক্লান্ত, কিন্তু আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে রাতটা বেনের সাথে জেগেই কাটাতে চাই।'

তার কাঁধ স্পর্শ করলেন ফাদার। 'ওর যোগ্য সখী তুমি। ওর জন্য অনেক চিন্তা করো।'

চুপ করে রইল রবার্টা। কথাগুলো বেশ স্পর্শ করেছে তাকে।

'তবে তোমার বিশ্রাম দরকার। আমিই জেগে থাকব ওর পাশে,' বললেন প্যাসকাল। 'আজ সারা দিনে মুরগিকে খাওয়ানো, অ্যারাবেলের দুধ দোয়ানো আর দুটো কনফেশন শোনা ছাড়া আর কিছুই করিনি আমি,' হাসলেন তিনি।

BanglaBook.org

অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে মোমবাতির আলোয় বাইবেল পড়লেন প্যাসকাল। ঘুমের মাঝেই ছটফট করতে লাগল বেন। চারটের দিকে একবার জেগে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কোথায়?'

'বন্ধুদের সাথে, বেনেডিক্ট,' জবাব দিলেন পাদ্রী। বেনের কপালে হাত বুলিয়ে তাকে আবার ঘুম পাড়ালেন তিনি। 'বিশ্রাম নাও। নিরাপদে আছ তুমি। আমি প্রার্থনা করছি তোমার জন্য।'

BanglaBook.org

# পঁয়ত্রিশ.

বিছানা থেকে পা নামানোর চেষ্টা করল বেন। যথেষ্ট শুয়ে থাকা হয়েছে।

খুব কষ্ট হলো কাজটা করতে, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে নামল ও। আহত পেশিতে টান পড়ায় যেন আগুন ধরে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে খুব ধীরে ধীরে পাদুটো মেঝেতে রাখল ও, তারপর উঠে দাঁড়াল। শার্টটা ধুয়ে পরিপাটি করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে একটা চেয়ারে। দীর্ঘ সময় লাগল কাপড় পরতে।

জানালার বাইরে গ্রামের বাড়িঘর এবং আরও দূরে পরিষ্কার আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা টিলা আর পাহাড়-পর্বত দেখা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি তৈরি হতে দেয়ার জন্য নিজেকে ইচ্ছেমতো কিছুক্ষণ গালাগালি করল বেন। কাজটা নেয়ার পর থেকেই বিপদের সম্ভাবনাগুলোকে ছোট করে দেখে এসেছে ও। আর সে কারণেই আজ এখানে আটকা পড়েছে, ওদিকে একটা অসহায় শিশু অপেক্ষা করছে ওর সাহায্যের জন্য। ফ্লাস্কটা তুলে নিয়ে লম্বা একটা চুমুক দিল বেন। *আর যাই হোক, এটা অন্তত করতে পারি আমি।* মনে হলো পুরো এক বোতল, বা দুই বোতল থাকলে ভাল হত।

তারপর ফুলকানেলির জার্নালের কথা মনে পড়ল ওর। কোনোমতে ঝুঁকে ব্যাগ থেকে জার্নালটা বের করে আনল, তারপর সেটা নিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। পাতা উল্টাতে শুরু করল, ডুবে গেল কিছুক্ষণের মাঝেই।

*৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬*

*যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই ঘটেছে অবশেষে শিষ্য তার গুরুর প্রতি সন্দেহ ছুড়ে দিয়েছে। এই মুহূর্তে লিখতে লিখতেও দাকিনের কথাগুলো বাজছে আমার কানে। আজ ল্যাবরেটরিতে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল ও। চোখগুলো জ্বলছিল, মুঠো হয়ে গিয়েছিল হাতগুলো।*

*'কিন্তু মাস্টার,' প্রতিবাদের সুরে বলল ও, 'আমরা কী স্বার্থপরতা দেখাচ্ছি না? এমন গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানকে আপনি কিভাবে লুকিয়ে রাখতে চান, যখন তা বহু মানুষের উপকারে আসতে পারে? এ থেকে কত ভাল কাজ হতে পারে আপনি কী দেখতে পাচ্ছেন না? ভেবে দেখুন, এর সাহায্যে কিভাবে সব কিছু বদলে যেতে পারে!'*

*'না, নিকোলাস,' ওকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমি। 'আমি স্বার্থপর নই। কিন্তু সাবধান। এই জ্ঞানগুলো গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক। কিন্তু সবার কাছে প্রকাশ*

BanglaBook.org

করার পক্ষে খুব বেশি বিপজ্জনকও বটে। কেবল যোগ্য ব্যক্তির হাতেই এই জ্ঞান তুলে দেয়া যায়।'

জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল নিকোলাস। 'এর কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না আমি,' চিৎকার করে বলে উঠল। 'আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন, মাস্টার। জীবনের বেশিরভাগ সময় জ্ঞানের সন্ধানে কাটিয়েছেন আপনি, কিন্তু সেটা যদি ব্যবহারই না করলেন তাহলে তো সবই অর্থহীন হয়ে গেল। পৃথিবীকে সাহায্য করুন আপনার জ্ঞান দিয়ে।'

'আমি বুড়ো, আর তোমার বয়স একেবারেই কম, নিকোলাস,' জবাব দিলাম আমি। 'যে পৃথিবীকে তুমি সাহায্য করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছ, তাকে বোঝার মতো বয়স এখনও হয়নি তোমার। সবার অন্তর তোমার মতো বিশুদ্ধ নয়। এমন লোকও আছে যারা এই জ্ঞানকে শুধু তাদের লোভ আর অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করবে। তাতে ভাল কিছু হবে না, শুধু খারাপটাই ঘটবে।'

আমাদের পাশের টেবিলে পড়ে ছিল সেই চামড়ার নলে মোড়ানো সেই প্রাচীন পুঁথি বা স্ক্রল। সেটা তুলে নিয়ে নিকোলাসকে দেখালাম আমি। 'এই জ্ঞান যারা লিখে রেখে গেছেন, তাদের সরাসরি বংশধর আমি। আমার ক্যাথার পূর্বপুরুষরা একে গোপন রাখার গুরুত্ব কতখানি জানতেন। তারা জানতেন যে কারা এর পেছনে লেগেছে, এবং এটাও জানতেন যে ভুল লোকে এই তথ্য জানতে পারলে কত বড় বিপর্যয় ঘটবে। নিজেদের জীবন দিয়ে একে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তারা।'

'আমি জানি, মাস্টার, কিন্তু...'

বাধা দিলাম আমি। 'যে জ্ঞান আমরা জানার সুযোগ পেয়েছি তা অনেক বড় ক্ষমতার উৎস। আর ক্ষমতা অত্যন্ত বিপজ্জনক জিনিস। মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়, অন্যায় ডেকে আনে। সে জন্যই তোমাকে তোমার দায়িত্ব সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলাম আমি। ভুলে যেও না, গোপনীয়তার শপথ নিয়েছ তুমি।' দুঃখে নুয়ে এল আমার মাথা। 'হয়তো তোমাকে খুব বেশি জানিয়ে ফেলেছি আমি।'

'তার মানে কী আমাকে আর কিছু বলবেন না আপনি? বাকিটুকুর কী হবে তাহলে? দ্বিতীয় যে গোপন জ্ঞানের কথা আপনি বলেছিলেন?'

মাথা নাড়লাম আমি। 'দুঃখিত, নিকোলাস। এত অল্পবয়েসি কারও জন্য এটা অনেক বেশি কিছু। যা হয়ে গেছে তা আমি ফেরাতে পারব না, কিন্তু যত দিন না তোমার মাঝে শুভবুদ্ধি এবং বোধের উদয় হচ্ছে তত দিন এর চাইতে বেশি কিছু বলব না তোমাকে।'

BanglaBook.org

*এই কথাগুলো শোনার পর নিকোলাস ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ল্যাবরেটরি থেকে। দেখলাম, অশ্রু জমেছে ওর চোখের কোণে। আমার নিজেরও মনে হচ্ছিল কেউ যেন একটা ছুরি বিঁধিয়ে দিয়েছে আমার বুকে।*

বেডরুমের দরজায় কারও টোকার শব্দ পেল বেন। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, রবার্টা তাকিয়ে আছে দরজার ফাঁক দিয়ে।

'এখন কেমন আছ?' প্রশ্ন করল সে। উদ্বিগ্ন হয়ে আছে চেহারা, হাতে একটা ট্রে।

জার্নালটা বন্ধ করল বেন। 'ভাল।'

'এই যে, তোমার জন্য তৈরি করেছি এটা,' বলে টেবিলের ওপর এক বাটি গরম চিকেন স্যুপ রাখল রবার্টা। 'গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও।'

'কত দিন ধরে অজ্ঞান ছিলাম আমি?'

'দুই দিন।'

'দুই দিন!' হুইস্কিতে চুমুক দিল বেন, ক্ষতস্থানে টান লাগায় গুঙিয়ে উঠল।

'তোমার কী এখন মদ খাওয়া ঠিক হচ্ছে, বেন? অ্যান্টিবায়োটিক চলছে তোমার।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবার্টা। 'অন্তত কিছু খেয়ে তো নাও। শক্তি ফিরে পাওয়া দরকার তোমার।'

'পাবো। আমার ব্যাগটা দিতে পারো? সিগারেটগুলো রয়েছে ওর ভেতরে।'

'এখন তোমার সিগারেট খাওয়া ঠিক হবে না।'

'কখনই ঠিক নয়।'

'ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে। আমি এনে দিচ্ছি।'

'না, শুধু–' হঠাৎ উঠে দাঁড়াতে গেল বেন, সাথে সাথে ব্যথার স্রোত ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে। বালিশে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করতে বাধ্য হলো ও।

ব্যাগটা তুলে নিল রবার্টা। ভেতরে হাতড়াতে হাতড়াতে হঠাৎ একটা ছোট জিনিস পড়ে গেল মেঝের ওপর। সেটা তুলে নিল সে। রুপালি ফ্রেমে বাঁধাই করা ছোট্ট একটা ফটোগ্রাফ। ভাল করে দেখল সেটা রবার্টা, ভাবছে এটা বেনের ব্যাগে কেন। ছবিটা পুরনো হয়ে গেছে, কিনারের দিকে দোমড়ানো, যেন বহু বছর ধরে ওয়ালেটের মাঝে বহন করা হয়েছে। একটা বাচ্চা মেয়ের ছবি, আট নয় বছর বয়স হবে। মাথায় সোনালি চুল। উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখ, ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছে খুশিতে।

'এটা কার ছবি, বেন? খুব সুন্দর।' বেনের দিকে তাকাল রবার্টা, এবং হাসিটা উধাও হয়ে গেল তার মুখ থেকে।

BanglaBook.org

ঠাণ্ডা রাগের এমন এক অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে বেনের মুখে, যা আগে কখনও দেখেনি সে।

'ছবিটা যেখানে ছিল সেখানে রেখে দাও, তারপর ভাগো এখান থেকে,' বলে উঠল বেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় রবার্টার চেহারায় আহত বিস্ময় আর রাগের চিহ্ন দেখতে পেলেন ফাদার প্যাসকাল। তার কাঁধে একটা হাত রাখলেন তিনি। 'মানুষ যখন কষ্টে থাকে, তখন সে এমন অনেক কথাই বলে ফেলে যা সে বলতে চায়নি,' বললেন তিনি।

'ও আহত বলেই যে এমন আচরণ করবে তার কোনো মানে নেই,' জবাব দিল রবার্টা। 'আমি শুধু ওকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম।'

'ওর শারীরিক কষ্টের কথা বলছি না আমি,' বললেন প্যাসকাল। 'আসল কষ্ট ওর মনে, ওর ক্ষতে নয়,' বলে হাসলেন তিনি। 'দেখি, আমি কথা বলব ওর সাথে।'

বেনের রুমে গিয়ে বিছানার পাশে বসলেন ফাদার। বেন তখন ফ্লাস্কটা আঁকড়ে ধরে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এক দিকে। হুইস্কির কারণে কিছুটা কমে এসেছে ব্যথা। সিগারেটগুলো বের করে আনতে পেরেছে, কিন্তু প্যাকেট প্রায় খালি।

'তোমার সাথে একটু বসলে অসুবিধে নেই তো?' বললেন প্যাসকাল।

মাথা নাড়ল বেন।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন প্যাসকাল, তারপর মৃদু স্বরে কথা বলতে শুরু করলেন। 'বেনেডিক্ট, তোমার পেশার ব্যাপারে কিছু কিছু কথা আমাকে বলেছে রবার্টা। অসহায় মানুষদের সাহায্য করো তুমি, নিঃসন্দেহে একটা মহৎ কাজ। আমি নিজেও একই ধরনের কাজ করার চেষ্টা করি। যদিও তোমার চাইতে আমার কাজটায় বীরত্ব বা সাহসের প্রয়োজন কম। তবুও, ঈশ্বর আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তার গুরুত্ব কোনোভাবেই কিছুমাত্র কম নয়। মানুষের কষ্ট লাঘব করতে সাহায্য করি আমি। ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার রাস্তা বলে দেই। কারও কারও জন্য সেই পথ খুঁজে পাওয়ার উপায় হলো নিজের মাঝে শান্তির সন্ধান পাওয়া, তা সেই শান্তি যেভাবেই আসুক না কেন।'

'এটাই আমার শান্তি, ফাদার,' বিড়বিড় করে বলল বেন, তারপর ফ্লাস্কটা উঁচু করে ধরল।

'এটা যে যথেষ্ট নয় তুমি জানো, কখনও যথেষ্ট হবেও না। মদ তোমাকে সাহায্য করবে না, বরং কষ্টের পরিমাণই শুধু বাড়াবে। তোমার কষ্টকে আরও গভীরে ঢুকিয়ে দেবে। কষ্ট হচ্ছে বিষাক্ত কাঁটার মতো। বের করে না আনলে

BanglaBook.org

তা থেকে পরে অনেক বড় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সেই ক্ষতের চিকিৎসা করার জন্য ছাগলের পেনিসিলিন ওষুধ কোনোভাবেই যথেষ্ট নয়।'

তিক্ত হাসি ফুটল বেনের ঠোঁটে। 'হ্যাঁ, হয়তো ঠিকই বলেছেন আপনি।'

'অনেক মানুষকেই সাহায্য করেছ তুমি, যত দূর বুঝতে পারছি,' বললেন প্যাসকাল। 'তবুও নিজেকে ধ্বংস করার পথ থেকে সরে আসোনি। মদ তোমার বন্ধুবেশী শত্রু। মানুষকে সাহায্য করে আনন্দ পেয়েছ তুমি, কিন্তু তার পরেই কী আবার কষ্ট ফিরে আসেনি তোমার মাঝে?'

চুপ করে রইল বেন।

'আমার মনে হয় উত্তরটা তুমি জানো।'

'দেখুন,' বলল বেন। 'আমার জন্য আপনি যা করেছেন সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখন আর ধর্মের কথা শুনতে ইচ্ছে করে না আমার। আমার ভেতরের ওই অংশটা অনেক আগেই মরে গেছে। তাই আপনার প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, ফাদার, আপনি যদি আমাকে ধর্মের পথে নিয়ে আসার জন্য এখানে এসে থাকেন তাহলে অযথা সময় নষ্ট করছেন।'

নীরবে বসে রইল দু'জন।

'রুথ কে?' হঠাৎ করে প্রশ্ন করলেন প্যাসকাল।

তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকাল বেন। 'রবার্টা আপনাকে বলেনি? আমার ক্লায়েন্টের নাতনি, যে ছোট্ট মেয়েটা মরতে বসেছে। যাকে আমি বাঁচানোর চেষ্টা করছি, যদি খুব বেশি দেরি না হয়ে যায় আর কি।'

'না, বেনেডিক্ট। ওই রুথের কথা বলিনি আমি। আরেকজন রুথের কথা জিজ্ঞেস করছি, যাকে স্বপ্নে দেখো তুমি।'

রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এল বেনের, মনে হলো লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। কোনোমতে বলল, 'আপনি কার কথা বলছেন আমি জানি না। কোনো রুথকে স্বপ্নে দেখি না আমি।'

'একজন মানুষ যখন জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকতে থাকা রোগীর পাশে দুই রাত বসে থাকে,' বললেন প্যাসকাল, 'তখন সেই রোগীর সম্পর্কে অনেক কিছুই তার জানা হয়ে যায় যা এমনিতে কখনও প্রকাশ পেত না। কিছু একটা গোপন করছ তুমি, বেন। রুথ কে–কে ছিল?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেন, তারপর ফ্লাস্কটা মুখে তুলল আবার।

'আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই,' মৃদু স্বরে বললেন প্যাসকাল। 'তোমার বোঝাটা আমার সাথে ভাগাভাগি করে নাও।'

দীর্ঘ নীরবতার পর, অবশেষে কথা বলতে শুরু করল বেন, প্রায় যান্ত্রিক গলায়। অগণিতবার মনের চোখে দেখা পরিচিত ছবিগুলো আরও একবার ফুটিয়ে তুলল চোখের সামনে।

BanglaBook.org

'আমার বয়স তখন ষোল। ও ছিল আমার বোন। তখন ওর বয়স মাত্র নয়। খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম আমরা, একেবারে মানিকজোড় যাকে বলে। একমাত্র ওকেই আমার হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে ভালবাসতে পেরেছিলাম আমি।' তিক্ত হাসি ফুটল ওর মুখে। 'আমার কাছে ও ছিল সূর্যের মতো, ফাদার। যদি ওকে দেখাতে পারতাম আপনাকে! ওর কারণেই সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম আমি। আপনার কাছে এখন অবাক লাগতে পারে, কিন্তু এক সময় পাদ্রী হওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার।'

মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন প্যাসকাল। 'তারপর, মাই সান?'

'একবার ছুটিতে উত্তর আফ্রিকার মরক্কোতে যাই আমরা, বাবা-মার সাথে,' বলে চলল বেন। 'বড় একটা হোটেলে উঠেছিলাম আমরা। একদিন বাবা আর মা ঠিক করল, মিউজিয়াম দেখতে যাবে। আমাদের রেখে গেল তারা। যাওয়ার আগে আমাকে বলে গেল রুথের খেয়াল রাখতে, আর কোনো অবস্থাতেই হোটেল থেকে বের না হতে।'

শেষ সিগারেটটা জ্বালানোর জন্য একটু বিরতি নিল বেন। 'হোটেলে একটা সুইস পরিবারও উঠেছিল। একটা মেয়ে ছিল ওদের, আমার চাইতে বছরখানেকের বড় হবে। তার নাম ছিল মার্টিনা।' এত বছরের মাঝে প্রথমবারের মতো এসব নিয়ে কথা বলছে বেন, অথচ সব কিছু একদম নিখুঁত মনে আছে ওর। মার্টিনার চেহারাটাও যেন দেখতে পারছে মনের পর্দায়। 'খুব সুন্দরী ছিল মেয়েটা। ওকে খুব ভাল লাগত আমার। সে দিন আমাকে নিয়ে বাইরে যেতে চাইল সে। বাবা-মাকে ছাড়াই স্থানীয় একটা বাজারে যেতে চাচ্ছিল সে। প্রথমে না বললাম আমি, কারণ হোটেলে থাকতে হবে আমাকে। কিন্তু পরের দিনই সুইজারল্যান্ডে ফিরে যাচ্ছিল ওরা। আমাকে বলল, আমি যদি ওর সাথে যাই তাহলে ফিরে এসে... যাই হোক, লোভে পড়ে গিয়েছিলাম আমি। ভাবলাম, রুথকেও সাথে নিয়ে যাই। ভেবেছিলাম আমার বাবা-মা কখনও জানবে না।'

'তারপর?' প্রশ্ন করলেন প্যাসকাল।

'হোটেল থেকে বের হলাম আমরা। বাজারে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। অনেক ভিড় ছিল সেখানে। নানা রকম দোকান, সাপুড়ে, অদ্ভুত সব দৃশ্য, রঙ, গন্ধ।'

'মাথা ঝাঁকালেন প্যাসকাল। আলজেরিয়ায় গিয়েছি আমি। সেই যুদ্ধের জন্য, অনেক বছর আগে। আমাদের মতো ইউরোপিয়ানদের জন্য অদ্ভুত এক জায়গা।'

'তবে ভালই সময় কাটছিল আমার,' বলল বেন। 'মার্টিনার কাছে কাছে থাকতে পেরে খুশি হয়ে উঠেছিলাম। ঘুরতে ঘুরতে আমার হাত ধরে রেখেছিল

BanglaBook.org

ও। তবে রুথের দিকেও চোখ রেখেছিলাম আমি। আমার ঠিক পাশেই ছিল ও। তারপর মার্টিনা একটা ছোট রূপার বক্স দেখল, বলল গহনা রাখার জন্য খুব কাজে আসবে। যথেষ্ট টাকা ছিল না ওর কাছে, তাই আমি কিনে দিলাম। টাকা গোনার সময় রুথের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলাম। স্রেফ এক মুহূর্তের জন্য। উপহারটা মার্টিনাকে কিনে দিতেই আমাকে জড়িয়ে ধরল ও।' আবার থেমে গেল বেন। গলা শুকিয়ে গেছে ওর। ফ্লাস্ক থেকে আরেক চুমুক হুইস্কি খেতে গেল ও।

ওর কাঁধে হাত রাখলেন প্যাসকাল। 'এখন না হয় এই জিনিসটা থেকে বিরত থাকো,' বললেন তিনি।

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা ঢোক গিলল বেন। 'কিভাবে কি হয়ে গেল কিছুই জানি না আমি। কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ সরিয়ে নিয়েছিলাম আমি। কিন্তু তারপরেই দেখলাম... নেই।' কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'ঠিক যেন... অদৃশ্য হয়ে গেছে রুথ।'

বুকের ভেতরটা পাথরের মতো ভারি হয়ে উঠেছে ওর। দুই হাত দিয়ে মাথাটা চেপে ধরল ও, কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। 'কোথাও দেখতে পেলাম না ওকে। এমনকি চিৎকারের শব্দও পেলাম না। কিচ্ছু দেখতে পাইনি। আমার চার পাশে সব কিছু স্বাভাবিক ছিল; যেন পুরো ব্যাপারটা স্বপ্নে দেখেছি আমি, বাস্তবে কোনো দিন রুথ বলে কেউ ছিলই না।'

'ও নিজে নিশ্চয়ই কোথাও চলে যায়নি।'

সোজা হয়ে বসল বেন। 'না,' বলল ও। 'এটা দারুণ লোভনীয় এক ব্যবসা। যারা ওদের এভাবে ধরে নিয়ে যায় তারা সবাই পেশাদার লোক। সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করেছিলাম আমরা–পুলিশ, কনস্যুলেট, মাসের পর মাস ধরে খোঁজাখুঁজি, সব কিছু। কিন্তু কখনও কোনো চিহ্ন পাইনি।'

এবার যেন ওর বুকের ভেতরটা হালকা লাগতে শুরু করল। বহু বছর ধরে এই কথাগুলো চেপে রেখেছে ও। মনে হলো যেন সেই দেয়াল ভেঙে পড়ছে এখন। সেই সময়ের পর থেকে কখনও কাঁদেনি বেন, কেবল স্বপ্নের মাঝে ছাড়া। 'এই সব ঘটেছে আমার দোষে, কারণ ওর দিকে পিছু ফিরেছিলাম আমি। সে জন্যই ওকে হারিয়ে ফেলেছি।'

'তার পর থেকে আর কাউকে ভালবাসোনি তুমি,' মন্তব্য করলেন প্যাসকাল।

'কিভাবে ভালবাসতে হয় আমি জানি না,' নিজেকে সামলে নিয়ে বলল বেন। 'শেষবার কবে সত্যিই সুখী হয়েছিলাম মনে নেই। জানি না কাউকে ভালবাসতে কেমন লাগে।'

'ঈশ্বর তোমাকে ভালবাসেন, বেনেডিক্ট।'

'আমার কাছে বন্ধু হিসেবে হুইস্কি আর ঈশ্বরের কোনো পার্থক্য নেই।'

BanglaBook.org

'বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ তুমি।'

'বিশ্বাস রাখার চেষ্টা করেছিলাম আমি। প্রথম দিকে প্রতি দিন প্রার্থনা করতাম ওকে ফিরে পাওয়ার জন্য। ক্ষমা পাওয়ার জন্য। জানতাম যে ঈশ্বর আমার কথা শুনছেন না, তবুও বিশ্বাস না হারিয়ে প্রার্থনা করে গিয়েছিলাম আমি।'

'আর তোমার পরিবার?'

'আমার মা কখনও আমাকে ক্ষমা করেনি। আমাকে দেখতে পারত না সে। কখনও তাকে দোষ দিইনি আমি। পরে গভীর বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয় সে। একদিন তার বেডরুমের দরজায় ভেতর থেকে তালা মারা দেখতে পাই আমি আর বাবা। বারবার ধাক্কা দিয়ে, চিৎকার করে ডেকেও কোনো লাভ হয়নি। অনেক স্লিপিং পিল খেয়ে ফেলেছিল সে। তখন আমার বয়স আঠারো, সবে ধর্মশিক্ষার পথে পা বাড়িয়েছি।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন প্যাসকাল। 'তোমার বাবা?'

'রুথকে হারানোর পরেই ভেঙে পড়েছিল সে, মা মারা যাওয়ার পর আরও খারাপ হয় তার অবস্থা। আমার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে বাবা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেন। 'কিন্তু একবার ছুটিতে বাড়ি আসার পর কি একটা দরকারে তার স্টাডিতে ঢুকি। খুব সম্ভব কিছু কাগজ দরকার ছিল বা এমন কিছু। তখন বাবা ছিল না ভেতরে। তার ডায়েরিটা খুঁজে পাই আমি।'

'সেটা পড়েছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ। এবং পড়ে জানতে পারি আসলে তার ধারণা কেমন। সত্যি কথাটা ছিল, আমাকে ঘৃণা করত সে। সব কিছুর জন্য আমাকেই দোষ দিত, ভাবত যে পরিবারের ওপর এই বিপর্যয় ডেকে আনার পরেও আমার বেঁচে না থেকে মরে যাওয়াই উচিত। সব কিছুতে আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম আমি। এর কিছু দিন পরেই আমার বাবা মারা যায়।'

'তখন তুমি কি করলে, মাই সান?'

'প্রথম বছরটার কথা আমার খুব ভাল মনে নেই। ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি, চেষ্টা করেছি হারিয়ে যাওয়ার। কিছু দিন পর বাড়ি ফিরে আসি, এবং বিক্রি করে দেই সেটা। আমাদের হাউসকিপার উইনিকে নিয়ে আয়ারল্যান্ডে চলে যাই। তারপর যোগ দেই সেনাবাহিনীতে। আর কোনো কাজের কথা আমার মাথায় আসেনি। নিজেকে ঘৃণা করতাম আমি, এবং ট্রেনিংয়ের সময় সেই ঘৃণার সবটুকু কাজে লাগিয়েছিলাম। সবচেয়ে সুশৃঙ্খল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রিক্রুট ছিলাম আমি। এর পেছনে কারণটা কেউ কোনো দিন আন্দাজ করতে পারেনি। সময় যাওয়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে

BanglaBook.org

দক্ষ সৈনিকে পরিণত হলাম। অদ্ভুত একটা কাঠিন্য ছিল আমার মাঝে। বুনো প্রকৃতির ছিলাম, এবং সেটাকে কাজে লাগিয়েছিল আমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। সে সময় এমন অনেক কিছুই করেছি যেগুলো সম্পর্কে কথা বলার কোনো আগ্রহ নেই আমার।'

আবার কথা শুরু করার আগে দ্বিধা করতে লাগল বেন। নানা রকম স্মৃতি, দৃশ্য, শব্দ, গন্ধে ভরে উঠেছে মনের ভেতরে। মাথা ঝাঁকিয়ে সেগুলো পরিষ্কার করার চেষ্টা করল ও। 'শেষে বুঝতে পারলাম, আর্মি আসলে আমার জায়গা নয়। এর সব কিছুকেই আমি ঘৃণা করছি। ফলে বাড়ি ফিরে এলাম, জীবনটা গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করলাম। কিছু দিন পর এক নিখোঁজ কিশোরকে খুঁজে বের করার জন্য বলা হলো আমাকে। জায়গাটা ছিল ইটালির দক্ষিণে। কাজটা যখন শেষ হলো, নিরাপদে ছেলেটাকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারলাম, তখন বুঝতে পারলাম যে আসলে এই কাজটাই আমি করতে চাই।' প্যাসকালের দিকে তাকাল ও। 'এটা চার বছর আগের ঘটনা।'

'তুমি বুঝতে পেরেছিলে যে নিখোঁজ মানুষদের তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে পরোক্ষভাবে রুথকে হারানোর কষ্টটা লাঘব হচ্ছে তোমার,' বললেন ফাদার।

মাথা ঝাঁকাল বেন। 'প্রতিবারই যখন কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি, পরের কাজটায় হাত দেয়ার আগ্রহ বেড়েছে। বলতে পারেন নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল। এখনও তাই আছে।'

হাসলেন প্যাসকাল। 'অনেক কষ্ট পেয়েছ তুমি। এবং আমাকে বিশ্বাস করে সব কথা খুলে বলেছ, এ জন্য আমি অত্যন্ত খুশি, বেনেডিক্ট। বিশ্বাস অনেক বড় ওষুধের কাজ করে। বিশ্বাস, এবং সময়।'

'সময় আমাকে সারাতে পারেনি,' বলল বেন। 'ব্যথাটা হয়তো একটু ভোঁতা হয়ে আসে, কিন্তু আরও গভীরে সরে যায়।'

'তুমি বিশ্বাস করো যে রুথ নামের এই ছোট্ট মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলে হয়তো তোমার অপরাধবোধ কমবে।'

'তা না হলে এই কাজটা নিতাম না আমি।'

'আমি আশা করি তুমি সফল হবে, বেন। বাচ্চা মেয়েটার জন্য এবং তোমার নিজের জন্য সফল হওয়া খুব জরুরি। কিন্তু আমি এটাও বিশ্বাস করি যে সত্যিকারের মুক্তি, সত্যিকারের শান্তি কেবল নিজের ভেতর থেকেই আসতে পারে। বিশ্বাস করতে শিখতে হবে তোমার, অন্তর খুলে দিতে জানতে হবে। নিজের ভেতর খুঁজে নিতে হবে ভালবাসা। কেবল তখনই তোমার কষ্ট মুছে যেতে পারে।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে কাজটা খুব কঠিন,' বলল বেন।

BanglaBook.org

মৃদু হাসি ফুটল প্যাসকালের মুখে। 'প্রথম ধাপে ইতোমধ্যেই পা রেখেছ তুমি, বেন, আমাকে সব কিছু খুলে বলার মাধ্যমে। অনুভূতিকে চাপা দিয়ে রেখে কখনও স্বস্তি পাওয়া যায় না। ক্ষতস্থান থেকে বিষ বের করে আনতে কষ্ট হয় ঠিক, এবং কখনও কখনও নিজের ভেতরের অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় আমাদের। কিন্তু একবার যদি তাকে আলোয় নিয়ে আসা যায়, তাহলেই মেলে মুক্তি।'

সেইন্ট-জ্য চার্চের মাঝে প্রবেশ করল বেন, হাতের মোমবাতি থেকে গলন্ত মোম পড়ছে তালুতে। দরজায় কখনও তালা দেয়া হয় না, এমনকি রাত দুটো বাজেও নয়। গির্জার মাঝ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেন অনুভব করল, এখনও দুর্বল হয়ে আছে ওর হাঁটুগুলো। শূন্য, নীরব দালানটার মাঝে নাচানাচি করছে নানা রকম ছায়া। যিশুর মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ও। যিশুখ্রিস্টের ধবধবে সাদা শরীরে প্রতিফলিত হতে লাগল মোমের আলো।

মাথা নিচু করে প্রার্থনা করতে শুরু করল বেন।

চিহ্নগুলো দক্ষিণে নিয়ে চলেছে লুক সাইমনকে। অনুসরণ করা খুবই সহজ, কারণ চিহ্নগুলো আঁকা হয়েছে বুলেট এবং মৃত মানুষ দিয়ে।

লে পুই গ্রামের রাস্তায় দুটো গাড়ির মাঝে ধাওয়া এবং গোলাগুলির ঘটনা রিপোর্ট করেছে এক চাষী। যে মাঠে বন্দুকযুদ্ধ ঘটেছে সেখান থেকে তিনটে মৃতদেহ, গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া দুটো গাড়ি, অস্ত্র এবং অজস্র গুলির খোসা উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুটো গাড়ির কোনোটাই কারও নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। বিএমডব্লিউ গাড়িটা দুই দিন আগে লিয়ন এলাকা থেকে চুরি হয়েছিল বলে জানা গেছে।

আরও আগ্রহজনক ব্যাপার হলো, দ্বিতীয় গাড়িটা, অর্থাৎ পিগটের মাঝে কিছু হাতের ছাপ পাওয়া গেছে যেগুলো রবার্টা রাইডারের সাথে মিলে যায়। ঘাসের মাঝে পড়ে থাকা গুলির খোসাগুলোর মাঝে ব্রাউনিং ধরনের পিস্তলের খোসাও পাওয়া গেছে, যেগুলো এর আগে মার্সিডিজ লিমোজিন আর সিন নদীর পাশে সেই বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় পাওয়া গিয়েছিল।

এত সহজ সব চিহ্ন, যেন গাছের গায়ে স্পষ্ট অক্ষরে নিজের নাম খোদাই করে রেখে গেছে বেন হোপ।

BanglaBook.org

## ছত্রিশ.

### লেগ্রা ইনস্টিটিউট, লিমু-র কাছাকাছি, দক্ষিণ ফ্রান্স, তিন মাস আগে

'ধ্যাত্তেরি-জুলস, ওই দেখো! আবার একই কাজ করেছে ব্যাটা!'

রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে ক্লাউস রেনফিল্ডের প্যাড লাগানো সেল। দুই পুরুষ নার্স ছোট্ট কামরাটায় ঢুকতেই কামরার বাসিন্দা ঝট করে মুখ তুলে তাকাল, যেন দুষ্টুমি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে কোনো ছোট শিশু। কোঁচকানো মুখটা হাসিতে ভরে উঠল, দেখা গেল নিজের আরও দুটো দাঁত খসিয়ে এনেছে সে। গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেলেছে, তারপর দাঁতগুলো দিয়ে বুকের অদ্ভুত প্রতীকের আকারে তৈরি ক্ষতগুলোর মুখ খুলে ফেলেছে আবার।

'মনে হচ্ছে তোমার ডোজটা আরও বাড়িয়ে দিতে হবে,' বিড়বিড় করে বলে উঠল এক নার্স। সেল থেকে বের করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো রেনফিল্ডকে। 'ক্লিনারদের চলে আসতে বলো এখানে,' সহকারীকে উদ্দেশ্য করে বলল সে। 'ওকে ক্লিনিকে নিয়ে যাও, তারপর একটা ডায়াজেপাম ইনজেকশন দিয়ে কিছু পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে দাও। খেয়াল রাখবে যেন নখগুলো খুব ছোট করে কাটা হয়। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই অতিথি আসছে ওর সাথে দেখা করতে।'

'সেই ইটালিয়ান মহিলা?'

অতিথির কথা শুনেই রেনফিল্ডের কান খাড়া হয়ে উঠল। 'অ্যানা!' সুর করে বলে উঠল সে। 'অ্যানা... অ্যানা। অ্যানা আমার বন্ধু।' তারপর নার্সকে উদ্দেশ্য করে থুতু ছিটাল সে। 'তোকে ঘেন্না করি!'

দুই ঘণ্টা পর লেগ্রা ইনস্টিটিউটের নিরাপদ ভিজিটিং রুমে বসে থাকতে দেখা গেল রেনফিল্ডকে, আগের চাইতে অনেক শান্ত। যে সব রোগীর অসুস্থতা কম তাদের বাইরের অতিথিদের সাথে দেখা করতে দেয়া হয় এখানে। একটা সাদামাটা টেবিল, মেঝের সাথে স্ক্রু দিয়ে লাগানো দুটো চেয়ার-আসবাব বলতে এই। রেনফিল্ডের দুই পাশে দুই পুরুষ নার্স দাঁড়িয়ে আছে, সিরিঞ্জ হাতে আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। বলা যায় না, যদি দরকার হয়? একটা

BanglaBook.org

টু-ওয়ে মিররের ওপাশ থেকে ইনস্টিটিউটের প্রধান ডক্টর লেগ্রা চোখ রেখেছেন রেনফিল্ডের ওপর।

রেনফিল্ডের পরনে একটু আগের রক্তমাখা কাপড় আর নেই, তার বদলে নতুন করে পরিষ্কার পাজামা আর গাউন পরানো হয়েছে তাকে। দাঁতের ফাঁকা অংশটাও পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। এখন তার মেজাজ ভাল থাকার কারণ প্রধানত দুটো। একটা হচ্ছে সাইকোটিক ড্রাগ যেটা একটু আগে তার শরীরে প্রবেশ করানো হয়েছে, দ্বিতীয়টা হচ্ছে তার অতিথি এবং নতুন বন্ধু, অ্যানা ম্যানজিনির উপস্থিতি। দুই হাতে মহামূল্যবান সম্পদের মতো নিজের নোটবুকটা আঁকড়ে ধরে রেখেছে রেনফিল্ড।

এক পুরুষ নার্স অ্যানা ম্যানজিনিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। সাদামাটা, কাটখোট্টা কামরাটা হঠাৎ করেই ভরে উঠল তার গায়ের সুগন্ধে। তাকে দেখেই খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রেনফিল্ডের মুখ।

'হ্যালো, ক্লাউস,' উল্টো দিকের চেয়ারে বসতে বসতে হেসে বলল অ্যানা। 'কেমন আছ আজ?'

সাধারণত নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য, বদমেজাজি এই রেনফিল্ডই কিভাবে আকর্ষণীয় ইটালিয়ান মহিলাটার সামনে শান্ত হয়ে যায়, দেখে নার্সদের সত্যিই অবাক লাগে। কিভাবে যেন রেনফিল্ডকে শান্ত করে ফেলে অ্যানা। ভদ্র, শান্ত ব্যবহার করে তার সাথে, কখনও কোনো কিছু নিয়ে জোর করে না। মাঝে মাঝে দীর্ঘ সময় কোনো কথা না বলে স্রেফ চুপচাপ বসে থাকে তারা। নিজের চেয়ারে বসে মৃদু মৃদু দোল খায় রেনফিল্ড, চোখগুলো আরামে বুজে আসে। হাড্ডিসার একটা হাত থাকে অ্যানার হাতকে স্পর্শ করে। প্রথমে নার্সরা স্পর্শের ব্যাপারে সায় দিতে চায়নি, কিন্তু অ্যানা তাদের নিষেধ করেছে। পরে তারাও দেখেছে যে এতে কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।

যখন কথা বলে, তখন বেশিরভাগ সময়েই একই কথা বারবার বিড়বিড় করে আউড়াতে থাকে রেনফিল্ড। ভাঙা ভাঙা ল্যাটিনে কিছু দুর্বোধ্য কথা, উল্টোপাল্টা অক্ষর আর সংখ্যা ইত্যাদি শোনা যায় কান পাতলে, একই সাথে আঙুলে কর গোনে বারবার।

মাঝে মাঝে উৎসাহ পেলে নিজের সম্পর্কে আরেকটু সুস্থভাবে কথা বলে সে। মৃদু স্বরে নানা বিষয় নিয়ে মুখ খোলে, যেগুলো নার্সদের বোধগম্য হয় না। তবে কিছুক্ষণ পরেই সেগুলো ছেড়ে দুর্বোধ্য বিড়বিড়ানিতে পরিণত হয় তার কথাগুলো, তারপর থেমে যায়। তখন আর জোর না করে তার পাশে বসে থাকে অ্যানা। এগুলোই রেনফিল্ডের সবচেয়ে আনন্দের সময়। নার্সদের মতে এটা তার সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

BanglaBook.org

আজ পঞ্চমবারের মতো দেখা করতে এসেছে অ্যানা। অন্যান্য দিনের তুলনায় কোনো ব্যতিক্রম হলো না আজও। অ্যানার হাত শক্ত করে আঁকড়ে ধরে বসে রইল রেনফিল্ড, আরেক হাতে রয়েছে নোটবুক। মৃদু, খসখসে স্বরে নিজের দুর্বোধ্য ভাষায় বকে চলেছে সে। 'এন-সিক্স, ই-ফোর, আই-টুয়েন্টি সিক্স, এ-ইলেভেন, ই-ফিফটিন।'

'তুমি কী বলতে চাইছ, ক্লাউস?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল অ্যানা।

টু-ওয়ে মিররের ওপাশ থেকে ভ্রু কুঁচকে দৃশ্যটা দেখছেন ডক্টর লেগ্রা। ঘড়ি দেখলেন তিনি, তারপর পাশের একটা দরজা দিয়ে ভিজিটিং রুমে প্রবেশ করলেন। 'খুব খুশি হলাম তোমাকে দেখে, অ্যানা,' হেসে বললেন তিনি। তারপর নার্সদের দিকে ফিরলেন। 'আজকের জন্য এটুকুই যথেষ্ট। রোগীকে ক্লান্ত করে ফেলার কোনো দরকার নেই।'

লেগ্রাকে দেখেই চিৎকার করে উঠে সরু দুই হাত দিয়ে নিজের মাথা ঢাকার চেষ্টা করল রেনফিল্ড। চেয়ার থেকে পড়েই গেল সে, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল অ্যানা। চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াচ্ছে, কিন্তু মেঝেতে ঘষটে এসে কোনোমতে তার গোড়ালি খামচে ধরল রেনফিল্ড, তারস্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। নার্সরা এসে সরিয়ে নিয়ে গেল তাকে। বিষণ্ন চোখে অ্যানা দেখল, পেছনের একটা দরজা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হলো রেনফিল্ডকে।

'ও তোমাকে এত ভয় পায় কেন, এদুয়ার্দ?' করিডোরে বেরিয়ে আসার পর লেগ্রাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি জানি না,' হেসে জবাব দিলেন লেগ্রা। 'ক্লাউসের অতীত সম্পর্কে কিছুই জানা নেই আমাদের। হয়তো অতীতের কোনো ভয়াবহ ঘটনার কারণেই আমার প্রতি ওর এমন প্রতিক্রিয়া। হতে পারে যে আমি ওকে এমন কারও কথা মনে করিয়ে দেই যে ওকে কষ্ট দিয়েছে, হতে পারে সেটা অত্যাচারী বাবা অথবা অন্য কোনো আত্মীয়। এটা খুবই স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল অ্যানা। 'বুঝলাম। এমন কিছুই হবে হয়তো।'

'অ্যানা... একটা কথা ভাবছিলাম আমি... আজ রাতে যদি তোমার কোনো কাজ না থাকে, তাহলে আমার সাথে ডিনার করো না কেন? উপকূলের কাছে একটা ছোট রেস্টুরেন্ট চিনি আমি। ব্যাস মাছ দিয়ে জিনিসটা খুব ভাল রান্না করে ওরা। এই ধরো সাতটার দিকে তোমাকে নিতে আসি আমি, কেমন?' অ্যানার বাহুতে হাত রাখলেন তিনি।

আস্তে করে নিজেকে সরিয়ে নিল অ্যানা। 'প্লিজ, এদুয়ার্দ। আমি তো বলেছি, এখনও আমি প্রস্তুত নই... অন্য একদিন ডিনার করব আমরা।'

'আমি দুঃখিত,' হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন ড. লেগ্রা। 'বুঝতে পারছি। ক্ষমা করে দিও আমাকে।'

BanglaBook.org

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন লেগ্রা, বিল্ডিং থেকে বের হয়ে নিজের আলফা রোমিও গাড়িতে উঠে বসল অ্যানা। এই নিয়ে তিনবার তাকে প্রত্যাখ্যান করল সে, ভাবলেন তিনি। সমস্যাটা কোথায়? অন্য মেয়েরা তো এমন করে না তার সাথে। তার স্পর্শ পেলেই যেন চমকে ওঠে অ্যানা। ঠাণ্ডা আচরণ করে লেগ্রার সাথে, অথচ ওই উন্মাদ রেনফিল্ড যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার হাত ধরে বসে থাকে তখন তার কোনো আপত্তি থাকে বলে মনে হয় না।

জানালার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে ফোন তুলে নিলেন লেগ্রা। 'পলেট, একটু দেখো তো, ড. ডেলাভিন আজ কোন রোগীকে দেখবেন?...ক্লাউস রেনফিল্ড?... আচ্ছা, তাকে একটু ফোন করে বলে দাও যে তার দায়িত্বটা আমি নিচ্ছি... হ্যাঁ...ঠিক আছে। ধন্যবাদ, পলেট।'

নিজের সেলে খুশি মনেই বসে ছিল রেনফিল্ড, গুনগুন করতে করতে অ্যানার কথা ভাবছিল। এই সময় দরজায় চাবির শব্দ হতে চোখ খুলে তাকাল সে। খুলে গেল দরজা।

'রোগীর সাথে একা থাকতে চাই আমি,' বলে উঠল রেনফিল্ডের পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর। কুঁকড়ে গেল সে, চোখগুলো ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। সেলের ভেতর ঢুকে দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে দিলেন লেগ্রা।

সামনে এগিয়ে এলেন তিনি, ওদিকে যতটা পারে পিছিয়ে এক কোণে সরে গেল রেনফিল্ড। তার সামনে এসে দাঁড়ালেন সাইকিয়াট্রিস্ট, মুখে ঠাণ্ডা হাসি। মৃদু গলায় বললেন, 'হ্যালো, ক্লাউস।'

তারপরেই দড়াম করে রেনফিল্ডের তলপেট বরাবর লাথি মারলেন তিনি। ব্যথায় দুই ভাঁজ হয়ে গেল রেনফিল্ডের অসহায় শরীরটা, দম নেয়ার জন্য হাঁসফাঁস করছে।

আবার লাথি মারলেন লেগ্রা, তারপর আবার। একের পর এক প্রচণ্ড আঘাতে ককিয়ে কেঁদে উঠল রেনফিল্ড। মরে গেলেই ভাল হতো, মনে হতে লাগল তার।

BanglaBook.org

# সাইত্রিশ.

তৃতীয় দিনে বাইরে বেরিয়ে এসে সূর্যের আলোয় বসার মতো শক্তি ফিরে পেল বেন। দূরে দাঁড়িয়ে রইল রবার্টা, মুরগিকে খাবার দিচ্ছে এবং ইচ্ছে করেই চোখ ফিরিয়ে আছে বেনের দিক থেকে। খারাপ লাগল বেনের, জানে যে রবার্টাকে আঘাত করেছে ও। অগত্যা মেরি-ক্লেয়ারের বানানো ভেষজ চায়ে চুমুক দিতে দিতে ফুলকানেলির জার্নালের পাতা খুলে বসল আবার।

*১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬*

*নিকোলাস দাকিনকে বিশ্বাস করেছিলাম বলে এখন সত্যিই আফসোস হতে শুরু করেছে আমার। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এই কথাগুলো লিখছি আমি, জানি যে অনেক বড় বোকা বনেছি। একমাত্র সান্ত্বনা এটাই যে ক্যাথারদের রেখে যাওয়া জ্ঞানের সবটুকু ওকে জানাইনি আমি।*

*গতকালই আমার যে ভয় ছিল তা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। নিজের সব আদর্শ এবং লজ্জাকে জলাঞ্জলি দিয়ে করোট নামের এক বিশ্বাসী গোয়েন্দাকে নিয়োগ দিয়েছিলাম আমি, বলেছিলাম নিকোলাসের গতিবিধি আমাকে জানাতে। জানা গেছে যে বেশ কিছু দিন ধরেই ওয়াচমেন নামে প্যারিসের এক সংঘের সদস্য হয়েছে আমার তরুণ শিষ্য। বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক এবং গোপন জ্ঞানের অধিকারীদের এই ছোট্ট দলটির কথা আগে থেকেই আমার জানা ছিল। এটাও বুঝতে পারছি যে নিকোলাস কেন ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। ওয়াচমেনের উদ্দেশ্য হলো অ্যালকেমির গোপনীয়তার ঐতিহ্যকে ভেঙে ফেলা। শাকোর্নাকের বইয়ের দোকানের উপরে প্রতি মাসে মিলিত হয় তারা, অ্যালকেমির জ্ঞানকে কিভাবে আধুনিক বিজ্ঞান এবং মানবজাতির উপকারে আনা যায় তাই নিয়ে আলোচনা করে। নিকোলাসের মতো একজন তরুণের কাছে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতের স্রষ্টা বলে মনে হয়েছে ওদের, নতুন যুগের সূচনাকারী বলে ধরে নিয়েছে। অ্যালকেমির প্রতি ওদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমার তথাকথিত প্রাচীন, অসার এবং সন্দেহপ্রবণ মানসিকতার মাঝে পড়ে নিকোলাসের মানসিক অবস্থা কেমন দাঁড়িয়েছে, সেটাও আমি ভালই আন্দাজ করতে পারছি।*

*তারুণ্যের এমন উচ্ছলতা আর সাহসকে ঘৃণা করা যায় না। কিন্তু করোট আমাকে যা জানিয়েছে তাতে আমি সত্যিই চিন্তিত হয়ে উঠেছি। ওয়াচমেনের*

BanglaBook.org

সাথে ওঠাবসার সাথে সাথে নিকোলাস নতুন একজন বন্ধু পেয়েছে। এই লোকটাকে আমি চিনি না, কেবল জানি যে তার নাম রুডলফ এবং সে গুপ্তবিদ্যার আগ্রহী ছাত্র। দলের বাকিরা তাকে ডাকে "সেই আলেকজান্দ্রিয়ান যে মিসরে নিজের জন্মস্থান খুঁজে ফিরছে" বলে।

বিভিন্ন সময়ে কয়েকবার এই রুডলফের সাথে নিকোলাসকে দেখেছে করোট। দেখেছে, বিভিন্ন ক্যাফেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনায় মগ্ন রয়েছে তারা। গতকাল ওদের অনুসরণ করে একটা দামি রেস্তোরাঁয় গিয়ে হাজির হয়েছিল সে। রেস্তোরাঁর বারান্দায় বসে ওরা যে আলাপ করেছে তার কিছুটা শুনেছে করোট।

গ্লাসের পর গ্লাস শ্যাম্পেন দিয়ে আমার শিষ্যকে আপ্যায়িত করছিল রুডলফ। বোঝা যাচ্ছিল যে নিকোলাসের মুখের বাঁধন আলগা করার জন্যই তার এই ফন্দি।

'কিন্তু এটাই সত্যি কথা,' বলছিল রুডলফ, আর পাশের টেবিলে একটা কাগজে গোপনে নোট নিচ্ছিল করোট। 'যে ফুলকানেলি যদি সত্যিই এই জ্ঞানের ক্ষমতায় বিশ্বাস করে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তার সবচেয়ে মেধাবী শিষ্যকে বঞ্চিত করার কথা ভাবতেন না।' এই বলে নিকোলাসের গ্লাসটা আরও একবার ভরে দিল সে।

'এমন অভিজাত জীবনযাত্রায় আমি অভ্যস্ত নই,' নিকোলাসকে বলতে শুনল করোট।

'এক দিন এর চাইতেও অনেক বেশি অভিজাত জীবন কাটাবে তুমি,' বলল রুডলফ।

ভ্রু কুঁচকে উঠল নিকোলাসের। 'আমি খ্যাতি আর সম্পদের জন্য লালায়িত নই। আমি শুধু আমার জ্ঞান দিয়ে মানুষকে সাহায্য করতে চাই, ব্যাস। আর এটাই আমি বুঝতে পারছি না যে এই সাহায্য করার প্রবৃত্তিকে কেন এত খারাপ বলে ভাবছেন আমার মাস্টার।'

'মানুষের জন্য তোমার দুশ্চিন্তা দেখে প্রশংসা না করে পারছি না, নিকোলাস,' বলল রুডলফ। 'হয়তো আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব। কিছু প্রভাবশালী মানুষের সাথে যোগাযোগ আছে আমার।'

'সত্যি?' বলল নিকোলাস। 'যদিও তার অর্থ হবে আমার গোপনীয়তার শপথ ভঙ্গ করা। আপনি তো জানেন যে ব্যাপারটা নিয়ে প্রায়ই চিন্তা করেছি আমি, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি।'

'নিজের মনকে বিশ্বাস করা উচিত তোমার,' বলল রুডলফ। 'তোমার নিয়তিতে যা লেখা আছে, তা খন্ডানোর কোনো অধিকার নেই তোমার মাস্টারের।'

'আমার নিয়তি...' প্রতিধ্বনি করল নিকোলাস।

BanglaBook.org

*'হাসল রুডলফ। বলল, 'খুব কম মানুষই নিয়তির দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়। যদি তোমার ব্যাপারে আমার ধারণা ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে বলব যে জীবনে তেমন মানুষ মাত্র দু'জনকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার।' শ্যাম্পেনের গ্লাসটা আবার ভরে দিল সে। 'আমার পরিচিত একজন মানুষ আছেন, যার চিন্তাভাবনাও ঠিক তোমার মতোই। তাকে তোমার কথা বলেছি আমি, নিকোলাস। তিনিও ধারণা করেন যে মানবজাতির জন্য এক সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার পথে তুমি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে। একদিন তোমার সাথে দেখা হবে তার।'*

*এক ঢোকে গ্লাসটা খালি করে টেবিলে নামিয়ে রাখল নিকোলাস। লম্বা একটা দম নিল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে আমার। যা জানি তা আপনাকে বলব। আমি চাই, পরিবর্তন আসুক।'*

*'সম্মানিত বোধ করছি,' হালকা মাথা নুইয়ে জবাব দিল রুডলফ।*

*সামনে ঝুঁকে এল নিকোলাস। 'আপনাকে যদি বোঝাতে পারতাম যে এই ব্যাপারটা নিয়ে কারও সাথে আলোচনা করার জন্য কতটা ছটফট করেছি আমি। দুটো গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য আছে, যার দুটোই একটা প্রাচীন এবং গোপন পুঁথিতে লেখা আছে। দক্ষিণে, এক পুরনো দুর্গের ধ্বংসাবশেষে সেই তথ্য আবিষ্কার করেছেন আমার মাস্টার।'*

*'এই গোপন তথ্য কী তোমাকে জানিয়েছেন তিনি?' আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করল রুডলফ।*

*'কেবল একটা। এবং তার ক্ষমতা আমি নিজের চোখে দেখেছি। সত্যিই আশ্চর্যজনক। সেই জ্ঞানও জানা আছে আমার। তা কিভাবে কাজে লাগাতে হয় আমি জানি, এবং আপনাকে দেখাতেও পারি।'*

*আর দ্বিতীয় তথ্যটা?'*

*'তার দাম আরও অনেক বেশি,' বলল নিকোলাস। 'কিন্তু একটা সমস্যা হয়ে গেছে। ফুলকানেলি এখন আর তা আমাকে জানাতে চাইছেন না।'*

*তার কাঁধে একটা হাত রাখল রুডলফ। 'আমি নিশ্চিত যে খুব শীঘ্রই সেটা জানতে পারবে তুমি,' হেসে বলল সে। 'তবে তার আগে তোমার যে জ্ঞানটুকু জানা আছে তার সম্পর্কে আমাকে আরও কিছু বলো না কেন? আমার বাসায় চলো, সেখানেই বাকিটুকু শুনব তোমার কাছ থেকে।'*

জার্নাল নামিয়ে রাখল বেন। কে এই 'আলেকজান্দ্রিয়ান'? দাকিন তাকে কি বলেছিল? তার সাথে যে লোকটার পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল রুডলফ, সেই বা কে?

হয়তো গ্যাস্টন ক্লিমেন্টের মতোই কোনো অর্ধ উন্মাদ, ভাবল ও। পরের কয়েক পাতা উল্টে গেল ও, এবং আবিষ্কার করল যে বইয়ের শেষদিকের প্রায়

BanglaBook.org

সম্পূর্ণ অংশই পচে নষ্ট হয়ে গেছে। কতগুলো পৃষ্ঠা নষ্ট হয়েছে তা অবশ্য বলা অসম্ভব। জার্নালের শেষ লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করল ও। ফুলকানেলির রহস্যময় অন্তর্ধানের ঠিক আগে লেখা হয়েছে এই লেখাগুলো।

*২৩ ডিসেম্বর, ১৯২৬*

*সব শেষ। আমার স্ত্রী ক্রিস্টিনা খুন হয়েছে। দাকিনের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আমাদের অমূল্য জ্ঞান এখন সেই আলেকজান্দ্রিয়ানের হাতে। এই ঘটনা ঘটতে দিয়েছি আমি, সে জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইছি। নিজের জীবনের চাইতে অনেক দামি জিনিস নিয়ে ভয় হচ্ছে আমার। এই লোকগুলোর কাছে নরকের শয়তানও কিছুই না।*

*ইতোমধ্যেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিয়েছি আমি। একমাত্র কন্যা ইভেটকে নিয়ে খুব দ্রুত প্যারিস ত্যাগ করছি, এবং যাওয়ার আগে সব কিছু রেখে যাচ্ছি বিশ্বাসী জ্যাক ক্লিমেন্টের কাছে। তাকে সাবধান করে দিয়েছি, যেন সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করে সে। আমি আর ফিরে আসব না এখানে।*

এখানেই শেষ। কোনো কারণে দাকিনের বিশ্বাসঘাতকতা বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। মনে হচ্ছে সব কিছুর জন্য দায়ী ওই রহস্যময় আলেকজান্দ্রিয়ান, রুডলফ। সেই কী ফুলকানেলির স্ত্রীকে খুন করেছিল? তার চাইতেও বড় কথা, এর পরে কোথায় গেল ফুলকানেলি? প্যারিস থেকে এতই তাড়াহুড়ো করে বের হয়ে গিয়েছিল সে যে নিজের জার্নালটাও ফেলে রেখে গিয়েছিল।

'দিনটা কি সুন্দর,' বেনের চিন্তার জাল ছিঁড়ে দিয়ে বলে উঠল একটা কণ্ঠ। 'তোমার সাথে যোগ দিতে পারি?'

'হ্যালো, ফাদার।' জার্নালটা বন্ধ করল বেন।

ওর পাশে বসলেন প্যাসকাল, তারপর মাটির একটা জগ থেকে এক গ্লাস পানি ঢেলে নিলেন। 'আজ তোমাকে অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ। আসলেই সুস্থ বোধ করছি আমি।'

'বেশ,' হাসলেন প্যাসকাল। 'গতকাল আমার ওপর যে বিশ্বাস দেখিয়েছ তুমি তাতে আমি সত্যিই সম্মানিত বোধ করছি। তোমার গোপন কথা আর কেউ জানবে না, নিশ্চিত থাকতে পারো।' একটু থামলেন তিনি। 'এবার আমার পালা, কারণ আমিও কিছু গোপন কথা বলব তোমাকে।'

'সেক্ষেত্রে আমি বলব, আপনার তুলনায় এই ব্যাপারে আমি নিতান্তই অযোগ্য।'

'তবুও আমাকে বলতে হবে, কারণ কথাগুলো তোমার আগ্রহ জাগাবে। এক হিসেবে ওগুলোর সাথে তুমিও জড়িত।'

'কিভাবে?'

BanglaBook.org

'তুমি আমাকে খুঁজতে এসেছিলে ঠিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তোমার উদ্দেশ্য ছিল ক্লাউস রেনফিল্ডকে খুঁজে বের করা। রবার্টা আমাকে বলেছে।'

'সে কোথায় আপনি জানেন?'

মাথা ঝাঁকালেন প্যাসকাল। 'একদম শুরু থেকে বলি তাহলে। যেহেতু তুমি আমার কাছে আসছিলে, সেহেতু নিশ্চয়ই জানো যে কিভাবে লোকটার দেখা পাই আমি?'

'পুরনো একটা খবরে পড়েছিলাম আমি।'

'মনে হয়েছিল সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছে লোকটা,' বিষণ্ন গলায় বললেন প্যাসকাল। 'প্রথম যখন ওর শরীরের ভয়াবহ ক্ষতচিহ্নগুলো দেখি, ভেবেছিলাম সাক্ষাৎ শয়তানের কাজ এগুলো।' আপনা থেকেই মাথা, বুক আর দুই কাঁধ স্পর্শ করে ক্রুশ আঁকলেন তিনি। 'তুমি নিশ্চয়ই এটাও জানো যে অসুস্থ লোকটার দেখাশোনা করেছিলাম আমি। তারপরেই তাকে একটা ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়।'

'কোথায় সেটা?'

'ধৈর্য ধরো, বেনেডিক্ট। সেটাও বলব তোমাকে। তবে তুমি এটা জানো না, সত্যি কথা বলতে আমি এবং সেই লোকটা ছাড়া কেউই জানে না যে কিসের সাহায্যে নিজের শরীরে ওই ক্ষতগুলো তৈরি করেছিল সে। আর এটাই আমার গোপন কথা।'

স্মৃতিগুলো মনের গভীর থেকে তুলে আনলেন ফাদার, বহু দূরে হারিয়ে গেল তার দৃষ্টি। 'ভয়াবহ এক ঝড়ের রাতে রেনফিল্ড এসে পৌঁছায় আমার কাছে। ওর পিছু নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছিলাম আমি, ওই দিকে,' আঙুল তুলে দেখালেন তিনি। 'দেখলাম, তার হাতে একটা ছুরি রয়েছে, অত্যন্ত অদ্ভুত চেহারার। ভেবেছিলাম ওটা দিয়ে হয়তো আমাকেই খুন করবে সে। কিন্তু তার বদলে আতঙ্কিত হয়ে দেখলাম, ছুরিটা দিয়ে সে নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত করছে। সেই মুহূর্তে ওর মনের অবস্থা কি ছিল আমি কল্পনাও করতে পারি না। যাই হোক, প্রায় সাথে সাথেই লোকটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তাকে বাড়িতে নিয়ে আসি আমি। সে রাতে যতটুকু সাধ্য ছিল সেবা করি তার, যদিও লোকটার মাথা একেবারেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পরদিন ভোরে কর্তৃপক্ষের লোকজন এসে তাকে নিয়ে যাওয়ার পরেই কেবল আমার ছুরিটার কথা মনে পড়ে। আবার জঙ্গলে ফিরে যাই আমি, এবং সেখানেই পড়ে থাকতে দেখি সেটা।'

একটু থামলেন ফাদার। 'আমার বিশ্বাস, ছুরিটা অত্যন্ত প্রাচীন, কিন্তু এখনও নিখুঁত। দক্ষ হাতে ক্রুশের আকৃতিতে তৈরি করা হয়েছে ওটাকে, ছুরির ফলাটা ভেতরে লুকানো। গায়ে অনেক রকমের অদ্ভুত চিহ্ন আঁকা আছে। এমনকি ছুরির ফলাতেও একটা চিহ্ন আঁকা। ওই চিহ্নগুলোই নিজের শরীরে একেছিল রেনফিল্ড, বুঝতে পেরে প্রায় হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি।'

BanglaBook.org

বেন বুঝতে পারল, এই সোনার ক্রুশটার কথাই বলেছিল ক্লিমেন্ট। ফুলকানেলির ক্রুশ। 'কোথায় সেটা?' প্রশ্ন করল ও। 'পুলিশের কাছে তুলে দিয়েছিলেন?'

'বলতে লজ্জা লাগছে, কিন্তু না,' জবাব দিলেন প্যাসকাল। 'ব্যাপারটা নিয়ে কোনো তদন্ত হয়নি। সবাই নিঃসন্দেহে ধরে নিয়েছিল যে রেনফিল্ডই চিহ্নগুলো নিজের শরীরে এঁকেছে। সামান্য কয়েকটা তথ্য লিখে নেয়া ছাড়া আর কোনো আগ্রহ দেখায়নি পুলিশ। তাই ছুরিটা রেখে দিয়েছিলাম আমি। বলতে দ্বিধা নেই, পুরনো ধর্মীয় জিনিসের প্রতি আমার একটা আগ্রহ আছে। সেই থেকে আমার সংগ্রহেই আছে ওটা।'

'আমি কি দেখতে পারি ছুরিটা?'

'অবশ্যই,' হাসলেন প্যাসকাল। 'তবে তার আগে আমাকে বলতে দাও। প্রায় পাঁচ মাস পর অদ্ভুত এক অতিথি আসে আমার কাছে। উসবার্তি নামে একজন ভ্যাটিকান বিশপ। রেনফিল্ড, তার পাগলামি, আমাকে সে কি কি বলেছিল, তার শরীরের ক্ষতচিহ্নগুলো–ইত্যাদি সম্পর্কে আমাকে অনেক প্রশ্ন করেন তিনি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি তিনি যেটা জানতে চাইছিলেন তা হলো, আমি যখন রেনফিল্ডকে খুঁজে পাই তখন তার কাছে আর কিছু ছিল কি-না। যদিও তার কথায় ছুরিটার কোনো সরাসরি উল্লেখ পাইনি, তবে আমার বিশ্বাস ওটার কথাই বলছিলেন তিনি। ঈশ্বর ক্ষমা করুন, তাকে কিছুই বলিনি আমি। ছুরিটা এত সুন্দর ছিল যে লোভী শিশুর মতো ওটাকে নিজের কাছেই রেখে দিতে চেয়েছিলাম। তবে এটাও ঠিক যে কেন জানি ভয় ভয় লাগছিল আমার। বিশপের মাঝে কিছু একটা ছিল। নিজের মনোভাব দক্ষভাবে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তবুও বুঝতে পারছিলাম যে ছুরিটার জন্য হন্যে হয়ে আছেন তিনি। এটাও জানতে চাইছিলেন যে উন্মাদ লোকটার কাছে কোনো কাগজপত্র বা ডকুমেন্ট ছিল কি-না। একটা পাণ্ডুলিপির কথা বিশেষভাবে জোর দিয়ে জানতে চাইছিলেন তিনি।'

চমকে উঠল বেন। 'আর কিছু বলেননি সেটার ব্যাপারে?'

'না। বেশ এই ব্যাপারে বেশ চাপা স্বভাবের মনে হচ্ছিল তাকে। সত্যি কথা বলতে, আমি যখন জানতে চাইলাম যে তিনি কি ধরনের পাণ্ডুলিপির কথা বলছেন, তখন তিনি মুখে তালা মেরে দিয়েছিলেন। ওটার প্রতি তার আগ্রহ কেন তাও বলতে চাননি। তার আচরণ বেশ অদ্ভুত মনে হয়েছিল আমার কাছে।'

'আর রেনফিল্ডের কাছে কী সত্যিই কোনো পাণ্ডুলিপি ছিল?' অধৈর্য ভাবটা গোপন করার চেষ্টা করতে করতে বলল বেন।

'হ্যাঁ,' ধীরে ধীরে জবাব দিলেন প্যাসকাল। 'ছিল। কিন্তু... দুর্ভাগ্য...'

BanglaBook.org

আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল বেন। দুই সেকেন্ড সময় যেন অনন্তকালের সমান দীর্ঘ মনে হলো ওর কাছে।

আগের কথার খেই ধরলেন প্যাসকাল। 'রেনফিল্ডকে ওরা নিয়ে যাওয়ার পর আমি যেই জায়গায় ছুরিটা পড়ে ছিল সেখানে ফিরে যাই, এবং একটা পুরনো পাণ্ডুলিপির ভিজে ছিঁড়ে যাওয়া কিছু অংশ খুঁজে পাই। নিশ্চয়ই কোনোভাবে ওর ছেঁড়া কাপড়ের মাঝ থেকে পড়ে গিয়েছিল। ও যেখানে পড়েছিল সেখানেই কাদার সাথে মিশে ছিল কাগজগুলো। বৃষ্টিতে সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ধুয়ে গিয়েছিল কালির বেশির ভাগ। কিছু লেখা এবং ছবি তখনও অক্ষত ছিল, এবং ওটাকে মূল্যবান ভেবে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলাম আমি। কিন্তু হাতে নিতেই সব ভেঙে পড়ে যাচ্ছিল। টুকরোগুলো তুলে এনেছিলাম আমি। কিন্তু সেগুলো রক্ষা করা ছিল অসম্ভব, তাই পরে ফেলে দিয়েছিলাম।'

হতাশায় ভরে গেল বেনের মন। রেনফিল্ডের পাণ্ডুলিপি আর ফুলকানেলির পাণ্ডুলিপি যদি একই জিনিস হয়ে থাকে, তাহলে এখানেই সব শেষ।

'তবে এসবের কিছুই আমি বলিনি বিশপকে,' বলে চললেন প্যাসকাল। 'ভয় হচ্ছিল কেন জানি, যদিও বুঝতে পারছিলাম না যে এমন কেন মনে হচ্ছে আমার। মনের ভেতর থেকে বিশপকে সব বলার ব্যাপারে বাধা পাচ্ছিলাম।' মাথা নাড়লেন তিনি। 'তখন থেকেই আমি জেনে এসেছি যে রেনফিল্ডের গল্পের এখানেই শেষ নয়। সব সময়েই মনে হতো যে অন্যরাও আমাকে খুঁজে বের করবে, রেনফিল্ডের গল্প জানতে চাইবে।'

'এখন সে কোথায়?' জানতে চাইল বেন। 'তার সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্যাসকাল। 'সেটা সম্ভব হবে না বলেই আমার ধারণা।'

'কেন?'

'কারণ সে মারা গেছে। তার আত্মা শান্তি পাক।'

'মারা গেছে?'

'হ্যাঁ। এই তো, মাস দুয়েক আগে।'

'আপনি কিভাবে জানলেন?'

'তুমি যখন অসুস্থ ছিলে তখনই আমি লেগ্রা ইনস্টিটিউটে ফোন করি। লিমুর কাছে ওই হাসপাতালেই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রেনফিল্ডকে। জীবনের শেষ বছরগুলো ওখানেই কাটিয়েছে সে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওরা জানাল, রেনফিল্ড নাকি আত্মহত্যা করেছে।'

'তাহলে এখানেই শেষ,' বিড়বিড় করে বলল বেন।

BanglaBook.org

'বেনেডিক্ট, এতক্ষণ তোমাকে খারাপ খবরটা জানিয়েছি আমি,' ওর কাঁধে হাত রেখে বললেন প্যাসকাল। 'কিন্তু কিছু ভাল খবরও আছে আমার কাছে। ইনস্টিটিউটের লোকদের কাছে আমার পরিচয় দিয়েছি আমি, এবং জিজ্ঞেস করেছি যে রেনফিল্ডের সাথে পরিচয় ছিল এমন কারও সাথে তারা যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবে কি-না। এমন কেউ যে ইনস্টিটিউটে থাকার সময় রেনফিল্ডকে জানত। জবাব এসেছে যে লেগ্রা ইনস্টিটিউটের কেউই নাকি উন্মাদ লোকটার মনের ভেতর প্রবেশ করতে পারেনি। কখনও কাউকে নিজের কাছে ভিড়তে দিত না সে, ঘনিষ্ঠ হতে দিত না। প্রচণ্ড রাগী আর ধ্বংসাত্মক ছিল তার ব্যবহার। কিন্তু এক বিদেশি মহিলা ছিল, যে শেষ মাসগুলোতে প্রায়ই দেখতে যেত রেনফিল্ডকে। এবং কোনো এক অজানা কারণে তার উপস্থিতিতে শান্ত হয়ে আসত লোকটা, স্বাভাবিকভাবেই কথা বলত মহিলার সাথে। হাসপাতালের কর্মচারীরা বলেছে, তাদের আলাপগুলো নাকি কেউ বুঝতে পারত না। তখন আমার মনে হলো, বেনেডিক্ট, যে এই মহিলার কাছে হয়তো এমন কিছু তথ্য থাকতে পারে যা তোমার কাজে আসবে।'

'তাকে কোথায় পাবো আমি? তার নামটা জানতে পেরেছেন?'

'তাদেরকে আমার নাম্বার দিয়েছিলাম আমি, বলেছিলাম যে ওই মহিলাকে যেন বলা হয় যে ফাদার ক্যামব্রিয়েল তার সাথে কথা বলতে চান।'

'ফোনে মনে হয় না তাকে পাওয়া যাবে,' বিষণ্ন গলায় বলল বেন।

'গতকালই তোমাকে বিশ্বাসের গুরুত্ব বুঝিয়েছি আমি, বেনেডিক্ট। গুণটা নিজের মাঝে গড়ে তুলতে হবে তোমার। কারণ, অ্যানা ম্যানজিনি, মানে সেই মহিলা আজ সকালেই আমার কাছে ফোন করেছিল, যখন তুমি আর রবার্টা দু'জনেই ঘুমিয়ে ছিলে। সে একজন লেখক, বিশেষ করে ঐতিহাসিক। এখান থেকে কিছু কিলোমিটার দূরে একটা ভিলা ভাড়া করে থাকছে সে। তোমার সাথে কথা বলার জন্য আগ্রহী মহিলা, এবং জানিয়েছে যে কাল বিকেলে তার সময় আছে, তুমি ইচ্ছে করলে তার সাথে দেখা করতে পারো। দরকার হলে আমার গাড়িটা নিয়ে যেতে পারো তুমি।'

তাহলে এখনও একটা সুযোগ আছে। আশায় দুলে উঠল বেনের মন। 'ফাদার, আপনি আসলে ঈশ্বরের দূত।'

হাসলেন প্যাসকাল। 'মোটেই না,' বললেন তিনি। 'তেমন কেউ হলে ক্রুশটা চুরি করতাম না, বিশপের কাছে মিথ্যেও বলতাম না।'

বেনও হাসল। 'দেবতারাও মাঝে মাঝে শয়তানের কাছে পরাজিত হয়।'

'তা ঠিক। কিন্তু তবুও শয়তানকে পরাজিত করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত,' জবাব দিলেন প্যাসকাল। তারপর বললেন, 'এবার তোমাকে ছুরিটা

BanglaBook.org

দেখাব আমি। কি মনে হয়, রবার্টাও দেখতে চাইবে?' ভ্রু কোঁচকালেন তিনি। 'ওকে আবার বোলো না যে ছুরিটা আমি চুরি করে এনেছি, ঠিক আছে?'

হাসল বেন। 'চিন্তা করবেন না, ফাদার। আপনার গোপন কথা আমার কাছে নিরাপদেই থাকবে।'

'কি সুন্দর,' প্রায় চমকে উঠল রবার্টা। কঠিন কথা বলার জন্য বেন মাফ চেয়ে নিতেই তার মন ভাল হয়ে গেছে। সে জানে যে ছবিটায় এমন কিছু আছে যেটা বেনকে কষ্ট দেয়, কোনোভাবে সেই কষ্টটা ছুঁয়ে ফেলেছিল সে। তবে প্যাসকালের সাথে কথা বলার পর থেকেই মনে হচ্ছে অনেকটা বদলে গেছে বেন।

ক্রুশ আকৃতির ছুরিটা নিজের হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল বেন। তাহলে এটা হচ্ছে ফুলকানেলির কাছে অত্যন্ত মূল্যবান বস্তুগুলোর একটা। কিন্তু এটার গুরুত্বটা কোথায়? জার্নালে এটার সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয়া হয়নি।

ক্রুশটা লম্বায় প্রায় আঠারো ইঞ্চির মতো। ফলা যখন খাপের মাঝে ঢোকানো থাকে তখন সাধারণ কোনো ক্রুশের মতোই মনে হয়, তবে সোনালি রঙে দারুণ সুন্দর কারুকাজ করা–এই যা। খাপের চারপাশে প্রাচীন ক্যাডুসিয়াস প্রতীকের মতোই একটা সোনালি সাপ পেঁচিয়ে ধরে আছে। ক্ষুদ্রাকৃতির চুনীপাথর দিয়ে সেটার চোখ আঁকা হয়েছে। খাপটা যেখানে শেষ হয়েছে, অর্থাৎ ক্রুশের ঠিক মাঝখানে, সেখানে আঁকা হয়েছে সাপের মাথা। স্প্রিং লাগানো রয়েছে খাপের সাথে। ক্রুশের উপরের দিকটা তলোয়ারের হাতল ধরার মতো করে চেপে ধরে স্প্রিঙে বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিলেই বারো ইঞ্চি লম্বা চকচকে ফলাটা বের করে আনা যায়। সরু এবং ধারালো, নানা রকম অদ্ভুত প্রতীক খোদাই করা রয়েছে ইস্পাতের ফলাটার গায়ে।

অস্ত্রটা যাচাই করে দেখল বেন। কেউই আশা করবে না যে ঈশ্বরের পথের একজন লোক হঠাৎ একটা লুকানো ছুরি বের করে আনবে। চিন্তাটা ভয়াবহ রকমের বিপরীতমুখী, অথবা কে জানে, হয়তো দরকারী। ছুরিটা যেন প্রাচীন ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছে। একভাবে চিন্তা করলে ধরা যায় এটা যেন ধর্মের সেই ধরনের প্রতিনিধিদের বোঝাচ্ছে, যারা যে কোনো সময় মানুষের পিঠে ছুরি বসাতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে এটা সেই সব পাদ্রীদের প্রতীক, যাদের সব সময় নিজেদের পেছনে খেয়াল রাখতে হয়। তবে অ্যালকেমির সাথে চার্চের সম্পর্কের ব্যাপারে এ পর্যন্ত যতটা জানতে পেরেছে বেন, তাতে মনে হয় যে দ্বিতীয় দলের লোকদের কাছেই এই ছুরিটা থাকার সম্ভাবনা ছিল বেশি।

BanglaBook.org

ফলার দিকে ইঙ্গিত করলেন প্যাসকাল। 'এই চিহ্নটাই নিজের বুকের ঠিক মাঝখানে একেছিল রেনফিল্ড। দেখে মনে হচ্ছিল বারবার একই জিনিস এঁকেছে সে, পুরনো ক্ষতের ওপর আবার নতুন ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। শরীরের মাঝে কাটা দাগে আঁকা বিশাল এক ক্ষত বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল লোকটা,' বলতে বলতে শিউরে উঠলেন তিনি।

যে চিহ্নটা তিনি দেখাচ্ছেন তা হলো পরস্পরকে ছেদকারী দুটো বৃত্ত, একটার ওপর আরেকটা রয়েছে। উপরের বৃত্তের মাঝে রয়েছে একটা ছয়কোণা তারা, কোণগুলো বৃত্তের পরিধি ছুঁয়ে আছে। নিচের বৃত্তের মাঝে রয়েছে একটা পাঁচকোণা তারা অথবা পেন্টাগ্রাম। বৃত্তগুলো পরস্পরকে এমনভাবে ছেদ করেছে যে দুটো তারা পরস্পর যুক্ত হয়ে আছে। এ পাশ থেকে ও পাশে সূক্ষ্ম সব রেখা টেনে অদ্ভুত জ্যামিতিক আকৃতিটার কেন্দ্রকে নির্দেশ করা হয়েছে।

নকশাটার দিকে তাকিয়ে রইল বেন। এর অর্থ কি? ক্লাউস রেনফিল্ডের কাছে এর একটা অর্থ ছিল, সন্দেহ নেই। 'কোনো ধারণা দিতে পারো, রবার্টা?' প্রশ্ন করল সে।

মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখল রবার্টা। তারপর বলল, 'কে জানে? অ্যালকেমির চিহ্নগুলো মাঝে মাঝে এত রহস্যময় হয়ে দাঁড়ায় যে তাদের অর্থ উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। মনে হয় যেন সামান্য কিছু তথ্য দিয়ে তোমাকে লোভ দেখাচ্ছে, আরও সামনে এগিয়ে যেতে বলছে। এভাবেই নিজেদের তথ্য লুকিয়ে রাখত অ্যালকেমিস্টরা। নিরাপত্তার ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিল তারা।'

গুঙিয়ে উঠল বেন। খুঁজে বের করা তো পরের কথা, তথ্যগুলো দরকারী কি-না সেটা তো আগে জানতে হবে; ভাবল ও। মুখে বলল, 'হয়তো অ্যানা ম্যানজিনির কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে। কে জানে, রেনফিল্ড তাকে চিহ্নগুলোর অর্থ দিয়ে থাকতে পারে।'

'যদি অর্থগুলো তার জানা থাকে আর কি।'

'আর কোনো বুদ্ধি আছে তোমার মাথায়?'

সেইন্ট-জ্য গ্রামের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের মাথায় উঠতে হলো বেনকে, তারপর মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক পাওয়া গেল। ফেয়ারফ্যাক্সকে ফোন করে নিজের কাজের অগ্রগতি জানাতে হবে ওকে। জঙ্গলে ছাওয়া উপত্যকার দিকে তাকিয়ে ব্যথা করে উঠল ওর বুকের ডান দিকটা।

নীল আকাশের গায়ে দুটো ঈগল অলস ভঙ্গিতে একে অপরকে ঘিরে চক্কর কাটছে। সেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল বেন, দেখল উপরে নিচে ভাসতে ভাসতে একে অপরকে উদ্দেশ্য করে ডাক ছাড়ছে পাখিগুলো। এমন স্বাধীনতার স্বাদ আসলে কেমন, প্রশ্ন জাগল ওর মনে। ফেয়ারফ্যাক্সের নাম্বারে ডায়াল করল বেন, তারপর বাতাসের ঝাপটা থেকে বাঁচতে হাত দিয়ে আড়াল করল মোবাইল ফোনটা।

BanglaBook.org

# আটত্রিশ.

শেষ বিকেলের দিকে ফাদার প্যাসকালের গাড়িটা নিয়ে মসেগুরের পথে যাত্রা শুরু করল ওরা। এক ঘণ্টার মতো লাগবে এখান থেকে। পুরনো রেনোটা ঝাঁকি খেতে খেতে এগিয়ে চলল গ্রামের রাস্তা ধরে। দুই পাশে কখনও পাথুরে পাহাড়ের সারি, কখনও দেখা গেল ওয়াইনের জন্য চাষ করা আঙুরবাগান।

মসেগুর নামের পুরনো শহরটায় এসে পৌঁছানোর ঠিক আগে মূল সড়ক থেকে বাঁক নিল ওরা। লম্বা একটা সরু পথের শেষ মাথায়, পাহাড়ের মাথায় গাছপালার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে অ্যানা ম্যানজিনির ভিলা। পাথরের তৈরি সুন্দর একটা বাড়ি, জানালাগুলো এখন বন্ধ। দেয়াল বেয়ে উঠেছে লতা ঝোপ, চার দিকে ঘিরে আছে একটা ব্যালকনি। আশেপাশে নিষ্প্রাণ পরিবেশ, তার মাঝে যেন এক টুকরো মরুদ্যান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। ফুলে উপচে পড়ছে মাটির পট। দেয়ালের পাশে পাতাবাহার গাছের সারি, একটা ছোট্ট ফোয়ারায় পানি উপচাচ্ছে।

ওদের দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল অ্যানা। সিল্কের একটা পোশাক পরে আছে সে, গলায় একটা প্রবালের নেকলেস। মধুরঙা ত্বকের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। রবার্টার কাছে তাকে আদর্শ ইটালিয়ান সৌন্দর্যের প্রতীক বলে মনে হলো। ল্যাংডকের ধুলোবালি আর গরমের মাঝে অ্যানাকে অন্য গ্রহ থেকে নেমে আসা কেউ বলে ভুল হওয়া স্বাভাবিক।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতেই ওদের স্বাগত জানাতে এগিয়ে এল অ্যানা। মৃদু ইটালিয়ান উচ্চারণে ইংরেজি বলে সে। 'আমি অ্যানা। আপনাদের সাথে দেখা হয়ে খুব ভাল লাগল। ইনি নিশ্চয়ই আপনার স্ত্রী, মি. হোপ?'

'না!' বেন এবং রবার্টা একই সাথে বলে উঠল, পরস্পরের দিকে চোরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে।

'এ হচ্ছে ড. রবার্টা রাইডার, আমার সাথে কাজ করছে,' বলল বেন।

অপ্রত্যাশিতভাবে বেনের গালে একটা চুমো খেল অ্যানা। শ্যানেল নাম্বার ফাইভ পারফিউমের গন্ধ পাওয়া গেল তার শরীরে। হঠাৎ করে রবার্টা বুঝতে পারল, কাছাকাছি এলে তার নিজের শরীর থেকে খুব সম্ভব অ্যারাবেলের গন্ধ পাওয়া যাবে। আজ সকালে মেরি-ক্লেয়ারের সাথে মিলে ছাগলটার দুধ দুইয়েছে সে। কিন্তু অ্যানা যদি তেমন কিছু লক্ষ করেও থাকে, তার মাঝে

BanglaBook.org

তেমন কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। উজ্জ্বল হাসি হেসে দু'জনকে ভেতরে নিয়ে গেল সে।

ভিলার ঠাণ্ডা, সাদা রঙের কামরাগুলোয় তাজা ফুলের গন্ধ ভাসছে। 'খুব ভাল ইংরেজি বলেন আপনি,' মন্তব্য করল বেন। বরফ ঠাণ্ডা ফিনো শেরির দুটো গ্লাস দু'জনের হাতে ধরিয়ে দিল অ্যানা। নিজের গ্লাসটা এক চুমুকে শেষ করে ফেলল বেন, এবং দেখল যে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে রবার্টা। 'রাক্ষসের মতো খাচ্ছ কেন,' ফিসফিস করে বলল সে।

'দুঃখিত,' বলল বেন। *'ম্যা গুলপা।'* ভুল হয়ে গেছে।

'ধন্যবাদ,' বলল অ্যানা। 'আপনাদের ভাষাটা আমার খুবই প্রিয়। তিন বছর লন্ডনে চাকরি করেছি আমি, শিক্ষক জীবনের শুরুতে। সুরেলা কণ্ঠে হেসে উঠল সে। 'অনেক আগের কথা সেটা।'

একটা লিভিং রুমে চলে এল ওরা। ফ্রেঞ্চ উইন্ডো রয়েছে ঘরটায়, সেগুলো দিয়ে পাথরের টেরেসে যাওয়া যায়। সামনে বাগান, দূরে পাহাড় সারি। জানালার পাশে একটা বড় খাঁচায় বসে কিচিরমিচির করছে দুটো ক্যানারি পাখি।

অ্যানার বইগুলোর কিছু কপি একটা শেলফে দেখতে পেল রবার্টা। *'গড'স হেরেটিকস-ডিসকভারিং দ্য রিয়েল ক্যাথারস,* লেখক প্রফেসর অ্যানা ম্যানজিনি। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে এমন একজন বিশেষজ্ঞের সাথে দেখা করতে এসেছি আমরা।'

'আমি তেমন কোনো বিশেষজ্ঞ নই,' বলল অ্যানা। 'কেবল গবেষণা হয়নি এমন কিছু ব্যাপারে আগ্রহ রাখি।'

'যেমন অ্যালকেমি?' প্রশ্ন করল বেন।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল অ্যানা। 'প্রাচীন ইতিহাস, ক্যাথার ধর্ম, গুপ্তবিদ্যা, অ্যালকেমি। এ কারণেই ক্লাউস রেনফিল্ডের সাথে পরিচয় হয়েছিল আমার।'

'আমরা যদি কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি তাহলে আশা করি আপত্তি করবেন না,' বলল বেন। 'রেনফিল্ড কেসটার ব্যাপারে আগ্রহী আমরা।'

'আপনাদের আগ্রহটা কেন, জানতে পারি?'

'আমরা সাংবাদিক,' নিষ্কম্প গলায় জবাব দিল বেন। 'অ্যালকেমির রহস্য নিয়ে একটা আর্টিকেল লেখার জন্য কিছু গবেষণা করতে হচ্ছে আমাদের।'

ছোট ছোট চীনামাটির কাপে কালো ইটালিয়ান কফি পরিবেশন করল অ্যানা, তারপর লেগ্রা ইনস্টিটিউটে তার অভিজ্ঞতার কথা জানাল। 'ক্লাউসের আত্মহত্যার কথা শুনে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। তবে অবাক হয়েছিলাম এটা বলতে পারব না। মানসিকভাবে দারুণ বিপর্যস্ত ছিল ও।'

'আপনাকে তার সাথে দেখা করতে দেয়া হয়েছিল ভেবেই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি,' বলল বেন।

BanglaBook.org

'দেয়ার কথা ছিল না,' বলল অ্যানা। 'তবে আমার বইয়ের গবেষণায় যাতে সুবিধা হয় তাই এই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। যদিও কড়া পাহারা থাকত সব সময়, তবে আমার কাছে থাকলে শান্ত থাকত ক্লাউস।' মাথা নাড়ল সে। 'বেচারা। খুব অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল শেষ দিকে। নিজের শরীরে অদ্ভুত সব চিহ্ন আঁকত সে, আপনারা জানেন নিশ্চয়ই?'

'সেগুলো দেখেছেন আপনি?'

'একবার। দারুণ রেগে গিয়ে গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেলেছিল ও। একটা বিশেষ চিহ্নের ওপর খুব বেশি ছিল ওর আগ্রহ। ড. লেগ্রা বলেছিলেন চিহ্নটা নাকি নিজের কামরার সব জায়গায় এঁকেছিল সে, রক্ত আর... অন্যান্য জিনিস দিয়ে।'

'কি চিহ্ন সেটা?' প্রশ্ন করল বেন।

'পরস্পরকে ছেদকারী দুটো বৃত্ত,' জবাব দিল অ্যানা। প্রতিটা বৃত্তের মাঝে একটা করে তারা। একটা পেন্টাগ্রাম, আরেকটা হেক্সাগ্রাম।'

'এই রকম?' বলে ব্যাগ থেকে কাপড়ে মোড়ানো একটা জিনিস বের করে আনল বেন। সেটা টেবিলে নামিয়ে রাখল সে, তারপর কাপড় সরিয়ে ফেলতেই বেরিয়ে এল ক্রুশ আকৃতির ছুরিটা। ছুরির ফলা উন্মুক্ত করে তাতে আঁকা চিহ্নটা অ্যানাকে দেখাল ও। যেমনটা সে বলেছিল, পরস্পরচ্ছেদী দুটো বৃত্ত।

মাথা ঝাঁকাল অ্যানা, চোখগুলো বড় বড় হয়ে উঠেছে। 'হ্যাঁ, ঠিক এই রকম। হাতে নিয়ে দেখতে পারি?' ছুরিটা তার হাতে দিল বেন। সেটা সাবধানে খাপে ভরে রাখল অ্যানা, তারপর সব দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করল। 'অসাধারণ একটা জিনিস। এবং অদ্ভুত। খাপের গায়ে আঁকা এই অ্যালকেমিক্যাল চিহ্নগুলো দেখেছেন?' মুখ তুলে তাকাল সে। 'এই ছুরির ইতিহাস সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

'খুবই সামান্য,' জবাব দিল বেন। 'শুধু জানি যে এটার মালিক ছিল খুব সম্ভব অ্যালকেমিস্ট ফুলকানেলি, এবং বয়সে অত্যন্ত প্রাচীন এই ছুরিটা। যত দূর বোঝা যাচ্ছে, প্যারিসে এটা কারও কাছ থেকে চুরি করেছিল ফুলকানেলি, তারপর দক্ষিণে নিয়ে এসেছিল।

মাথা ঝাঁকাল অ্যানা। 'আমি কোনো বিশেষজ্ঞ নই, তবে এই চিহ্নগুলো দেখে আপনার কথার সাথে একমত পোষণ করছি। খুব সম্ভব দশম বা একাদশ শতাব্দীর হবে, খুব সহজেই নিশ্চিত হওয়া যাবে সেটা।' একটু থামল সে। 'ভাবছি এটার প্রতি ক্লাউসের এত আগ্রহ কেন ছিল। এটার আর্থিক মূল্যের কথা বলছি না। একেবারেই কপর্দকশূন্য ছিল লোকটা, এবং ইচ্ছে করলেই এটা বেঁচে অনেক টাকা আয় করতে পারত। তবুও নিজের কাছে

BanglaBook.org

রেখে দিয়েছিল ছুরিটা।' একটা ভ্রু উপরে তুলল সে। 'আপনারা এটা কোথায় পেলেন?'

প্রশ্নটার উত্তর সাজিয়েই রেখেছিল বেন। প্যাসকালকে ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার গোপন কথা ফাঁস করবে না। 'রেনফিল্ড এটা ফেলে গিয়েছিল,' বলল ও। 'পরে ওকে খুঁজে বের করে হাসপাতালে পাঠানো হয়।' অ্যানার প্রতিক্রিয়া খেয়াল করল ও। দেখে মনে হলো কথাটা মেনে নিয়েছে অ্যানা। 'ফলার এই দুই বৃত্তের মানে কি, বলতে পারেন?' বিষয় বদলে অন্য দিকে চলে এল ও। 'রেনফিল্ড এটার প্রতি এত আগ্রহী কেন ছিল?'

'ক্রুশের মাথা ধরে আবার ছুরিটা বের করে আনল অ্যানা, একটা ধাতব শব্দ হলো। 'তা জানি না,' বলল সে। 'কিন্তু কোনো কারণ তো নিশ্চয়ই আছে। লোকটা হয়তো পাগল ছিল, কিন্তু বোকা ছিল না। এমন অনেক কিছুই জানত যা অত্যন্ত গভীর।' ফলাটা চিন্তিত ভঙ্গিতে পরীক্ষা করল সে। 'এই চিহ্নটার একটা কপি করে নিলে অসুবিধে নেই তো?' ছুরিটা সামনে নামিয়ে রাখল সে, তারপর ড্রয়ার থেকে একটা ট্রেসিং পেপার আর নরম-মাথার পেন্সিল বের করল। কাগজটাকে ফলার ওপর রেখে পেন্সিল দিয়ে ঘষতে লাগল উপরে। তার নিখুঁত নখ আর আঙুলগুলোকে খেয়াল করল রবার্টা, তারপর নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে সেগুলো টেবিলের নিচে ঢুকিয়ে ফেলল।

ছবিটা তুলে নেয়া শেষ হতে সেটা দেখতে লাগল অ্যানা, নিজের কাজে খুশি। 'এই যে,' বলে হঠাৎ ভ্রু কুঁচকে ছবিটা আরও কাছে এনে দেখতে লাগল। 'নোটবুকে যেমন ছিল এই ছবিটা ঠিক তেমন নয়,' বলল সে। 'খুব সামান্য পার্থক্য আছে। কে জানে...' এই পর্যন্ত বলতেই তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল বেন। 'নোটবুক?'

'দুঃখিত, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। ডাক্তাররা ক্লাউসকে একটা নোটবুক দিয়েছিল, বলেছিল সে যে স্বপ্নগুলো দেখে সেগুলো ওতে লিখে রাখতে। তারা ভেবেছিল এতে হয়তো ওর চিকিৎসায় সুবিধা হবে, সেই সাথে ওর পাগলামি কেন শুরু হলো সেটাও জানা যাবে। কিন্তু স্বপ্নের কথা কিছুই লেখেনি সে। তার বদলে অদ্ভুত সব ছবি আর প্রতীক, সেই সাথে অর্থহীন কবিতা আর সংখ্যা দিয়ে ভরে রেখেছিল পৃষ্ঠাগুলো। ডাক্তাররা তার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারেনি। তবে নোটবুকটা কাছে থাকলে রেনফিল্ড শান্ত থাকে দেখে ওকে ওটা রাখতে দিয়েছিল।'

'এখন কোথায় সেটা?'

'ক্লাউস মারা যাওয়ার পর ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর এদুয়ার্দ লেগ্রা সেটা আমাকে দিয়ে দেন। তিনি ভেবেছিলেন আমি ওটা রাখতে চাইব। ক্লাউসের

BanglaBook.org

কোনো পরিবার নেই, এবং থাকলেও এটাকে আসলে খুব দামি কোনো সম্পদ বলা যায় না। তাই ওটা উপরতলায় রেখে দিয়েছি আমি।'

'দেখতে পারি?' আগ্রহের সাথে প্রশ্ন করল রবার্টা।

হাসল অ্যানা। 'অবশ্যই।' স্টাডি থেকে নোটবুকটা আনতে চলে গেল সে। এক মিনিট পরেই ফিরে এল, আবারও কামরার বাতাস ভরে উঠল তার পারফিউমের সুগন্ধে। হাতে পলিথিনের একটা ছোট ব্যাগ। বইটা এখানে রেখেছি কারণ এমনিতে প্রচণ্ড গন্ধ ওটার গায়ে,' টেবিলের ওপর ব্যাগটা আস্তে করে রাখতে রাখতে বলল সে।

ব্যাগ থেকে নোটবুকটা বের করল বেন। দোমড়ানো মোচড়ানো একটা ডায়েরি, দেখে মনে হচ্ছে অন্তত কয়েক'শ বার প্রস্রাব আর রক্তে চোবানো হয়েছে ওটাকে। ঝাঁঝালো একটা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে নোটবুকটা থেকে। পাতা ওল্টাতে শুরু করল বেন। বেশিরভাগ পাতাই খালি, শুধু প্রথম দিকে ত্রিশ বা এর বেশি কিছু পাতা ছাড়া। সেগুলোতে আবার ময়লা হাতের ছাপ, সেই সাথে পুরনো রক্তের দাগ, সব মিলিয়ে জায়গায় জায়গায় হাতের লেখা পড়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছে।

তবে যেটুকু বেন বুঝতে পারল তাতে বোঝা গেল এটা ওর জীবনে দেখা সব চেয়ে অদ্ভুত জিনিস। পৃষ্ঠাগুলোয় অদ্ভুত সব কবিতা আর কথা লেখা হয়েছে। রহস্যময় এবং আপাতদৃষ্টে অর্থহীন সব সংখ্যা আর অক্ষরের সারি, সেই সাথে ল্যাটিন, ইংরেজি আর ফ্রেঞ্চে লেখা নানা রকম নোট। নিঃসন্দেহে রেনফিল্ড একজন শিক্ষিত মানুষ ছিল, সেই সাথে একজন দক্ষ শিল্পী। বিভিন্ন জায়গায় কিছু ছবি রয়েছে, কোনটা স্রেফ স্কেচ, কোনটা আবার অসামান্য নিখুঁতভাবে আঁকা। প্রাচীন বইগুলোতে যে সব অ্যালকেমিক্যাল ছবি থাকত তার সাথে নোটবুকের ছবিগুলোর মিল খুঁজে পেল বেন।

নোটবুকের সবচেয়ে নোঙরা পাতাগুলোর একটায় এমন একটা ছবি রয়েছে যেটা বেনের পরিচিত। ছুরির ফলায় পাওয়া ছবিটার সাথে এটার মিল আছে। পরস্পরচ্ছেদী দুটো বৃত্ত, ভেতরে দুটো তারা। এটার ওপরেই সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিল রেনফিল্ড।

ছুরিটা তুলে নিয়ে দুটো নকশা মিলিয়ে দেখল বেন। 'আপনি ঠিকই বলেছেন,' বলল ও। 'সামান্য একটা পার্থক্য আছে।'

রেনফিল্ড যে ছবিটা এঁকেছে সেটায় সব কিছুই একই রকম, কেবল একটা অতিরিক্ত জিনিস বাদে। সহজে বোঝা যায় না, তবে খেয়াল করে দেখলে ডানা ছড়িয়ে দেয়া একটা লম্বা ঠোঁট-ওয়ালা পাখির ছবি বলে মনে হয়। নকশাটার ঠিক কেন্দ্রে আঁকা হয়েছে পাখির ছবিটা।

BanglaBook.org

'দাঁড়কাক,' বলল বেন। 'এবং এটা সম্ভবত আগেও দেখেছি আমি।' নটর ডেম ক্যাথেড্রালের কেন্দ্রীয় কক্ষে এই প্রতীকই দেখেছিল ও।

কিন্তু রেনফিল্ড ছবিটা অন্যরকম করে আঁকল কেন?

'এ থেকে আপনি কী কিছু বুঝতে পারছেন?' অ্যানাকে প্রশ্ন করল ও।

কাঁধ ঝাঁকাল অ্যানা। 'না। কে জানে, কি খেয়াল চেপেছিল ওর মনে?'

'আমি একটু দেখতে পারি?' প্রশ্ন করল রবার্টা। নোটবুকটা তার দিকে এগিয়ে দিল বেন। 'ইশ, কি নোংরা,' পাতাগুলো উল্টাতে উল্টাতে মন্তব্য করল সে।

আবার হতাশ হয়ে পড়ছে বেন। 'রেনফিল্ডের কাছ থেকে কিছু জানতে পারেননি আপনি?' প্রশ্ন করল ও, সামান্য মূল্য থাকতে পারে এমন কোনো তথ্যই বাদ দিতে রাজি নয়।

'হ্যাঁ বলতে পারলে খুশিই হতাম,' জবাব দিল অ্যানা। 'ড. লেগ্রা যখন প্রথমবারের মতো এই অদ্ভুত লোকটার কথা আমাকে বলেন, তখন ভেবেছিলাম সে হয়তো আমাকে নতুন বইয়ের চরিত্রগুলো সাজানোর ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে। রাইটার'স ব্লকে ভুগছিলাম তখন। এখনও অবশ্য তাই,' বিষণ্ন গলায় যোগ করল সে। 'তবে রেনফিল্ডের সাথে পরিচয় হওয়ার পর তার জন্য দুঃখ বোধ না করে পারিনি। পরে যতটা না নিজের জন্য ওকে দেখতে যেতাম, তার চাইতে বেশি যেতাম ওকে খুশি করার জন্য। তখন তেমন কিছুই জানতে পারিনি ওর কাছ থেকে। কেবল এই নোটবুকটাই এখন আছে আমার কাছে। ওহ, আর একটা জিনিস...'

'কি?' জানতে চাইল বেন।

লাল হয়ে উঠল অ্যানার মুখ। 'আমি আসলে... একটা কাজ করেছিলাম, যেটা ঠিক নয়। শেষবার ইনস্টিটিউটে যাওয়ার সময় সাথে করে ছোট একটা যন্ত্র নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। বই সম্পর্কিত কোনো চিন্তা মাথায় আসলে ওটায় রেকর্ড করে রাখি। ক্লাউসের সাথে আমার আলাপ ওটায় গোপনে রেকর্ড করা আছে।'

'আমি কী শুনতে পারি সেটা?'

'আপনার কোনো কাজে আসবে বলে মনে হয় না,' বলল অ্যানা। 'তবে আপনাদের শোনাতে কোনো আপত্তি নেই আমার।' পাশের একটা সাইডবোর্ড থেকে একটা ছোট ডিজিটাল রেকর্ডার বের করে আনল সে। টেবিলের ওপর রাখল, তারপর প্লে বোতামে চাপ দিল। ছোট্ট স্পিকারের মাঝ দিয়ে ভেসে আসল রেনফিল্ডের নিচু গলার বিড়বিড়ানি।

রবার্টার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল।

'সে কি সব সময়ই জার্মানে কথা বলত?' প্রশ্ন করল বেন।

BanglaBook.org

'না, কেবল এই সংখ্যাগুলো বলার সময়,' বলল অ্যানা।

মনোযোগ দিয়ে শুনল বেন। মৃদু কণ্ঠে কথা বলছে রেনফিল্ড, যেন কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করছে। *'এন-জেক্স; ই-ভিয়ার; আই-জেক্স-উন্ড-জনজিগ...'* কথাগুলো বলার সময় ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগল তার কণ্ঠস্বর *'এ-এল্ ফ; ই-ফুন্ফজেন... এন-জেক্স; ই-ভিয়ার...'* একই কথা বারবার বলা হতে লাগল। প্যাডে কথাগুলো লিখে নিল বেন। অ্যানার মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল রেকর্ডারে, 'শান্ত হও, ক্লাউস।'

এক মুহূর্ত থামল রেনফিল্ড। তারপর আবার বলতে শুরু করল *'ইগনে ন্যাটুরা রেনোভেটুর ইন্টেগ্রা-ইগনে ন্যাটুরা রেনোভেটুর ইন্টেগ্রা-ইগনে ন্যাটুরা রেনোভেটুর ইন্টেগ্রা...'* কথাটা বারবার বলতে লাগল সে, একই সাথে দ্রুত হচ্ছে বলার সুর, সেই সাথে উঁচু লয়ে উঠছে। স্পিকারের শব্দে সমস্যা হতে শুরু করল। তারপর আরও কয়েকটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল আবছা মতো, এবং সব শেষে থেমে গেল রেকর্ডিং।

বিষণ্ন চেহারায় যন্ত্রটা বন্ধ করে দিল অ্যানা। মাথা নাড়ল সে। 'এই পর্যায়ে এসে রেনফিল্ডকে ওষুধ দিতে বাধ্য হয় নার্সরা। ওইদিন খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল ও, কিছুতেই শান্ত করা যাচ্ছিল না। এর পরেই সে আত্মহত্যা করে বসে।'

'কি ভয়ানক,' বলল রবার্টা। 'ওই ল্যাটিন কথাটা কী বলছিল সে?'

কথাটা ইতোমধ্যেই নোটবুকে খুঁজে পেয়েছে বেন। এক জায়গায় একটা বড় কলড্রন বা ধাতব পাত্র দেখা যাচ্ছে, রহস্যময় চেহারার কিছু একটা তরল পদার্থ ফুটছে তাতে। আলখাল্লা পরা এক দাড়ি-ওয়ালা অ্যালকেমিস্ট দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। ল্যাটিন চারটে শব্দ 'IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA' লেখা রয়েছে ছবিটার পাশে। 'ল্যাটিন প্রায় ভুলেই গেছি আমি,' মন্তব্য করল ও। 'আগুন... এবং প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে এখানে...'

'আগুনের মাধ্যমে প্রকৃতি নতুন হয়ে ওঠে,' ওর হয়ে অনুবাদ করে দিল অ্যানা। প্রাচীন এক অ্যালকেমিক প্রবাদ, সাধারণ ধাতুকে পরিবর্তিত করার যে পদ্ধতি তার সাথে সম্পর্কিত। এই কথাটা প্রায়ই বলত রেনফিল্ড, এবং বলার সময় এভাবে আঙুলে কর গুনত,' বলে রেনফিল্ডের ভঙ্গি দিয়ে দিয়ে কর গোনার পদ্ধতিটা নকল করে দেখাল সে। 'এমনটা কেন করত তা কখনও জানতে পারিনি।'

ঝুঁকে এসে নোটবুকের ছবিটা দেখল রবার্টা। কাছাকাছি সরে আসতে বেনের হাতে ঘষা খেল তার চুল। ছবির দিকে ইঙ্গিত করল সে। কলড্রনের নিচে আগুন জ্বেলেছে অ্যালকেমিস্ট। আগুনের নিচে লেখা রয়েছে ANBO, একেবারেই স্পষ্টভাবে। 'অ্যানবো–কোন ভাষার শব্দ এটা?' জানতে চাইল সে।

BanglaBook.org

'আমি জানি না,' বলল অ্যানা।

'তাহলে এই নোটবুক আর রেকর্ডিং ছাড়া আর কিছুই নেই আপনার কাছে?' প্রশ্ন করল বেন।

'না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যানা। 'এগুলোই।'

তাহলে এখানে এসে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো লাভই হলো না, তিক্ত মনে ভাবল বেন। এটাই আমার শেষ সুযোগ ছিল।

ছুরির ফলার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে ছিল অ্যানা। একটা চিন্তা খেলা করতে শুরু করেছে তার মাথায়। নিশ্চিত হতে পারছে না, কিন্তু...

ফোন বেজে উঠল হঠাৎ। 'এক্সকিউজ মি,' বলে ফোন ধরতে চলে গেল সে।

'কি মনে হচ্ছে, বেন?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল রবার্টা।

'মনে হয় না নির্দিষ্ট কোনো দিকে অগ্রগতি হচ্ছে আমাদের।'

পাশের কামরা থেকে অ্যানার ফোনে কথা বলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। 'এদুয়ার্দ, আমি তোমাকে বলেছি যে আমাকে আর ফোন কোরো না। না, আজ রাতে এখানে আসার কোনো দরকার নেই তোমার। অতিথি আছে আমার এখানে... না, কালও নয়।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বলল রবার্টা। 'ধ্যাত্তেরি,' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, কামরার এদিক ওদিক পায়চারি করতে শুরু করল। তারপর একটা জিনিস ধরা পড়ল তার চোখে।

ফোনে কথা বলা শেষ করে ফিরে এল অ্যানা। 'দুঃখিত,' বলল সে।

'কোনো সমস্যা?' জানতে চাইল বেন।

'তেমন কিছু নয়,' হেসে মাথা নাড়ল অ্যানা।

'এটা কি, অ্যানা?' প্রশ্ন করল রবার্টা। দেয়ালে ঝোলানো অদ্ভুত সুন্দর, পুরনো ধাঁচের একটা ডকুমেন্ট পরীক্ষা করছে সে। ফায়ারপ্লেসের কাছের দেয়ালে কাঁচের ফ্রেমে বন্দী হয়ে ঝুলছে সেটা। বাদামি রঙের, এদিক ওদিক ফেটে যাওয়া পুরু কাগজে ল্যাংডকের পুরনো একটা মানচিত্র দেখা যাচ্ছে। দক্ষ ক্যালিগ্রাফারের হাতে পুরনো ল্যাটিন আর ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা হয়েছে বিভিন্ন জায়গার নাম। 'এটা যদি আসল হয়ে থাকে,' বলল রবার্টা, 'তাহলে নিশ্চয়ই অনেক দাম, তাই না?'

হাসল অ্যানা। 'যে আমেরিকান লোকটা আমাকে এটা দিয়েছিল তার ধারণাও এমনই ছিল। কিন্তু পরে সে জানতে পারল, ত্রয়োদশ শতাব্দীর ক্যাথার ডকুমেন্ট ভেবে যেটার জন্য সে বিশ হাজার ডলার খরচ করেছে সেটা আসলে নকল।'

'নকল?'

BanglaBook.org

'এই বাড়ির চাইতে বেশি নয় ওটার বয়স,' মৃদু হাসি ফুটল অ্যানার মুখে। 'বড়জোর আঠার'শ নব্বই খ্রিস্টাব্দের দিকে তৈরি হয়েছে। দারুণ ক্ষেপে গিয়েছিল লোকটা, এত বেশি যে বিনা পয়সায় আমাকে ডকুমেন্টটা দিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য বোঝা উচিত ছিল তার। ওটা আসল হলে দাম আরও অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল।'

'হাসল রবার্টা। 'আমরা আমেরিকানরা আসলে তিন'শ বছরের বেশি পুরনো কিছু চিনিই না,' বলে ফ্রেমটার কাছ থেকে সরে এল সে। লম্বা, উঁচু বুকশেলফে সাজানো সারি সারি বইয়ের দিকে চোখ গেল তার। প্রচুর বই রয়েছে–ইতিহাস, স্থাপত্য, প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান–সব কিছুর উপরেই। 'কিছু কিছু জিনিস তো দারুণ,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'কোনো একদিন যদি সময় পাই...' তার মনে পড়ল, গাড়িতে একটা ছোট নোটবুক রয়েছে তার, যাতে ভবিষ্যৎ করণীয়গুলো লিখে রাখে। 'এক সেকেন্ডের জন্য ছেড়ে দিতে হবে আমাকে,' বলল সে। 'এখানকার কয়েকটা বইয়ের নাম লিখে নিতে চাই আমি।' বলে কামরার বাইরে বেরিয়ে গেল সে।

বেনের কাছে সরে এল অ্যানা। 'আসুন, আপনাকে একটা জিনিস দেখাই,' বলল সে। উঠে দাঁড়াল বেন। তার হাত ধরল অ্যানা। হাতটার স্পর্শ উষ্ণ লাগল বেনের কাছে।

'কি দেখাতে চান?' প্রশ্ন করল ও।

হাসল অ্যানা। 'এই দিকে আসুন।'

ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে বাইরের বাগানে বেরিয়ে এল দু'জন। বাগানের ওপাশে একটা পাথুরে পথ এগিয়ে গেছে গ্রাম্য প্রকৃতির মাঝ দিয়ে। একটা খাটো ঢাল বেয়ে কিছু দূর ওঠার পর অদ্ভুত সুন্দর এক সূর্যাস্তের দৃশ্যের মুখোমুখি হলো বেন। এখান থেকে ল্যাংডকের পাহাড়শ্রেণির বহু দূর দেখা যায়, তার উপর আকাশে দেখা যাচ্ছে সোনালি, লাল আর নীল রঙের খেলা।

উপত্যকার দিকে আঙুল তাক করে দূরে দুটো দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখাল অ্যানা, পাহাড়ের মাথায় অনেক কিলোমিটার দূরে দূরে লেগে থাকা দু'টো কালো দাগ বলে মনে হচ্ছে তাদের। 'ক্যাথার দুর্গ,' বলল সে, সূর্যের আলো থেকে বাঁচতে হাত দিয়ে চোখের ওপর ছায়া তৈরি করেছে। 'ত্রয়োদশ শতকের ক্রুসেডে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ক্যাথার এবং তাদের পূর্বপুরুষরা পুরো ল্যাংডক প্রদেশে প্রচুর দুর্গ, চার্চ এবং মঠ তৈরি করে। সবই পোপের সেনাবাহিনী ধ্বংস করে দেয়।' থামল অ্যানা। তারপর বলল, 'আপনাকে আরও একটা কথা বলি। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকের ধারণা, এই ল্যাংডক এলাকার অনেক গভীর কোনো গুরুত্ব আছে।'

মাথা নাড়ল বেন। 'কেমন?'

BanglaBook.org

হাসল অ্যানা। 'সেটা কেউ জানে না। বলা হয়ে থাকে যে এই ল্যাংডকের কোথাও নাকি এক প্রাচীন রহস্য লুকিয়ে আছে। ক্যাথারদের বানানো স্থাপত্যগুলোর অবস্থানের মাঝে পাওয়া যায় সেই রহস্য খুঁজে পাওয়ার তথ্য। এই ধাঁধা যে ভেদ করতে পারবে সে নাকি বিশাল জ্ঞান আর ক্ষমতার অধিকারী হবে।' সন্ধ্যার হালকা বাতাসে উড়ছে অ্যানার কালো চুল। দারুণ সুন্দর লাগছে দেখতে। 'বেন,' কিছুটা দ্বিধান্বিত স্বরে বলল সে। 'আপনি আমাকে সম্পূর্ণ কথাটা বলেননি, তাই না? কিছু একটা গোপন রাখছেন।'

দ্বিধা করল বেন, তারপর বলল, 'হ্যাঁ।'

ঝিকিয়ে উঠল অ্যানার চোখজোড়া। 'আমি জানতাম। আপনার গোপন কথাগুলো কী অ্যালকেমি এবং ফুলকানেলির কিংবদন্তীর সাথে সম্পর্কিত?'

মাথা ঝাঁকাল বেন, এবং অ্যানার ক্ষুরধার বুদ্ধি দেখে বিস্মিত না হয়ে পারল না। 'আমি একটা পাণ্ডুলিপি খুঁজছি,' স্বীকার করল ও। 'আমার ধারণা ক্লাউস রেনফিল্ড ওটার কথা জানত। ভেবেছিলাম সে আমাকে সাহায্য করতে পারবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ভুল হয়েছিল আমার।'

'হয়তো আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব,' মৃদু স্বরে বলল অ্যানা। 'আবার দেখা হওয়া উচিত আমাদের। আমার ধারণা আমাদের একসাথে কাজ করতে হবে।'

বেন এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'আমার কোনো আপত্তি নেই।'

গাড়ি থেকে ফিরে এসে বাড়ির ভেতর কাউকে পেল না রবার্টা। তারপর দু'জনের কথাবার্তার কিছু অংশ বাতাসে ভেসে এল তার কানে। জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখল, ঢাল বেয়ে বাগানের দিকে নেমে আসছে বেন আর অ্যানা। অ্যানার সুরেলা হাসির শব্দ শুনতে পেল সে। সূর্যাস্তের মৃদু আলোয় ছায়ামূর্তির মতো লাগছে দু'জনকে। একটা হাত বাড়িয়ে দিল বেন। নাকি রবার্টার চোখের ভুল? মনে হচ্ছে যেন খুব দ্রুত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে দু'জন।

আর কী ভেবেছিলে তুমি? অ্যানা সুন্দরী। খুব কম পুরুষের পক্ষেই ওকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব।

'এসব কী, রাইডার?' নিজেকে প্রশ্ন করল সে। 'ওদের মাঝে কি চলছে তা নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?'

কিন্তু তারপরেই কারণটা বুঝতে পারল সে। ভয়ানক একটা ব্যাপার ঘটে গেছে তার অজান্তেই। বেন হোপের প্রেমে পড়ে গেছে সে।

BanglaBook.org

## ঊনচল্লিশ.

পরদিন সেইন্ট-জ্যর ধূলিময় রাস্তায় বিষণ্ন মনে ঘুরে বেড়াল বেন। কানাগলিতে আটকে গেছে ও।

দুই দিন আগে যখন ফেয়ারফ্যাক্সকে ফোন করে, তখন ইচ্ছে করেই এটা বলেনি যে পাণ্ডুলিপিটা হয়তো ধ্বংস হয়ে গেছে। তখন আশা করছিল যে অ্যানা ম্যানজিনির কাছ থেকে আশাব্যঞ্জক কিছু শোনা যাবে। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটাকে এভাবে মিথ্যে কথা বলা ঠিক হয়নি। এখন সব অন্ধকার লাগছে ওর কাছে। দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সময়, অথচ জানা নেই এর পর কোন দিকে যেতে হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটা পুরনো স্মৃতিসৌধের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের পানশালা। এক কামরার একটা ঘর, সামনে ছোট্ট একটা বারান্দা। সেখানে রোদে বসে থাকা সরীসৃপের মতো অলস বসে থাকে বুড়োরা, অথবা সামনের প্রাঙ্গণে *পেটাংক* খেলে। ভেতরে ঢুকল বেন। তিন খদ্দের এক কোণে বসে তাস পেটাচ্ছিল, দীর্ঘদেহী, সোনালি চুলের আগন্তুককে দেখে মুখ তুলে তাকাল তারা। তাদের উদ্দেশ্যে আস্তে করে মাথা ঝাঁকাল বেন। জবাবে দুর্বোধ্য শব্দ বের হয়ে এল তাদের মুখ থেকে, তারপর আবার খেলায় মন দিল। বারে বসে মালিক খবরের কাগজ পড়ছিল। পুরো জায়গাটায় বাসি বিয়ার আর ধোঁয়ার গন্ধে ভারি হয়ে আছে।

দেয়ালে একটা হারানো বিজ্ঞপ্তি ঝোলানো রয়েছে, দেখতে পেল বেন।

*আপনি কি একে দেখেছেন? মার্ক ডুবয়, বয়স ১৫।*

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেন। আরও একটা বাচ্চা ছেলে। এটাই আসলে আমার কাজ, এসব ছেলেকে সাহায্য করা। তা না করে এখানে বসে বসে সময় নষ্ট করছি।

বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও, গ্লাসটা ভরে দিতে বলল। এখানে কেবল এক রকমের হুইস্কিই পাওয়া যায়, ভয়ানক স্বাদ, ঘোড়ার পেচ্ছাবের মতো রঙ। কিন্তু কেয়ার করল না বেন। ওই হুইস্কিরই একটা ডাবল অর্ডার করল, তারপর বারের টুলে বসে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে চুমুক দিতে লাগল তরল আগুনে।

এবার হয়তো এই কাজটা ছেড়ে দেয়ার সময় হয়েছে, ভাবল বেন। শুরু থেকেই এটা আসলে ওর সঙ্গে যাচ্ছিল না। নিজের কাজে ঠিক থাকা দরকার

BanglaBook.org

ছিল ওর। প্রথমে যা মনে হয়েছিল সেটাই ঠিক—ভালবাসার মানুষকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে এমন সব মানুষের মতোই ফেয়ারফ্যাক্সও অলিক কল্পনার বশবর্তী হয়ে পড়েছেন। ফুলকানেলির পাণ্ডুলিপিটা এখন আর খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কে জানে, খুঁজে পেলেও হয়তো খুব একটা লাভ হত না। তেমন বিরাট কোনো গোপন তথ্য আসলে নেই। সত্যিই তো, এগুলো সবই মরীচিকা, কিংবদন্তী, ধাঁধা আর অলিক স্বপ্নে বিশ্বাসীদের খোরাক।

কিন্তু এটা কী ও বলতে পারে যে অ্যানা ম্যানজিনিও সেই অলিক স্বপ্নে বিশ্বাসীদের একজন?

কে জানে, হয়তো তাই।

শূন্য গ্লাসটা বারের উপর ঠেলে দিয়ে কিছু কয়েন ছুড়ে দিল, তারপর আরও একটা ডাবল হুইস্কি চাইল। এটাও শেষ করে তিন নম্বরটা সবে শুরু করতে যাবে, এই সময় তিন বুড়ো হঠাৎ কারও দৌড়ে এগিয়ে আসার শব্দে ফিরে তাকাল।

এক মুহূর্ত পরেই ভেতরে ঢুকল রবার্টা। উত্তেজনায় লাল হয়ে আছে চেহারা, হাঁপাচ্ছে।

'জানতাম এখানেই পাবো তোমাকে,' বলল সে। বোঝা যাচ্ছে প্যাসকালের কটেজ থেকে এখান পর্যন্ত এক দৌড়ে চলে এসেছে। 'শোনো, বেন। আমার মাথায় একটা চিন্তা এসেছে।'

এখন অবশ্য মোটেই উৎসাহী বোধ করছে না বেন। 'অন্য কোনো সময় বোলো,' জড়ানো গলায় বলল ও। 'আমি ভাবছি।' ও আসলে ভাবছে যে ফোনটা বের করে ফেয়ারফ্যাক্সকে না বলে দেবে। টাকা ফেরত দিয়ে দেবে তাকে, তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে সমুদ্রসৈকতের পাশে নিজের বাড়িতে ফিরে যাবে।

'শোনোই তো, কথাটা গুরুত্বপূর্ণ।' জোরাজুরি করতে লাগল রবার্টা। 'বাইরে চলো। না, না, ওটা শেষ করার দরকার নেই। দেখে মনে হচ্ছে ইতোমধ্যেই যথেষ্ট খেয়েছ। তোমার মাথাটাকে পরিষ্কার চাই আমার।'

'এখন যাও, রবার্টা। আমি ব্যস্ত।'

'হ্যাঁ, পচা-নাড়ি মদ খেয়ে মাতাল হতে ব্যস্ত তুমি, দেখতেই পাচ্ছি।'

'পচা-নাড়ি ব্যাপারটা ঘটবে যখন তুমি এটা খাবে,' গ্লাসের দিকে আঙুল তাক করে রবার্টাকে শুধরে দিল বেন। 'এটা হচ্ছে নাড়ি-পচানোর জিনিস।' পার্থক্যটা জোর দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল ও।

'যাই হোক,' অধৈর্য ভঙ্গিতে বলল রবার্টা। 'নিজের অবস্থা দেখেছ? তুমি নাকি আবার পেশাদার লোক?'

BanglaBook.org

হিংস্র দৃষ্টিতে রবার্টার দিকে তাকাল বেন, তারপর গ্লাসটা দড়াম করে বারের ওপর রেখে টুলের ওপর থেকে নেমে দাঁড়াল।

'আশা করি তোমার বুদ্ধিটা খুবই ভাল। না হলে খারাবি আছে তোমার কপালে,' বিকেলের সূর্যের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে রবার্টাকে শাসিয়ে দিল বেন।

'ভাল বলেই মনে হচ্ছে আমার কাছে,' বেশ বেপরোয়া দৃষ্টিতে বেনের দিকে তাকাল রবার্টা, মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিচ্ছে। 'ঠিক আছে, শোনো। এমন যদি হয় যে ক্লাউস রেনফিল্ড যে পাণ্ডুলিপিটা চুরি করেছিল সেটা আসলে নষ্ট হয়নি?'

মাথা নাড়ল বেন। 'বাজে কথা বোলো না। প্যাসকাল নিজের চোখে ওটা টুকরো টুকরো হয়ে যেতে দেখেছেন। ঝড়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ওটা।'

'ঠিক। এখন, রেনফিল্ডের নোটবুকটার কথা ভাবো তো?'

'কি ভাবব?' গুঙিয়ে উঠল বেন। 'এসব কথা বলার জন্যই কি বাইরে নিয়ে এলে আমাকে?'

'কে জানে, হয়তো নোটবুকটা আমাদের ধারণার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।'

ভ্রু কোঁচকাল বেন। 'কি বলতে চাইছ?'

'আগে শোনো, ঠিক আছে? আমি বলতে চাইছি, যদি নোটবুক আর পাণ্ডুলিপি–দুটো একই জিনিস হয়ে থাকে?'

'পাগল হয়েছ নাকি? এক হবে কিভাবে? নোটবুকটা তো হাসপাতালে থাকতে দেয়া হয়েছিল রেনফিল্ডকে।'

'স্রেফ নোটবুকের কথা বলছি না আমি, বোকা ছেলে। আমি বলতে চাইছি ওতে যা লেখা আছে তার কথা। হয়তো পাণ্ডুলিপির লেখাগুলো নোটবুকে কপি করে নিয়েছিল রেনফিল্ড।'

'আচ্ছা? একটা হাসপাতালের মাঝখানে বসে কাজটা করল সে, তাও আবার আসল পাণ্ডুলিপিটা হারিয়ে ফেলার পর? কিভাবে, তথ্যগুলো কী হাওয়া থেকে জোগাড় করেছিল সে? আমি ভেতরে যাচ্ছি,' বলে অধৈর্য ভঙ্গিতে বারে ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল বেন।

'মুখটা বন্ধ করে আমার কথাগুলো শোনো দয়া করে!' তার কাঁধ চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল রবার্টা। 'আমার কথা তুমি বুঝতে চাইছ না, মাথামোটা কোথাকার! আমার ধারণা, রেনফিল্ড সব মনে রাখতে পেরেছিল, এবং পরে সেগুলো নোটবুকে কপি করে নেয়। বোঝা গেছে?'

তার দিকে তাকিয়ে রইল বেন। 'রবার্টা, নোটবুকে প্রায় ত্রিশ পাতা জুড়ে কেবল নানা রকম ধাঁধা আর ছবি, জ্যামিতিক নকশা, এলোমেলো সংখ্যা, টুকরো টুকরো ল্যাটিন আর ফ্রেঞ্চসহ আরও হাজার রকমের জিনিস আছে। এগুলো নিখুঁতভাবে মনে রাখা একেবারেই অসম্ভব।'

BanglaBook.org

'পাণ্ডুলিপিটা বহু বছর নিজের কাছে রেখেছিল সে,' প্রতিবাদ করল রবার্টা। 'কষ্ট করে বেঁচে ছিল, কোনো টাকাপয়সা ছিল না কাছে। সত্যি কথা বলতে পাণ্ডুলিপিটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ওটার ওপরেই পুরো মনোযোগ ছিল তার।'

'তবুও আমার মনে হয় না কারও স্মৃতিশক্তি এত শক্তিশালী হতে পারে, বিশেষ করে অ্যালকেমি অ্যালকেমি করতে করতে পাগল হয়ে যাওয়া কারও ক্ষেত্রে,' জবাব দিল বেন।

'বেন, ইয়েল কলেজে নিউরোবায়োলজি নিয়ে এক বছর পড়াশোনা করেছি আমি। মানছি যে এটা অস্বাভাবিক, কিন্তু অসম্ভব নয়। একে বলা হয় আইডেক্টিক মেমোরি, যার আরেক নাম ফটোগ্রাফিক মেমোরি। সাধারণত শৈশবেই এটা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে সারা জীবন স্থায়ী হয়। রেনফিল্ড ওসিডিতে আক্রান্ত ছিল, আমি যত দূর জানি...'

'ওসিডি?'

'অবসেসিভ কমপালসিভ ডিজঅর্ডার,' আগের চাইতে শান্ত গলায় বলল রবার্টা। 'এই রোগের সব লক্ষণই ছিল তার মাঝে। একই কথা এবং কাজ কোনো কারণ ছাড়াই বারবার বলা বা করে যাওয়া, অন্ততপক্ষে সে ছাড়া আর কেউ কারণটা বুঝত না। এ ধরনের কমপালসিভ উন্মাদদের মাঝে অদ্ভুত শক্তিশালী স্মৃতিশক্তি দেখা গেছে। প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্ম ব্যাপার মনে রাখতে পারে তারা, যেটা তোমার বা আমার পক্ষে অসম্ভব। কঠিন সব গাণিতিক সমস্যা, বিস্তারিত বিবরণসহ চিত্রকর্ম, কঠিন কঠিন সব বৈজ্ঞানিক কথাবার্তা– এগুলো সবই মনে রাখতে দেখা গেছে তাদের। এবং প্রায় এক শতাব্দী আগেও এমন ঘটনার বৈজ্ঞানিক রেকর্ড আছে।'

একটা বেঞ্চে বসল বেন। হুইস্কির কুয়াশা দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে ওর মাথা থেকে।

'ভেবে দেখো, বেন,' ওর পাশে বসতে বসতে বলে চলল রবার্টা। 'রেনফিল্ডকে স্বপ্ন লেখার জন্য একটা নোটবুক দেয়া হয়েছিল, যেটা মানসিক চিকিৎসার একটা অন্যতম অঙ্গ। কিন্তু তার বদলে নোটবুকটা সে ব্যবহার করে নিজের মাথায় জমিয়ে রাখা স্মৃতিগুলো রক্ষা করার কাজে। যে তথ্য সে চুরি করেছিল এবং পরে হারিয়ে ফেলেছিল তা লিখে রাখে সেই নোটবুকে। চিকিৎসকরা কেউই তার কাজের অর্থ বুঝতে পারেনি, ধরতে পারেনি যে নোটবুকের লেখাগুলো রেনফিল্ড কোথা থেকে বানাচ্ছে। পাগলের প্রলাপ বলে রায় দিয়ে দিয়েছে তারা। কিন্তু যদি সেটা অর্থহীন প্রলাপ না হয়?'

'কিন্তু লোকটা পাগল ছিল। একজন পাগলের মস্তিষ্ককে আমরা কিভাবে বিশ্বাস করব?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, লোকটা পাগল ছিল,' একমত হলো রবার্টা। 'কিন্তু তার পাগলামির ধরনটা ছিল আলাদা। কোনো চিন্তা একবার মাথায় ঢুকে গেলে আর বের করতে পারত না সে, সেটা নিয়েই পড়ে থাকত। আর এ ধরনের উন্মাদরা কিন্তু বিস্তারিত বিবরণের ব্যাপারে অনেক বেশি খুঁতখুঁতে হয়। নোটবুকে সে যা লিখেছে তা যদি আসল পাণ্ডুলিপির কাছাকাছিও হয়ে থাকে, তাহলে তার পাগলামি কোনো ব্যাপার নয়। বরং সেক্ষেত্রে জ্যাক ক্লিমেন্টের কাছে ফুলকানেলি দিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির একটা প্রায়-নিখুঁত প্রতিলিপি পেয়ে যাব আমরা।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকল বেন। 'তুমি কী এটা নিয়ে নিশ্চিত?'

'মোটেই নিশ্চিত নই আমি। তবুও আমার মনে হয় ব্যাপারটা আমাদের একবার খতিয়ে দেখা উচিত। ক্ষতি নেই তো কোনো, তাই না?' তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বেনের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করল রবার্টা। 'কি হলো? কি মতামত তোমার?'

BanglaBook.org

## চল্লিশ.

নিজের কাজে মনোযোগ দিতে পারছে না অ্যানা। নিজের ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্য এখনও কোনো কাহিনী ঠিক করতে পারেনি সে, কেবল লেখকের ভূমিকার একটা খসড়া কোনো রকমে সাজিয়েছে। কাজটা এত কঠিন হওয়ার কথা ছিল না, কারণ এই বিষয়ে ভাল জ্ঞান রাখে সে। কিন্তু কথাগুলো কেন জানি বের হচ্ছে না মাথা থেকে। এখন আবার তার রাইটার'স ব্লকের সাথে যোগ হয়েছে নতুন এক সমস্যা। প্রতিবারই যখন সামনে রাখা সাদা পৃষ্ঠাটার দিকে সে মনোযোগ দিতে যাচ্ছে, মিনিট দুয়েক পরেই তার মন অন্য কোথাও সরে গিয়ে বেন হোপের কথা ভাবতে শুরু করছে।

কিছু একটা খোঁচাচ্ছে তাকে। মনের গভীরে চেপে রাখা কিছু একটা। কি সেটা? মনে হচ্ছে যেন এমন একটা কথা, যেটা জিভের ডগায় এসে আটকে আছে, কিন্তু পরিষ্কারভাবে ধরা দিচ্ছে না মস্তিষ্কে। রেনফিল্ডের নোটবুকটার দিকে তাকাল সে। ডেস্কের ওপর পড়ে আছে বইটা, ছুরির ফলা থেকে কপি করে নেয়া ছবিটা মাঝখানে ঢোকানো। কে জানে, হয়তো সে যতটা ভেবেছিল তার চাইতে নোটবুকটার গুরুত্ব অনেক বেশি। ছবিগুলো...

চেয়ারে হেলান দিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল সে। তারাগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে আকাশে, পাহাড়ের নিকশ কালো রেখার ওপর আকাশের কালচে-নীল পটভূমিতে এক এক করে উঁকি দিচ্ছে তারা। কালপুরুষের বেল্টের দিকে তাকাল সে। বহু দূরে, প্রায় নয়'শ আলোকবর্ষের দূরত্বে আলো দিচ্ছে রাইজেল নক্ষত্র। ইতিহাস যেন জীবন্ত হয়ে আছে তারাদের বুকে। এখন সে যে আলো দেখছে, তা প্রায় নয় শ বছর আগে যাত্রা শুরু করেছিল পৃথিবীর দিকে। সেই আলো দেখা মানেই যেন অতীতে ফিরে যাওয়া, আগের মানুষের সাথে যোগাযোগ করা। প্রাচীন ল্যাংডকে কোনো অদ্ভুত গোপন রহস্যের সাক্ষী হয়েছিল ওই তারাগুলো? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার কাজে মন বসানোর চেষ্টা করল সে।

*মার্চ ১২৪৪, মসেগুরের পাহাড়চূড়ার দুর্গ। ক্যাথলিক স্বর্ণের বেতনভোগী আট হাজার ক্রুসেডার ঘিরে ফেলেছে নিরস্ত্র তিন'শ ক্যাথার ধর্মদ্রোহীকে। আট মাসের অবরোধ আর আক্রমণের পর অসহায় হয়ে পড়েছে ক্যাথাররা। চূড়ান্ত আক্রমণের পর ক্যাথারদের মাঝ থেকে চার জন বাদে আর সবাইকে পুড়ে*

BanglaBook.org

*মরতে হবে ইনকুইজিটরদের হাতে। আক্রমণের ঠিক আগে দুর্গ থেকে অজানা কোনো এক বস্তু নিয়ে পালিয়ে গেছে চার পুরোহিত। অদৃশ্য হয়ে গেছে তারা। তাদের গল্পটা এখনও এক রহস্য। কি ছিল তাদের উদ্দেশ্য? তারা কী ক্যাথারদের সেই কিংবদন্তীর গুপ্তধন বয়ে নিয়ে গিয়েছিল? তাকে বাঁচাতে চেয়েছিল আক্রমণকারীদের হাত থেকে? আজও এসব প্রশ্নের উত্তর জানা যায়নি।*

কলম নামিয়ে রাখল অ্যানা। সবে রাত নয়টা বাজে, তবে ঠিক করল যে আজ একটু তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়বে। তার মাথায় সবচেয়ে ভাল আইডিয়াগুলো আসে বিছানায় শুয়ে পড়ার পর। গরম পানিতে গোসল করবে একবার, একটা ড্রিংক নেবে, তারপর শুয়ে পড়বে বিছানায়। হয়তো কাল সকালে পরিষ্কার হয়ে আসবে মাথা, হয়তো বেন হোপকে ফোন করে আরও একবার তার সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করতে পারবে।

লোকটা কিসের পেছনে লেগেছে, ভাবল অ্যানা। সোনার ক্রুশ আর ফুলকানেলির পাণ্ডুলিপির গুরুত্বটা কোথায়? ওগুলো কী ক্যাথার গুপ্তধন নিয়ে সে নিজে যে গবেষণা করছে তার সাথে কোনোভাবে যুক্ত? এগুলোর ব্যাপারে আসলে এত কম তথ্য জানা গেছে যে বেশিরভাগ ইতিহাসবিদই স্রেফ প্রাচীন কিংবদন্তী বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন।

অদ্ভুত একটা অনুভূতি, যেটা অনেক দিন অনুভব করেনি অ্যানা। মনে পড়তেই আনমনে হাসল সে। তাদের দু'জনের গবেষণায় মিল থাকতে পারে এটা ভেবে হাসছে না, বরং আবার তাদের দেখা হবে এই সম্ভাবনাই তাকে খুশি করে তুলেছে।

স্টাডির দরজা বন্ধ করে করিডোর ধরে বেডরুমের দিকে এগোল সে। বেডরুমের সাথে একটা বাথরুম রয়েছে, সেখানে ঢুকে প্রথমে বাথটাবের ট্যাপগুলো চালু করল, তারপর কাপড় খুলে একটা বাথরোব পরল। চুলগুলো বেঁধে নিল পেছনে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে চাইল একবার, কিন্তু ইতোমধ্যেই তা গরম পানির বাষ্পে ঝাপসা হয়ে এসেছে।

হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল সে। নিচতলা থেকে একটা শব্দ এল বলে মনে হলো না? ট্যাপ বন্ধ করে দিল সে, তারপর ঘাড় কাত করে শোনার চেষ্টা করতে লাগল। হয়তো পাইপগুলো থেকে এসেছে শব্দটা। আবার ট্যাপগুলো চালু করল সে, নিজের ভীতু স্বভাবে নিজেই বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ছে।

কাঁধ থেকে রোবটা খসিয়ে আনছে সে, এই সময় আবার শোনা গেল শব্দটা।

বাথরোবের বেল্টটা বাঁধল অ্যানা, তারপর পা টিপে টিপে বেডরুমের বাইরে বেরিয়ে এল। কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল সেখানে, মাথাটা এক পাশে কাত হয়ে আছে। কুঁচকে উঠেছে ভ্রু।

BanglaBook.org

কোনো শব্দ নেই। কিন্তু কিছু একটা শুনেছে সে, তাতে কোনো ভুল নেই। পাশের কাঠের টেবিল থেকে মিসরীয় আনুবিসের ব্রোঞ্জের মূর্তিটা তুলে নিল সে। শেয়ালমুখো দেবতার মূর্তিটা মুগুরের মতো করে ধরে নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল। দ্রুত হয়ে উঠেছে তার নিঃশ্বাস, মূর্তিটা শক্ত করে চেপে ধরায় হাতের আঙুলগুলো সাদা হয়ে গেছে। নিচতলাটা অন্ধকার হয়ে আছে। লাইটগুলো জ্বালিয়ে দিতে হবে...

ওই যে, আবার শব্দটা শোনা গেল।

'কে ওখানে?' কড়া গলায় প্রশ্নটা করার চেষ্টা করল অ্যানা, কিন্তু কেঁপে গেল তার কণ্ঠস্বর।

দরজায় জোরালো টোকার শব্দ হলো এই সময়। প্রায় লাফিয়ে উঠল সে, হৃৎপিণ্ড গলার কাছে উঠে আসতে চাইছে। 'কে?' আবার প্রশ্ন করল সে।

'অ্যানা?' পুরুষের কণ্ঠ বলে উঠল দরজার বাইরে থেকে। 'আমি, এদুয়ার্দ।'

স্বস্তিতে ঝুলে পড়ল তার কাঁধ, টানটান পেশিতে ঢিল পড়ল। দৌড়ে গিয়ে দরজাটা খুলে দিল সে। এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা আশা করেননি ড. লেগ্রা। ফোনে কয়েকবার অ্যানার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর এমনটা আশা না করাই স্বাভাবিক। তাই অ্যানার আগ্রহ দেখে তিনি অবাকও হলেন, খুশিও হলেন।

'ওটা তোমার হাতে কেন?' অ্যানার হাতে ধরা মূর্তিটার দিকে ইঙ্গিত করে হেসে জানতে চাইলেন তিনি।

হঠাৎ করেই নিজেকে বোকা বোকা লাগল অ্যানার। আনুবিসটা পাশের টেবিলে নামিয়ে রাখল সে। 'একটু আগে খুব ভয় পেয়েছিলাম,' বুকে হাত রেখে বলল, 'কিসের যেন শব্দ পাচ্ছিলাম।'

হেসে উঠলেন লেগ্রা। 'এসব পুরনো বাড়িগুলোতে এমন শব্দ প্রায়ই হয়। আমার বাড়িটারও একই অবস্থা। খুব সম্ভব ইঁদুরের শব্দ শুনেছ তুমি। ছোট্ট একটা ইঁদুর কি পরিমাণে শব্দ করতে পারে সেটা বিশ্বাস করা কঠিন।'

'না, আমি বোধহয় তোমার শব্দই শুনেছিলাম,' বলল অ্যানা। 'এমন ভয় পেয়ে যাওয়ার জন্য দুঃখিত।'

'আমি তোমাকে চমকে দিতে চাইনি, অ্যানা। তুমি ঘুমাচ্ছিলে না নিশ্চয়ই?' তার গায়ের রোবের দিকে তাকিয়ে বললেন লেগ্রা।

হাসল অ্যানা। 'না, আমি আসলে গোসল করতে যাচ্ছিলাম। তুমি একটা ড্রিংক নিয়ে নাও, আমি পাঁচ মিনিটের মাঝেই আসছি।'

'অবশ্যই। কোনো তাড়াহুড়োর দরকার নেই।'

ধ্যাত, বাথরুমের দিকে যেতে যেতে ভাবল অ্যানা। যেভাবে লেগ্রাকে ভেতরে আসতে দিল ও, লোকটা এখন বেশি উৎসাহ পেয়ে না বসলেই হয়। লেগ্রা এখন বিভ্রান্ত হয়ে বসলে তাকে দোষ দেয়া যায় না।

BanglaBook.org

এদুয়ার্দ লেগ্রাকে যে অপছন্দ করে তা বলা যাবে না। লোকটাকে পছন্দ হওয়াই উচিত। দেখতেও খারাপ নয়। কিন্তু অনন্তকাল কেটে গেলেও লোকটার প্রতি অ্যানার মনে ভালবাসার জন্ম হবে না। লোকটার মাঝে এমন কিছু একটা আছে যেটাকে অ্যানা ঠিক বুঝতে পারে না, কিন্তু তার আশেপাশেই গেলে অস্বস্তি বোধ করে। যতটা সম্ভব ভদ্রভাবে লেগ্রাকে বিদায় করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল সে। লোকটার মনে ভুল ধারণার উদয় হওয়ার আগেই। একটু অপরাধবোধও জাগল তার মনে। বেচারা এদুয়ার্দ।

ওদিকে নিচ তলায় পায়চারি করছিলেন ডক্টর লেগ্রা, মনে মনে সাজিয়ে নিচ্ছিলেন অ্যানাকে বলতে চাওয়া কথাগুলো। তারপর মনে পড়ল, গাড়িতে শ্যাম্পেন আর ফুল রেখে এসেছেন তিনি, প্রথমেই ওগুলো নিয়ে হাজির হয়ে অ্যানাকে চমকে দিতে চাননি। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ ছাড়াই তাকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে অ্যানা, বরং বেশ আগ্রহই দেখিয়েছে। এখন তাহলে ওগুলো নিয়ে আসা যায়। কিচেনটা কোথায়? অ্যানা গোসল করতে করতে শ্যাম্পেনের বোতলটা ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখলে ভাল হয়। এক সাথে পুরো সন্ধ্যা কাটাতে পারবেন তারা। কে জানে, শেষ পর্যন্ত কি ঘটবে? উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে গাড়ির কাছে ফিরে গেলেন ড. লেগ্রা।

বাথটাব থেকে উঠে শরীর মুছল অ্যানা, তারপর একটা জগিং প্যান্ট আর একটা ব্লাউস পরে নিল। বেডরুমের স্টিরিও সিস্টেমে বাজতে থাকা মোজার্টের সুর ধীরে ধীরে চড়ায় উঠছে, সেটার তালে গুনগুন করতে করতে নিচে নেমে এল সে। এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না যে অপ্রত্যাশিত অতিথিকে কিভাবে সামলাবে। হয়তো কিছুক্ষণ গল্প করা উচিত তার সাথে, সময় নেয়া উচিত।

সদর দরজাটা হাঁ করে খোলা। বিরক্তিসূচক শব্দ বেরিয়ে এল অ্যানার মুখ দিয়ে। কোথায় গেল লোকটা? অন্ধকারে বাগানের মাঝে হাঁটতে গেছে? 'এদুয়ার্দ?' দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক দিল সে।

তারপর দেখতে পেল তাকে। নিজের গাড়ির খোলা জানালায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, মাথা আর কাঁধ ভেতরে, যেন কিছু একটা বের করছেন ভেতর থেকে।

'কি করছ তুমি?' মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল অ্যানা। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল, রাতের বাতাসে ফুলের গন্ধ এসে লাগল তার নাকে।

লেগ্রার হাঁটুগুলো ভাঁজ হয়ে আছে, শরীরটা মনে হচ্ছে ঝুলে আছে গাড়ির সাথে। নড়ছেন না তিনি। 'এদুয়ার্দ, তুম ঠিক আছ?' লোকটা কি মাতাল হয়ে আছে না কী?

একটা হাত বাড়িয়ে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল অ্যানা।

BanglaBook.org

ভাঁজ হয়ে গেল এদুয়ার্দ লেগ্রার হাঁটু, পেছন দিকে পড়ে গেলেন তিনি। চিৎ হয়ে নুড়িপাথরের রাস্তার ওপর পড়ল তার দেহটা, নিষ্প্রাণ চোখগুলো তাকিয়ে আছে অ্যানার দিকে। এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত ফাঁক করে দেয়া হয়েছে তার গলাটা। রক্তে ভিজে আছে শরীরের সামনের দিক।

চিৎকার করে উঠল অ্যানা। ঘুরে দাঁড়িয়েই বাড়ির দিকে ছুটল সে। দরজাটা বন্ধ করে দিল, তারপর হলওয়ে থেকে তুলে নিল ফোনটা। ডেড হয়ে আছে লাইন।

আবার সেই শব্দটা শুনতে পেল সে, একটু আগে যেটা শুনেছিল। এবার আরও জোরালো, আরও পরিষ্কার। ধাতুর গায়ে ধাতু ঘষা খাওয়ার শব্দ। বাড়ির ভেতরেই হচ্ছে শব্দটা। লিভিং রুমে। পাখির খাঁচার গায়ে ধীরে ধীরে ছুরির ফলা টেনে নিয়ে যাচ্ছে কেউ।

সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল অ্যানা। পায়ে হঠাৎ নরম, উষ্ণ আর ভেজা কোনো কিছুর স্পর্শ লাগাতে নিচে তাকাল। ক্যানারি পাখিদুটোর একটা, রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে সিঁড়ির ওপর। মুখে হাত চাঁপা দিল সে।

লিভিং রুমের আধখোলা দরজা দিয়ে একটা হাসির শব্দ ভেসে এল, বদ্ধ উন্মাদের বিভৎস হাসি। অ্যানার সাথে লুকোচুরি খেলাটা যেন দারুণ উপভোগ করছে সে।

সিঁড়ির পাশে টেবিলের ওপর রয়েছে আনুবিসের মূর্তিটা, একটু আগে যেখানে রেখে গিয়েছিল অ্যানা। কম্পিত হাতে সেটা তুলে নিল সে। শুনতে পাচ্ছে, পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে তার দিকে। সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল সে। বেডরুমে তার মোবাইল ফোন রয়েছে, সেটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে দরজা আটকে দিতে পারলে...

ঝাঁকি খেয়ে পেছন দিকে সরে গেল তার মাথা, ব্যথায় চিৎকার করে উঠল অ্যানা। লম্বা, পেশিবহুল দেহের অধিকারী এক লোক উদয় হয়েছে তার পেছনে। চুলগুলো ছোট করে ছাটা, মুখটা যেন পাথরে খোদাই করা। আবার অ্যানার চুল ধরে টান দিল সে, তাকে ঘুরিয়ে দিল, তারপর গ্লাভস পরা হাতে চড় মারল তার মুখে। মেঝেতে পড়ে গেল অ্যানা, পা দিয়ে লাথি মেরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ঝুঁকে এল লোকটা। আনুবিসের মূর্তি দিয়ে আঘাত করল অ্যানা। লোকটার গালে গভীর একটা ক্ষত তৈরি হলো।

আঘাতের ফলে এক পাশে সরে গেল ফ্র্যাংকো বোজার মাথা। গ্লাভস পরা আঙুলে ক্ষতস্থানটা স্পর্শ করল সে, ভাবলেশহীন মুখে দেখল রক্তের দাগ। তারপর হাসল। ঠিক আছে, খেলা শেষ। এবার কাজে নামতে হবে। অ্যানার কব্জি ধরে মোচড় দিল সে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল অ্যানা, মূর্তিটা পড়ে গেল হাত থেকে। গড়িয়ে সরে গেল সে। তাকিয়ে দেখল বোজা। সিঁড়ির ওপর উঠে

BanglaBook.org

গেছে প্রায়, এই সময় আবার তাকে ধরে ফেলল সে, তারপর রেলিঙের ওপর ঠুকে দিল মাথা। আলোর ঝলকানি উঠল অ্যানার চোখের সামনে। নেতিয়ে পড়ল সে, মুখের মাঝে রক্তের স্বাদ পাচ্ছে।

এবার ধীরে সুস্থে তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল বোজা। চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে, জ্যাকেটের মাঝে হাত ঢুকিয়ে সিনথেটিক ফাইভারের খাপে ভরা ছুরিটা বের করে আনল। মৃদু হিসস শব্দে খাপ থেকে বেরিয়ে এল ছুরিটা। অ্যানার গলা থেকে শুরু করে তলপেট পর্যন্ত ছুরির ফলাটা ছুঁইয়ে নামিয়ে আনল সে, ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল অ্যানার চোখ। কাঁপা কাঁপা নিঃশ্বাস পড়ছে তার। এক মুঠো চুল খামচে ধরে তার মাথাটা সোজা করে ধরে রেখেছে বোজা।

'বৃটিশ লোকটা কী খুঁজছিল?' ঘড়ঘড়ে গলায় প্রশ্ন করল সে। 'বলে ফেলো, তাহলে হয়তো তোমাকে বাঁচতে দেবো আমি।' ছুরিটা অ্যানার গালে ঠেকাল সে।

কোনোমতে কথা বলার চেষ্টা করল অ্যানা। 'কোন বৃটিশ?'

ইস্পাতের শীতলতা অনুভব করল সে, তারপরেই ফলাটা তার গালের নরম মাংসে ঢুকে যেতে ব্যথায় চিৎকার করে উঠল। ছুরি সরিয়ে নিয়ে সদ্য তৈরি হওয়া তিন ইঞ্চি লম্বা ক্ষতটার দিকে তাকাল বোজা। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সেখান থেকে। এদিক ওদিক মাথা নাড়াচ্ছে অ্যানা, মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে। ছুরিটা আবার তার গলায় ধরল বোজা। 'বলো, তোমার কাছে কেন এসেছিল সে,' আগের কথাগুলো আবার বলে উঠল সে। 'না হলে টুকরো টুকরো করে ফেলব।'

দ্রুত চিন্তা করার চেষ্টা করল অ্যানা। 'আমি কিচ্ছু বলিনি তাকে,' জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করল। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার ঠোঁটের ওপর।

হাসল বোজা। 'সত্যি কথা বলো।'

'সত্যিই বলছি,' প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল অ্যানা। 'একটা পুরনো ডকুমেন্ট–একটা ছবি খুঁজছিল সে।'

মাথা ঝাঁকাল বোজা। তাকেও এমনটাই বলা হয়েছে। 'কোথায় সেটা?' প্রশ্ন করল সে।

চুপ করে রইল অ্যানা, ভাবার চেষ্টা করছে। ছুরিটা তার চোখের দিকে তাক করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল বোজা। 'ফায়ারপ্লেসের উপর,' জবাব দিল অ্যানা। 'ফ্রেমে বাঁধাই করা।'

এক মুহূর্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বোজা, যেন বোঝার চেষ্টা করছে তাকে সত্যি বলা হচ্ছে কি-না। এবার শান্তভাবে ছুরিটা কার্পেটে মুছে ফেলল সে, তারপর অ্যানার মাথার পাশে নামিয়ে রাখল। তারপর দড়াম করে একটা ঘুষি মারল তার মুখে। নেতিয়ে পড়ল অ্যানার মাথা।

BanglaBook.org

তাকে সিঁড়িতে ফেলে রেখে উঠে দাঁড়াল বোজা, লিভিং রুমের দিকে এগোতে এগোতে ছুরিটা ভরে নিল খাপে। দেয়াল থেকে ফ্রেমটা নামিয়ে নিল সে, তারপর ফায়ারপ্লেসের ওপর আছড়ে ভেঙে ফেলল কাঁচ। পুরনো ম্যাপটা ফ্রেম থেকে বের করে গোল করে পাকালো সেটাকে, তারপর জ্যাকেটের পকেটে ভরে ফেলল।

তাহলে সত্যিই ম্যানজিনি বৃটিশ লোকটাকে কোনো তথ্য দেয়নি। জানলে খুশি হবেন উসবার্তি। অল্প সময়ের মাঝেই মেয়েটাকে খুঁজে বের করেছে বোজা, উসবার্তি তাকে যে কাজে পাঠিয়েছেন সেটা সফলভাবে শেষ করেছে।

এবার মেয়েটাকে নিয়ে একটু মজা করবে সে। তার শিকাররা যখন বুঝতে পারে যে তাদের আসলে বাঁচতে দেয়া হবে না, তখন তাদের চোখে ফুটে ওঠা অসহায় দৃষ্টিটা দেখতে খুব ভাল লাগে তার। সেই আতঙ্ক, অসহায়ত্ব খুব উপভোগ করে সে। এমনকি নির্যাতনের পর ওদের চিৎকারের শব্দের চাইতেও ব্যাপারটা বেশি ভাল লাগে তার।

করিডোরে পা রাখতেই সরু হয়ে এল তার চোখ। অদৃশ্য হয়েছে মেয়েটা।

কোনোমতে স্টাডিতে এসে ঢুকল অ্যানা। নিচে কাঁচ ভাঙার শব্দ পাচ্ছে সে। কাটা গাল থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, ব্লাউসের সামনের দিকটা ভিজে গেছে। মাথা ঘুরছে, তবুও ডেস্কের দিকে মনোযোগ দিতে পারল সে। রিসার্চের কাগজগুলোর ওপর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ল। তবে প্লাস্টিকের মোড়কে রাখা নোটবুকটা ঠিকই আঁকড়ে ধরতে পারল সে। সেটাকে শক্ত করে ধরে পিছিয়ে এল, বেডরুমের দিকে এগোচ্ছে। ব্যথা আর বমি বমি ভাবে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে তার।

সিঁড়ির গোড়া থেকে বেডরুমের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে দেখল বোজা। এগিয়ে গেল সে, অলস পায়ে হাঁটছে যেন কোনো তাড়াহুড়ো নেই। বেডরুমের দরজার দিকে এগোতে এগোতে বেল্টের সাথে আটকানো প্লাস্টিকের পাউচটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

বেডরুমে কেউ নেই। তবে কামরার অন্য পাশে আরেকটা দরজা দেখা যাচ্ছে। হাতল ঘোরানোর চেষ্টা করল বোজা। ভেতর থেকে আটকানো।

বাথরুমের মাঝে কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনের বাটনগুলো চাপছিল অ্যানা। হঠাৎ করেই তার মনে পড়ল, ফোনের ক্রেডিট ফুরিয়ে গেছে। ভয়ে কাঁপতে লাগল সে, ফোনটা পড়ে গেল হাত থেকে। জানে যে উন্মাদটা তাকে বাঁচতে দেবে না। ভয়ানকভাবে মরতে হবে তাকে। লোকটা ওকে ধরে ফেলার আগেই কী আত্মহত্যা করবে? জানালাটা যথেষ্ট উঁচুতে নয়। ওখান থেকে লাফ দিলে কেবল আহত হবে সে, লোকটা সহজেই ওকে ধরে ফেলতে পারবে আবার।

BanglaBook.org

কাঠ ভাঙার শব্দের সাথে সাথে খুলে গেল দরজা। দ্রুত এগিয়ে এসে তার গালে চড় মারল বোজা। বাথরুমের দেয়ালে ঠুকে গেল অ্যানার মাথা। জ্ঞান হারাল সে।

'এটা লুকানোর চেষ্টা করছিলে, তাই না?' নিশ্চল দেহটার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল বোজা। 'সাহস আছে তোমার।' প্লাস্টিকে মোড়ানো নোটবুকটা নিজের জ্যাকেটের পকেটে ঢোকাল সে, তারপর জ্যাকেটটা খুলে সুন্দর করে ঝুলিয়ে রাখল বাথরুমের একটা চেয়ারের ওপর। ভেতরে ডাবল শোল্ডার হোলস্টার পরে আছে, বাম বগলের নিচে একটা ছোট সেমি-অটোমেটিক আর অতিরিক্ত ম্যাগাজিন, আর ডান বগলে খাপে ভরা ছুরিটা। প্রথমে ছুরিটা বের করে সিংকের কিনারে রাখল সে। তারপর বেল্টের পাউচটা খুলে ভাঁজ করে রাখা ওভারঅলটা বের করল। প্লাস্টিকের পোশাকটা মাথায় গলিয়ে পরে নিল সারা শরীরে।

তারপর সিংক থেকে ছুরিটা তুলে নিল সে, টুং করে শব্দ হলো একটা। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল অ্যানা ম্যানজিনির দিকে। পা দিয়ে তার শরীরে একটা খোঁচা দিল, গুঙিয়ে উঠল অ্যানা। সামান্য একটু খুলেছে তার চোখগুলো। তবে বোজাকে নিজের দিকে ঝুঁকে আসতে দেখেই চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল।

হাসল বোজা। ঝিলিক দিচ্ছে তার ছুরির ফলায়, এবং চোখে।

'এবার তুমি বুঝবে যন্ত্রণা কাকে বলে,' ফিসফিস করে বলল সে।

BanglaBook.org

## একচল্লিশ.

রেনো গাড়িটা অ্যানার ড্রাইভওয়েতে থামাল বেন। পুরনো টায়ারগুলো নুড়িপাথরের ওপর মচমচ শব্দ তুলল, হেডলাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল ভিলা।

'অতিথি এসেছে মনে হচ্ছে,' বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা চকচকে কালো লেক্সাস জিএস গাড়িটা দেখে মন্তব্য করল রবার্টা। 'বলেছিলাম যে আগে ফোন করে নেয়া উচিত। এভাবে হুট করে মানুষের বাড়িতে হাজির হওয়া ঠিক নয়, বুঝলে?'

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল বেন, রবার্টার কথায় খেয়াল নেই। মাটিতে কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখেছে ও, লেক্সাসের ছায়ার মাঝে পড়ে আছে। তারপর হঠাৎ বুঝতে পারল, ওটা একটা হাত। রক্ত লেগে আছে তাতে।

দৌড়ে গাড়িটার কাছে চলে এল ও, দৃশ্যগুলো কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে। মৃতদেহটার পাশে বসে লোকটার হাঁ হয়ে যাওয়া গলা পরীক্ষা করল ও। জীবনে এমন ক্ষত অনেক দেখেছে, এক নজরেই বুঝতে পারল পেশাদার লোকের কাজ। শরীরটা স্পর্শ করল ও। এখনও কিছুটা উষ্ণতা আছে।

'কি ওটা, বেন?' পেছন থেকে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল রবার্টা।

দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে তার কাঁধ ধরে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিল বেন। 'তোমার না দেখলেই ভাল।' কিন্তু ততক্ষণে দেখে ফেলেছে রবার্টা। মুখে হাত চাপা দিল ও, চেষ্টা করছে বমি আটকানোর।

'আমার কাছাকাছি থাকো,' ফিসফিস করে বলল বেন। তারপর দৌড়ে ভিলার দিকে চলে গেল, এক লাফে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। সদর দরজায় তালা দেয়া। বাড়ির পাশ ঘুরে দৌড় দিল ও, পেছনে রইল রবার্টা। ফ্রেঞ্চ উইন্ডো খোলা রয়েছে। ব্রাউনিং বের করে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল বেন। রবার্টাও সাথে রয়েছে, ছাইয়ের মতো হয়ে গেছে মুখ। তাকে চুপ থাকতে ইশারা করল বেন।

মেঝেতে একটা ক্যানারি পাখির রক্তাক্ত, ভাঙাচোরা দেহ পড়ে থাকতে দেখল ও, হলুদ পালকগুলো লাল হয়ে গেছে। সিঁড়ির গোড়ায় একটা মূর্তি পড়ে আছে। উপরতলায় আলো জ্বলছে, শোনা যাচ্ছে মিউজিকের শব্দ। শক্ত হয়ে উঠল ওর মুখ। এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি লাফিয়ে পার হলো, ব্রাউনিঙের সেফটি অফ করে নিয়েছে।

BanglaBook.org

অ্যানার বেডরুম শূন্য, কিন্তু বাথরুমের দরজাটা খোলা। পিস্তল তুলে ধরে ভেতরে ঢুকে পড়ল বেন, কি দেখবে জানে না।

দারুণ আনন্দে ছিল ফ্র্যাংকো বোজা। গত পাঁচ মিনিট ধরে এক এক করে মেয়েটার ব্লাউসের বোতাম ছুরির মাথা দিয়ে কেটেছে সে, বাধা দেয়ার চেষ্টা করলেই থাপ্পড় দিয়ে শুইয়ে দিয়েছে আবার। মেয়েটার বুকের মাঝখানে রক্তের একটা ছোটখাট পুকুর জমেছে। ছুরিটা তার পেটের ওপর ছুঁইয়ে আনল বোজা, শেষ বোতামে ছুরির ফলা আটকাল। টান দিতে যাবে, এই সময় ছুটে আসা পায়ের শব্দে ঘোর ভেঙে গেল তার।

ঝটকা দিয়ে ঘুরল সে, থুতনিতে লালা গড়িয়ে এসে জমেছে। লম্বা চওড়া গড়ন তার, কিন্তু নড়াচড়া অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত। চুল ধরে মেয়েটাকে খাড়া করেই নিজের সামনে নিয়ে এল সে, লাফ দিয়ে সোজা হলো। একই মুহূর্তে প্রচণ্ড শব্দে দেয়ালের সাথে বাড়ি খেল দরজা।

সামনের দৃশ্যটার ভয়াবহতা দেখে আধ সেকেন্ডের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে গেল বেন। অ্যানার চোখে চোখ পড়ল তার, রক্তে মাখামাখি চেহারার মাঝে আতঙ্কিত দু'টুকরো সাদা জমিন। পেছনের পেশিবহুল চেহারার লোকটা অ্যানার গলা পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে এক হাতে, ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে।

ট্রিগারে চেপে বসেছে বেনের আঙুল। কিন্তু গুলি করার উপায় নেই। লক্ষ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, ট্রিগারের চাপ কমিয়ে আনল ও।

ঝাঁকি খেল বোজার হাত, সাঁই করে বাতাসে উড়ে এল ছুরিটা। নিচু হয়ে গেল বেন। মুখের এক ইঞ্চি পাশ দিয়ে উড়ে গেল ইস্পাতের ফলা, পেছনের দরজায় গিয়ে বিঁধল। প্লাস্টিকের কভারঅল ছিঁড়ে ভেতর থেকে ছোট্ট বেরেটা পয়েন্ট থ্রি এইট পিস্তলটা বের করে আনল বোজা। সুযোগ বুঝে একটা গুলি ছুড়ল বেন, কিন্তু অ্যানার গায়ে লাগার ভয়ে ঠিকমতো লক্ষ্যভেদ করতে পারল না। প্রায় একই মুহূর্তে বোজার পিস্তল গুলি ছুড়ল। বেন অনুভব করল, ওর হিপ ফ্লাস্কে এসে লাগল গুলিটা। এক পা পিছিয়ে গেল ও, মুহূর্তের জন্য স্থবির হয়ে গেছে। কিন্তু সাথে সাথেই আবার ব্রাউনিংটা তুলে ধরে বোজার ঠিক কপাল বরাবর লক্ষ্যস্থির করল। এইবার তোমাকে পেয়েছি।

কিন্তু বেন গুলি করার আগেই অ্যানাকে পুতুলের মতো সামনে ছুড়ে দিল বোজা। তাকে ধরে ফেলল বেন, মেঝেতে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করল। লক্ষ্য নড়ে গেল ওর।

সুযোগ বুঝে জানালা দিয়ে বাইরে ডাইভ দিল লোকটা। পাতলা কাঁচ ভেঙে বাইরে চলে গেল তার শরীরটা। ছোট বড় অনেক ক্ষত নিয়ে মাটিতে পড়ল সে। একটা গুলির শব্দ হলো, কান ঘেষে চলে গেল একটা বুলেট। পাশের গাছের গুঁড়িতে একটা লম্বা দাগের সৃষ্টি হলো।

BanglaBook.org

জানালা দিয়ে ঝুঁকে এসে আরও গুলি চালাল বেন, কিন্তু অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছে না কিছু। হারিয়ে গেছে আততায়ী। এক সেকেন্ডের জন্য পিছু ধাওয়া করবে কি-না ভাবল, কিন্তু তারপরেই সিদ্ধান্ত বদল করল। অ্যানার দিকে তাকিয়ে দেখল, রবার্টা তাকে পরীক্ষা করছে। 'ওহ, ঈশ্বর!'

কাছে এসে নাড়ি দেখল বেন। 'বেঁচে আছে।'

'ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। ওই লোকটা...' সাদা হয়ে গেছে রবার্টার মুখ। 'এটা নিশ্চয়ই কাকতালীয় ঘটনা নয়, বেন? আমাদের সাথে এর কিছু একটা সম্পর্ক আছে। জেসাস, এর ওপর কোনো বিপদ ডেকে এনেছি আমরা?'

কোনো কথা বলল না বেন। হাঁটু গেড়ে বসে দেখছে অ্যানার শরীরে অন্য কোনো ক্ষত আছে কি-না। তবে গালের কুৎসিত ক্ষতটা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না। ইতোমধ্যেই রক্ত জমতে শুরু করেছে আহত জায়গায়।

পকেট থেকে ফোন বের করে রবার্টার দিকে ছুড়ে দিল ও। 'একটা অ্যাম্বুলেন্স ডাকো,' বলল ও। 'তবে পুলিশে ফোন করার দরকার নেই। শুধু বলবে যে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। কোনো কিছু স্পর্শ কোরো না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পাশের কামরায় চলে গেল রবার্টা।

বাথরুমের একটা সাদা তোয়ালে নামিয়ে নিল বেন। অ্যানার মাথাটা তুলে ধরল আস্তে করে, তারপর তোয়ালে দিয়ে বালিশের ব্যবস্থা করল। একটা বাথরোব দিয়ে তার শরীরটা ঢেকে দিল, আরেকটা তোয়ালে ব্যবহার করল উষ্ণতা ধরে রাখার জন্য। তারপর বন্ধ করে দিল দরজা। অ্যানার পাশে বসে চুলে হাত বোলাতেই বুঝতে পারল, রক্তে ভিজে আছে। 'তুমি ঠিক হয়ে যাবে, অ্যানা,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'অ্যাম্বুলেন্স আসতে বেশি দেরি হবে না।'

নড়েচড়ে উঠল অ্যানা, চোখগুলো খুলে গেল। ধীরে ধীরে বেনের ওপর স্থির হলো সেগুলো। কিছু একটা বলল সে।

'শশশ, কথা বোলো না,' হাসার চেষ্টা করল বেন, কিন্তু রাগে হাত কাঁপছে ওর। নিঃশব্দে প্রতিজ্ঞা করল, যে লোকটা এর জন্য দায়ী তাকে খুন করবে ও।

জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ার আগে নিজের পিস্তলটা রেখে গেছে আততায়ী। সেটাকে নিজের কোমরে গুঁজে রাখল বেন। মেঝেতে কয়েকটা বুলেটের খোসা পড়ে আছে। সেগুলো তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। বেডরুমে রবার্টার গলা শোনা যাচ্ছে, জরুরি গলায় কথা বলছে ফোনে।

তারপরই চেয়ারের সাথে ঝুলে থাকা কালো জ্যাকেটটা দেখতে পেল বেন।

BanglaBook.org

## বিয়াল্লিশ.

রাস্তা থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলোকিত হোটেলটা, যেন ডাকছে হাতছানি দিয়ে। রেনোটাকে ঘুরিয়ে রাস্তা থেকে নেমে পড়ল বেন, তারপর সরু, পেঁচানো ড্রাইভওয়ে ধরে এগিয়ে চলল। বাড়িটার সামনে আরও কয়েকটা গাড়ি আর ট্যুর কোচ দাঁড়িয়ে আছে, সেগুলোর পাশে থামল।

'তোমার ব্যাগটা নিয়ে এসো। আজ রাতে এখানেই থাকছি আমরা।'

'হোটেলে কেন, বেন?'

'কারণ দু'জন বিদেশিকে কোনো হোটেলে দেখা গেলে সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু একজন গ্রাম্য পাদ্রীর সাথে দু'জন বিদেশিকে থাকতে দেখলে অনেকেই সেটা নিয়ে আলোচনা করবে। আজ রাতের পর আর প্যাসকালের ওখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়।'

ভেতরে ঢুকে রিসেপশন ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল বেন, বেল বাজাল। এক মুহূর্ত পর অফিসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রিসেপশনিস্ট।

'কোন রুম পাওয়া যাবে?' প্রশ্ন করল বেন।

'না, মসিউ। কোনো রুম খালি নেই আমাদের এখানে।'

'একটা রুমও নেই? এখনও তো ট্যুরিস্ট মৌসুম শুরু হয়নি।'

'ক্যাথার ট্যুরে এসেছে কয়েকজন বৃটিশ ট্যুরিস্ট। এখানকার প্রায় সব কিছুই এখন তাদের দখলে।'

'প্রায়?'

'আমাদের সবচেয়ে ভাল স্যুইটটাই কেবল বাকি আছে। কিন্তু ওটা আসলে... ঠিক সাধারণ কেউ...'

'আমরা ওটাই নেব,' কোনো দ্বিধা না করে বলল বেন। 'টাকা কি এখনই দিতে হবে?' বলে পকেটে হাত ঢুকিয়ে নকল পল হ্যারিসের পাসপোর্ট আর টাকা বের করে আনল ও। পাসপোর্টটা ডেস্কের ওপর রাখল, টাকাগুলো দেখাল রিসেপশনিস্ট মেয়েটাকে। পুরো হোটেল মাসখানিকের জন্য ভাড়া নেয়ার মতো টাকা রয়েছে ওর ওয়ালেটে। বড় বড় হয়ে উঠল রিসেপশনিস্টের চোখ। 'না না... এখন টাকা দিতে হবে না...' আমতা আমতা করে বলল সে।

BanglaBook.org

ডেস্কের ওপর থাকা একটা বেল বাজাল সে। 'জোসেফ!' ডাক দিল উঁচু গলায়, সাথে সাথেই বেলবয়ের ইউনিফর্ম পরা এক বুড়ো এসে হাজির হলো তার পাশে। 'মাদাম এবং মসিউ 'অ্যারিসকে হানিমুন স্যুইটে নিয়ে যাও।'

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করল বুড়ো জোসেফ। উপরে উঠে একটা দরজা খুলল, তারপর ওদের ব্যাগগুলো নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। 'বিছানার উপর রেখে দাও,' তাকে বলল বেন। বড় একটা নোট বের করে বখশিস দিল, কারণ এমনিতেও খুচরো নেই ওর কাছে।

কামরার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল রবার্টা। প্রথমে ছোট একটা কামরা; সোফা, আর্মচেয়ার, আর কফি টেবিল দিয়ে সাজানো। সেখান থেকে সামনে রয়েছে বিশাল বিছানাসহ বড় একটা কামরা। বিছানার মাঝখানে লাল রঙে বিশাল এক হৃদয় আঁকা। ওয়ালনাট কাঠের তৈরি বড় এক টেবিলে ফুল, রিবন দিয়ে বাঁধা চকলেট এবং ছোট ছোট বর-কনের মূর্তি রয়েছে।

বিছানায় বসে জুতো খুলে ফেলল বেন, কিউপিডের ছবি আঁকা কার্পেটের ওপর পড়ে রইল সেগুলো। কি অদ্ভুত একটা রুম, ভাবল ও। রবার্টা না থাকলে গাড়িতেই ঘুমাত ও, জঙ্গলের মাঝে কোথাও লুকিয়ে থাকত। জ্যাকেট আর হোলস্টার খুলে বিছানায় ছুড়ে ফেলল, তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। ক্লান্ত পেশিগুলোকে বিশ্রাম দিতে চাইছে। কিছুক্ষণ পর কি মনে হতে জ্যাকেট থেকে ফ্লাস্কটা বের করল। যেখানে বুলেট লেগেছিল সে জায়গাটা তুবড়ে গেছে। বাঁকা হয়ে লেগেছিল তাই রক্ষা। পয়েন্ট থ্রি এইটের বুলেট যদি সরাসরি লাগত তাহলে ঠেকাতে পারত না।

কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল বেন। আরও একটা ফাঁড়া কেটে গেল, ফ্লাস্কে একটা চুমুক দিয়ে ভাবল ও।

'অ্যানার কোনো অসুবিধে হবে না তো?' মৃদু স্বরে প্রশ্ন করল রবার্টা।

ঠোঁট কামড়াল বেন। 'হওয়ার কথা নয়। কয়েকটা সেলাই লাগবে, ভয়ও পেয়েছে ও। সকালে ফোন করে জেনে নেব কোন হাসপাতালে আছে।' এখন অন্তত অ্যানার নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে ও। অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালে পৌঁছানোর সাথে সাথেই নিশ্চয়ই পুলিশ সাবধান হয়ে গেছে। তাদের জিম্মায় থাকবে অ্যানা।

'ওরা অ্যানার খোঁজ পেল কিভাবে, বেন? অ্যানার কাছে কি চেয়েছিল ওরা?'

'আমিও সেটাই ভাবছি,' বিড়বিড় করে বলল বেন।

'আর ওর বাড়ির বাইরে যার লাশ পড়েছিল? ওই লোকটা কে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'জানি না। হয়তো অ্যানার কোনো বন্ধু, যে ভুল সময়ে ভুল জায়গায় এসে পড়েছিল।'

BanglaBook.org

বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবার্টা। 'ব্যাপারটা ভাবলেই খারাপ লাগছে আমার। গোসল করতে যাচ্ছি আমি।'

বিছানায় উঠে বসে চিন্তায় ডুবে গেল বেন। নিজের ওপরেই বিরক্তি লাগছে তার। নেহাতই ভাগ্যক্রমে অ্যানাকে বাঁচাতে পেরেছে ওরা। জীবনে অনেক মৃত্যু আর কষ্ট দেখতে হয়েছে ওকে, তবুও আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে অ্যানার ভাগ্যে কি ঘটত সেটা ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

অনেক আগেই নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে বেন, নিজের ভুলের জন্য কোনো নিরপরাধীকে শাস্তি পেতে দেবে না। কিন্তু সেটাই এখন ঘটছে। ওর শত্রুরা আবার কাছাকাছি চলে এসেছে, এবং এবার তারা আগের চাইতে অনেক বেশি বেপরোয়া।

একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল বেন। কাল সকালেই রবার্টাকে সবচেয়ে কাছের শহর মপেলিয়েতে নিয়ে যাবে ও, আমেরিকার ফ্লাইটে তুলে দেবে। প্লেনটাকে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠতে দেখার আগ পর্যন্ত এয়ারপোর্টে থাকবে ও। আগেই কাজটা করা উচিত ছিল ওর।

মাথাটা দুই হাত দিয়ে ধরে বসে রইল ও। অপরাধবোধের অনুভূতিটাকে চাপা দেয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয় সঠিক কাজটা করার যতই চেষ্টা করুক না কেন ও, জীবনের প্রতিটা কাজ, প্রতিটা সিদ্ধান্ত যেন ঘুরে ফিরে ওর বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য উঠেপড়ে লাগে। একজন মানুষের পক্ষে কতটা আফসোস আর নিজের প্রতি ঘৃণা বহন করা সম্ভব?

দরজায় টোকার শব্দে ওর চিন্তায় বাধা পড়ল। ছোট কামরাটার দিকে এগিয়ে গেল ও, ওঠার সময় পিঠের পেছনে ব্রাউনিংটা গুঁজে নিতে ভুলল না। শার্ট দিয়ে ঢেকে নিল পিস্তলটা। দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'আপনার অর্ডার করা খাবার এনেছি, মসিউ 'অ্যারিস,' জোসেফের গলা ভেসে এল। 'আর আপনার শ্যাম্পেন।'

'আমি কোনো শ্যাম্পেনের অর্ডার দেইনি,' দরজা খুলতে খুলতে বলল বেন, অপর হাতটা পিস্তলের বাঁটের কাছে রয়েছে। বুড়ো লোকটাকে বাইরে সার্ভিস ট্রলি নিয়ে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পেশিতে ঢিল পড়ল ওর, দরজাটা খুলে দিল পুরো।

'শ্যাম্পেনটা আমাদের পক্ষ থেকে সৌজন্য উপহার, মসিউ,' ট্রলি ঠেলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল জোসেফ। 'এই স্যুইটের সাথেই।'

'ধন্যবাদ। ওখানে রেখে যাও।'

একটু আগে পাওয়া বড় অংকের বখশিস এখনও রয়েছে জোসেফের পকেটে। আরও বখশিস পাওয়ার আশায় এখন বেশ উৎসাহের সাথে কাজ করছে সে। তার ট্রলিতে রয়েছে *শারকুটেরি,* অর্থাৎ শুকরের মাংস দিয়ে তৈরি

BanglaBook.org

কিছু খাবার, সেই সাথে তাজা পাতলা ফ্রেঞ্চ রুটি এবং বরফে ডোবানো শ্যাম্পেন। তাকে আরও কিছু বখশিশ দিল বেন, তারপর সে চলে যেতেই বন্ধ করে দিল দরজা।

শ্যাম্পেনের কারণে মন থেকে উদ্বেগ কিছুটা হলেও দূর হলো। নীরবে খাওয়া শেষ করল দু'জন। রেডিওতে মৃদু জ্যাজ মিউজিক বাজছে। বোতলটা যখন খালি হলো তখন প্রায় মধ্যরাত। বিছানা থেকে একটা বালিশ তুলে নিয়ে কামরার অপর পাশে জানালার নিচে রাখা কাউচের ওপর ছুড়ে দিল বেন। ওয়ার্ডরোব থেকে কিছু অতিরিক্ত কম্বল বের করে সেগুলো দিয়ে নিজের জন্য একটা বিছানা তৈরি করল।

রেডিওতে এখন এডিথ পিয়াফের একটা পুরনো গান বাজছে। হঠাৎ ওর কাছে সরে এল রবার্টা। 'বেন, আমার সাথে নাচবে?'

'নাচ?' অবাক হয়ে তাকাল বেন। 'তুমি নাচতে চাও?'

'প্লিজ, এই গানটা আমার খুব ভাল লাগে,' বলে বেনের হাত ধরল রবার্টা। মুখে অনিশ্চিত হাসি, বুঝতে পারছে যে শক্ত হয়ে গেছে বেন।

'আমি নাচতে পারি না,' বলল বেন।

'হ্যাঁ, শুরুতে সবাই ওটাই বলে।'

'না, আমি সত্যি জানি না। কখনও নাচিনি।'

'কখনও না?'

'জীবনেও না।'

বেনের আড়ষ্ট নড়াচড়া দেখেই রবার্টা বুঝতে পারল, সত্যি কথাই বলেছে সে। বেনের দিকে তাকাল সে, বলল, 'কোনো অসুবিধে নেই। আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমার হাত ধরে থাকো।' বেনের কাঁধে একটা হাত রাখল সে, আরেকটা হাতে ওর হাত ধরল।

'তোমার অন্য হাতটা আমার কোমরে রাখো,' শিখিয়ে দিল রবার্টা। আড়ষ্ট হয়ে আছে বেনের হাত। ধীরে ধীরে নাচতে লাগল দু'জন। রবার্টার নড়াচড়াকে অনুসরণ করার চেষ্টা করল বেন, তবে আড়ষ্ট ভাবটা দূর করতে পারছে না।

'দেখলে তো? এবার সুরটা নিজের মাঝে অনুভব করার চেষ্টা করো।'

'ঠিক আছে,' দ্বিধান্বিত গলায় জবাব দিল বেন।

এই গানটা শেষ হয়ে আরেকটা শুরু হলো, *'লা ভি এন রোজ'*।

'আচ্ছা, এই গানটাও সুন্দর। এই যে, এভাবে... কেমন লাগছে তোমার? ভাল?'

'কি জানি... হয়তো ভালই লাগছে।'

'আমার ধারণা তুমি ভালই নাচতে পারবে, যদি আড়ষ্ট ভাবটা দূর করতে পারো আর কি। আস্তে, ওটা আমার পা।'

BanglaBook.org

'দুঃখিত। আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম।'

'খুব বেশি দুশ্চিন্তা করো তুমি।'

সামান্য একটা নাচ, অথচ হাজার রকম অনুভূতি জন্ম নিচ্ছে বেনের মনে। অদ্ভুত একটা ব্যাপার, ও বুঝতেই পারছে না যে ভাল লাগছে না খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে যেন অন্য একটা পৃথিবী ডাক দিচ্ছে ওকে। উষ্ণ আমন্ত্রণের মতো। এত বছর ধরে শীতল হয়ে থাকার পরে উষ্ণতাটুকু বুকে জড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু যখনই নিজের মাঝ থেকে প্রতিরোধ সরিয়ে নিতে চাইছে, তখনই আবার আড়ষ্ট বোধ করছে। তবে এটাও বুঝতে পারছে যে দু'জনের মাঝে একটা বাধা ভেঙে পড়ছে ধীরে ধীরে।

'এই তো, সুন্দর নাচতে পারছ তুমি।'

নিজেকে সরিয়ে নিল বেন। আর সহ্য করতে পারছে না ও, মনে হচ্ছে যেন এতদিনের একাকীত্বের স্বস্তিটুকু সরিয়ে নিচ্ছে কেউ। কামরার এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মিনি-বারটার দিকে চোরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ও।

ব্যাপারটা খেয়াল করল রবার্টা। 'না, বেন। প্লিজ।' ওর হাতে একটা হাত রাখল সে।

ঘড়ি দেখল বেন। 'আরে,' নার্ভাস হাসি ফুটল ওর মুখে। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে। কাল ভোরে উঠতে হবে আমাদের।'

'আরেকটু, ভাল লাগছে তো,' বিড়বিড় করে বলল রবার্টা। 'সারা দিন খুব ঝামেলা গেল। এখন একটু নাচতে ভালই লাগবে।'

'আরও কিছুক্ষণ নাচল দু'জন। রবার্টা ওর কাছে সরে আসছে, অনুভব করল বেন। তার কাঁধে হাত রাখল ও, ধীরে ধীরে কাঁধ বেয়ে হাতে নেমে আসল ওর হাত। দ্রুত হয়ে উঠছে হৃৎস্পন্দন। একে অপরের কাছে সরে আসতে শুরু করল দু'জনের মাথা।

গানটা শেষ হয়ে গেল এই সময়। রেডিও উপস্থাপকের গলায় ভেঙে গেল সুন্দর মুহূর্তটা। সরে দাঁড়াল দু'জন, হঠাৎ করেই যেন নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়েছে।

কয়েক মিনিট নীরবতা বিরাজ করল। দু'জনেই জানে যে কি ঘটতে যাচ্ছিল। এবং দু'জনই অনুভব করছে, বিষণ্নতা নেমে আসছে তাদের মনে।

নিজের বিছানার দিকে এগিয়ে গেল বেন। কাপড় খুলতে ইচ্ছে করছে না, তাই ওই অবস্থাতেই শুয়ে পড়ল বিছানায়। বিশাল বিছানাটায় উঠে পড়ল রবার্টা, মাথার উপর চাঁদোয়ার দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'এমন বিছানায় আগে কখনও ঘুমাইনি আমি।'

আরও কিছুক্ষণ নীরবতা। অন্ধকার ঘরটার দুই প্রান্তে শুয়ে আছে দু'জন।

'কাউচটা কেমন?' প্রশ্ন করল রবার্টা।

BanglaBook.org

'ভাল।'

'অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'এর চাইতেও খারাপ জায়গায় ঘুমিয়েছি আমি।'

'এই বিছানায় অন্তত ছয়জন মানুষের ঘুমানোর জায়গা আছে।'

'তো?'

'এমনিই বললাম।'

বালিশ থেকে মাথা তুলে রবার্টা যেদিকে শুয়ে আছে সেদিকে তাকাল বেন। 'তোমার সাথে ঘুমাতে বলছ?'

'হ্যাঁ... মানে, এই বিছানায়,' জড়িয়ে গেল রবার্টার গলা, বিব্রত বোধ করছে। 'আমি কিন্তু ওভাবে বলতে চাইনি, মানে তুমি যদি তেমন কিছু ভেবে থাকো আর কি। আসলে নার্ভাস লাগছে আমার, একা ঘুমাতে ইচ্ছে করছে না।'

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করল বেন। তারপর নেমে পড়ল কাউচ থেকে, কম্বলগুলো তুলে নিল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গেল বিছানার দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে উঠে পড়ল উপরে, রবার্টার পাশে শুয়ে পড়ল। অতিরিক্ত কম্বলগুলো টেনে নিল নিজের ওপর।

অন্ধকারে শুয়ে রইল দু'জন, মাঝখানে বেশ দূরত্ব। বেনের দিকে ফিরল রবার্টা। ইচ্ছে করছে একটা হাত বাড়িয়ে তাকে ছোঁয়। অন্ধকারে বেনের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে।

'বেন?' ডাক দিল রবার্টা।

'হ্যাঁ?'

কথাটা বলার আগে একটু দ্বিধা করল সে। তারপর বলল, 'ছবির **সেই** বাচ্চা মেয়েটা কে?'

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলো বেন, রবার্টার দিকে তাকাল। চাঁদের আলোয় হালকা দেখা যাচ্ছে তার মুখ।

হাত বাড়িয়ে বেনকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে রবার্টার।

'ঘুমাও,' মৃদু স্বরে বলল বেন, তারপর শুয়ে পড়ল আবার।

রাত দু'টোর দিকে বেনের ঘুম ভেঙে গেল একবার। দেখল, রবার্টার একটা হাত পড়ে আছে ওর উপর। কিছুক্ষণ একভাবে শুয়ে রইল ও, চাঁদোয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। অনুভব করছে, নিঃশ্বাসের সাথে সাথে মৃদু ওঠানামা করছে রবার্টার উষ্ণ শরীর।

তার হাতের স্পর্শে অদ্ভুত একটা অনুভূতি জাগছে। যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া, কিন্তু গভীর প্রশান্তি জাগায়। অনুভূতিটা উপভোগ করতে চাইল ও, চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল। মুখের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছে।

BanglaBook.org

## তেতাল্লিশ.

এক ঘণ্টার বেশি ঘুমাতে পারল না বেন। নানা রকম স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল, রবার্টার হাতটা সাবধানে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়ল বিছানা থেকে। টেবিল থেকে ব্রাউনিংটা তুলে নিল ও, তারপর নিজের ব্যাগটাও তুলে নিল হাতে।

চাঁদের আলো এসে পড়েছে কামরার ভেতরে, খুব একটা অসুবিধে হলো না হাঁটতে। সামনের ছোট কামরাটায় চলে এল ও। দরজাটা পেছনে বন্ধ করে দিয়ে একটা বাতি জ্বেলে নিল।

খেলার নিয়ম বদলে গেছে। হঠাৎ করেই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ওর পেছনে যারাই লাগুক না কেন, তাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পাণ্ডুলিপিটা হস্তগত করা। অনেক কাজ এসে পড়েছে বেনের কাঁধে।

অ্যানার বাড়ি থেকে যে কালো জ্যাকেটটা নিয়ে এসেছিল সেটা এখনও ওর ব্যাগে রয়েছে। এবার সেটা বের করে এনে পকেটগুলো দেখল। রেনফিল্ডের নোটবুক আর ফ্রেম থেকে ছিঁড়ে নেয়া নকল ম্যাপটা বাদে আর কিছুই পাওয়া গেল না। মালিকের পরিচয় সম্পর্কে জানার মতো সামান্য তথ্যও নেই কোথাও। লোকটা কে? ভাড়াটে খুনী, হয়তো। এমন লোকের মুখোমুখি আগেও হয়েছে ও, কিন্তু তারা এমন পাগলাটে, মেয়েদের ওপর অত্যাচার করার মতো লোক ছিল না।

নকল মানচিত্রটার কথা ভাবল বেন। লোকটা ওটা নামিয়ে নিয়েছিল কেন? খুব সম্ভব অ্যানার আগে যে লোক এর মালিক ছিল তার মতোই বোকা বনেছে আততায়ীও, ভেবেছে আসল জিনিস। তার অর্থ একটাই দাঁড়ায়, যে লোকটা এই পাণ্ডুলিপির পেছনে লেগেছে তার আসলে কোনো ধারণা নেই যে জিনিসটা দেখতে কেমন। কিন্তু জিনিসটা তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে অ্যানাকে খুন করতেও দ্বিধা করেনি তারা।

রেনফিল্ডের নোটবুকটা বের করল বেন, তারপর প্লাস্টিকের মোড়কটা খুলে ফেলে বাতির কাছে একটা কাউচে বসল। এখন পর্যন্ত জিনিসটা ভাল করে দেখার সুযোগ্য হয়নি ওর। রবার্টা কি ঠিক বলেছিল? সত্যিই কি নিজের স্মৃতি থেকে সব লিখে রেখেছে নোটবুকে? তাই যেন হয়, আশা করল বেন। এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই ওর সামনে।

BanglaBook.org

নোঙরা পাতাগুলো ধীরে ধীরে উল্টাতে লাগল ও, লেখা এবং ছবিগুলো পরীক্ষা করছে মনোযোগ দিয়ে। প্রায় পুরোটাই মনে হচ্ছে অর্থহীন হিজিবিজি। পৃষ্ঠার বিভিন্ন অংশে, এমনকি কোণ এবং মার্জিনগুলোতেও লেখা হয়েছে নানা রকম অক্ষর আর সংখ্যার সমন্বয়ে অদ্ভুত সব লাইন। পুরো নোটবুক উল্টে পাল্টে এমন নয়টা লেখা খুঁজে পেল বেন। লেখাগুলো অ্যানার রেকর্ডিংয়ে শোনা রেনফিল্ডের বলা সেই অদ্ভুত কথাগুলো মনে করিয়ে দিল ওকে।

N 18 N 26 O 12 I 17 R 15 22 R 20 R 15
U 11 R 9 E 11 E 22 V 18 A 22 V 18 A
13 A 18 E 23 A 22 R 15 O

এসবের অর্থ কী? ওর কাছে মনে হচ্ছে কোন ধরনের কোড। হয়তো কোন ধরনের অ্যালকেমিক্যাল ফর্মুলা। কোনো লাইনের সাথেই অন্য পৃষ্ঠাগুলোর লেখাগুলোর কোনো অংশকে মেলানো যাচ্ছে না। লেখাগুলোর অর্থ যাই হোক না কেন, সেটা উদ্ধার করা বেনের কাজ নয়।

অগত্যা সেগুলো অগ্রাহ্য করে সামনে এগিয়ে গেল ও। কলম দিয়ে আঁকা একটা ছবি পাওয়া গেল এক জায়গায়, দেখে মনে হচ্ছে একটা ফোয়ারা। ফোয়ারার গোড়ার ছবিগুলো সাথে সেই সোনালি ক্রুশের গায়ে আঁকা ছবিগুলোর মিল আছে। ছবির নিচে ল্যাটিনে কয়েকটা লাইন লেখা।

*ডাম ফ্লুইট ই ক্রাইস্ট বেনেডিক্টো ভালনারে স্যাঙ্গুইস,*
*এট ডাম ভার্জিনিয়াম ল্যাক পাই ভার্গো পারমিট,*
*ল্যাক ফ্লুইট এট স্যাঙ্গুইস, স্যাঙ্গুইস কনজাঙ্গিটুর এট ল্যাক*
*এট সিট ফন্স ভিটে, ফন্স এট ওরিগো বোনি*

BanglaBook.org

ছাত্রজীবনে ল্যাটিন ভাষায় লেখা প্রচুর প্রাচীন ধর্মীয় বইপত্র নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়েছে বেনকে। কিন্তু সেটা অনেক আগের কথা। ফলে কথাগুলোর অনুবাদ করতে বেশ কিছুটা সময় লাগল ওর। অর্থটা দাঁড়ায় এ রকম *যখন যিশুর পবিত্র ক্ষত হতে রক্ত প্রবাহিত হল এবং পবিত্র কুমারী তার বুক হতে দুগ্ধ প্রবাহিত করলেন এবং রক্ত ও দুগ্ধ মিশ্রিত হলো, তখন তা জীবনের ফোয়ারা এবং সুস্থতার ঝর্ণা তৈরি করল।*

জীবনের ফোয়ারা... সুস্থতার ঝর্ণা। ফাউন্টেন অফ লাইফ। এলিক্সির অফ লাইফের সাথে যেন মিল পাওয়া যাচ্ছে কথাগুলোর। কিন্তু খুব বেশি ঝাপসা। বাকি অংশগুলোও পড়তে লাগল বেন। একটা পৃষ্ঠায় কেবল একটা লাইন

লেখা রয়েছে, তার নিচে একটা বৃত্তাকার প্রতীক আঁকা। লেখাটা ফ্রেঞ্চ ভাষায়, তবে রক্তের পুরনো দাগ আর রেনফিল্ডের ময়লা আঙুলের ছাপের নিচে জড়ানো হাতের লেখাগুলো প্রায় বোঝাই যায় না। তবুও আরও একবার কথাটা অনুবাদ করল সে।

*দাঁড়কাকের প্রতীকের কথা চিন্তা করো, কারণ তার মাধ্যমে লুকানো আছে আমাদের বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।*

লেখার নিচের প্রতীকটা সাথে সাথেই চিনতে পারল ও। কয়েক পাতা পেছনে চলে এল এবার। হ্যাঁ, সেই দাঁড়কাকের ছবি। বেশ কয়েকবার উদয় হয়েছে ছবিটা। লেখাটা বলছে যে এই ছবির আড়ালে গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা লুকানো আছে। কি সেটা?

দাঁড়কাকের ছবির নিচে আরও কিছু একটা লেখা আছে, রক্তের দাগে ঢাকা পড়ে গেছে। সাবধানে নখ দিয়ে ঘষে ঘষে দাগটা তুলে ফেলল বেন, যাতে লেখাটা পড়া যায়। একটা মাত্র শব্দ DOMUS, ল্যাটিন শব্দটার অর্থ বাড়ি। তাহলে এর মানে কী দাঁড়াচ্ছে? দাঁড়কাকের বাসা?

দাঁড়কাকের উল্লেখ আর একটা জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে মাত্র, তবে সেটাও একই রকমের দুর্বোধ্য একটা চার লাইনের কবিতায়। তবে এবার কবিতাটা ইংরেজিতে লেখা।

*এই মন্দিরের দেয়াল ভাঙা যায় না*
*শয়তানের সৈন্যরা চলে যায় কুচকাওয়াজ করে*
*দাঁড়কাক আছে পাহারায় এক অব্যক্ত জ্ঞানের*
*যার খোঁজ কেবল বিশ্বাসী অনুসন্ধানীই জানে।*

কবিতার অর্থটা বোঝার জন্য কোনো চেষ্টা করল না বেন। আরও সামনে এগিয়ে গিয়ে নোটবুকের শেষ তিন পাতায় এসে থামল। তিনটে পাতাই প্রায় শূন্য, কেবল তিনটে আলাদা আলাদা ছকের কথা বাদ দিলে। প্রতি পাতায় একটা করে ছক আঁকা, মাঝে কয়েকটা অক্ষর লেখা। সেগুলো বারবার পড়ল ও। পৃষ্ঠা তিনটের ওপরে রয়েছে একটা কথা *"অনুসন্ধানীই সন্ধান পাবে।"* মনে হলো যেন বেনকে লোভ দেখাচ্ছে কথাটা। 'অনুসন্ধানীর হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি,' বিড়বিড় করে বলল ও।

এই লেখাগুলোর নিচে এক লাইন ল্যাটিন *কাম লুসে স্যালুটেম।* আলোতেই আসে মুক্তি।

তারও নিচে শুরু হয়েছে ছক। প্রতি পৃষ্ঠাতেই ছকগুলো একই রকম দুর্বোধ্য। প্রথম পৃষ্ঠার ছকটা এমন :

BanglaBook.org

FIN
A TI
L L D S
M.L.R

**দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় :**

FIN
'E U E
AC A
M.L.R

**তৃতীয় পৃষ্ঠায় :**

FIN
L RO
E NG
M.L.R

প্রতিটা ছকের শেষ তিনটে অক্ষর, M.L.R কে মনে হচ্ছে কারও নামের আদ্যাক্ষর। আর দিয়ে কী রেনফিল্ড বোঝানো হচ্ছে? কিন্তু তার নামের প্রথমে আছে ক্লাউস। তাহলে এম এল আর-এর অর্থ কী? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

এম এল আর এর ওপর থাকা ভাঙা ভাঙা যে শব্দগুলো? কাউচে হেলান দিয়ে বসল বেন। ধাঁধা জিনিসটা ওর কখনই পছন্দ ছিল না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ও। নাকের সামনে দিয়ে উড়ে গেল একটা মথ, টেবিলের ওপর রাখা বাতিটার ওপর গিয়ে বসল। তারপর সেখান থেকে উড়ে আবার ঢুকে পড়ল পাতলা ল্যাম্পশেডের মাঝে। ওপাশ থেকে দেখা যাচ্ছে প্রাণীটাকে, শেডের ভেতর হাঁটছে।

তারপর ওর মনে পড়ল। *আলোতেই মেলে মুক্তি।*

পৃষ্ঠা তিনটে একসাথে ধরল ও, নোটবুকের বাকি পৃষ্ঠাগুলোকে আলাদা করে ধরল অন্য হাতে। তারপর আলোর সামনে তুলে ধরল। পাতলা কাগজগুলোর মাঝ দিয়ে আলো এসে পড়ল, এবং হঠাৎ করে এলোমেলো অক্ষরগুলো একসাথে হয়ে শব্দ তৈরি করল। একটার ওপর আরেকটা বসানোর পর তিনটে ছক মিলে এখন যে লেখাগুলো তৈরি হয়েছে :

FIN
L'EAU ROTIE
LE LAC D'SANG
M.L.R
অর্থাৎ

BanglaBook.org

THE END

THE ROASTED WATER

THE LAKE OF BLOOD

M.L.R

অর্থাৎ,

সমাপ্তি

জ্বলন্ত পানি

রক্তের হ্রদ

এম.এল.আর

এবার হয়তো একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে, ভাবল বেন।

আবার নাও হতে পারে।

ঠিক আছে, এবার এগুলোকে ভেঙে ভেঙে দেখা যাক। 'সমাপ্তি'-এর মানে কী? নোটবুকের সমাপ্তি বোঝানো হচ্ছে? তা ছাড়া আর কোনো বুদ্ধি এল না বেনের মাথায়। তবে জ্বলন্ত পানি আর রক্তের হ্রদ—এই দুটো কথার চাইতে অন্তত প্রথম কথাটা পরিষ্কার। চোখ ডলল ও, ঠোঁট কামড়াচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য হঠাৎ প্রচণ্ড গরম হয়ে উঠল মাথাটা, এক টানে নোটবুকটা ছিঁড়ে ফেলা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সর্বশক্তি খাটাতে হলো ওকে। একটা ঢোক গিলল, নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করল, তারপর গম্ভীর চোখে এক মিনিট তাকিয়ে রইল কথাগুলোর দিকে। মনোযোগ দিয়ে বের করতে চাইছে ওগুলোর মাঝে কোনো অর্থ আছে কি-না।

FIN

L'EAU ROTIE

LE LAC D'SANG

M.L.R

কিন্তু কোনো অর্থ তো বের হলো না। তাহলে কথাগুলোকে এভাবে তিন পৃষ্ঠা জুড়ে লেখার কী দরকার ছিল?

যারা নিজে নিজে কোনো ভাষা শেখে তাদের বেশিরভাগের মতোই বেনের ক্ষেত্রেও একটা ব্যাপার ঘটেছে, ফ্রেঞ্চ ও যতটা বলতে পারে তার চাইতে লিখতে পারে অনেক কম। যত দূর বুঝতে পারছে, যদিও রক্তের হ্রদ কথাটাকে ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা উচিত ছিল *'LE LAC DE'SANG'*, কিন্তু তার বদলে লেখা হয়েছে *'LE LAC D'SANG'*, যেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ অক্ষর অনুপস্থিত। ভুলে হয়েছে এমন? মনে হয় না। ইচ্ছে করেই যেন ভুল লেখা হয়েছে বানানটা। কিন্তু কেন?

BanglaBook.org

মাথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করল ও। মনে হচ্ছে যেন... যেন লেখক বানান আর অক্ষরগুলো নিয়ে খেলা করতে গিয়েছিল, কিন্তু একটা অক্ষর কম ছিল তার হাতে। এমন কেন হবে?

অ্যানাগ্রাম? একই শব্দ বা বাক্যের অক্ষরগুলো এলোমেলো করে সাজিয়ে নতুন অক্ষর বা বাক্য তৈরি করার পদ্ধতিকে বলা হয় অ্যানাগ্রাম।

হোটেলের খবরের কাগজের একটা টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে লিখতে শুরু করল বেন। একটা একটা অক্ষর ধরে তাদের ঘিরে গোল দাগ দিয়ে বাতিল করে দিচ্ছে, অর্থাৎ অদ্ভুত কথাগুলো থেকে নতুন একটা কথা সাজাতে চেষ্টা করছে। বেশ কিছুদূর এগোতে পারল, *'L'UILE ROTIE N'A MAL...* 'জ্বলন্ত তেল ভুল করেনি...' বা এমনই কিছু একটা দাঁড়াল অর্থ। কিন্তু তারপরেই বুঝতে পারল, ভুল পথে এগোচ্ছে, ফলে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল আবার।

কাগজটা দলা পাকিয়ে কামরার অন্য প্রান্তে ছুড়ে মারল ও, তারপর আবার একটা কাগজ নিয়ে লিখতে শুরু করল।

পাঁচবার এভাবে কাগজ দলা পাকানোর পর বেনের মনে হলো, কাগজের স্তূপের নিচে চাপা পড়ে যাবে ও। কিন্তু আস্তে আস্তে লেখাগুলোর মাঝে অর্থ ফুটে উঠছে।

আরও পনেরো মিনিটের মধ্যেই ধাঁধাটা সমাধান করে ফেলল ও। সামনে রাখা কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইল। কথাগুলো ফ্রেঞ্চ নয়, বরং নোটবুকের আসল লেখকের মাতৃভাষা, ইটালিয়ানে।

IL GRANDE MAESTRO FULCANELLI
*মহান মাস্টার ফুলকানেলি*

লোকটার স্বাক্ষর। লম্বা একটা দম নিল বেন। মনে হচ্ছে যেন এটাই খুঁজছিল এতক্ষণ ধরে।

তবে ছোট্ট একটা সমস্যা আছে। এটা যদি ফুলকানেলির সেই রহস্যময় পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি হয়েও থাকে, এটা ফেয়ারফ্যাক্সের কাছে নিয়ে যাওয়ার মতো কিছু নয়। বৃদ্ধ যদি ভেবে থাকেন যে পাণ্ডুলিপি থেকে কোনো ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি বা ঘরে বসে জীবনরক্ষাকারী ওষুধ বানানোর কোনো ফর্মুলা পাওয়া যাবে, তাহলে ভুল ভেবেছেন তিনি। রহস্যময় এসব ধাঁধা আর হিজিবিজি কথা দিয়ে রুথকে বাঁচানো যাবে না। বেনের কাজ এখনও শেষ হয়নি, মাত্র শুরু। ভোর সাড়ে ছয়টা বেজে গেছে ঘড়িতে। ক্লান্তিতে মাথা ঘুরছে বেনের। কাউচে হেলান দিয়ে চোখ বুজল ও।

BanglaBook.org

# চৌচল্লিশ.

রাতের বাতাস বয়ে যাচ্ছে গাছের পাতার মাঝ দিয়ে। ঝোপের মাঝে সম্পূর্ণ স্থিরভাবে বসে আছে সে, একেবারেই অদৃশ্য। অপেক্ষা করছে, সেই সাথে জঙ্গলের শিকারি প্রাণীর মতো সতর্ক চোখ রেখেছে সামনে। শরীরে কাটাছেঁড়ার ব্যথা থেকে সরিয়ে রেখেছে মন। গাল ছিলে গেছে, ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ার সময় নিজেকে সামলাতে গিয়ে ছড়ে গেছে দুই হাতের তালু। কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল নেই, প্রায় কোনো কিছুই সে অনুভব করছে না এখন। শুধু গলিত ইস্পাতের মতো তীব্র, অসুস্থ ক্রোধ ছাড়া।

কেবল একটা জিনিসকেই ব্যর্থতার চাইতে বেশি ঘৃণা করে ফ্র্যাংকো বোজা, আর সেটা হচ্ছে বঞ্চিত হওয়া, বিশেষ করে যখন বিজয় একেবারেই হাতের মুঠোয় চলে আসতে গিয়েও ফসকে যায় তখন। তার প্রাপ্য পুরস্কার কেড়ে নেয়া হয়েছে তার কাছে থেকে, এবং সে কিছুই করতে পারেনি। হেরে গেছে।

তবে সাময়িকভাবে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে, নিঃশ্বাস ধীর হয়ে এল। ক্রোধের উত্তপ্ত স্রোত থেমে গেল ধীরে ধীরে। দূরে সাইরেন শোনা যাচ্ছে। শূন্য পথ ধরে ছুটে গেল একটা অ্যাম্বুলেন্স, নীল আলোয় মুহূর্তের জন্য রাঙিয়ে দিয়ে গেল বোজার লুকিয়ে থাকার জায়গাটার আশেপাশের গাছপালা।

পথের আরও সামনে ভিলার গেটের দিকে গাড়িটাকে এগিয়ে যেতে দেখল বোজা, মোড় নেয়ার জন্য গতি কমিয়ে আনছে। তবে সেখানে পৌঁছানোর আগেই উল্টো দিক থেকে আরেকটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। এক মুহূর্ত পর একটা তোবড়ানো রেনো এসে পাশ কাটাল অ্যাম্বুলেন্সটাকে। কয়েক মুহূর্ত গতি ধীর হয়ে এল, তারপরেই আবার গতি বাড়িয়ে চলতে শুরু করল। বোজার সামনের দিকের রাস্তায় আসছে গাড়িটা। তবে তার অপেক্ষায় বসে নেই সে, আগেই গাছের মাঝ দিয়ে লুকিয়ে রাখা পোরশে গাড়িটার দিকে ছুটতে শুরু করেছে।

BanglaBook.org

পোরশে নিয়ে রেনোর পিছু ধাওয়া করতে একটুও বেগ পেতে হলো না তাকে। কাছাকাছি এসে তিন রাস্তার একটা মোড় দেখতে পেয়ে সেখানে দাঁড়াল, তারপর বন্ধ করে দিল আলো। রেনোর ড্রাইভার যদি তাকে খেয়াল

করেও থাকে, তাহলে এখন সে ভাববে যে মোড় থেকে বাঁক নিয়ে অন্য দিকে সরে গেছে পোরশে।

অন্ধকার, অদৃশ্য পোরশের মাঝে বসে রইল বোজা, সমস্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে রেনোর পেছনের হালকা লাল আলোটাকে। কেবল টেইল-লাইট দেখে গাড়িটাকে অনুসরণ করতে শুরু করল সে। কয়েক কি.মি. পার হওয়ার পর একটা ছোট হোটেলের ড্রাইভওয়েতে থামল রেনো। রাস্তার পাশে পোরশে দাঁড় করাল বোজা, তারপর নেমে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

হোপ এবং সেই আমেরিকান মেয়েটা তাকে দেখেনি, কিন্তু তারা যখন হোটেলে ঢুকছে তখন সে মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে ছিল। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বিল্ডিংটার ওপর চোখ রাখছে, এই সময় আলো জ্বলে উঠল। দ্বিতীয় তলা, মাঝখানের জানালা।

সময় কাটতে লাগল। মাঝরাতের দিকে দুটো ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল জানালায়। নাচছে তারা। একটু পর আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, অন্ধকার হয়ে গেল জানালা।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বোজা, হোটেলের নকশাটা মনে মনে হিসেবে করে নিচ্ছে। তারপর বিল্ডিংটার পাশ কাটিয়ে পেছনে চলে এল সে। কিচেনের একটা পথ পাওয়া গেল যাতে তালা দেয়া হয়নি। নীরব করিডোর ধরে নিঃশব্দ পায়ে হাঁটতে শুরু করল সে, কয়েক মুহূর্তের মাঝেই চলে এল কাঙ্ক্ষিত দরজার সামনে। অতিরিক্ত ছুরিটা বেল্টে গোঁজা রয়েছে।

তালার মাঝে লক পিকের কাঠিটা ঢোকাতে যাবে বোজা, এই সময় হানিমুন স্যুইটের দরজার নিচ দিয়ে এক টুকরো হলুদ আলো জ্বলে উঠতে দেখা গেল। নিঃশব্দে একটা গালি দিল সে, তারপর লক পিকটা সরিয়ে নিয়ে পিছিয়ে গেল অন্ধকারে। হোপের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তাকে চমকে দেয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাকে।

কিন্তু সুযোগ আসবেই, তাতে কোনো ভুল নেই।

BanglaBook.org

## পঁয়তাল্লিশ.

ঝাঁকি খেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠল বেন। উপর তলার কামরা থেকে পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। করিডোরে কথা বলছে কারা যেন।

ঘড়ি দেখেই গুঙিয়ে উঠল ও। প্রায় নয়টা বেজে গেছে। চারপাশে ছড়িয়ে আছে গতরাতের হিজিবিজি নোট আর লেখাগুলো। হঠাৎ করে ফুলকানেলির লুকানো স্বাক্ষর আবিষ্কার করার ব্যাপারটা মনে পড়ল ওর। রবার্টাকে খবরটা দিতে হবে।

বেডরুমে গিয়ে দেখল বিছানাটা ফাঁকা। বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে রবার্টার নাম ধরে ডাকল, তারপর কোনো জবাব না পেতে ভেতরে ঢুকল। সেখানেও নেই। তাহলে গেল কোথায়?

ব্যাপারটা বেনের পছন্দ হলো না। পিস্তলটা তুলে নিয়ে শার্টের ভেতরে গুঁজল ও। তারপর স্যুইট থেকে বেরিয়ে নেমে এল নিচে। ডাইনিং রুমে সেই ব্রিটিশ ট্যুরিস্ট দলটা নাস্তা করছে, সেই সাথে কথা বলছে জোরালো গলায়। রবার্টার কোন চিহ্ন নেই। শূন্য লবিতে বেরিয়ে এল ও। একটা দরজার ওপাশে কয়েকজন স্টাফকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে জরুরি ভঙ্গিতে ফিসফাস করতে দেখা যাচ্ছে।

বাইরে বেরিয়ে এল বেন। হয়তো হাঁটতে বের হয়েছে রবার্টা। কিন্তু বেনকে বলে যাওয়া উচিত ছিল তার। ঘুম থেকে ডাকল না কেন ওকে?

হোটেলের প্রবেশপথ দিয়ে বের হয়ে কার-পার্কের দিকে চলে এল ও। ইতোমধ্যেই বেশ জোরালো হয়ে উঠেছে সূর্য, সাদা নুড়িপাথরে ঢাকা মাটি যেন ঝলসাচ্ছে। চোখের ওপর হাত চাপা দিতে হলো ওকে। লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। একটা গাড়িতে করে নতুন এক দল অতিথি এসে পৌঁছাল, গাড়ির পেছন থেকে লাগেজ টেনে বের করছে। কিন্তু রবার্টার কোনো চিহ্ন নেই।

হোটেলের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বেন, মাথায় চিন্তার ঝড়, এই সময় একটা সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দে চমকে উঠতে হলো ওকে। ঘুরে দাঁড়াল ও। পার্কিং লটের ওপর দিয়ে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ছুটে আসছে দুটো পুলিশ কার। বেনের দুই পাশে থামল তারা। প্রতিটা গাড়িতে একজন ড্রাইভার এবং দু'জন যাত্রী রয়েছে। দুই গাড়ি থেকে দু'জন পুলিশ নেমে এল এবং বেনের দিকে এগোতে শুরু করল। ওর ওপরেই চোখ তাদের।

BanglaBook.org

ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত সরে যেতে শুরু করল বেন।

'মসিউ?' এখন চার পুলিশই আসছে ওর দিকে। একটা রেডিও কড়কড় করে উঠল।

আরও দ্রুত হাঁটতে শুরু করল বেন।

'মসিউ, এক মিনিট,' আরও জোর গলায় ডাক দিল এক অফিসার।

এবার থমকে দাঁড়াতে হলো ওকে। কাছে এসে ওকে ঘিরে দাঁড়াল চার অফিসার। একজনের বুকে সার্জেন্টের চিহ্ন। বড়সড়, লম্বাচওড়া চেহারা, বয়স হবে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন। বেশ আত্মবিশ্বাসী চেহারা। সবচেয়ে অল্পবয়স্ক জনের বয়স হবে বাইশ-তেইশ। অস্থির চোখ, কপালে ঘাম জমে আছে। এক হাত পিস্তলের বাঁটে।

বেন জানে যে এরা ওকে গ্রেফতার করতে চাইলে খুব সহজেই সামলে নিতে পারবে ও। প্রথমেই লম্বাচওড়া সার্জেন্টকে ধরতে হবে। তারপরেই কমবয়েসি ছেলেটাকে। গুলি করার মতো সাহস সঞ্চয় করতে পারবে না সে। তৃতীয় আর চতুর্থ পুলিশকে নিয়েও সমস্যা হবে না। কিন্তু দুই গাড়িতে এখনও দু'জন পুলিশ রয়েছে, বেনের নাগালের বাইরে তারা। নিজেদের পিস্তল বের করার সময় পেয়ে যাবে তারা, এবং সেটা আরও বড় সমস্যা তৈরি করবে। কাউকে খুন করার ইচ্ছে নেই বেনের।

প্রথমেই সার্জেন্ট মুখ খুলল। 'আপনিই কী পুলিশে ফোন করেছিলেন?' বেনকে প্রশ্ন করল সে।

'অফিসার! আমিই আপনাদের ফোন করেছিলাম!' হোটেল থেকে এক অতিথিকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। ছোটখাট, মোটাসোটা মানুষ, মাথায় ধূসর চুল।

'মাফ করবেন, স্যার,' বেনকে বলল সার্জেন্ট।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল বেন।

মোটা লোকটা এসে যোগ দিল ওদের সাথে। হাঁপাচ্ছে সে, উত্তেজিত। 'আমি ফোন করেছিলাম,' আবার বলল সে। 'একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছি আমি।' দ্রুত সব খুলে বলল সে।

প্রতিটা কথা শোনার সাথে সাথে বাড়তে শুরু করল বেনের উদ্বেগ। 'এই তো, ওখানে,' বলল লোকটা, তাড়াহুড়ো করে বলতে গিয়ে কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। 'বিশালদেহী এক লোক ছিল। হাতে বোধহয় কোনো একটা অস্ত্রও ছিল... মেয়েটাকে ধরে একটা গাড়িতে নিয়ে তুলেছিল... কালো পোরশে... বিদেশি নাম্বার, খুব সম্ভব ইটালিয়ান... জোরাজুরি করছিল মেয়েটা। বয়স বেশি হবে না, মাথায় তামাটে লাল চুল।'

'গাড়িটা কোনদিকে গেছে দেখেছেন?' প্রশ্ন করল এক পুলিশ।

BanglaBook.org

'ড্রাইভওয়ের শেষ মাথায় গিয়ে মোড় নিয়েছিল বামে, না, ডানে... না, বামেই গিয়েছিল।'

'সেটা কতক্ষণ আগে?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘড়ি দেখল মোটা লোকটা। 'বিশ-পঁচিশ মিনিট হবে।'

রেডিওতে কথা বলতে শুরু করল সার্জেন্ট। তিন পুলিশ মিলে সাক্ষী এবং হোটেলের কর্মচারীদের জবানবন্দী নিতে শুরু করল। চতুর্থজন গাড়ি নিয়ে চলে গেল কোথায় যেন।

'গত রাতেই তাকে এখানে পৌঁছাতে দেখেছি, তার স্বামীর সাথে,' মোটা লোকটা বলছে। 'এক মিনিট—এবার মনে পড়েছে, একটু আগে এখানে যে লোকটা দাঁড়িয়ে ছিল সে-ই ওই মহিলার স্বামী।'

'সোনালি চুলের লোকটা?'

'হ্যাঁ। ওই লোকটাই, আমি নিশ্চিত।'

'কোথায় গেল সে?'

'কয়েক সেকেন্ড আগেই কোথায় যেন চলে গেল।'

'কেউ দেখেছে সে কোনদিকে গেছে?'

একটা চিৎকারের শব্দ ভেসে এল, 'সার্জেন্ট!' সেই অল্পবয়স্ক অফিসারের গলা। একটা কাগজ হাতে ধরে নাড়াচ্ছে সে। সেটা প্রায় ছিনিয়ে নিল সার্জেন্ট, এবং সাথে সাথেই বড় বড় হয়ে গেল তার চোখ। ছবিটা প্রায় দশ বছরের পুরনো, ছোট করে ছাটা চুল, মিলিটারি চেহারা। তবে সত্যি কথা বলতে ছবিটা নয়, বরং তার নিচের লেখাটাই সার্জেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

*সন্ধান দিন*

*সশস্ত্র ও বিপজ্জনক*

BanglaBook.org

# ছিচল্লিশ.

ষোল মিনিটের মাঝেই হোটেল রয়ালের বাইরে গিজগিজ করতে শুরু করল পুলিশের ট্যাকটিক্যাল রেসপন্স ইউনিট। কয়েক দলে ভাগ হয়ে গেল তারা, কালো পোশাক পরা প্যারামিলিটারি অফিসাররা সাবমেশিন গান, খাটো ব্যারেলের শটগান আর টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড লঞ্চার নিয়ে ঘিরে ফেলল বিল্ডিংটাকে। অতিথি আর কর্মচারীরা ভড়কে গেল, তাদের সবাইকে বের করে নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে যাওয়া হলো। কিছুক্ষণের মাঝেই সবাই জেনে গেল, বিপজ্জনক এক অপরাধীকে খুঁজছে পুলিশ। লোকটা কি সন্ত্রাসী? উন্মাদ খুনী? সবাই নিজের মতো করে কাহিনী সাজিয়ে নিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হোটেলের পেছনে লোকটার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল। কর্মচারীদের গাড়ি রাখার জায়গার পেছনে একটা ঘাসের মাঠ শুরু হয়েছে, তার ওপাশে বেশ কিছু খামার। তীক্ষ্ণ চোখের এক পুলিশ অফিসারের চোখেই প্রথমে ধরা পড়ল, কিছু জায়গায় দুমড়ে আছে লম্বা ঘাসের মাথা। কেউ একজন দৌড়ে গেছে এখান দিয়ে। পুলিশের জার্মান শেফার্ড কুকুরগুলো প্রায় সাথে সাথেই ঘ্রাণ সনাক্ত করতে পারল। ঘেউ ঘেউ শব্দে ছুটল তারা, দড়ি ধরে রেখেও তাদের ঠেকিয়ে রাখা গেল না। তাদের পেছনেই রইল সশস্ত্র পুলিশের দল। চিহ্ন অনুসরণ করে মাঠ পার হয়ে এক টুকরো জঙ্গলের মাঝে ঢুকল সবাই। লোকটা নিশ্চয়ই খুব বেশি দূর যেতে পারেনি।

কিন্তু চিহ্নগুলো আসলে ভুয়া। জঙ্গলের ভেতরেই শেষ হয়ে গেছে। গাছগুলোর মাথার ওপরেও খুঁজে দেখল অফিসাররা, কিছুই নেই। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে লোকটা।

তাদের যে ঠকানো হয়েছে এটা বুঝতে কয়েক মিনিট সময় লেগে গেল অফিসারদের। ইচ্ছে করেই এ পর্যন্ত এসেছে সে, তারপর একই রাস্তায় ফিরে গেছে আবার। আর তার সেই চিহ্ন অনুসরণ করেছে বাকিগুলো।

মাটিতে নাক রেখে শুকতে শুকতে আবার হোটেলে ফিরে এল কুকুরগুলো। গন্ধের চিহ্ন তাদের হোটেলের পেছন দিকে, কিচেনে নিয়ে গেল। পিস্তল বের করল অফিসাররা। শটগান হাতে আরও কয়েকজন যোগ দিল তাদের সাথে।

BanglaBook.org

হঠাৎ করেই কুকুরগুলো থেমে গেল, থাবা দিয়ে নাক আঁচড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। কেউ একজন মরিচের গুড়োর পুরো একটা কন্টেইনার মেঝের ওপর খালি করে রেখে গেছে।

সংকেত পেয়ে কালো পোশাক এবং হেলমেট পরা ট্যাকটিকাল স্কোয়াড হোটেলের প্রতিটা রুমে তল্লাশি চালাল। হাতের ইশারায় যোগাযোগ করতে লাগল তারা, একে অপরকে নিজের অস্ত্র দিয়ে কাভার দিচ্ছে। এই করিডোর থেকে ওই সিঁড়িতে ছায়ার মতো নিঃশব্দে চলাচল করতে লাগল তারা, একবারে পুরো একটা ফ্লোর তল্লাশী করে দেখে নিচ্ছে। কোনো জায়গাই বাদ দিচ্ছে না খুঁজতে।

হানিমুন স্যুইটে একটা লোককে পাওয়া গেল, কিন্তু সে তাদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি নয়। সে হচ্ছে বায়ান্ন বছর বয়সের এক ফরাসী, পরনে স্রেফ আন্ডারওয়ার। বিছানার একটা খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। মুখটা লাল হয়ে আছে, এবং পুলিশ সদস্যদের হুড়মুড় করে ঢুকে তার দিকে অস্ত্র তাক করতে দেখে চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। কেউ একজন একটা তোয়ালে ঢুকিয়ে রেখে গেছে তার মুখে। লোকটার নাম সার্জেন্ট এমিল দুপা।

ট্যাকটিকাল পুলিশের ইউনিফর্মটা বেনের গায়ে একটু ঢোলা হয়েছে, ট্রাউজারগুলো দুই ইঞ্চি খাটো। কিন্তু ও যখন আত্মবিশ্বাসী পদক্ষেপে জুনিয়র অফিসারদের কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এল, তখন কেউ সামান্য সন্দেহ করল না। ওর হাতের নন-ইস্যু সবুজ মিলিটারি ব্যাগটা নিয়েও প্রশ্ন তুলল না কেউ।

সবার সামনে দিয়েই উদ্বিগ্ন অতিথিদের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে গেল ও, তারপর একটা পুলিশের গাড়িতে উঠে বসে চলে গেল সামনের রাস্তা দিয়ে।

সাক্ষী লোকটা বলেছিল যে কালো পোরশেটা বামে মোড় নিয়েছে। কিন্তু দ্বিধা করছিল সে, তাই ডানে মোড় নিল বেন। হোটেল থেকে কিছুটা দূরে এসে জোরে থ্রটল চাপল, রিয়ারভিউ মিররে দেখে নিচ্ছে যে কেউ পেছনে লেগেছে কি-না। গাড়ির রেডিওতে মেসেজ আসছে মাঝে মাঝে। এটা নিয়ে বেশি দূর যাওয়া যাবে না।

BanglaBook.org

হোটেল লবির পাশে ছোট্ট কাপড়ের দোকানটায় ঢুঁ মারার জন্য নিচে নেমে এসেছিল রবার্টা। পাশের ছোট কামরাটায় এক গাদা কাগজপত্রের মাঝে ঘুমাচ্ছিল বেন, তাই ওকে আর বিরক্ত করেনি। এমনিতেও পাঁচ মিনিটের মাঝেই ফিরে আসার ইচ্ছে ছিল ওর, ভেবেছিল পরিষ্কার কিছু জামাকাপড় কিনেই চলে আসবে আবার।

কিন্তু দোকানটা সকাল আটটা পঁয়তাল্লিশের আগে খোলে না। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে একটা জাম্পার আর একটা কালো জিনস পছন্দ করল রবার্টা। কয়েক মিনিট সময় কাটাল, সকালের বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা আর তাজা। হোটেলের সামনের জায়গাটায় হেঁটে বেড়াল সে, গতকালের কথা মাথা থেকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

লোকটা কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করতে পারেনি রবার্টা। নিঃশব্দে, দ্রুত চলে এসেছে সে। পর মুহূর্তেই রবার্টা দেখল, একটা গ্লাভস পরা হাত চেপে বসেছে তার মুখের ওপর, সেই সাথে গলায় স্পর্শ করেছে ঠাণ্ডা, ধারালো একটা ছুরি। 'হাঁটো,' কানে ফিসফিস করে ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলেছে একটা গলা। তাতে চড়া বিদেশি টান।

পার্কিং লটের ওপাশে, একটা বড় ঝোপের পেছনে লুকানো ছিল কালো পোরশেটা। দরজা খোলাই ছিল। লোকটার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, ফলে নিজেকে ছাড়িয়েও নিতে পারেনি রবার্টা, আবার মুখের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে চিৎকারও করতে পারেনি। তাকে গাড়িতে তুলে ফেলল লোকটা, তারপর মুখে ঘুষি মারল। জ্ঞান হারানোর আগে রক্তের স্বাদ পেল সে।

জ্ঞান যখন ফিরল, তখন বোঝার উপায় নেই যে কত দূর চলে এসেছে সে। মাথা পরিষ্কার হয়ে এল অল্পক্ষণের মাঝেই। স্পোর্টস কারটার ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা লোকটার মুখ যেন পাথরে খোদাই করা। এক হাতে গাড়ি চালাচ্ছে সে, আরেক হাতে ছুরিটা ধরে রেখেছে রবার্টার পেট বরাবর। স্পিডোমিটারের কাঁটা এক'শ পঞ্চাশে উঠে গেছে, তীরবেগে ছুটে চলেছে গাড়িটা।

এখন কোনো কিছু করার অর্থ হবে পাগলামি। হয় আমরা দু'জনই মরব, না হলে আমার পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেবে লোকটা।

তবুও চেষ্টা চালাল রবার্টা।

সামনে এক গাদা এলোমেলো 'এস' আকৃতির বাঁক, ফলে গতি কমিয়ে পঁচাশিতে আনতে বাধ্য হলো চালক। এক মুহূর্তের জন্য মনোযোগ সরে গেল তার। সাথে সাথে ঘুষি চালাল রবার্টা, লোকটার কান বরাবর আঘাত করল। মেঝেতে পড়ে গেল ছুরিটা। ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। দুলে উঠল পোরশে। লাফ দিয়ে উঠে বসে হুইলটা ধরে ফেলল রবার্টা, নিজের দিকে ঘোরাল। ফলে পাগলের মতো ডান দিকে মোড় নিতে চাইল গাড়ি, একটা পাথুরে ঢালে ঘষা খেল, তারপর বাড়ি মারল একটা গাছের গায়ে। প্যাসেঞ্জার ডোরের গায়ে ছিটকে পড়ল রবার্টা, তার গায়ের ওপর এসে পড়ল কিডন্যাপার। মুহূর্তের জন্য রবার্টার ফুসফুস থেকে সব বাতাস বের হয়ে গেল।

একরাশ ধুলোর মাঝে স্থির হয়ে বসে রইল পোরশে। ভেতরে, রবার্টার ওপর চেপে বসেছে লোকটার ওজন। ছুরিটা তুলে নিল সে, তারপর আবার

BanglaBook.org

রবার্টার গলায় চেপে ধরল। কল্পনার চোখে দেখছে, আর সামান্য একটু চাপ বাড়ালেই চামড়ার পরত ভেদ করবে ধারালো ইস্পাত, মাংসের গভীরে ঢুকে যাবে, সেই সাথে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসবে রক্ত। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর পিচকারীর মতো, ওদিকে তার শরীরের নিচে ছটফট করবে মেয়েটার শরীর।

কিন্তু প্রচণ্ড ক্রোধ সত্ত্বেও গত রাতে বিশপের সাথে ফোনে হওয়া কথাগুলো ঠিকই মনে আছে তার। উসবার্টিকে সে শুধু বলেছে, 'বৃটিশ লোকটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেছে।' নিজের ব্যর্থতার কথা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে সে।

'আমি ওদের জ্যান্ত অবস্থায় চাই, ফ্র্যাংকো,' তাকে নির্দেশ দিয়েছেন উসবার্তি। 'তুমি যদি পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করতে না পারো তাহলে এমন ব্যবস্থা করো যেন হোপ নিজে এসে ওটা আমাদের হাতে তুলে দেয়।'

গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনির জন্য কাজ করতে খুবই ভালবাসে বোজা। কিন্তু রাজনীতি আর দর কষাকষি নিয়ে তার কোনো আগ্রহ নেই। রবার্টা রাইডারের ছটফট করতে থাকা চেহারার দিকে একবার জ্বলন্ত চোখে তাকাল সে। নিজেকে ছাড়ানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে মেয়েটা। এত কাছে এসেও খুনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে তার। তবুও ছুরি নামিয়ে রাখল সে, তারপর আরও একটা ঘুষি মেরে রবার্টাকে অজ্ঞান করে দিয়ে গাড়ি চালাতে শুরু করল।

শূন্য রাস্তা দিয়ে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলেছে বেনের পুলিশ কার। ভাবতে শুরু করেছিল যে ভুল রাস্তায় চলে এল কি-না, এই সময় বাঁকগুলোর কাছে রাস্তার ডানদিকে চাকার দাগ দেখেছে, বুঝতে পেরেছে ঠিক দিকেই এসেছে। ঢালের শেষমাথায় একটা পুরনো গাছের গুঁড়িতে ধাক্কার দাগ দেখা যাচ্ছে। গুঁড়ি থেকে বাকল উঠে গেছে, একটা ডাল ভেঙে ঝুলে আছে।

গাড়ি থামিয়ে পথের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল বেন। মাটিতে এবং আহত গাছটার গোড়ায় কালো রঙের চিহ্ন দেখতে পেল ও।

পথের পাশে চকচকে, কালো রঙের কিছু একটা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাতে আঙুল ডুবিয়ে বুঝতে পারল, এক ফোঁটা মোটরের তেল, এখনও গরম আছে। চাকার দাগ দেখে বোঝা যাচ্ছে স্পোর্টস কারের মতো চওড়া টায়ার। কালো রঙের স্পোর্টস কার, তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছে কোথাও। পোরশে না হয়েই যায় না।

রাস্তার সামনে আরও তেলের দাগ পাওয়া গেল, কিছু দূর পর পরই ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ে আছে। নিশ্চয়ই কোনো পাথরে বাড়ি লেগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তেলের লাইন। কিন্তু গাড়িটা দুর্ঘটনায় পড়ল কেন? কতটা ক্ষতিগ্রস্ত

BanglaBook.org

হয়েছে? যদি প্রচুর পরিমাণে তেল হারায় তাহলে হয়তো রাস্তার সামনে কোথাও পড়ে থাকতে দেখা যাবে। পুলিশ কারটা যদিও শক্তিশালী এবং দ্রুত গতির, কিন্তু এটা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সহজেই ধরা পড়ে যেতে পারে বেন।

তেলের দাগ অনুসরণ করে কয়েক কি.মি. এগোল ও, পুলিশ রেডিওতে ভেসে আসা মেসেজগুলো কান খাড়া করে শুনছে। যেমনটা ভেবেছিল, গাড়িটা নিখোঁজ হয়েছে–এটা ধরতে খুব বেশি সময় লাগেনি। আরও গাড়ি আসছে ওর পেছনে। এটাকে বাদ দিতেই হবে, এবং তা করলে ক্ষতিগ্রস্ত পোরশেটাকে ধরতে পারার সম্ভাবনা কমে যাবে।

একটা ছোট্ট গ্রামের সামনে গ্যারেজ দেখা গেল একটা, সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছোট একটা পেট্রোল পাম্প। তার ঠিক ওপারেই কাঁচা মাটির রাস্তা চলে গেছে এক দিকে। নিজের গাড়িটাকে সেই রাস্তার মুখে নিয়ে গেল বেন, হতাশ হয়ে পড়ছে প্রতি মুহূর্তে। প্রায় আধ কিলোমিটার পর্যন্ত ভেতরে ঢুকে পড়ল, তারপর একটা ঘাস আর কাঁটাঝোপে ঢাকা মাঠ দেখতে পেয়ে থামল। পুলিশ ইউনিফর্ম খুলে পরে নিল নিজের কাপড়চোপড়, গাড়ির ভেতরের সব কিছু থেকে হাতের ছাপ মুছে ফেলল, তারপর চাবিটা একটা খাদে ছুড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে ফিরে আসতে শুরু করল গ্যারেজের দিকে।

দীর্ঘদেহী সোনালি চুলের লোকটাকে দোকানের শাটারের মাঝ দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল মেকানিক। কালিপড়া আঙুলে থুতনি চুলকাল সে, তারপর ভাঙাচোরা ভ্যানটা মেরামতের কাজে বিরতি দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। হ্যাঁ, একটা কালো পোরশেকে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছে সে। এক ঘণ্টা হবে না বোধহয়। গাড়িটা সুন্দর, কিন্তু কোথা থেকে যেন বাড়ি লাগিয়ে এসেছে। মনে হচ্ছিল অ্যাক্সিডেন্ট করেছে কোথাও, পেছনের চাকার উপরের অংশ তুবড়ে গেছে একেবারে।

'হ্যাঁ, ইটালিয়ান নাম্বার তো? হারামজাদা আমার গাড়িতেই লাগিয়েছে,' বলল বেন। 'পথ থেকে বেশ কিছুটা নেমে গেছে আমার গাড়ি, অনেক দূর হাঁটতে বাধ্য হয়েছি আমি।'

'টো-ট্রাক লাগবে?' সামনের উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা মরচেপড়া টো-ট্রাকটাকে দেখিয়ে জানতে চাইল মেকানিক।

মাথা নাড়ল বেন। 'আমার ইনস্যুরেন্স করা আছে, ওরাই এসে নিয়ে যাবে। তবে সাহায্যের প্রস্তাব দেয়ার জন্য ধন্যবাদ।' কথা বলতে বলতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল ও। গ্যারেজের সাথে লাগানো একটা ছোট শো-রুমও আছে, তবে বেশিরভাগই ব্যবহৃত ছোট গাড়ি আর পিক-আপ। একটা জিনিসে চোখ আটকে গেল ওর। 'ওটা কি বিক্রির জন্য?'

BanglaBook.org

গত দশ বছরে মোটরসাইকেলে চাপেনি বেন। শেষ যেটায় চড়েছিল সেটা ছিল একটা প্রাচীন মিলিটারি বাইক, ইঞ্জিন চালু করলেই থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে তেল আর পেট্রোল ছিটাত। সেই তুলনায় চকচকে ডেটোনা নাইন হান্ড্রেড ট্রিপল মডেলের যে মোটরবাইকটা এখন ও চালাচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা। প্রচণ্ড শক্তিশালী, এবং চার চাকার বেশিরভাগ গাড়ির চাইতে বেশি দ্রুতগামী। পথটা ধরে এগিয়ে চলল ও, তেলের দাগ দেখতে পাওয়ার আশায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। কপাল ভাল হলে ওই কালো রঙের ফোঁটাগুলো দেখেই পুরো রাস্তা পাড়ি দিয়ে পোরশেটাকে ধরে ফেলতে পারবে ও।

তবে কয়েক কিলোমিটার এগোনোর পর তেলের দাগ অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে মনটা দমে গেল ওর। আরও কয়েক কি.মি. চলল ও, ধীর গতিতে এগোচ্ছে এবং রাস্তা পরীক্ষা করছে। কিছুই নেই। গালি দিয়ে উঠল ও। হয় তেলের লাইনটা নিজে নিজেই ঠিক হয়ে গেছে, অথবা ড্রাইভার অন্য কোনো পথে গেছে। কিডন্যাপ করা শিকারকে নিয়ে কি রাস্তার পাশের কোনো দোকান থেকে গাড়ি ঠিক করাবে সে? মনে হয় না। নিশ্চয়ই স্থানীয় কোনো পরিচিত লোক আছে তার, সেই এসে নিয়ে গেছে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে কিডন্যাপার।

বাইক থামিয়ে শূন্য পথের দিকে তাকিয়ে রইল বেন।

রবার্টাকে হারিয়ে ফেলেছে ও।

BanglaBook.org

# সাতচল্লিশ.

সেইন্ট-জ্য গ্রামের কিনারায় জন্মানো জঙ্গলের কিনারে এসে ট্রায়াম্ফ মোটরবাইকটাকে দাঁড় করাল বেন, হেলমেটটা খুলে ঝুলিয়ে রাখল বাইকের সাথে। গ্রামের রাস্তা বরাবরের মতোই নির্জন, নিস্তব্ধ। বাড়িতেই পাওয়া গেল ফাদার প্যাসকালকে।

'বেনেডিক্ট, তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছিল আমার,' ওর কাঁধ চেপে ধরলেন ফাদার প্যাসকাল। 'কিন্তু... রবার্টা কোথায়?'

পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলল বেন। সব শুনে ঝুলে পড়ল পাদ্রীর মুখ। অসহায় ভঙ্গিতে একটা টুলের ওপর বসে পড়লেন তিনি। এই প্রথমবারের মতো মনে হতে লাগল, সত্যিই সত্তরের উপরে বয়স হয়েছে তাঁর।

'এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারব না আমি,' বলল বেন। 'হোটেল থেকে রেনো গাড়ির সূত্র ধরে আপনার এখানে আসতে পুলিশের বেশি সময় লাগবে না। আমার ব্যাপারে আপনার কাছে খোঁজ নিতে আসবে ওরা।'

উঠে দাঁড়ালেন প্যাসকাল। হঠাৎ করে যেন জ্বলে উঠেছে তাঁর চোখ। 'আমার সাথে এসো। কথা বলার জন্য আরও ভাল একটা জায়গা জানা আছে আমার।'

চার্চের ভেতরে ঢুকে স্বীকারোক্তি নেয়ার জায়গা, অর্থাৎ কনফেশনালে ঢুকে হাঁটু গেড়ে বসল বেন। প্যাসকাল বসলেন ওপাশে। দু'জনের মাঝে রইল কাঠের তৈরি ঝাঁঝরি কাটা জানালা।

'পুলিশকে নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, বেনেডিক্ট,' বললেন প্যাসকাল। 'আমি ওদের কিছুই বলব না। কিন্তু এখন কী করবে তুমি? রবার্টার কথা ভেবে খুব ভয় লাগছে আমার।'

গম্ভীর হয়ে উঠল বেনের মুখ। 'কি করা উচিত হবে বুঝতে পারছি না,' বলল ও। মৃতপ্রায় একটা শিশুকে অপেক্ষা করিয়ে রাখতে চাইছে না ও, এখন প্রতিটা মুহূর্ত মূল্যবান। ইচ্ছে করলে নিজের কাজটা শেষ করতে পারে ও। কিন্তু তার অর্থ হবে রবার্টার মৃত্যু পরোয়ানায় সই করা। আবার চাইলে রবার্টার পিছু নিতে পারে, কিন্তু ইতোমধ্যে যদি তার মৃত্যু হয়ে থাকে বা তাকে খুঁজে না পায় তাহলে বাচ্চা মেয়েটার জীবন ঝুঁকির মুখে পড়ে যাবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'দু'জনকেই বাঁচানোর কোনো উপায় নেই আমার।'

BanglaBook.org

কয়েক মিনিট নীরবে বসে বসে চিন্তা করলেন প্যাসকাল। 'কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছ তুমি, বেনেডিক্ট। কিন্তু সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। এবং একবার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর সেটা নিয়ে পরে আফসোস করলে চলবে না। ইতোমধ্যেই অনেক বেশি অনুশোচনা জমা হয়েছে তোমার জীবনে। তোমার এই সিদ্ধান্তের ফলে কেউ কষ্ট পেলেও সেটা অগ্রাহ্য করতে হবে। ঈশ্বর তো জানেন, তোমার অন্তরে কি আছে।'

'ফাদার, গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনি কি, জানেন আপনি?' প্রশ্ন করল বেন।

বেশ অবাক হলেন ফাদার। 'ল্যাটিনে এর অর্থ দাঁড়ায় "ঈশ্বরের তলোয়ার"।' অদ্ভুত একটা কথা। কেন জিজ্ঞেস করছ?'

'এই নামে কোনো দল বা সংগঠনের নাম শুনেছেন?'

'না।'

'আপনার মনে আছে, একবার একজন বিশপের কথা বলেছিলেন আমাকে–'

'শশশ।' হঠাৎ ওকে চুপ করিয়ে দিলেন ফাদার। 'কে যেন এসেছে,' ফিসফিস করে বললেন তিনি।

বের হয়ে গীর্জার মাঝখানে চলে এলেন প্যাসকাল, তারপর দরজায় দাঁড়ানো পুলিশের লোকদের আশীর্বাদ জানালেন।

'ফাদার প্যাসকাল ক্যামব্রিয়েল?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম ইনস্পেক্টর লুক সাইমন।'

'চলুন, বাইরে গিয়ে কথা বলি।' সাইমনকে নিয়ে চার্চের বাইরে চলে এলেন ফাদার, বন্ধ করে দিলেন দরজা।

ক্লান্ত হয়ে আছে সাইমন। এইমাত্র লা পুই থেকে পুলিশ হেলিকপ্টারে করে এখানে এসে নেমেছে সে। বেন হোপের চিহ্ন হারিয়ে ফেললেও বুঝতে পেরেছিল যে খুব শীঘ্রই আবার কোথাও দেখা যাবে তাকে। ঠিকই আন্দাজ করেছিল সে। হোপ এই অজপাড়াগায়ে কেন এসেছিল সেই প্রশ্নটাই তাকে খোঁচাচ্ছে বারবার। মাথাব্যথা শুরু হয়েছে আবার, কফি খেতে পারলে ভাল হতো।

'আপনার গাড়ি তো হারিয়ে গেছে,' প্যাসকালকে বলল সে। 'একটা রেনো ফোরটিন?'

'তাই নাকি?' অবাক হয়ে বললেন প্যাসকাল। 'কি বলছেন, হারিয়ে গেছে? বেশ কয়েক সপ্তাহ গাড়িটা চালাইনি আমি, ঠিক, কিন্তু যত দূর জানি, ওটা এখনও আমার...'

'মসেগুরের কাছে হোটেল রয়ালের সামনে পাওয়া গেছে আপনার গাড়িটা।'

BanglaBook.org

'ওখানে গেল কিভাবে?' দারুণ অবাক ভাব ফুটিয়ে তুলে বললেন প্যাসকাল।

'আমিও সেটাই জানতে চাইছি,' সন্দেহভরা গলায় বলল সাইমন। 'ফাদার, আপনার গাড়িটার সাথে একজন অত্যন্ত বিপজ্জনক অপরাধীর জড়িত থাকার প্রমাণ আছে আমাদের কাছে।'

বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ফাদার। 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ভেতরে কার সাথে কথা বলছিলেন?' গীর্জার দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল সাইমন। উঠে গিয়ে ভারি দরজাটা খুলতে শুরু করল সে।

তার পথ আটকে দাঁড়ালেন প্যাসকাল। হঠাৎ করে যেন স্বাভাবিকের চাইতে দ্বিগুণ হয়ে গেছে তার আকৃতি। কঠিন চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আমার এক প্রতিবেশীর কনফেশন শুনছিলাম। এবং কনফেশন পবিত্র জিনিস। যারা পাপ স্বীকার করতে আসে তারা কেউ অপরাধী নয়। আপনাকে কোনোভাবেই ঈশ্বরের ঘর অপবিত্র করতে দেবো না আমি।'

'এটা কার ঘর সে ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথা নেই আমার,' জবাব দিল সাইমন।

'তাহলে আমাকে জোর করে সরাতে হবে আপনার,' বললেন প্যাসকাল। 'ওয়ারেন্ট ছাড়া আপনাকে কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দেবো না।'

কয়েক সেকেন্ড জ্বলন্ত চোখে প্যাসকালের দিকে তাকিয়ে রইল সাইমন। 'আবার আসব আমি,' বলে ঘুরে দাঁড়াল সে, হাঁটতে শুরু করল।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে গাড়িতে উঠে বসল সে। 'বুড়ো শয়তানটা কিছু একটা চেপে রেখেছে,' ড্রাইভারকে উদ্দেশ্য করে বলল সে। 'চলো।'

গ্রামের স্কয়ারটা পার হওয়ার সময় ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলল সে। তারপর গাড়ি থেকে বের হয়ে বারটায় গিয়ে ঢুকল।

একটা কফির অর্ডার দিল সাইমন। বারের একেবারে পেছনে তিন বুড়ো তাস খেলছিল, এখন সাইমনের দিকে তাকিয়ে আছে তারা। নিজের আইডি কার্ডটা কাউন্টারের ওপর রাখল সাইমন। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সেটা এক নজর দেখল বারটেন্ডার। 'এই গ্রামের কেউ ইদানীং কোনো আগন্তুককে দেখেছে?' উঁচু গলায় প্রশ্ন করল সাইমন, যেন সবাই শুনতে পায়। 'আমি দুই বিদেশি পুরুষ এবং মহিলাকে খুঁজছি।'

BanglaBook.org

প্যাসকাল যতটা ভেবেছিলেন তার চাইতে দ্রুতই ফিরে এল পুলিশ। প্রথমবারের মাত্র পাঁচ মিনিটের মাঝেই গির্জার মাঝ দিয়ে হাঁটতে দেখা গেল সাইমনকে, শূন্য চার্চে প্রতিধ্বনি তুলছে তার পায়ের শব্দ।

'আপনি কিছু ভুলে গেছেন, ইনস্পেক্টর?'

ঠাণ্ডা হাসি ফুটল সাইমনের ঠোঁটে। 'দারুণ মিথ্যে বলতে পারেন আপনি,' বলল সে। 'বিশেষ করে একজন পাদ্রী হিসেবে। এবার সত্যি কথাটা বলবেন, নাকি আইনের পথে বাধা সৃষ্টি করার অপরাধে আপনাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাব? খুনের তদন্ত করছি আমি।'

'আমি–'

'বাজে কথা বোঝানোর চেষ্টা করবেন না আমাকে। আমি জানি যে বেন হোপ এখানে এসেছিল। আপনার কাছেই ছিল সে। কেন তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্যাসকাল, তারপর পায়ের ব্যথা কমাতে একটা বেঞ্চে বসলেন।

'যদি প্রমাণিত হয় যে আপনি একজন অপরাধীকে আশ্রয় দিয়েছেন,' বলে চলল সাইমন, 'তাহলে আপনাকে এমন মামলায় ফাঁসাব যে আর জীবনেও জেল থেকে বেরোতে পারবেন না। হোপ কোথায়? ড. রাইডারকে কোথায় নিয়ে গেছে সে? আমি জানি যে আপনি জানেন, সুতরাং ভাল চাইলে মুখ খুলুন।' পিস্তল বের করে এক টানে কনফেশনালের দরজা খুলে ফেলল সে।

'ও এখানে নেই,' জ্বলন্ত চোখে উদ্যত রিভলভারটার দিকে তাকিয়ে বললেন প্যাসকাল। 'দয়া করে অস্ত্রটা সরিয়ে রাখুন, ইনস্পেক্টর। আপনি কোথায় আছেন ভুলে যাবেন না।'

'কোথায় আর, একজন মিথ্যেবাদী এবং পলাতক অপরাধীকে সাহায্যকারীর সাথে আছি,' পাল্টা জবাব দিল সাইমন। দড়াম করে কনফেশনালের দরজাটা বন্ধ করল সে। 'এবার, ফাদার। মুখ খুলুন।'

কড়া দৃষ্টিতে তাকালেন প্যাসকাল। 'আমি কিছুই বলব না। বেনেডিক্ট হোপ আমাকে যা বলেছে তা একান্তই আমার, তার এবং ঈশ্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।'

বিদ্রূপাত্মক একটা শব্দ করল সাইমন। 'দেখা যাবে, এই কথার জবাবে বিচারকরা কি বলেন।'

'ইচ্ছে করলে আমাকে জেলে ভরতে পারেন,' বললেন প্যাসকাল। 'আলজেরিয়ান যুদ্ধের সময় ওর চাইতেও খারাপ জায়গায় থেকেছি আমি। কিন্তু আমার মুখ খোলাতে পারবেন না। কেবল একটা জিনিস বলছি আপনাকে– আপনি যার পেছনে লেগেছেন সে নিরপরাধ, কেবল ভালর জন্যই কাজ করে। এমন সাহসী আর সৎ মানুষ খুব কমই দেখেছি আমি।'

হা হা করে হেসে উঠল সাইমন। 'ওহ-তাই নাকি? তাহলে, ফাদার, আপনার এই সেইন্ট বেনেডিক্ট সম্পর্কেই নাহয় কিছু বলুন আমাদের?'

BanglaBook.org

# আটচল্লিশ.

ডেটোনা মোটরবাইকে করে কিছুক্ষণের মাঝেই সেইন্ট-জ্য থেকে অনেক দূরে সরে এল বেন। রুক্ষ প্রান্তর আর ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে চলছে বাইক, হেলমেটের দুইপাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে চলে যাচ্ছে বাতাস। চেহারা শক্ত হয়ে আছে ওর, ভাবছে এর পর কি করবে। মনে মনে জানে যে একটা কাজই করা উচিত ওর, রবার্টাকে খুঁজে বের করা। কিন্তু সে কোথায় আছে বেন জানে না। জানে না যে এখনও সে বেঁচে আছে কি-না।

একটা মোড় দেখে গতি কমাল ও। পথের একপাশে বেলেপাথরের দেয়াল খাড়া উঠে গেছে, আরেক পাশে খাদ। মোড় ঘোরার সময় প্রায় কাত হয়ে গেল বাইক, মাটি উঠে এল বেনের হাঁটুর কাছাকাছি। সোজা রাস্তা আসতেই আবার গতি বাড়িয়ে দিল ও। সোজা হয়ে গেল বাইকটা, মৃদু গুঞ্জন তুলল ইঞ্জিন।

দূরে ধাতব কিছুতে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। কালো হেলমেটের নিচে নিঃশব্দে গাল বকল বেন। সোজা রাস্তাটার শেষ মাথায়, প্রায় তিন'শ মিটার দূরে একটা রোডব্লকে রাস্তার গাড়ি থামিয়ে চেক করা হচ্ছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই পুরো ল্যাংডকের পুলিশ কাজে লেগে গেছে। ম্যানজিনি ভিলায় খুন, কিডন্যাপিং, সেই সাথে এক পলাতক অপরাধী। পুরো প্রদেশের পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই ছড়িয়ে গেছে বেনের ছবি।

গতি কমিয়ে আনল বেন। চারটে গাড়ি, সেই সাথে মেশিন পিস্তল হাতে এক দল পুলিশ। এই মুহূর্তে একটা ভলভো এস্টেট গাড়ি থামিয়েছে তারা। ড্রাইভার গাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছে, তার কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখছে পুলিশের লোক। বেনের কাছে কোনো কাগজ নেই, এবং হেলমেট খোলার সাথে সাথেই ধরা পড়ে যাবে ও।

ধরা পড়লে অবশ্য খুব একটা সমস্যা হবে না। সমস্যাটা হবে তখনই যখন ও গ্রেফতার এড়ানোর চেষ্টা করবে, আর সেটা ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই ওর। পুলিশের লোককে আহত করতে চায় না ও, এই মুহূর্তে পুরো দক্ষিণ ফ্রান্স জুড়ে হাজার খানেক পুলিশ আর মিলিটারি ওকে খুঁজে ফিরুক তাও চায় না। রবার্টাকে খুঁজে বের করতে হলে, সেই সাথে নিজের কাজ শেষ করতে হলে এখন এসব ঝামেলায় জড়ানো সম্ভব নয় ওর পক্ষে।

BanglaBook.org

এক'শ মিটার দূরে থাকতে বাইক থামাল ও। ইঞ্জিন চালু রেখেই বসে বসে চিন্তা করল কয়েক মুহূর্ত। রোডব্লক ভেঙে সামনে এগোতে গেলে পেছন থেকে গুলি করা হতে পারে। সেটা অতিরিক্ত বিপজ্জনক হয়ে যাবে। হাতল ঘুরিয়ে বাইকটাকে উল্টো দিকে ঘোরাল বেন। তারপর থ্রটল খুলে দিতেই প্রচণ্ড গর্জন তুলে ছুটতে শুরু করল শক্তিশালী মোটরবাইকটা।

তীর বেগে ছুটে চলেছে বেন, এরই মাঝে একবার হাতলে লাগানো আয়নায় চোখ রেখে বুঝতে পারল ওকে দেখে ফেলেছে পুলিশরা। ইতোমধ্যেই পিছু নিয়েছে তারা, হেডলাইট আর নীল আলো জ্বলছে গাড়ির ছাদে, তারস্বরে বাজছে সাইরেন। গতি আরও বাড়াল ও, ট্রায়াম্ফের শক্তি নিংড়ে নিতে চাইছে। পাহাড়ি গিরিপথ দৃষ্টিসীমার আড়াল হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মাঝেই, তার বদলে রাস্তার দু'পাশ দখল করল ঘন জঙ্গল। পুলিশের গাড়িটা এখনও আয়নায় দেখা যাচ্ছে, যদিও পিছিয়ে পড়ছে দ্রুত।

সামনে বেশ লম্বা একটা সোজা রাস্তা দেখা যাচ্ছে, জঙ্গলের মাঝ দিয়ে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। জঙ্গল যখন শেষ হলো তখন আবার রাস্তাটা খাড়া উপরে উঠতে শুরু করেছে, শুরু হয়েছে আরেকটা পাহাড়। সেই সাথে পেছন থেকে অদৃশ্য হয়েছে পুলিশের গাড়ি।

পরের মোড়ে এসে রাস্তা থেকে নেমে পড়ল বেন, জানে যে আরও গাড়ি ইতোমধ্যে ওকে খুঁজতে বের হয়েছে। পেঁচানো পথ ধরে উপরে উঠছে ধীরে ধীরে, শেষে এক সময় পুরো এলাকাটা ওর চোখের সামনে খেলনার মতো ভেসে উঠল। এখন রাস্তার অবস্থা এত খারাপ যে আর বাইক নিয়ে ওঠার উপায় নেই। একটা খাদের কাছে বাইকটা দাঁড় করাল বেন, তারপর সেটাকে স্ট্যান্ডের ওপর খাড়া রেখে নেমে পড়ল নিজে। হেলমেটটা খুলে নিল, বহুক্ষণ একভাবে বসে থাকায় আড়ষ্ট ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করল একটু।

দূরে এখানে সেখানে প্রাচীন সব দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে, জঙ্গল আর আকাশের পটভূমিতে পাথরের স্তূপ বলে ভুল হয়। খাদের কিনারে এসে দাঁড়াল ও, পায়ের আঙুলগুলো শূন্যে ঝুলে রইল। নিচে তাকাল একবার। কয়েক হাজার ফুট নেমে গেছে খাদ, তাকালে মাথা ঘুরে ওঠে।

এবার কী করবে ও?

মনে হলো যেন অনন্তকাল খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে রইল বেন। ঠাণ্ডা পাহাড়ি বাতাস শিস কেটে বয়ে যেতে লাগল ওকে ঘিরে। অন্ধকার নেমে এল ধীরে ধীরে। ফ্লাস্কটা বের করল ও। এখনও অর্ধেক ভর্তি। চোখ বন্ধ করে ফ্লাস্কটা ঠোঁটের কাছে নিয়ে এল।

তারপরেই থেমে গেল হঠাৎ। বাজতে শুরু করেছে ফোন।

'বেনেডিক্ট হোপ?' কানের কাছে বলে উঠল একটা কণ্ঠস্বর।

BanglaBook.org

'কে?'

'রাইডার আমাদের কাছে।' বেনের জবাব শোনার জন্য অপেক্ষা করল গলাটা, কিন্তু কোন কথা বলল না ও।

আবার বলে চলল লোকটা, 'তুমি যদি ওকে জীবিত দেখতে চাও তাহলে আমি যা বলি মনোযোগ দিয়ে শোনো।'

'কি চাও তোমরা?' প্রশ্ন করল বেন।

'আমরা তোমাকে চাই, মি. হোপ। তোমাকে এবং পাণ্ডুলিপিটাকে।'

'কিভাবে ভাবলে যে ওটা আমার কাছে আছে?'

'ম্যানজিনি নামের ওই মহিলার কাছ থেকে তুমি কি পেয়েছ আমরা জানি,' বলল লোকটা। 'তুমি নিজে ওটা আমাদের হাতে তুলে দেবে। আজ রাতে মপেলিয়ের প্লেস দু পেরুতে দেখা করবে আমাদের সাথে। রাত এগারোটায়। একা আসবে। আমরা চোখ রাখব তোমার ওপর। যদি পুলিশ দেখি তাহলে রাইডারকে টুকরো টুকরো করে পাঠানো হবে তোমার কাছে।'

'ও যে বেঁচে আছে তার প্রমাণ কি?' প্রশ্ন করল বেন। কোন কথা শোনা গেল না জবাবে, কেবল ফোন হাতবদল করার খড়খড় শব্দ। তারপর হঠাৎ রবার্টার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। ভয়ার্ত মনে হলো তাকে। '...তুমি, বেন? আমি...' তারপর আবার হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল তার কথাগুলো, ফোন সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

দ্রুত চিন্তা করছে বেন। রবার্টা বেঁচে আছে, এবং লোকগুলো যা চাচ্ছে তা না পাওয়া পর্যন্ত ওকে মারবে না। তার মানে কিছুটা সময় আদায় করা যায়।

'আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় লাগবে আমার,' বলল ও।

দীর্ঘ নীরবতা। 'কেন?' জানতে চাইল কণ্ঠস্বর।

'কারণ পাণ্ডুলিপিটা এখন আর আমার কাছে নেই,' মিথ্যে কথা বলল বেন। 'হোটেলে লুকিয়ে রেখে এসেছি।'

'তাহলে ওখানে গিয়ে নিয়ে আসবে,' জবাব দিল লোকটা। 'চব্বিশ ঘণ্টা সময় পাবে। তার বেশি দেরি হলে মরবে মেয়েটা।'

চব্বিশ ঘণ্টা। এক মুহূর্ত ভাবল বেন। রবার্টাকে উদ্ধার করার জন্য ও যে পরিকল্পনাই সাজাক না কেন, তা কার্যকর করতে হলে আরও বেশি সময় লাগবে ওর। কিডন্যাপারদের সাথে বহুবার দর কষাকষি করেছে ও, জানে তাদের মাথা কিভাবে কাজ করে। মাঝে মাঝে নিজেদের কথার বাইরে একটুও নড়তে চায় না, সামান্য গড়বড় হলেই খুন করে ফেলে ভিকটিমকে। কিন্তু সেটা ঘটে তখনই যখন তারা জানে যে খুব বেশি লাভ হবে না তাদের, যখন দর কষাকষি ব্যর্থ হওয়ার দিকে যায়, অথবা মনে হয় যে মুক্তিপণ দিতে আগ্রহী নয় কেউ। এই লোকগুলো যদি সত্যিই পাণ্ডুলিপিটা পাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে

BanglaBook.org

থাকে, এবং বিশ্বাস করে যে বেন সেটা তাদের ফিরিয়ে দেবে, তাহলে ব্যাপারটা নিয়ে আরেকটু খেলতে পারে ও। ইতোমধ্যেই ফোনের ওপাশের লোকটা হার মানতে শুরু করেছে। দেখাই যাক না, আরেকটু চাপ দিলে কি ঘটে।

'দাঁড়াও,' শান্ত গলায় বলল ও। 'যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো। সমস্যাটা তোমরাই বাঁধিয়েছ। তোমাদের পাঠানো লোকটার কারণেই এখন সশস্ত্র পুলিশে গিজগিজ করছে হোটেল রয়াল। আমি নিশ্চিত যে পাণ্ডুলিপিটা বের করে আনতে পারব, কিন্তু তার জন্য অতিরিক্ত সময় লাগবে আমার।'

আবারও দীর্ঘ নীরবতা, নিচু গলার কথোপকথন। তারপর আবার শোনা গেল লোকটার কণ্ঠ। 'ছত্রিশ ঘণ্টা সময় দেয়া হলো তোমাকে। কাল রাত এগারোটা পর্যন্ত।'

'ঠিক আছে। জায়গামতো থাকব আমি।'

'থাকলেই ভাল, মি. হোপ।'

BanglaBook.org

## ঊনপঞ্চাশ.

## পুলিশ হেডকোয়ার্টার, মপেলিয়ে

লুক সাইমনের দেয়া কয়েনগুলো গিলে নিয়ে বদলে পাতলা বাদামি একটা তরল পদার্থ উগরে দিল ভেন্ডিং মেশিনটা। প্লাস্টিকের কাপটা এত পাতলা যে তুলতে গেলেই সব কফি ভেতর থেকে পড়ে যাওয়ার দশা। কোনোমতে তুলে নিয়ে সেলিয়ে'র অফিসের দিকে হাঁটতে হাঁটতে একটা চুমুক দিল, এবং মুখ বাঁকাল সাথে সাথে।

করিডোরের দেয়ালে সেই নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তিগুলোর একটা দেখা যাচ্ছে। ইদানীং সব জায়গায় দেখা যাচ্ছে কাগজটা। কয়েক দিন আগে হারিয়ে গেছে কিশোর ছেলেটা। এমনকি সেই বুড়ো পাদ্রী যেই গ্রামে থাকে সেখানকার বারেও একটা বিজ্ঞপ্তি দেখেছিল সাইমন।

ঘড়ি দেখল সে। দশ মিনিট আগেই পৌঁছানোর কথা ছিল সেলিয়ে'র। বেন হোপ কেসের ব্যাপারে লোকটার সাথে কিছু তথ্য আদানপ্রদান করা দরকার তার, সেই সাথে ইন্টারপোলের কাছ থেকে পাওয়া নতুন তথ্যগুলোও জানানো দরকার। সবাই এত আলসেমী করলে কিভাবে হবে? পায়চারি করতে করতে বিজ্ঞপ্তিটার দিকে বারবার চোখ চলে যেতে লাগল তার।

আরও একটা চুমুক দিয়ে সাইমন সিদ্ধান্ত নিল, এটা তার পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়। সেলিয়ে'র অফিসের কাঁচের দরজা দিয়ে উঁকি দিল সে। টাইপ করা ছেড়ে তার দিকে মুখ তুলে তাকাল সেক্রেটারি।

'এখানে এক কাপ ভাল কফি কোথায় পাওয়া যাবে?' বলল সাইমন। 'তোমাদের ভেন্ডিং মেশিনে কেউ একজন ডায়রিয়া রোগীর ইয়ে ভরে রেখেছে।'

হেসে ফেলল সেক্রেটারি। 'রাস্তার ওপাশেই একটা ভাল জায়গা আছে, স্যার। আমি ওখানেই কফি খাই।'

'ধন্যবাদ। তোমার বস যদি এর মাঝে চলে আসে তো বোলো যে আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরব। আর হ্যাঁ, এই জিনিসটা ফেলব কোথায়?' হাতের কাপটা দেখাল সে।

'আমার কাছে দিন, স্যার,' হাসতে হাসতেই উঠে এল মেয়েটা। ডেস্কের ওপর দিয়ে কাপটা বাড়িয়ে দিল সাইমন। একটা ফাইল খোলা রয়েছে ডেস্কে।

BanglaBook.org

সেই হারানো ছেলেটা, মার্ক ডুবয়ের ছবি দেখা যাচ্ছে তাতে। ফাইলের ওপর একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিসপত্র।

'ঠিক আছে, এখনই আসছি আমি। কফির দোকানটা কি এদিকে না ওদিকে?' জানালা দিয়ে রাস্তার দুই দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল সাইমন।

'ওই দিকে।'

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সে, এই সময় হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ডেস্কের কাছে ফিরে এল আবার, ঝুঁকে পড়ল ফাইলটার দিকে। প্রশ্ন করল, 'এটা কোথা থেকে এল?'

'কি, স্যার?'

'এই যে, ব্যাগের ভেতরের জিনিসটা।' একটা আঙুল দিয়ে একটু আগে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা জিনিসটার ওপর খোঁচা মারল সে। 'এটা কোথায় পাওয়া গেছে?'

'এগুলো সবই ডুবয় নামের ছেলেটার কেসের সাথে জড়িত,' বলল সেক্রেটারি। 'এসব ওই ছেলেটারই জিনিস।'

'এই জিনিসটা কী?' আঙুল দিয়ে দেখাল সাইমন।

ভ্রু কোঁচকাল মেয়েটা। 'খুব সম্ভব ছেলেটার বেডরুমে পাওয়া গেছে। যদিও খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না। আমি কেসের নোটগুলো লিখে রাখছিলাম। কেন জানতে চাচ্ছেন, স্যার?'

তিন ব্লক দূরত্ব হেঁটে অতিক্রম করার মতো ধৈর্য ধরতে পারল না সাইমন, তাই এখানকার পুলিশ বিভাগ থেকে পাওয়া সাধারণ চেহারার গাড়িটায় উঠে বসল। তিন মিনিট পর একটা এগ রোল এবং দারুণ সুগন্ধওয়ালা এক কাপ কফি নিয়ে বের হতে দেখা গেল তাকে। গাড়িতে উঠে কফিতে চুমুক দিল সে। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। খুব দ্রুত চিন্তাগুলো মাথায় সাজিয়ে নিতে শুরু করল সে এবার।

চিন্তায় এতই ডুবে ছিল যে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসা লোকটাকে খেয়ালই করেনি। হুট করেই গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে উঠে বসল বেন হোপ, তারপর একটা পিস্তল তাক করে ধরল সাইমনের মাথার দিকে।

'পয়েন্ট থ্রি এইটটা দিয়ে দাও আমার হাতে,' বলল বেন। 'খুব সাবধান।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল সাইমন, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিভলভারটা ধীরে ধীরে হোলস্টার থেকে বের করে উল্টো করে ধরে এগিয়ে দিল বেনের দিকে। 'দারুণ সাহস তোমার, হোপ।'

BanglaBook.org

'গাড়ি চালাও।'

নীরবে শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল ওরা, উত্তরপশ্চিম দিকে বয় দে ভ্যালিন অভিমুখে এগিয়ে চলল মোসন নদীর পাড়ের ছায়াঢাকা রাস্তা ধরে। কয়েক কিলোমিটার পর গাছপালার মাঝে একটা ফাঁকা জায়গা দেখিয়ে বেন বলল, 'ওখানে থামাও।' মাটির রাস্তা ধরে জঙ্গলের মাঝে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। রিভলভারের মুখে সাইমনকে নিয়ে গাড়ি থেকে বের হলো বেন, তারপর নদীর কিনারে এসে দাঁড়াল। পাথুরে পাড়ে বাড়ি খাচ্ছে নীল পানি।

'গুলি করবে নাকি আমাকে,' প্রশ্ন করল সাইমন, 'মেজর হোপ?'

'আমার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছ দেখা যাচ্ছে,' হাসল বেন। 'তোমাকে গুলি করার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। এখানে তোমাকে নিয়ে এলাম নিরিবিলিতে একটু গল্পগুজব করার জন্য।'

সাইমন ভাবছিল, বেনকে হাতের নাগালে পেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পিস্তলটা কেড়ে নেবে। কিন্তু বেনের মাঝে তেমন কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

নদীর কিনারে চলে এল দু'জন। পিস্তল নাচিয়ে সাইমনকে একটা চ্যাপ্টা পাথরের ওপর বসতে ইঙ্গিত করল বেন। কয়েক মিটার দূরে আরেকটা পাথরে বসল ও নিজে।

'কি কথা বলতে চাও?' প্রশ্ন করল সাইমন।

'প্রথমেই ধরো, তোমার লোকদের আমার পেছন থেকে সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে আলাপ করতে পারি আমরা।'

হেসে উঠল সাইমন। 'এমন কাজ কেন করব আমি?'

'কারণ তুমি যে খুনীকে খুঁজছ সেটা আমি নই।'

'নও? তাহলে তুমি যেখানেই যাচ্ছ, সেখানেই লাশ পড়ছে কেন?' প্রশ্ন করল সাইমন। 'তাছাড়া অস্ত্রের মুখে একজন পুলিশ অফিসারকে অপহরণ করাও কোনো ভাল মানুষের কাজের মধ্যে পড়ে না।'

'আমি ধরা দিতে চাইনি।'

'তুমি কী বুঝতে পারছ যে এটা তোমার অপরাধের পক্ষে নির্দেশ করছে?'

'পারছি,' জবাব দিল বেন। 'কিন্তু আমার হাতে একটা দায়িত্ব রয়েছে, এবং তোমার লোকরা যদি প্রতি পদক্ষেপে আমাকে বাধা দেয় তবে সেটা আমার পক্ষে পালন করা সম্ভব হবে না।'

'আমাদের কাজই ওটা, হোপ। রবার্টা রাইডার কোথায়?'

'সেটা তুমি জানো। কিডন্যাপ করা হয়েছে তাকে।'

'মেয়েটার কী কিডন্যাপ হওয়ার অভ্যেস আছে নাকি?' প্রশ্ন করল সাইমন।

BanglaBook.org

'এটাই প্রথমবার। ও আর আমি একসাথে কাজ করছি।'

'কি নিয়ে?'

'দুঃখিত, সেটা বলা যাবে না।'

'তাহলে এখানে কী বলার জন্য নিয়ে এসেছ আমাকে?'

'বলছি। গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনি নামটা কী তোমার পরিচিত?'

একটু চিন্তা করল সাইমন। 'হ্যাঁ, পরিচিত। তোমার এক ভিকটিমের গায়ে কথাটা ট্যাটু করে লেখা ছিল।'

'আমি তাকে খুন করিনি। তার নিজের দলের লোকই তাকে মেরেছে। তবে গুলিটা করা হয়েছিল রবার্টা রাইডার অথবা আমাকে উদ্দেশ্য করে।'

'কিসের মাঝে জড়িয়ে পড়েছ তুমি, হোপ?'

'আমার ধারণা ওরা একটা খ্রিস্টান মৌলবাদী দল। স্রেফ দল বললে কম বলা হবে। অত্যন্ত সুসংগঠিত, আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ওরা। রবার্টা ওদের কাছেই আছে।'

'কেন? তাকে কেন কিডন্যাপ করল ওরা?'

'গত এক সপ্তাহ ধরে আমাকে আর রবার্টাকে খুন করতে চাইছে ওরা। কারণটা আমি জানি না। তবে আমি রবার্টাকে উদ্ধার করতে পারব।'

'ওটা পুলিশের কাজ,' প্রতিবাদ করল সাইমন।

'না। এটা বরং আমার কাজ। কিডন্যাপ কেসে পুলিশ ঢুকে পড়লে কি হয় আমি খুব ভাল করেই জানি। বহুবার দেখেছি এমন ব্যাপার। ভিকটিমকে ফেরত পাওয়া যায় ঠিকই, তবে লাশ হিসেবে। সরে যাও তুমি, আমাকে সামলাতে দাও। বদলে তোমাকে আরেকটা জিনিস দেবো আমি।'

'আমার সাথে দর কষাকষি করার মতো অবস্থায় নেই তুমি, হোপ।'

হাসল বেন। 'তাই নাকি? রিভলভারটা তো আমার হাতেই।'

'কেন ভাবছ যে আমার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে, মেজর হোপ?'

'আর তুমিই বা কেন ভাবছ যে আমার কাছ থেকে বাঁচতে পারবে, ইনস্পেক্টর সাইমন?' পাল্টা প্রশ্ন করল বেন। 'ইচ্ছে করলে এখনই খুন করতে পারি তোমাকে। যে কোন সময় তোমার প্রাণ নিতে পারি।'

'হাহ। গুপ্তহত্যা। এই সব কাজেরই তো প্রশিক্ষণ পেয়েছ তুমি, তাই না?'

'আমি তোমাকে হুমকি দিচ্ছি না। আমাদের একে অপরকে সাহায্য করা উচিত।'

ভ্রু উঁচু করল সাইমন। 'তাতে আমার কী লাভ?'

BanglaBook.org

'তোমার পুলিশদের যারা খুন করেছে তাদের সন্ধান পাইয়ে দেবো তোমাকে। মিশেল জারডিকে যারা খুন করেছে, রবার্টাকে খুন করার চেষ্টা করেছে–তাদের সবাই। যদিও রবার্টাকে তখন পাগল ঠাউরেছিলে তুমি।'

কথাটা মনে করে বেশ বিব্রত বোধ করল সাইমন।

'আর এটা কেবল শুরু,' বলে চলল বেন। 'এর পর আরও কি কি পাওয়া যাবে দেখলে অবাক হয়ে যাবে তুমি।'

'আচ্ছা। আর এর বদলে কী চাও তুমি?'

'একটা কাজ করতে হবে তোমাকে,' বলে তাকে একটা কার্ড ছুড়ে দিল বেন। কার্ডে একটা ফোন নাম্বার লেখা, সেদিন রাতে ব্রিজের নিচে টেকো লোকটার কাছ থেকে যে নাম্বারটা পেয়েছিল ও।

'কি এটা?' কার্ডটা উল্টেপাল্টে দেখে প্রশ্ন করল সাইমন।

'আগে আমার কথা শোনো। প্যারিসে তোমার সবচেয়ে দক্ষ লোককে দিয়ে এই নাম্বারে ফোন করাবে। "সল" নামে কেউ একজন ধরবে ফোন। তোমার লোক মিশেল জারডি সেজে ফোন করবে তার কাছে।'

'কিন্তু জারডি তো মারা গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল বেন। 'হ্যাঁ। কিন্তু সলের ধারণা সে বেঁচে আছে। এবং সম্ভবত এটাও ধারণা করছে যে জারডি আমার সাথে যোগ দিয়েছে। তবে এগুলো নিয়ে তোমার চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই। সলকে বলবে যে হোপ প্যারিসে ফিরে গেছে, এবং তুমি তাকে নিজের কাছে ধরে রেখেছ। বলবে যে টাকার বিনিময়ে হোপকে সলের হাতে তুলে দেবে তুমি। বড় অংকের টাকা চাইবে, সেই সাথে বিনিময়ের জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা ঠিক করবে।'

ঠোঁট কামড়াতে লাগল সাইমন, তথ্যগুলো মনে মনে সাজিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে।

'তোমার লোকদের সাহায্যে গ্রেফতার করবে সলকে,' বলে চলল বেন। 'চাপ দিয়ে কথা বের করবে ওর পেট থেকে। বলবে যে পুলিশ গ্যাব্রিয়াস ডোমিনির ব্যাপারে সব জেনে গেছে, টেকো লোকটা মরার আগে ফাঁসিয়ে দিয়ে গেছে তাকে। এখন দ্রুত মুখ খুললে শাস্তির হাত থেকে কিছুটা বাঁচতে পারবে সে।'

'কিছুই বুঝতে পারছি না,' বিড়বিড় করে বলল সাইমন।

'পারবে, আগে আমার কথা মতো কাজ করো। কিন্তু দ্রুত কাজে নামতে হবে তোমাকে।'

কয়েক মিনিট চুপ করে বসে বসে বেনের বলা কথাগুলো ভাবল সাইমন। পিস্তল ধরা হাতে একটু ঢিল দিল বেন, কোলের ওপর রাখল হতটা। একটা নুড়ি পাথর তুলে নিয়ে ছুড়ে মারল নদীর দিকে।

BanglaBook.org

'এই রবার্টা রাইডার সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য দাও আমাকে,' বলল সাইমন। 'তোমাদের মাঝে কোনো সম্পর্ক আছে না কী?'

'...না,' একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল বেন।

'আমাদের মতো মানুষ আসলে মেয়েদের জন্য দুঃসংবাদের মতো,' বিষন্ন গলায় বলল সাইমন। বেনের অনুকরণে একটা নুড়ি ছুড়ে মারল নদীতে। পড়ন্ত সূর্যের আলোতে একটা বাঁক তৈরি করে পানিতে হারিয়ে গেল পাথরটা। 'আমরা হচ্ছি নিঃসঙ্গ নেকড়ে। ভালবাসতে চাই, কিন্তু শুধু কষ্টই দিই। তখন ওরা দূরে সরে যায়...'

'তোমার এমন অভিজ্ঞতা আছে মনে হচ্ছে?'

বিষন্ন হাসি নিয়ে বেনের দিকে তাকাল সাইমন। 'ও বলেছে আমার সাথে জীবন কাটানো নাকি মৃত্যুর সমান। আমি নাকি মৃত্যু ছাড়া কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করতে পারি না, কথা বলতে পারি না। এটাই আমার চাকরি, এটা ছাড়া আর কিছু জানা নেই আমার।'

'নিজের চাকরি একেবারে খারাপ করো না তুমি,' বলল বেন।

'খুব একটা ভালও পারি না,' বলল সাইমন। 'একটু আগে তুমি নিজেই বললে, রিভলভারটা তোমার হাতে।'

পয়েন্ট থ্রি এইটটা তাকে ফিরিয়ে দিল বেন। 'এই নাও। তোমার প্রতি বিশ্বাসের চিহ্ন।'

বেশ অবাক দেখাল সাইমনকে। অস্ত্রটা হোলস্টারে ভরে রাখল সে। তাকে একটা সিগারেট দিল বেন, নীরবে বসে বসে কিছুক্ষণ ধোঁয়া টানল দু'জন। তারপর বেনের দিকে তাকাল সাইমন। 'ঠিক আছে। ধরো আমি তোমার কথা মতো কাজ করলাম। তবে তার বদলে তোমাকেও একটা কাজ করতে হবে।'

'কি কাজ?'

'হারানো একটা ছেলেকে খুঁজে বের করতে চাই আমি। তুমি তো এই কাজই করো, তাই না?'

'অনেক কিছুই জেনে গেছ আমার ব্যাপারে।'

'এটা আমাকে বলেছে তোমার পাদ্রী বন্ধু। যদিও প্রথমে বিশ্বাস করিনি, তাই ইন্টারপোলের কাছে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নিয়েছি। জুলিয়ান সানচেজ কিডন্যাপ কেসের ব্যাপারে নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার? স্প্যানিশ পুলিশ এখনও ভেবে পাচ্ছে না যে কোন রহস্যময় উদ্ধারকারী এসে ছেলেটাকে বাঁচাল।'

কাঁধ ঝাঁকাল বেন। 'হয়তো জানতেও পারি। কিন্তু এই কেসটার ব্যাপারে তোমাকে কোনো সাহায্য করা সম্ভব হচ্ছে না আমার। সময় নেই হাতে। আগে রবার্টাকে খুঁজে বের করতে হবে আমার।'

BanglaBook.org

'আমি যদি বলি যে এই ছেলেটা নিখোঁজ হওয়ার সাথে তোমার কাজটার সম্পর্ক আছে?'

তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল বেন। 'কি বলতে চাও?'

হাসল সাইমন। 'ছেলেটার বেডরুমে একটা সোনার মেডালিয়ন পাওয়া গেছে। ওটার ওপরে আঁকা চিহ্নটা তোমার চিনতে কোনো অসুবিধে হবে না, আমি নিশ্চিত। একটা তলোয়ার, আর একটা ব্যানার, যাতে লেখা আছে গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনি।'

BanglaBook.org

## পঞ্চাশ.

## মপেলিয়ে

'এত প্রশ্নের জবাব জানতে চাইছেন কেন আপনারা? তার বদলে আমার ছেলেকে খুঁজতে গেলেই কী ভাল হয় না?'

সাদাসিধে, ছিমছাম চেহারার বাড়িটার ভেতরে বেনকে নিয়ে গেল নাটালি ডুবয়, একটা লিভিং রুমে বসতে বলল। ছোটোখাট মহিলা, মাথায় সোনালি চুল। বয়স হবে পঁয়ত্রিশের মতো। ফ্যাকাসে, উদ্বিগ্ন চেহারা, চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। 'বেশি সময় লাগবে না,' তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল বেন। 'শুধু কয়েকটা তথ্য জানা দরকার আমার।'

'অন্যান্য অফিসারকে সবই বলেছি আমি,' বলল নাটালি। 'এত দিন হয়ে গেল ছেলেটা নিখোঁজ–আবার কী জানতে চান আপনি?'

'মাদাম, আমি এসব ব্যাপার নিয়েই কাজ করি। আপনি যদি আমাকে সহায়তা করেন তাহলে মার্ককে অনেক দ্রুত খুঁজে বের করা যাবে বলেই আমার ধারণা।' বলে পকেট থেকে প্যাড আর কলম বের করল ও।

'আমি শুধু জানি যে খুব খারাপ কিছু একটা ঘটেছে আমার ছেলের সাথে। আমি অনুভব করতে পারি। মনে হয় আর কোনদিন ওকে দেখতে পাবো না।' হতাশ, হাড্ডিসার চেহারা হয়েছে মাদাম ডুবয়ের। একটা রুমাল বের করে চোখ মুছল সে।

'তো, শেষবার আপনি যখন ওকে দেখেন তখন ও একটা মোপেড নিয়ে বাইরে যাচ্ছিল। কোথায় যাচ্ছিল কিছু বলেছিল?'

'না, তাহলে তো আমি আগেই বলতাম,' অধৈর্য গলায় জবাব দিল মহিলা।

'ওর বাইকের রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা লিখে দিন আমাকে। এর আগে কখনও এমন কাজ করেছে আপনার ছেলে? মানে কয়েক দিনের জন্য উধাও হয়ে যাওয়া, অন্য কোথাও চলে যাওয়া?'

'মোটেই না। মাঝে মাঝে বাসায় ফিরতে দেরি করে, কিন্তু তাই বলে এমন কিছুই নয় সেটা।'

'ওর বন্ধুবান্ধব? এমন কেউ কী আছে যার সাথে কোথাও যেতে পারে, যেমন কোনো কনসার্ট অথবা পার্টি?'

BanglaBook.org

মাথা নাড়ল নাটালি ডুবয়। 'মার্ক অমন ছেলে নয়। লাজুক, অন্তর্মুখী ধরনের। বই পড়তে আর গল্প লিখতে পছন্দ করে। বন্ধু আছে ঠিকই, কিন্তু দূরে কোথাও যায় না তাদের সাথে।'

'এখনও স্কুলে যায়?'

'না, এই বছরের শুরুর দিকে ছেড়ে দিয়েছে। এখন আমার স্বামীর ভাই রিচার্ডের সাথে থাকে, ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ শেখে।'

'মার্কের বাবা কী থাকেন আপনাদের সাথে?' মহিলার হাতে যে আংটি নেই সেটা বেন খেয়াল করেছে।

'মার্কের বাবা অনেক আগেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছে,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল মহিলা। 'তারপর আর তার সাথে দেখা হয়নি আমাদের।'

প্যাডে একটা কথা লিখল বেন *ছেলের বাবা কী অপহরণে জড়িত?*

তিক্ত হাসি ফুটল নাটালি ডুবয়ের ঠোঁটে। 'আপনি যদি ভেবে থাকেন যে ওর বাবা ওকে নিয়ে গেছে, তাহলে ভুল করছেন। ওই লোকটা নিজেকে বাদে আর কাউকে নিয়েই আগ্রহী নয়।'

'শুনে খারাপ লাগল,' বলল বেন। 'ধর্মে মার্কের আগ্রহ কেমন? কখনও কোনো খ্রিস্টান সংগঠনে যোগ দেয়ার কথা কিছু বলেছিল ও?'

'না। ওর কামরায় যে জিনিসটা পাওয়া গেছে ওটার কারণেই এই কথা জিজ্ঞেস করছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, একটা মেডালিয়ন।'

'ওটা কোথা থেকে এল আমি জানি না, আগে কখনও দেখিনি। পুলিশ-মানে অন্যান্য অফিসার ভেবেছিল মার্ক চুরি করে এনেছে ওটা। কিন্তু আমার মার্ক চোর নয়,' বলতে বলতে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল মহিলা।

'না, আমারও তা মনে হয় না। শুনুন, মার্কের চাচা রিচার্ডের সাথে কী একটু কথা বলতে পারি আমি?'

'কাছেই থাকে সে, এই রাস্তার শেষ মাথায়। তবে দরকারী কোনো তথ্য সে দিতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'তবুও তার সাথে একবার দেখা করতে চাই আমি। এখন তাকে বাড়িতে পাওয়া যাবে?'

বের হওয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে বেন, এই সময় ওর হাত চেপে ধরল মহিলা। 'মসিউ, আপনি আমার ছেলেকে খুঁজে আনবেন তো?'

তার হাতে চাপড় দিল বেন। 'চেষ্টা করব।'

'ওকে কিডন্যাপ করা হয়নি, আর যাই হোক। পালিয়ে গেছে কোথাও। হয়তো গার্লফ্রেন্ড জুটিয়েছে একটা। বয়ফ্রেন্ডও হতে পারে, আজকাল কিছুই বলা যায়

BanglaBook.org

না।' বেনের দিকে একটা বিয়ার বাড়িয়ে ধরল রিচার্ড। 'এই প্রথম কোনো পুলিশকে দেখলাম ডিউটির সময় ড্রিংক করতে,' বেনকে ক্যানটা খুলতে দেখে হেসে বলে উঠল সে।

'ঠিক পুলিশ নই আমি, বলতে পারেন ওদের সাহায্য করছি,' জবাব দিল বেন। 'কিভাবে এত নিশ্চিত হচ্ছেন যে ছেলেটা পালিয়ে গেছে?'

'দেখুন, আপনাকে গোপনে একটা কথা বলে রাখি। ছেলেটা হয়েছে ওর বাবা, আমার ভাই থিয়েরির মতো। আগাগোড়া অপদার্থ। আমার ভাই জীবনে কোনো দিন কোনো চাকরি করেনি, তবে ছোটখাট অপরাধের জন্য জেলে গেছে কয়েকবার। ছেলেটাও ওই পথেই হাঁটছে বলে আমার ধারণা, তবে ওর মা সেটা দেখতে পায় না। সোনার টুকরো মনে করে তার ছেলেকে। ওকে যে আমার ছাত্র হিসেবে নিতে রাজি হয়েছিলাম কি ভেবে সেটাই এখন আমার মাথায় ঢোকে না। সময় আর টাকার অপচয় ছাড়া আর কিছুই হয় না ছেলেটাকে দিয়ে। ভাবছি চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেবো, না হলে কবে দেখা যাবে বিদ্যুতের শক খেয়ে কয়লা হয়ে বসে আছে, আর সব দোষ এসে পড়েছে আমার ঘাড়ে...'

'বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আর কোনো তথ্য না পাওয়ার আগ পর্যন্ত ছেলেটাকে খোঁজা চালিয়ে যেতে হবে আমাদের। আপনি তো ওর চাচা, এবং বাবা নেই ওর। কখনও কী এমন কিছু বলেছে আপনাকে যেটা অদ্ভুত লাগে শুনতে?'

'অদ্ভুত মানে? মার্কের ব্যাপারে চিন্তা করতে গেলে সব কিছুই অদ্ভুত। আকাশকুসুম কল্পনা বোঝেন তো? সারা দিন ওতেই ব্যস্ত থাকে।'

'যেমন?'

অধৈর্য একটা ভঙ্গি করল রিচার্ড। 'যেমন... কি বলব, স্বপ্নের দুনিয়ায় বাস করে ছেলেটা, বাস্তবের কোনো খবরই রাখে না। ওর কথার অর্ধেকও যদি আপনি বিশ্বাস করেন তাহলে আপনার মনে হবে যে ড্রাকুলা আপনার পাশের বাড়িতে থাকে, আর দুনিয়াটা চালাচ্ছে এলিয়েনরা।' বিয়ারে শেষ চুমুক দিয়ে ক্যানটা ছুড়ে ফেলে দিল সে, ঠোঁটের ওপর ফেনা লেগে আছে। জামার হাতায় সেটা মুছে ফেলে বলল, 'ও পালিয়ে যাওয়ার আগে শেষ যে কাজটা করলাম আমরা সেটার কথাই ধরুন না...'

'ওর উধাও হয়ে যাওয়ার কথা বলছেন আপনি।'

'ওই হলো।' সেলারটার ব্যাপারে বেনকে বলল রিচার্ড। 'সারাক্ষণ খালি ওটা নিয়েই কথা বলত, বুঝলেন? ধরেই নিয়েছিল যে অদ্ভুত কিছু একটা আছে ওই সেলারে।'

BanglaBook.org

সামনে ঝুঁকে এল বেন। বিয়ারের ক্যানটা নামিয়ে রেখে প্যাড তুলে নিল, তারপর বলল, 'জায়গাটা কি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি?'

'না, ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে এমন কিছু লোকের আস্তানা,' হাসল গ্রিচার্ড। 'কি যেন খ্রিস্টান কেন্দ্র বা এমন কিছু একটা নাম। স্কুলের মতো। লোকগুলো ভাল। বেশ ভদ্র, হাসিখুশি। নগদ টাকায় আমার বিল মিটিয়েছিল।'

'ঠিকানাটা আছে?'

'আছে।' উঠে ভেতরে চলে গেল রিচার্ড, একটু পরেই একটা মোটা ডায়রির পাতা উল্টাতে উল্টাতে ফিরে এল। 'এই যে। সেন্টার ফর ক্রিশ্চিয়ান এডুকেশন, এখান থেকে পনেরো কিলোমিটারের মতো দূরে। তবে যদি ভেবে থাকেন যে ছেলেটা ওখানে গেছে তাহলে ভুল করছেন। ধর্মে কোনো মতি নেই ছোঁড়ার।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'দেখুন, আমার কথা শুনে হয়তো মনে হতে পারে যে ছেলেটাকে নিয়ে অনেক বেশি কড়া কথা বলছি। যদি সত্যিই ওর কিছু হয়ে থাকে তাহলে আমার সব কথা ফিরিয়ে নেব। কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, বুঝলেন? তিন-চার দিন পর নাটালির পকেট থেকে চুরি করা টাকা ফুরিয়ে আসলেই লেজ গুটিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে আবার। আর আপনারাও কিনা চোর ডাকাত ধরার বদলে এসব সামান্য ব্যাপারে ট্যাক্সের টাকা নষ্ট করছেন?'

শক্ত, সরু বাংক বিছানাটার ওপর কতক্ষণ পড়ে ছিল মনে করতে পারল না রবার্টা। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এল মাথা, মনে করার চেষ্টা করল কোথায় আছে সে। ভয়ানক কিছু স্মৃতি ভিড় করে এল মাথায়। বিশালদেহী এক লোক তাকে গাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করছে। জোর করে একটা ইনজেকশন দেয়া হচ্ছে তাকে, চিৎকার করে উঠল সে। তারপর নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

মাথাটা ব্যথায় ছিঁড়ে যাচ্ছে, মুখের ভেতর কটু স্বাদ। প্রায় অন্ধকার, ঠাণ্ডা, জানালাবিহীন একটা সেলারে আটকে রাখা হয়েছে ওকে। রুমটা বেশ লম্বা এবং চওড়া, তবে ওকে যে সেলারে আটকে রাখা হয়েছে সেটা একেবারে ছোট। তিন পাশে ইস্পাতের গরাদ দিয়ে আটকানো, পেছনে ঠাণ্ডা পাথরের দেয়াল। সেলারের মাঝখানে একটা তার থেকে ঝুলছে একটা বাল্ব, ম্লান হলুদ আলো ছড়িয়ে পড়ছে ঘরের ভেতরে।

কয়েক মিটার দূরের আরেকটা সেলে এক কিশোরকে নিঃসাড় পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে মেঝেতে। মনে হচ্ছে ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে, অথবা মারা গেছে। ডাক দিল রবার্টা, কিন্তু নড়ল না ছেলেটা।

BanglaBook.org

বছর ত্রিশেক বয়সের টিংটিঙে এক লোক পাহারা দিচ্ছে সেলারের ভেতর। ড্যাবড্যাবে, ছটফটে চোখ, মুখে নোঙরা হলুদ দাড়ি। গলায় একটা স্লিং থেকে ঝুলছে সাবমেশিনগান। নার্ভাস ভঙ্গিতে এদিক ওদিক পায়চারি করছে সে। লোকটাকে খেয়াল করতে লাগল রবার্টা, পায়চারির সময় পদক্ষেপ গুণে সেলের দৈর্ঘ্য মাপল। মাঝে মাঝে রবার্টার দিকে তাকাচ্ছে লোকটা, হাঁ করে যেন গিলছে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

কিছুক্ষণ পর টিংটিঙে লোকটার বদলে বিশালদেহী চেহারার এক লোক পাহারা দিতে এল। এর মাথা কামানো, বয়সও বেশি। আগের জনের চাইতে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। এক মগ কফি আর একটা টিনের থালায় কিছু বিনস আর ভাত নিয়ে এসেছে সে। সেগুলো রবার্টাকে দিল, এবং বাকি সময়টা তাকে অগ্রাহ্য করল।

পাশের সেলে পড়ে থাকা ছেলেটার জ্ঞান ফিরল এই সময়। চার হাত পায়ে ভর দিয়ে কোনোমতে সোজা হলো সে, তারপর টকটকে লাল চোখে তাকাল রবার্টার দিকে।

'আমি রবার্টা,' ফিসফিস করে বলল সে। 'তোমার নাম কি?'

কিন্তু জবাব দেয়ার মতো অবস্থায় এখনও আসেনি ছেলেটা, কেবল তাকিয়ে রইল। তবে বিশালদেহী লোকটা নিশ্চয়ই চায় না যে দু'জনের মাঝে কোনো কথা হোক। একটা ব্যাগ থেকে সিরিঞ্জ বের করল সে, তারপর গরাদের ফাঁক দিয়ে ছেলেটার বাহু চেপে ধরে ঢুকিয়ে দিল সুঁই। মিনিটখানেক পর আবার নেতিয়ে পড়ল ছেলেটা।

'কি দিচ্ছ ওকে?' জিজ্ঞেস করল রবার্টা।

'চুপ থাকো, না হলে তোমাকেও দেয়া হবে।' আবার আগের মতো রবার্টাকে অগ্রাহ্য করতে লাগল লোকটা।

মনে হলো যেন অনেক ঘণ্টা পর বিশালদেহী লোকটার বদলে সেই টিংটিঙে লোকটা ফেরত এল আবার। পাহারা শুরু হওয়ার একটু পরেই রবার্টার দিকে তাকিয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল সে। রবার্টাও হাসল। 'এক গ্লাস পানি এনে দিতে পারো, প্লিজ?' ডাক দিয়ে বলল সে। একটু দ্বিধা করল লোকটা, তারপর একটা টেবিলের ওপর রাখা জগ আর গ্লাসের দিকে এগিয়ে গেল।

BanglaBook.org

পানি খাওয়ার পর মনে হলো রবার্টার খাঁচার কাছাকাছি থাকতে চাইছে লোকটা। আবার একটু হাসল রবার্টা। 'কী নাম তোমার?'

'আ-আন্দ্রে,' জবাব দিল লোকটা।

'আন্দ্রে, একটু এদিকে এসো না। তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

পেছনে তাকাল লোকটা, যদিও আশেপাশে কেউ নেই। 'কি চাও?' সন্দেহভরা গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'আমার কানের দুল হারিয়ে গেছে একটা,' বলল রবার্টা। কথাটা সত্যি। হোটেল থেকে এখানে আসার পথে সেটা পড়ে গেছে কোথাও। মেঝের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওখানেই কোথাও পড়েছে, তোমার দিকটায়। গরাদের মাঝ দিয়ে হাত যাচ্ছে না আমার।'

'আমি খুঁজে দিতে পারব না,' কড়া দৃষ্টিতে তাকাল লোকটা।

'প্লিজ? খুব দামি জিনিস, চব্বিশ ক্যারাট সোনার তৈরি। অনেক টাকা দাম।'

এবার আগ্রহ জাগল আন্দ্রের। একটু দ্বিধা করল সে, তারপর সাবমেশিনগানটা পিঠের দিকে ঝুলিয়ে সামনে এগিয়ে এল। হাঁটু গেড়ে বসল খাঁচার সামনে, এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। 'কোথায় পড়েছে?'

তার সামনে এসে বসল রবার্টা। 'এখানেই কোথাও, মনে হয় এই দিকটায়... হ্যাঁ, এইখানে...'

'দেখতে পাচ্ছি না।' হাত দিয়ে মেঝে হাতড়াতে শুরু করল লোকটা, চেহারায় অখণ্ড মনোযোগীর ছাপ। আরও কাছে সরে এল, তার গায়ের ঘামের গন্ধ মেশানো সস্তা পারফিউমের গন্ধ পেল রবার্টা। লোকটার মাথা খাঁচার শিকের কাছাকাছি সরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর দুই দিক দিয়ে হাত বের করে দিল, কি করতে যাচ্ছে ভেবে বুকের ভেতর লাফাতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ড। মেঝের দিকেই রয়েছে লোকটার মনোযোগ। লম্বা একটা দম নিল রবার্টা, তারপর খপ করে চেপে ধরল তার দাড়ি।

দুই হাতে দাড়ি চেপে ধরতেই চমকে উঠে মাথা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল আন্দ্রে, কিন্তু গায়ের জোরে ধরে রেখেছে রবার্টা। হাঁটুগুলো শিকের সাথে ঠেকিয়ে নিজের অবস্থান পোক্ত করল সে, তারপর গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে টান দিল। গরাদের সাথে বাড়ি খেল লোকটার কপাল। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠে রবার্টার কব্জি চেপে ধরল সে। দাড়িতে হাতের টান আরও বাড়িয়ে পেছন দিকে লাফ দিল রবার্টা, ফলে আবার শিকের সাথে বাড়ি খেল আন্দ্রে। এবার মেঝেতে নেতিয়ে পড়ল সে। দুর্বল হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে। লোকটার তেলতেলে চুলগুলো চেপে ধরে গায়ের জোরে কয়েকবার বাড়ি মারল মেঝেতে। চিৎকার এবং ধস্তাধস্তি দুটোই থেমে গেল, ভাঙা নাক থেকে বের হওয়া রক্তের মাঝে পড়ে রইল আন্দ্রে।

তাকে ছেড়ে দিয়ে খাঁচার গায়ে হেলান দিল রবার্টা, দম নিচ্ছে জোরে জোরে। কপাল থেকে ঘামের বড় বড় ফোঁটা নেমে আসছে। লোকটার বেল্টে চাবির রিং রয়েছে, চোখে পড়ল তার। হাত বাড়িয়ে দিতেই আঙুলগুলো রিঙে

BanglaBook.org

আটকাতে পারল। এবার সেটা দিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে তালাটা খোলার চেষ্টা করল, ভয় পাচ্ছে যে কেউ একজন চলে আসবে যে কোনো সময়। বারবার সিঁড়ির শেষমাথায় স্টিলের দরজাটার দিকে তাকাতে লাগল রবার্টা।

চার নাম্বার চাবিতে খুলে গেল তালা। জোরে ঠেলা দিল রবার্টা, ফলে আন্দ্রের অজ্ঞান দেহটা সহই সরে গেল দরজা। পাশে পড়ে থাকা সাবমেশিনগানটা তুলে নিয়ে নিজের গলায় ঝুলিয়ে নিল সে।

'এই যে, ওঠো।' কিশোর ছেলেটার খাঁচার গরাদে কয়েকটা বাড়ি দিল সে, কিন্তু কোনো জবাব পেল না। একবার মনে হলো সেল খুলে ছেলেটাকে কাঁধে করে নিয়ে যাবে, কিন্তু অনেক ভারি হয়ে যাবে তার জন্য। যদি এখান থেকে বের হতে পারে তবে পুলিশ নিয়ে আবার ফিরে আসবে বলে ঠিক করল সে।

সেলারের ও মাথায় পাথরের সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল রবার্টা। মাত্র তিনটে ধাপ উঠেছে, এই সময় সিঁড়ির শেষ মাথার দরজাটা খুলে গেল। জমে গেল সে।

কালো পোশাক পরা সেই লোকটা হাজির হয়েছে দরজায়। চোখাচোখি হলো তাদের।

লোকটাকে চিনতে পেরেছে রবার্টা। তার কিডন্যাপার। কোনো দ্বিধা না করে সাবমেশিনগান তাক করল সে লোকটার মাথা বরাবর, চাপ দিল ট্রিগারে।

কিন্তু লোকটা সিঁড়ি বেয়ে এক পা এক পা করে নেমে আসছে, মুখে চওড়া হাসি। ট্রিগারে চাপ দিলেও কোনো লাভ হচ্ছে না, মনে হচ্ছে কোথায় যেন আটকে গেছে। কাজ করছে না অস্ত্রটা। আরও তিন গার্ড এসে হাজির হলো দরজায়। সবার হাতে সাবমেশিনগান, রবার্টার দিকে তাক করা।

এবং কেউই নিজের অস্ত্র তক করতে ভোলেনি।

রবার্টার হাত থেকে অস্ত্রটা ছিনিয়ে নিল বোজা। ঘুষি মারতে গেল রবার্টা, কিন্তু হাতটা মাঝপথে ধরে ফেলে মুচড়ে তার পিঠ বরাবর নিয়ে এল সে। ব্যথায় কুঁচকে উঠল রবার্টার মুখ। আর একটু চাপ দিলেই ভেঙে যাবে হাতটা। ঠেলতে ঠেলতে সেলের কাছে নিয়ে আসা হলো তাকে, তারপর ভেতরে ছুড়ে ফেলা হলো। ঘটাং শব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

মেয়েটাকে খুব আস্তে আস্তে জবাই করার জন্য নিশপিশ করছে বোজার হাত। ছুরি বের করে সেটা গরাদের সাথে বাড়ি মারল সে। 'তোমার বন্ধু হোপ যখন আমাদের হাতে ধরা দেবে,' খসখসে গলায় ফিসফিস করে বলল সে, 'তখন আমরা সবাই খুব মজা করব। কেমন?'

থুতু ছিটাল রবার্টা। হেসে উঠে মুখ থেকে সেটা মুছে ফেলল বোজা।

তারপর রবার্টার চোখের সামনেই টিংটিঙে প্রহরীকে জবাই করল সে। সেলারের মাঝে একটা ড্রেনে গিয়ে পড়ল ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসা রক্ত।

BanglaBook.org

## একান্ন.

ফ্রান্সের দীর্ঘমেয়াদি গ্রীষ্ম, সহজ জীবন, ভাল খাবার এবং ওয়াইনের কারণে বহু অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ নাগরিক তাদের দ্বীপরাষ্ট্র ছেড়ে ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে চলে আসে। তবে এসব লোকদের সবাই যে আইন ব্যবসা, শিক্ষকতা বা ব্যবসা থেকে অবসর নিয়ে আসে তা নয়। বহু বছর আগে বেনের পুরনো বন্ধু জ্যাক ব্ল্যাকপুল নামের শহরটা ছেড়ে মার্সেই-এর কাছে একটা বিচ হাউস নিয়ে থাকতে শুরু করেছে। এখন তারও প্রায় অবসরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও কিছু খদ্দের আছে তার। ইলেকট্রনিক সার্ভেইল্যান্স-এর কাজ করে সে, এবং সেই সাথে এ ধরনের আরও কিছু ব্যবসা।

ফ্রেঞ্চ কোস্টাল রোড ধরে একটা মিসাইলের মতো ছুটে চলেছে ট্রায়াম্ফ ডেটোনা মোটরসাইকেলটা। মার্সেই পৌঁছাতে দুই ঘণ্টার মতো লাগার কথা, কিন্তু এক ঘণ্টার মাঝেই পৌঁছানোর প্রতিজ্ঞা করেছে বেন।

পাঁচ ঘণ্টা পর একই পথ ধরে উল্টো দিকে যেতে দেখা গেল ওকে, তবে এবার পেছনের সিটে বাঁধা রয়েছে একটা বড় প্লাস্টিকের হোল্ডঅল।

জঙ্গলের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা আধুনিক ধাঁচের বিল্ডিংটার কাঁচ আর সাদা পাথরের তৈরি শরীরের দিকে এগিয়ে গেছে একটা চওড়া ড্রাইভওয়ে। গেটের লম্বা পাথরের খুঁটিদুটোর একটার গায়ে পেতলের তৈরি একটা ফলক, তাতে একটা ক্রুশের ছবি আঁকা। নিচে লেখা  সেন্টার ফর ক্রিশ্চিয়ান এডুকেশন। বিল্ডিঙের বাইরে অনেক গাড়ি পার্ক করে রাখা। বেন গেটের কাছে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে গোপন কয়েকটা সিকিউরিটি ক্যামেরার অবস্থান বোঝা যাচ্ছে, গাছপালার মাঝে লুকিয়ে থেকে এদিক ওদিক লক্ষ রাখছে। রট আয়রনের গেটটা এখন বন্ধ। দেয়ালে আরও একটা ক্যামেরা লাগানো আছে, সেই সাথে অতিথিদের জন্য একটা বাজার বা কলিং বেল।

ছেলেটা নিশ্চয়ই দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকেছিল। তার মানে, ওর মোপেডটা আশেপাশেই কোথাও থাকবে। রাস্তা থেকে কয়েক মিটার নিচে নিজের ট্রায়াম্ফ ডেটোনা বাইকটা পার্ক করল বেন, তারপর ঝোপঝাড় আর গাছের নিচে উঁকি দিতে দিতে সামনে এগোল। পথের উল্টো দিকে যেখানে ঘাসজমির সীমানা শেষ হয়ে কংক্রিটের রাস্তা শুরু হয়েছে, সেখানে একটা চাকার দাগ দেখা গেল মাটিতে। দাগটা ধীরে ধীরে একটা কাঁটাঝোপের দিকে

BanglaBook.org

চলে গেছে। সেটা অনুসরণ করে মাটিতে পায়ের দাগ দেখতে পেল বেন। সামনে সবুজ জঙ্গল, তার মাঝে উজ্জ্বল হলুদ রঙের কিছু একটা চোখে পড়ল। একটা ডাল উঁচু করতেই ফিফটি সিসি ইয়ামাহা বাইকটার পেছন দিক চোখে পড়ল ওর, ঝোপের মাঝ থেকে বেরিয়ে আছে। পেছনের মাডগার্ডে লাগানো রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটার সাথে নাটালি ডুবয়ের দেয়া নাম্বারটা মিলে যায়।

দ্রুত নিজের বাইকের কাছে ফিরে এল বেন। ইতোমধ্যেই পরিকল্পনা সাজিয়ে ফেলেছে ও। পেছনের সিট থেকে কালো হোল্ডঅলটা নামিয়ে আলতো করে রাখল ঘাসের ওপর। মোটরসাইকেলের পাশের বক্স খুলে ভেতর থেকে নীল ওভারঅল আর কয়েকটা ইলেকট্রিক যন্ত্র বের করল।

সবে কফি খাওয়ার জন্য বের হতে যাবে রিসেপশনিস্ট, এই সময় সেন্টার ফর ক্রিশ্চিয়ান এডুকেশনের লবি ধরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল ইলেকট্রিশিয়ান লোকটাকে। ডেস্কের কাছে এসে থামল সে। পরনে একটা অভারঅল আর ক্যাপ, হাতে একটা হোল্ডঅল ব্যাগ এবং যন্ত্রপাতি রাখার ছোট একটা বক্স।

'আমি তো ভেবেছিলাম বিদ্যুতের কাজ সব শেষ,' বলল রিসেপশনিস্ট মেয়েটা। লোকটার চোখগুলো বেশ সুন্দর, ভাবল সে।

'আমি শুধু সব ঠিক আছে কি-না দেখতে এসেছি, মাদমোয়াজেল,' জবাব দিল ইলেকট্রিশিয়ান। 'বেশি সময় লাগবে না। কয়েকটা জিনিস চেক করে দেখব, কিছু তথ্য লিখে নেব। স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা অধিদপ্তরের ব্যাপার, সরকারি কাজ–বোঝেনই তো।' একটা কার্ড দেখাল সে। রিসেপশনিস্টের মনে হলো ঠিকই আছে, যদিও কার্ডটা পড়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না সে।

'ওর ভেতরে কী?' হোল্ডঅলটা দেখিয়ে প্রশ্ন করল সে।

'ওহ, এই কিছু তার আর যন্ত্রপাতি। ইলেকট্রনিক মিটার, টুকিটাকি জিনিস ইত্যাদি। দেখবেন?' ব্যাগটা ডেস্কের ওপর রেখে চেইনটা একটু খুলল সে। ভেতরে নানা রঙের তারের পেঁচানো বান্ডিল দেখা গেল।

হাসল রিসেপশনিস্ট। 'না, দরকার নেই। আপনার কথাই মেনে নিলাম। যান তাহলে।'

BanglaBook.org

# বায়ান্ন.

## প্লেস দু পেরু, মপেলিয়ে

এগারোটা বাজতে এক মিনিট বাকি থাকতে স্কয়ারে এসে দাঁড়াল নাম্বারবিহীন ভ্যানটা। নির্ধারিত কথা অনুযায়ী চতুর্দশ লুইয়ের মূর্তির নিচে অপেক্ষা করছিল বেন। ভ্যানের দরজা খুলে গেল, বিশালদেহী চারজন লোক বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। ওকে ঘিরে ফেলল তারা। আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত উপরে তুলল বেন। একটা পিস্তল চেপে ধরা হলো ওর পিঠে, সারা শরীর তল্লাশী করা হলো। কোনো অস্ত্র আনেনি বেন। এবার ভ্যানে তোলা হলো ওকে, বসানো হলো দু'জনের মাঝখানে। ভ্যানের পেছনের জানালাগুলো কালো রঙ করা, ড্রাইভারের সাথে প্যাসেঞ্জারকে আলাদা করেছে কাঠের পার্টিশন। ফলে পেছনে বসলে বাইরের পৃথিবীর কিছু দেখার উপায় নেই। লাফাতে লাফাতে আগে বাড়ল ভ্যান। 'আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা বোধহয় আমাকে জানানো হবে না, তাই না?' বেঞ্চের ওপর থেকে যেন পড়ে না যায় সে জন্য ভ্যানের বডিতে চাকার জন্য তৈরি করা উঁচু অংশে পা ঠেকিয়ে বসতে হচ্ছে ওকে। কেউ জবাব দিল না ওর কথার। নীরবে বসে রইল সবাই। চারজোড়া ঠাণ্ডা চোখ, একটা গ্লক নাইন এমএম, একটা কেল-টেক পয়েন্ট ফোরটি ক্যালিবার, আর দুটো স্করপিয়ন মেশিন পিস্তল তাকিয়ে রইল বেনের দিকে।

প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে চলল ভ্যানটা। মনে হচ্ছে প্রধান সড়ক ছেড়ে গ্রামের দিকে চলেছে গাড়ি। এটাই আশা করেছিল বেন। এক সময় ধীর হয়ে এল ভ্যানের গতি, ডানে একটা তীক্ষ্ণ মোড় নিল। নুড়িপাথরের শব্দ পাওয়া গেল চাকার নিচে। তারপর আবার মসৃণ কংক্রিট। একটা ঝাঁকুনি, তারপর ঢাল বেয়ে কিছু দূর নামল। সব শেষে থেমে গেল ভ্যান। খুলে গেল পেছনের দরজাগুলো।

আরও সশস্ত্র লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে বাইরে। একটা টর্চ আলো ফেলল বেনের মুখে। কড়া গলায় নির্দেশ দিল কেউ একজন, ভ্যান থেকে বের করে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো ওকে। একটা ভূগর্ভস্থ কার-পার্কে রয়েছে ওরা।

BanglaBook.org

পিঠে বন্দুকের নল দিয়ে খোঁচা দিতে দিতে একটা খাটো সিঁড়ি বেয়ে তোলা হলো বেনকে। অন্ধকার বিল্ডিংটার ভেতরে প্রবেশ করল ওরা। করিডোরগুলোয় অবশ্য হালকা আলো জ্বলছে। বেনের পেছনে টর্চলাইটের আলো জ্বলে উঠল কয়েকটা। সরু একটা করিডোরের শেষ মাথায় নিচু একটা দরজা দেখা গেল। স্করপিয়ন মেশিন পিস্তল হাতে দাড়িওয়ালা এক গার্ড এসে খুলে দিল দরজার তালা। ভারি দরজাটা খুলে গেল। ভারি লোহার গরাদ দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছে দরজাটাকে, ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখতে পেল বেন।

এক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে, নিচে একটা সেলার। গার্ডদের কথার প্রতিধ্বনি শুনে বুঝতে পারল, জায়গাটা বেশ বড়। পাথুরে খুঁটিতে প্রতিফলিত হচ্ছে টর্চের আলো। আরও একটা জিনিস দেখা গেল সেই আলোয়। ইস্পাতের শিক দিয়ে তৈরি খাঁচা। কামরার অন্য প্রান্তে অবস্থিত খাঁচাগুলোর একটার মাঝে কার মুখ যেন দেখা গেল।

রবার্টা।

কিন্তু তাকে ডাক দেয়ার আগেই অন্য একটা দরজার দিকে নিয়ে যাওয়া হলো বেনকে। ভারি লোহার পাল্লাটা খুলে গেল ক্যাঁচকোঁচ শব্দে, অন্য একটা সেলে ঢুকিয়ে দেয়া হলো ওকে। আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

অন্ধকারের মাঝেই নিজের চারপাশটা পরীক্ষা করে দেখল বেন। আর কেউ নেই সেলে। দেয়ালগুলো নিরেট, খুব সম্ভব দুই পরত ইট দিয়ে তৈরি। কোন জানালা নেই। শক্ত বিছানাটায় বসে পড়ল ও, অপেক্ষা করতে লাগল। একমাত্র আলো বলতে ওর হাতঘড়ি থেকে বেরিয়ে আসা হালকা সবুজ আভা।

প্রায় বিশ মিনিট পর, মাঝরাতের দিকে ওকে নিতে এল লোকগুলো। আবার বন্দুকের মুখে বিশাল সেলারে বের করে আনা হলো ওকে।

'বেন?' রবার্টার কণ্ঠ শোনা গেল এবার। ভয় পেয়েছে সে। তবে খাঁচার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক গার্ড ধমকে উঠে চুপ করিয়ে দিল তাকে।

আবার সেই স্বল্পালোকিত করিডোর। এক সারি সিঁড়ি বেয়ে ওঠা। বিল্ডিঙের দ্বিতীয় তলায় উঠে এল ওরা। এখানে আলো আগের চাইতে বেশি। একটা দরজা দিয়ে ঢোকানো হলো ওকে। ধবধবে সাদা দেয়াল আর নিয়ন আলোর কারণে চোখ পিটপিট করতে বাধ্য হলো বেন। আরও এক সারি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হলো ওকে, একটা করিডোর ধরে এগিয়ে অবশেষে একটা দরজা দিয়ে ঢুকল ভেতরে।

জায়গাটা একটা অফিস। কামরার ওপ্রান্তে কাঁচের ডেস্কের ওপাশ থেকে গম্ভীর চেহারার এক লোক উঠে দাঁড়াল। মেশিন গানের নল দিয়ে পিঠে খোঁচা দিয়ে সামনে এগোতে বলা হলো বেনকে।

'অবশেষে আপনার সাথে দেখা হলো, বিশপ উসবার্তি।'

BanglaBook.org

উসবার্তির চওড়া, রোদে পোড়া মুখে হাসি ফুটল। কড়া ইটালিয়ান উচ্চারণে কথা বললেন তিনি। 'তোমার দেখা পেয়ে খুশি হলাম, বেন। তবে এখন আমি আর্চবিশপ।' ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লেদার চেয়ারগুলো দেখিয়ে বেনকে বসতে ইশারা করলেন তিনি, তারপর দুটো ক্রিস্টালের ব্র্যান্ডি গ্লাস আর এক বোতল রেমি মার্টিন বের করলেন। 'চলবে?'

'আপনার রুচিবোধের প্রশংসা করতে হয়, আর্চবিশপ।'

'তোমার মনে এমন ধারণা যেন না হয় যে আমরা আমাদের অতিথিদের সাথে খারাপ ব্যবহার করি,' গ্লাসে মদ ঢালতে ঢালতে উদার গলায় জবাব দিলেন উসবার্তি। আরেক হাতে ইশারা করে চলে যেতে বললেন গার্ডদের। 'আশা করি আমাদের একাকী থাকার সুযোগে উল্টোপাল্টা কিছু করে বসবে না তুমি,' বেনের দিকে গ্লাসটা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন তিনি। 'মনে রেখো যে এই মুহূর্তেই ড. রাইডারের মাথার দিকে একটা বন্দুকের নল তাক করা রয়েছে।'

কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না বেনের মাঝে। 'পদোন্নতি পেয়েছেন সে জন্য অভিনন্দন,' বলল ও। 'তা আপনার আলখাল্লা কোথায়? বাড়িতে রেখে এসেছেন না কি?'

'আসলে আমারই তোমাকে অভিনন্দন জানানো উচিত,' জবাব দিলেন উসবার্তি। 'ফুলকানেলির পাণ্ডুলিপিটা তোমার কাছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমার কাছে,' বলল বেন। গ্লাসটা ধীরে ধীরে ঘোরাচ্ছে ও। 'এবার তাহলে ড. রাইডারকে ছেড়ে দিন না কেন?'

ভারি গলায় হেসে উঠলেন উসবার্তি। 'ছেড়ে দেবো? আমি তো ভেবেছিলাম পাণ্ডুলিপিটা হাতে পেলেই মেরে ফেলার ব্যবস্থা করব তাকে।'

'আপনি যদি ওকে মারেন, তাহলে আমি আপনাকে মারব,' মৃদু গলায় জবাব দিল বেন।

'আমি বললাম যে মেরে ফেলার কথা ভেবেছিলাম,' জবাব দিলেন উসবার্তি। 'তবে সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছি আমি।' ডেস্কের ওপর নিজের গ্লাসটা ঘোরাচ্ছেন তিনি, সেই সাথে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন বেনের দিকে। 'তোমাকে মারার চিন্তাটাও আমি বাদ দিয়েছি, বেন। অবশ্য সেটা কিছু শর্তসাপেক্ষে।'

'বাহ। দয়ার সাগর আপনি।'

'তা বলা যায় না। আসলে তোমার মতো লোক আমার কাজে আসবে,' ঠাণ্ডা হাসি হাসলেন উসবার্তি। 'যদিও স্বীকার করছি যে ব্যাপারটা একটু দেরিতে বুঝেছি আমি। প্রথমে যখন দেখলাম তোমাকে আর রাইডারকে মারার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিচ্ছ, বারবার মার খাচ্ছে আমার লোকেরা, তখন

BanglaBook.org

খুবই ক্ষেপে গিয়েছিলাম। কোনোভাবেই সরানো যাচ্ছিল না তোমাকে। এবং তখনই আমি ভাবতে শুরু করলাম, এমন একটা লোককে নিজের কাজে না লাগিয়ে স্রেফ মেরে ফেলাটা অন্যায় হবে। আমি চাই তুমি আমার হয়ে কাজ করো, বেন।'

'মানে গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনির হয়ে কাজ করার কথা বলছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন উসবার্তি। 'গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনিকে নিয়ে অনেক পরিকল্পনা আছে আমার। তুমিও তার অংশ হতে পারো। তোমাকে অকল্পনীয় রকমের ধনী বানিয়ে দেবো আমি। এসো আমার সাথে, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।'

আর্চবিশপের পিছু নিয়ে অফিস থেকে করিডোরে বেরিয়ে এল বেন। দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সশস্ত্র গার্ডরা। কয়েক পা ব্যবধান রেখে পিছু পিছু আসতে লাগল তারা, বেনের দিকে তাক করা রয়েছে সবার অস্ত্র। একটা লিফটের কাছে এসে থেমে গেল তারা। বোতাম চাপলেন উসবার্তি। নিচে কোথাও থেকে লিফটের মৃদু গুঞ্জন ভেসে এল।

'এবার বলুন তো, উসবার্তি, ফুলকানেলির পাণ্ডুলিপিটা আপনার কেন দরকার? ওতে এত আগ্রহ কেন আপনার?' নিঃশব্দে খুলে গেল লিফটের দরজা, ভেতরে প্রবেশ করল ওরা। গার্ডরাও রইল সাথে।'

'ওহ, আসলে অ্যালকেমিতে আমার আগ্রহ অনেক বছর ধরেই,' জবাব দিলেন উসবার্তি। মোটা একটা আঙুল বাড়িয়ে নিচতলায় যাওয়ার বোতামে চাপ দিলেন তিনি।

'কেন?' প্রশ্ন করল বেন। 'এটা ধর্মদ্রোহিতা, তাই এর গতিরোধ করার জন্য?'

হেসে ফেললেন উসবার্তি। 'তাই মনে হয় তোমার? ঠিক তার উল্টোটা। আমি চাই অ্যালকেমিকে ব্যবহার করতে।'

মসৃণভাবে থেমে গেল লিফট, বেরিয়ে এল ওরা। এদিক ওদিক তাকাল বেন। বড়সড়, আলোকিত একটা ল্যাবরেটরিতে এসে ঢুকেছে ওরা। প্রায় পনেরোজনের মতো টেকনিশিয়ান ব্যস্ত ভঙ্গিতে কাজ করছে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিয়ে। কেউ চার্টে লিখছে, কেউ কম্পিউটার মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে। সবার পরনেই সাদা ল্যাবকোট, মুখে গম্ভীর অভিব্যক্তি।

'গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনির অ্যালকেমি গবেষণাগারে তোমাকে স্বাগতম,' দু'দিকে হাত ছড়িয়ে দিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন উসবার্তি। 'দেখতেই পাচ্ছ, ড. রাইডারের চাইতে একটু হলেও উন্নত আমাদের ল্যাব। আমার বিজ্ঞানীরা ঘড়ি ধরে কাজ করে, নির্ধারিত শিফট অনুযায়ী। বেনের হাত ধরে তাকে ল্যাবের এক পাশে নিয়ে এলেন তিনি। মেশিনগানের নলগুলো এখনও ওর দিক থেকে সরেনি।

BanglaBook.org

'তোমাকে অ্যালকেমির ব্যাপারে কিছু কথা বলি,' বলে চললেন উসবার্তি। 'ওয়াচমেন নামে কোনো সংগঠনের নাম বোধহয় শোনোনি তুমি?'

'উঁহু। শুনেছি।'

ভ্রু উঁচু হয়ে উঠল উসবার্তির। 'তাহলে বলতে হবে অনেক কিছুই জানো তুমি, বেন। এটাও নিশ্চয়ই জানো যে ওয়াচমেন ছিল প্যারিসে গঠিত হওয়া এক গোপন সংঘ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরপর যার সৃষ্টি হয়েছিল। তাদের এক সদস্যের নাম ছিল নিকোলাস দাকিন।'

'ফুলকানেলির শিষ্য।'

'ঠিক ধরেছ। এই মেধাবী তরুণ জানতে পেরেছিল যে তার মাস্টার অনেক বড় কিছু একটা আবিষ্কার করেছেন।' নাটকীয় বিরতি নিলেন উসবার্তি। 'ওয়াচমেনের আরও এক সদস্য কিন্তু ফুলকানেলির আবিষ্কারের ব্যাপারে আগ্রহী ছিল,' বলে চললেন তিনি। 'তার নাম ছিল রুডলফ হেস।'

BanglaBook.org

# তিপান্ন.

সেই একই মুহূর্তে প্যারিসের একটা পুরনো খালি ওয়ারহাউসের সামনে মাজদা টু-সিটার কনভার্টিবল গাড়িটাকে দাঁড় করাচ্ছে কয়েকজন মানুষের কাছে শুধু সল নামে পরিচিত একটা লোক। রাতটা ঠাণ্ডা। শহরের আকাশে মিটমিট করছে তারার দল। ঘড়ি দেখল সে, তারপর অপেক্ষা করতে শুরু করল।

তার হাতের ব্রিফকেসে রয়েছে আড়াই লাখ ইউএস ডলার, যে পরিমাণ অর্থ চেয়েছিল ফোনের ওপাশের লোকটা। এর বদলে বেন হোপকে বন্দী অবস্থায় তাদের হাতে তুলে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে। উসবার্তি যখন দেখবেন যে সল তার জন্য কি উপহার নিয়ে এসেছে, সন্দেহ নেই খুশি হবেন তিনি।

স্বাভাবিকভাবেই টাকাগুলো সব জাল, গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনির এক এজেন্টের কাছ থেকে জোগাড় করেছে সল। এমনিতেও টাকা পরিশোধ করার কোনো ইচ্ছে নেই তার। তার জ্যাকেটের নিচে লুকানো হোলস্টারে রয়েছে একটা কমপ্যাক্ট পয়েন্ট ফোর্টি ফাইভ অটো। বেন হোপকে বুঝে পেলেই ওটা ব্যবহার করবে সে। না পেলেও করবে।

তবে মিশেল জারডির ব্যাপারটা এখনও বুঝে উঠতে পারছে না সল। মনে হচ্ছে লোকটাকে খাটো করে দেখেছিল তারা। কারণ তার জন্য পাঠানো খুনীকে ব্যর্থ করে দিয়েছে সে, সেই সাথে সলের বেশ কিছু দক্ষ লোককে মৃত্যুর মুখে ডেকে নিয়ে গেছে। এখন আবার বলছে যে বৃটিশ লোকটা, বেন হোপও আছে তার কাছে? জারডির মতো এক আঁতেলের পক্ষে যে এত কিছু সম্ভব তা সল কোনদিনও আন্দাজ করতে পারত না।

তবে এটা যদি কোনো সাজানো গল্পও হয়ে থাকে, এবার আর পালাতে পারবে না জারডি। আর তার সাথে যদি বন্ধুবান্ধব থাকে তাহলে তাদের ব্যবস্থাও করে ফেলেছে সল। ফোনটা পাওয়ার পরেই ওয়ারহাউসের ছাদে নাইট-স্কোপসহ পার্কার-হেল সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু এমএম রাইফেলসহ এক স্নাইপারকে বসিয়ে দিয়েছে সে।

দুই-এক মিনিট পরেই একটা ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল সল। হেডলাইটের আলোগুলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকার মাঝ দিয়ে ওয়ারহাউসের দিকে এগিয়ে আসছে। তার মাজদার পাশে থামল পুরনো নিসান ভ্যানটা। ড্রাইভার অবশ্য

BanglaBook.org

মিশেল জারডি নয়, গোঁফওয়ালা এক মোটাসোটা লোক, মাথায় ক্যাপ। হয়তো জারডির সহকারী, ভাবল সল।

'তুমি সল?' ভ্যান থেকে বের হতে হতে জিজ্ঞেস করল লোকটা।

'হোপ কোথায়?'

অস্থিরতা সূচক একটা শব্দ করল লোকটা। 'টাকা এনেছ?' সল মাথা ঝাঁকাতে ভ্যানের পেছন দিকে ইশারা করল সে। কল্পনার চোখে নিজের স্নাইপারকে রাইফেলের স্কোপের মাঝ দিয়ে মোটা গর্দভটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল সলের মুখে।

এগিয়ে গিয়ে নিসানের পেছনের দরজা খুলে দিল লোকটা। এগিয়ে গেল সল। গাড়ির মেঝেতে একটা দেহ পড়ে আছে, হাত পা আর মুখ বাঁধা।

এবং চোখে বিস্ময় নিয়ে সলের দিকে তাকিয়ে আছে সে। লোকটা বেন হোপ নয়।

সলের সেই স্নাইপার।

সল কিছু করার আগেই তার কপালে ঠেকল লেফটেন্যান্ট রিগোর পিস্তলের নল। বিল্ডিং থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এল সশস্ত্র অফিসারের দল। তাদের রাইফেলের লেজার সাইটের লাল ফোঁটাগুলো সব ভিড় জমাল সলের মাথা আর জ্যাকেটে। এলিট পুলিশ মার্কসমেন এরা, সবার আঙুল রয়েছে ট্রিগারে।

গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনির স্নাইপারের পাশে একই অবস্থায় ছুড়ে ফেলা হলো সলকেও। হাত বাঁধতে বাঁধতে তাকে তার অধিকারগুলো মুখস্ত বলে গেল রিগো। অপেক্ষারত আরেকটা পুলিশ ভ্যানের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। সাইমনকে ফোন করল রিগো। 'মাছে টোপ গিলেছে,' বলল সে।

BanglaBook.org

## চুয়ান্ন.

মসৃণভাবে উপরে উঠছে লিফট। বন্দুকগুলো এখনও বেনের মাথার দিকে তাক করা, উসবার্তির পিছু পিছু তার অফিসে ঢুকল ও। গার্ডরা দরজার বাইরে অবস্থান নিল। ওকে বসতে ইশারা করলেন উসবার্তি, নিজে আরেকটা ড্রিংক ঢেলে নিলেন।

'একজন রুডলফ হেসের কথাই জানি আমি,' বলল বেন। 'নাৎসি হেস।'

মাথা ঝাঁকালেন উসবার্তি, হাসছেন। 'অ্যাডলফ হিটলারের দীর্ঘদিনের সঙ্গী এবং ডেপুটি ফুয়েরার। সারা জীবন গুপ্তবিদ্যার প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল তার, মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ায় বেড়ে ওঠার কারণেই হয়তো এই আগ্রহ জন্মেছিল। কৈশোরে তিনি ইউরোপ ফিরে আসেন। নিজের আগ্রহের পেছনে ছুটে বেড়াতে বেড়াতেই ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ফুলকানেলির ছাত্র নিকোলাস দাকিনের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অ্যালকেমিক্যাল তথ্য জানতে পারেন তিনি। তত দিনে তিনি ন্যাশনাল সোশালিস্ট পার্টির উত্থানের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। তথ্যের গুরুত্ব বুঝতে পেরে সাথে সাথেই সেটা তার নেতা এবং শিক্ষক, অ্যাডলফ হিটলারকে জানান।'

বেনের মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। আলেকজান্দ্রিয়ান, অর্থাৎ দাকিনের রহস্যময় বন্ধু রুডলফ আসলে অন্যতম প্রধান এক নাৎসি, রুডলফ হেস?

বেনের প্রতিক্রিয়া দেখে বেশ খুশি হলেন উসবার্তি। আবার বলতে শুরু করলেন তিনি। 'যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই থার্ড রাইখ গড়ে তুলতে অ্যালকেমির সহায়তা নিতে চেয়েছিল নাৎসি পার্টি। কোম্পানি ১৬৪ ছিল একটা গোপন নাৎসি রিসার্চ ফ্যাসিলিটি, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল পদার্থের গঠন বদলে দেয়ার মাধ্যমে অ্যালকেমিক্যাল পরিবর্তন সাধন।'

'কিন্তু অ্যালকেমি কিভাবে থার্ড রাইখকে সাহায্য করবে?'

দাঁত বের করে হাসলেন উসবার্তি। একটা ড্রয়ার খুললেন তিনি, কিছু একটা চকচক করে উঠল তার হাতে। ভারি জিনিসটা বেনের সামনে ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখলেন তিনি। 'মি. হোপ, এই হলো ফুলকানেলির গোপন জ্ঞান, যার সন্ধান পেয়েছিল তার ছাত্র নিকোলাস দাকিন।'

বাতির আলোয় মৃদু ঝলসে উঠল সোনার বারটা। এক পিঠে একটা ছোট প্রতীক, ইমপেরিয়াল ঈগল বসে আছে স্বস্তিকার ওপর।

BanglaBook.org

'ঠাট্টা করছেন আপনি।'

'মোটেই না। কোম্পানি ১৬৪-এর প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল অ্যালকেমির মাধ্যমে সোনা তৈরি করা।'

'সাধারণ ধাতু থেকে?'

'প্রধানত ব্যবহার করা হতো আয়রন অক্সাইড এবং কোয়ার্টজ,' জবাব দিলেন উসবার্তি। 'দাকিন হেসের কাছে যে পদ্ধতির কথা বলেছিল তাতে বলা ছিল যে এগুলো অত্যন্ত বিশুদ্ধ। বুঝতেই পারছ, আমাদের বোকা বন্ধু ফুলকানেলির কারণেই নাৎসি বাহিনী এই অসাধারণ পদ্ধতির সন্ধান পেয়েছিল।'

'এবং তারা সফলও হয়েছিল?' প্রশ্ন করল বেন, সন্দেহে সরু হয়ে এসেছে ওর চোখ।

'প্রমাণ তো তোমার সামনেই রয়েছে,' মৃদু হাসলেন উসবার্তি। 'গোপন নাৎসি ডকুমেন্টে জানা গেছে যে পার্টির সদস্যরা ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে বার্লিনে অবস্থিত কোম্পানি ১৬৪-এর প্ল্যান্টে সোনার উৎপাদন দেখেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাণিজ্যিক কাঠামো গুঁড়িয়ে দেয়ার নাম করে কারখানাটা ধ্বংস করে ফেলা হয়। ওই সময়ের মাঝে কি পরিমাণ সোনা উৎপাদন করা হয়েছিল তা কেউ জানে না, কেউ নিশ্চিত নয়। তবে একেবারে কম নয় বলেই আমার ধারণা।'

'আপনি বলতে চাইছেন নাৎসিদের তহবিলের উৎস ছিল অ্যালকেমিক্যাল সোনা।'

'না, বেন। বলতে চাইছি না, বলছি।' সোনার বারের ওপর হাত রাখলেন উসবার্তি। 'বিশ্বযুদ্ধের শেষে এমন লাখ লাখ সোনার বার উদ্ধার করে মিত্রশক্তি, এবং আরও বহু বার হারিয়ে যায়। ইতিহাস বইতে যেমন আছে, কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী ইহুদিদের সম্পদ থেকে আসেনি সেগুলো। এমনকি ষাট লাখ ইহুদি বন্দীর পক্ষেও এই বিপুল সোনা সরবরাহ করা সম্ভব ছিল না। পুরো গল্পটাই মিত্রশক্তির সরকারগুলোর বানানো, কারণ তারা হিটলারের অ্যালকেমি ব্যবহার করে সোনা প্রস্তুত করার ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিতে চেয়েছিল। ভয় পেয়েছিল সে সত্যিটা বেরিয়ে পড়লে পুরো বিশ্বের অর্থনীতি নষ্ট হয়ে যাবে।

হেসে উঠল বেন। 'নানা রকম পাগলাটে ষড়যন্ত্রের গল্প শুনেছি আমি, তবে স্বীকার করতেই হচ্ছে যে আপনার গল্পটার জবাব নেই।'

'যত ইচ্ছে হাসো, বেন। সেই দিন আর বেশি দূরে নেই যেদিন আমরাও অ্যালকেমি দিয়ে সোনা বানাতে পারব। অফুরন্ত সম্পদ, ভেবে দেখো।'

'আপনাদের এত সব কাজকর্মের পয়সা আসছে কোথা থেকে? প্রচুর খরচ হচ্ছে নিশ্চয়ই?'

BanglaBook.org

'আমাদের পেছনে কারা টাকা ঢালছে শুনলে অবাক হয়ে যাবে,' জবাব দিলেন উসবার্তি। 'সারা পৃথিবীর সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে তারা। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী কয়েকজন কর্পোরেট ব্যক্তিত্বও আছে তাদের মাঝে। কিন্তু আমার পরিকল্পনায় এর পরেও প্রচুর অর্থের দরকার।'

'ঠিক যেমন হিটলারের দরকার হয়েছিল।'

কাঁধ ঝাঁকালেন উসবার্তি। 'হিটলারের কাছে তার নিজের নীলনকশা ছিল। আমার কাছে আছে আমার নকশা।'

মিনিটখানেক চুপ করে বসে রইল বেন, উসবার্তির কথাগুলো নিয়ে চিন্তা করল।

'তাহলে এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে কেন আমি ফুলকানেলির পাণ্ডুলিপির জন্য পাগল হয়ে আছি,' জানালার সামনে পায়চারি করতে করতে বলে চললেন আর্চবিশপ। 'নাৎসিদের সোনা তৈরির কারখানা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে কিছু বিশেষ তথ্য হারিয়ে ফেলেছি আমরা। আমার বিশ্বাস, পাণ্ডুলিপিতে সেই তথ্যগুলো পাওয়া যাবে। আর এটাই কিন্তু ফুলকানেলির একমাত্র গোপন তথ্য নয়।' থেমে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেনের দিকে তাকালেন তিনি, তারপর আবার বলতে শুরু করলেন। 'বুড়ো গাধাটা যখন দেখল যে তার সোনা তৈরির গোপন ফর্মুলা হেস আর তার দলের লোকদের হাতে পড়েছে, তখন সে ভয় পেয়ে গেল। উধাও হয়ে গেল সাথে সাথে। সাথে করে নিয়ে গেল দ্বিতীয় তথ্যটা, যেটা কখনও নিজের শিষ্য দাকিনকে জানায়নি সে। তবে তার পাণ্ডুলিপিতে সেটা পাওয়া যাবে বলেই আমি বিশ্বাস করি।'

'বলে যান।'

'বুঝতেই পারছ, বেন, গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনিকে গড়ে তুলতে আমার সবচেয়ে বেশি যে জিনিস দরকার তা হলো সম্পদ এবং সময়। আমার বয়স ঊনষাট বছর। চিরকাল বাঁচতে পারব না আমি। আমার কঠোর পরিশ্রমে গড়ে তোলা এত সব কিছু অন্য কারও হাতে এসে নষ্ট হয়ে যাক তা আমি চাই না। কমপক্ষে আরও পঞ্চাশ বছর বা আরও বেশি সময় বেঁচে থাকতে হবে আমাকে, যাতে আমার সব উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে।'

নিজের গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরল বেন, আরেকবার তাতে ব্র্যান্ডি ভরে দিলেন উসবার্তি। 'তার মানে আপনি এলিক্সির অফ লাইফ খুঁজছেন? যাকে বলে অমৃত?'

মাথা ঝাঁকালেন উসবার্তি। 'কারণ আমি নিজে ওটা ব্যবহার করতে চাই, একই সাথে সুরক্ষিত রাখতে চাই। আমার গুপ্তচররা যখন জানাল যে ড. রাইডার ওটা আবিষ্কারের কাছাকাছি চলে এসেছে, তখনই আমি সিদ্ধান্ত নেই তাকে সরিয়ে দেয়ার।'

'একটু বেশি বেশি হয়ে গেল না? সে তো তখনও সব প্রশ্নের জবাব পায়নি। সবে শুরু করেছিল গবেষণা।'

BanglaBook.org

'তা ঠিক। কিন্তু সবার কাছে ওটার ব্যাপারে বলে বেড়াচ্ছিল সে।'

'ওকেও তো আপনার জন্য কাজ করার প্রস্তাব দিতে পারতেন?'

আবার সেই ঠাণ্ডা হাসিটা ফিরে এল উসবার্তির মুখে। 'আমার সব বিজ্ঞানীই গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনির সদস্য। আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের ওপর সবার অবিচল আস্থা আছে। অন্য দিকে ড. রাইডার সম্পূর্ণ একাকী চলতে পছন্দ করে, তার ব্যবহারেই সেটা পরিষ্কার। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, এবং নিজের সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা। সে যেমন নিজের আবিষ্কারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তেমনি চায় অন্যান্য বিজ্ঞানীর ভুল প্রমাণিত করতে। সে কখনই আমার জন্য কাজ করতে রাজি হত না।'

'তাহলে এখন তাকে বাঁচিয়ে রাখছেন কেন?'

'এই মুহূর্তে বেঁচে আছে সে,' বললেন উসবার্তি। 'কিন্তু ভবিষ্যতে বেঁচে থাকবে কি-না সেটা একান্তই তোমার ওপর নির্ভর করছে, বেন।'

'আমার উপরে?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন উসবার্তি। 'এর আগেও তো বলেছি যে আমি চাই তুমি আমার হয়ে কাজ করো। কথাটা কী ভেবে দেখেছ তুমি?'

'কি কাজ করতে হবে আমাকে?'

'আমি একটা সেনাবাহিনী গড়ে তুলছি। আর তাতে তোমার মতো যোদ্ধাদের দরকার। বিভিন্ন জায়গা থেকে তোমার দক্ষতা আর অতীত ইতিহাসের কথা জেনেছি আমি।' একটু থামলেন উসবার্তি। 'আমি চাই তুমি গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনির মিলিটারি কমান্ডারের দায়িত্ব নাও।'

হা হা করে হেসে উঠল বেন।

'যা চাও সব পাবে তুমি–সম্পদ, ক্ষমতা, মেয়েমানুষ, আরাম আয়েশ–সব,' বললেন উসবার্তি।

'আমি তো ভেবেছিলাম যারা একাকী থাকতে পছন্দ করে তাদের আপনি চাকরিতে নেন না।'

'তোমার মতো বিরল যোগ্যতার অধিকারী কাউকে পেলে আমার নিয়ম কিছুটা শিথিল হতেই পারে।'

'সম্মানিত বোধ করছি। কিন্তু আমি যদি আপনার প্রস্তাবে রাজি না হই?'

কাঁধ ঝাঁকালেন উসবার্তি। 'রবার্টা রাইডার মারা যাবে। এবং স্বাভাবিক ভাবেই, তুমিও।'

'তাহলে তো বেশ লোভনীয় প্রস্তাব, বলতেই হবে,' হেসে বলল বেন। 'তবে আরেকটা কথা বলুন তো। একজন ক্যাথলিক আর্চবিশপের কেন ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীর দরকার হচ্ছে? স্বাভাবিক রাস্তায় এগোচ্ছেন না কেন আপনি? আপনার যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তাতে একদিন অনায়াসে পোপ হতে

BanglaBook.org

পারবেন আপনি। তখন অসীম ক্ষমতা থাকবে আপনার হাতে, যেখানে খুশি পরিবর্তন আনতে পারবেন।'

এবার উসবার্তির অট্টহাসি হাসার পালা। 'পরিবর্তন?' থোক করে এক দলা থুতু ফেললেন তিনি। 'তোমার কী মনে হয়, চার্চের প্রতি কোনো আগ্রহ আছে আমার? পোপ জিনিসটা কী? জনগণকে খুশি রাখার জন্য একটা পুতুল। তোমার বৃটেনের রানীর মতো প্রাচীন একটা ঐতিহ্য, আর কিছু নয়। না, ওই আসন আমার দরকার নেই। তার চাইতে অনেক বেশি ক্ষমতা চাই আমার।'

'তাহলে এসব ঈশ্বরের নামে কেন করছেন? আপনার সংগঠনকে আর যাই হোক, ধার্মিক বলে মনে হচ্ছে না আমার। গুপ্তচরগিরি, মগজধোলাই, খুনখারাবি, কিডন্যাপ–এগুলো তো ধর্মে বলা নেই কোথাও।'

দারুণ মজা পেয়েছেন, এমন ভাবে হেসে ফেললেন উসবার্তি। 'চার্চের ইতিহাস সম্পর্কে তোমার বোধহয় খুব একটা জানা নেই, বেন। যে কাজগুলোর কথা তুমি বললে, সেগুলো চার্চ সব সময়ই করে এসেছে। সত্যি কথা বলতে, ওরা কাজগুলো থামিয়ে দেয়ার পরেই শুরু হয়েছে যত ঝামেলা। রোমে যে বুড়ো অথর্ব লোকগুলো বসে আছে, ওরা কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। পশ্চিম পৃথিবীতে ভেঙে পড়ছে ধর্মবিশ্বাস। মানবতাকে ত্যাগ করা হয়েছে। ওরা এখন সেনাপতিবিহীন সেনাবাহিনীর মতো, এতিম শিশুর মতো।'

'তাই আপনি তাদের মা হওয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তাই তো?'

বেনের দিকে তাকিয়ে রইলেন উসবার্তি। 'ওদের একজন শক্তিশালী নেতা দরকার, দিকনির্দেশনা দেয়ার মতো একটা হাত দরকার। তা ছাড়া আর কি আছে ওদের কাছে? বিজ্ঞান? নোংরা, দুর্নীতিগ্রস্ত এক অধ্যায়ের নাম। কেবল লাভ ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। মানুষকে ক্লোন করছে, এই পৃথিবীকে ধ্বংস করে এখন দ্বিতীয় কোনো গ্রহে আশ্রয় নেয়ার পায়তারা কষছে। প্রযুক্তি? সে তো ওদের হাতের খেলনা, সব ভুলিয়ে রাখার জন্য তৈরি। কম্পিউটার গেমস। টেলিভিশন, যার সাহায্যে মিডিয়া ওদের চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই মুহূর্তে একজন নেতা দরকার ওদের। আর আমিই সেই নেতা। আমার ওপরেই বিশ্বাস রাখবে ওরা, আমার জন্যই লড়াই করবে।'

'লড়াই? কার বিরুদ্ধে?' কুঁচকে উঠল বেনের ভ্রু।

'অস্থির সময়ে বাস করছি আমরা,' জবাব দিলেন উসবার্তি। 'খ্রিস্টানদের বিশ্বাস যেমন দিনে দিনে ভেঙে পড়ছে, তেমনি উত্থান ঘটছে এক নতুন ক্ষমতার। মধ্যপ্রাচ্যের অন্ধকার শক্তি।' দড়াম করে টেবিলের ওপর একটা ঘুষি মারলেন আর্চবিশপ। চোখে আগুন জ্বলছে তার। 'অনেক শতাব্দী আগে যে শত্রুকে চার্চ ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে এসেছিল তারা আবার শক্তিশালী হচ্ছে।

BanglaBook.org

এখন আমরা দুর্বল, তারা শক্তিশালী। ওদের আছে বিশ্বাস, আমাদের আছে শুধু ভয়। এবার ওরাই জিতবে। ইতোমধ্যেই সেটা ঘটতে শুরু করেছে। পশ্চিমা বিশ্ব জানেও না কিসের বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছে তারা। কেন? কারণ আমরা ভুলে গেছি যে কোনো কিছুতে বিশ্বাস না রাখলে কি ঘটতে পারে। আর কেবল গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনির পক্ষেই পশ্চিমা বিশ্বকে পচন ধরে নষ্ট হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব।'

'আপনার ধারণা যে ঈশ্বরের তলোয়ারের মতো একটা ফালতু মৌলবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন পুরো পৃথিবীকে বদলে দিতে পারে?'

জ্বলে উঠল উসবার্তির চোখ। 'তুমি যাকে ফালতু সংগঠন বলছ, তা অত্যন্ত দ্রুত বেড়ে উঠছে। ফ্রান্সে স্রেফ কয়েকজন এজেন্টের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনির কার্যক্রম। তুমি আমাদের শক্তির যে নমুনা দেখেছ তা সমুদ্র থেকে নেয়া এক ফোঁটা পানির মতো। বর্তমানে এক আন্তর্জাতিক সংগঠনে পরিণত হয়েছি আমরা। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার সব জায়গায় আমাদের এজেন্ট রয়েছে। সেনাবাহিনী আর রাজনৈতিক দলগুলোর সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ে আমাদের বন্ধু আছে। বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনৈতিক শক্তি, চীনে প্রতি বছর বিশ লাখ নতুন রিক্রুট যোগ দিচ্ছে এই মৌলবাদী খ্রিস্টান আন্দোলনে। কি ঘটছে সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই, মি. হোপ। কয়েক বছরের মাঝেই আমাদের সেনাবাহিনী এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, যার সামনে হিটলারের থার্ড রাইখকে মনে হবে স্রেফ বয় স্কাউটের দল।'

'আর তারপর? ইসলামি দেশগুলোর ওপর হামলা চালাবে আপনার সেনাবাহিনী?'

হাসলেন উসবার্তি। 'আমরা যদি আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স এবং মিলিটারিতে আমাদের এজেন্ট এবং বৈদেশিক নীতি প্রণয়নকারীদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে না পারি তবে সেটাই করব। ঠিক যেভাবে এক সময় সালাদিন এবং অন্যান্য মুসলিম নেতাদের গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য চার্চ তার সেনাবাহিনী পাঠিয়েছিল, সেভাবেই নতুন এক ধর্মযুদ্ধের সূচনা করব আমরা।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল বেন। 'আমার যেটা মনে হচ্ছে,' ধীরে ধীরে বলল ও। 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার পরিকল্পনা করছেন আপনি। খ্রিস্টান এবং মুসলিম পৃথিবীর মিলিত শক্তির মাঝে জিহাদ ঘোষণা করার অর্থই হবে সবার জন্য ধ্বংস ডেকে আনা।'

হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করলেন ইটালিয়ান আর্চবিশপ। 'এটা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তাহলে রক্ত ঝরবে। *নেকা ইওস ওমনেস। ডিউস সুওস অ্যাগনোসেট।*'

BanglaBook.org

'সবাইকে মেরে ফেলা হোক। ঈশ্বর তার পক্ষে যারা আছে তাদের চিনে নেবেন,' অনুবাদ করল বেন। 'সত্যিকারের খুনে স্বৈরাচারের মতো কথা বলেছেন, আর্চবিশপ।'

'যথেষ্ট কথা হয়েছে,' হিসিয়ে উঠলেন উসবার্তি। 'পাণ্ডুলিপিটা দাও।'

'আমার কাছে নেই ওটা,' শান্ত গলায় জবাব দিল বেন। 'আপনি কি ভেবেছিলেন, ওটা এখানে নিয়ে আসব আমি? আপনার মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি আরেকটু বেশি হবে বলেই আশা করেছিলাম, উসবার্তি।'

রাগে লাল হয়ে উঠল উসবার্তির মুখ। 'কোথায় ওটা?' প্রশ্ন করলেন তিনি। 'আমার সাথে চালাকি করলে তার ফল ভাল হবে না, সাবধান করে দিচ্ছি।'

ঘড়ি দেখল বেন। 'এই মুহূর্তে ওটা রয়েছে আমার এক বন্ধুর হাতে। তাকে বলেছি, দেড়টার দিকে তাকে ফোন করব। যদি আমার কাছ থেকে কোন ফোন না পায়, তাহলে ধরে নেবে যে আমি কোনো বিপদে পড়েছি। সে ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপিটা পুড়িয়ে ফেলবে সে।'

ডেস্কে রাখা ঘড়ির দিকে তাকালেন উসবার্তি।

'সময় ফুরিয়ে আসছে, আর্চবিশপ। পাণ্ডুলিপিটা যদি পুড়ে যায়, তাহলে সব হারাবেন আপনি।'

'আর তুমি হারাবে তোমার জীবন।'

'তা ঠিক। কিন্তু আপনার অমরত্বের চাইতে আমার মৃত্যুর দাম নিশ্চয়ই বেশি নয়?'

ডেস্কে রাখা ফোনটা তুলে নিলেন উসবার্তি। বেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ফোন করো। না হলে মরার আগে রাইডারের চিৎকার শুনে মরতে হবে তোমাকে। ইনকুইজিটর এমন একজন লোক যে খুব ভাল করেই জানে যে মানুষের কষ্টকে দীর্ঘায়িত করতে হয়।'

সেটা অবশ্য বেনও করতে পারে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত অপেক্ষা করল ও, বুঝতে পারছে যে উসবার্তি চরম উদ্বেগে ভুগছেন।

'দ্রুত!' ফোনটা বাড়িয়ে ধরে রেখেছেন তিনি, কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে মুখ।

এক সময় কাঁধ ঝাঁকাল বেন। ফোনটা তুলে নিল ও। 'ঠিক আছে। ফোন করার সাথে সাথে আপনার প্রস্তাবে আমার জবাবও পেয়ে যাবেন আপনি।'

ফোনে ছোট ছোট রুপালি বোতামগুলো চেপে একটা নাম্বার ডায়াল করল ও। নাম্বারটা স্ক্রিনে ফুটে উঠল। ফোন জানতে চাইল, ডায়াল?

শেষ বোতামটার ওপর কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল বেনের আঙুল। বিভ্রান্ত হয়ে উঠল উসবার্তির চেহারা। বেন দেরি করছে কেন বুঝতে পারছেন না তিনি।

'এই যে আমার জবাব,' বলল বেন।

আচমকা তীব্র আতঙ্ক ফুটে উঠল উসবার্তির চোখে। বুঝতে পারছেন, কোথাও খুব বড় কোনো গড়বড় হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

## পঞ্চান্ন.

উসবার্তির চোখে চোখ রেখেই বোতামে চাপ দিল বেন। স্পিড ডায়ালের বিপ বিপ শব্দ শোনা গেল সাথে সাথে।

ফোনের সিগন্যালে সাড়া দিল গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনি বিল্ডিঙের বিভিন্ন জায়গায় বসানো ছয়টা রিমোট রিসিভার। ছয়টা ইলেকট্রিক্যাল ডেটোনেটরের সাথে সংযোগ দেয়া আছে তাদের, যেগুলো এবার তাদের সাথে লাগানো ছয়টা হাতের মুঠো সাইজের পিবিএক্স প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভে বিস্ফোরণ ঘটাল।

আধ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মাঝে মিলিত বিস্ফোরণগুলোর কারণে কেঁপে উঠল পুরো ভবন। দেয়াল চৌচির হয়ে গেল বিভিন্ন জায়গায়, ফেটে ছড়িয়ে গেল চারদিকে। ভূগর্ভস্থ পার্কিং লটে আগুন লেগে গেল, প্রতিটা গাড়ি বিস্ফোরিত হলো একের পর এক। আগুনের বিশাল এক গোলা উদয় হলো রিসেপশন হলে, জ্বলন্ত তরলের চেহারা নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকা করিডোরগুলোতে। জ্বলন্ত দেহ নিয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল লোকজন। দ্বিতীয় তলার প্রতিটি জানালা তীক্ষ্ণ শব্দে ফেটে চুরমার হয়ে গেল, বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গেল ল্যাবরেটরি। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আর কম্পিউটারগুলো পরিণত হলো ধ্বংসস্তূপে।

নিজের অফিসে ভয়াবহ আতঙ্ক নিয়ে উসবার্তি অনুভব করলেন, বিস্ফোরণের সাথে দুলে উঠেছে তার পায়ের নিচের মেঝে। শকওয়েভের ফলে কামরা থেকে সব বাতাস বের হয়ে গেল। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে আর্চবিশপের দিকে ছুটে গেল বেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে ধোঁয়ায় ভরা করিডোর থেকে কামরার ভেতরে ঢুকে পড়ল গার্ডরা, সবার হাতে মেশিন পিস্তল। একটা স্টিলের চেয়ার তুলে নিয়ে সবচেয়ে কাছের গার্ডের কপালে চেয়ারের পায়া ঢুকিয়ে দিল বেন, মেঝেতে পড়ে গেল তার হাতের স্করপিয়ন মেশিন পিস্তল। দ্বিতীয় গার্ডের এক পশলা গুলিতে চুরমার হয়ে গেল উসবার্তির ডেস্কের উপরের কাঁচ। ডাইভ দিল বেন, পড়ে যাওয়া পিস্তলের উদ্দেশ্যে এক হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। পরমুহূর্তেই গুলি ছুড়ল ও, দেয়াল এবং গার্ডের শরীরে নয় মিলিমিটার ব্যাসের অনেক গর্ত তৈরি হলো। ব্যথায় বিকৃত মুখ নিয়ে পড়ে গেল লোকটা।

উধাও হয়ে গেছেন উসবার্তি। পর্দার ওপাশে একটা কাঁচের দরজা এখনও সম্পূর্ণ বন্ধ হতে পারেনি। ওপাশে ফায়ার এস্কেপ, ভারি পদক্ষেপের শব্দ শোনা গেল।

BanglaBook.org

সরে পড়ল বেন। সবার আগে রবার্টাকে বাঁচাতে হবে। দৌড়ে করিডোরে বেরিয়ে এল ও, লিফটের দিকে এগোল। একই সাথে ফোনে দ্বিতীয় একটা নাম্বারে ডায়াল করেছে। লিফট নিচে নামতে শুরু করার সাথে সাথে লাফ দিয়ে লিফটের ছাদে আটকানো হ্যাচ ধরে ঝুলে পড়ল ও। এক মুহূর্ত রইল ওভাবেই, তারপর কাভারটা খুলে ফেলল। সেই ছোট কিট-ব্যাগটা এখনও আগের জায়গাতেই আছে। ব্যাগটা নিয়ে মেঝেতে পড়ল ও। খুলে গেল লিফটের দরজা। বাইরে বেরিয়ে এসেই ফোনের কল বাটনে চাপ দিল। বিল্ডিঙের অপর প্রান্তে পিবিএক্সের অপক্ষাকৃত ছোট আকারের একটা টুকরো বিস্ফোরিত হলো, নষ্ট হয়ে গেল বিদ্যুতের মেইন ফিউজ। পুরো বিল্ডিং অন্ধকারে ডুবে গেল।

ব্যাগ থেকে ব্রাউনিং বের করে কক করল বেন, তারপর ব্যারেলের নিচে লাগানো টর্চটা চালু করল। সেলারের দিকে এগোচ্ছে, লাইটের আলোয় দেখে নিচ্ছে সামনের অন্ধকার করিডোর।

বেন যেভাবে পরিকল্পনা করেছিল ঠিক সেভাবেই ঘটেছে সব কিছু। মিলিত বিস্ফোরণ থেমে গেছে সেকেন্ডের মাঝেই। তারপর হঠাৎ অপেক্ষাকৃত ছোট একটা বিস্ফোরণের শব্দ, এবং পুরো বিল্ডিং অন্ধকার হয়ে গেল সাথে সাথে। রইল কেবল বিভিন্ন জায়গায় জ্বলতে থাকা আগুনের শিখার কমলা আলো।

সাইমনের সংকেত পেয়ে এবার জঙ্গলের মাঝ থেকে বেরিয়ে এল পুলিশ ট্যাকটিক্যাল ইউনিটের সদস্যরা, ঝড়ের বেগে ভবনে প্রবেশ করল তারা। সবার পরনে কালো ভেস্ট, হুড আর গগলস। এদিক ওদিক থেকে কয়েকজন লোক গুলি ছুড়ল তাদের লক্ষ্য করে, কিন্তু পুলিশের অস্ত্রধারীরা অনেক বেশি দক্ষ, দ্রুত এবং নির্ভুল নিশানার অধিকারী। বাধ্য না হলে কাউকেই গুলি করল না তারা। যারা পালানোর চেষ্টা করল বা আত্মসমর্পণ করতে চাইল তাদের সবাইকে মেঝেতে ফেলে হাত আর পা একসাথে বাঁধা হলো, তারপর মাথার পেছনে তাক করা হলো এমপি-ফাইভ মেশিন কারবাইন। ল্যাবরেটরির মাঝে বিভ্রান্ত, ধোঁয়ায় কালো হয়ে যাওয়া চেহারা নিয়ে রক্তমাখা শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কয়েকজন বৈজ্ঞানিক। তাদের সবাইকে বন্দুকের মুখে বাইরে বের করে আনা হলো। পাঁচ মিনিটেরও কম সময়ের মাঝে পুরো জায়গার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল পুলিশ।

উসবার্তির মনে হচ্ছিল তার হৃৎপিণ্ডটা যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে। বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠা বিল্ডিঙের মাঝ দিয়ে ছুটতে ছুটতে চিৎকার, আর্তনাদ আর অস্ত্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। হাঁপাতে হাঁপাতে এক সময় বেরিয়ে এলেন বাইরে, তারপর একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। প্রচণ্ড রাগ, ক্লান্তি আর বিস্ময়ে কাঁপছেন থরথর করে।

BanglaBook.org

তার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরিয়ে নিয়েছে বেন হোপ। লোকটার দক্ষতা সম্পর্কে তার ধারণা ছিল, একই সাথে বিশ্বাস ছিল নিজের বুদ্ধির ওপর। কিন্তু তবুও লোকটাকে ভয়াবহ রকম ছোট করে দেখেছিলেন তিনি, আর তার ফলও পেয়েছেন হাতে হাতে। এখনও তার মাথায় ঢুকছে না যে কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল।

'অ্যাই যে, তুমি,' বলে উঠল একটা কণ্ঠস্বর। 'হাত তুলে মাথার পেছনে রাখো।' মুখ তুলে তাকিয়ে কালো ইউনিফর্ম পরা দুটো লোককে কয়েক মিটার দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন তিনি, তার দিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছে। একটা রেডিওর খসখস আওয়াজ শোনা গেল। ধীরে ধীরে গাছের কাছ থেকে সরে এলেন তিনি, হাতগুলো মাথার পেছনে তুললেন। এভাবে ধরা পড়তে হলো তাকে...

বেল্ট থেকে হ্যান্ডকাফ বের করার জন্য হাত বাড়াল একজন।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই তৃতীয় কেউ একজন দুই অফিসারকে পুতুলের মতো শূন্যে তুলে ফেলল। থ্যাপ করে ভোঁতা একটা শব্দের সাথে বাড়ি খেল দু'জনের মাথা। নিঃশব্দে মাটিতে পড়ে গেল তারা।

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বিশালদেহী লোকটাকে চিনতে পেরে নিঃশব্দ হাসিতে ভরে উঠল উসবার্তির মুখ। 'ফ্র্যাংকো! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

ছুরি বের করল বোজা, তারপর দক্ষ হাতে জবাই করল দুই অফিসারকে। একজনের রেডিও আর এমপি-ফাইভ তুলে নিল। কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে তাকাল একবার, তারপর আর্চবিশপের হাত ধরে জঙ্গলের ভেতর অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

জঙ্গলের মাঝ দিয়ে আধ কিলোমিটারের মতো এগোনোর পর রাস্তার দেখা পাওয়া গেল। রাস্তার পাশে ঘাসে ছাওয়া মাটির ওপর বসে পড়লেন উসবার্তি। দেখলেন, দূরে একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো দেখা যাচ্ছে। এদিকেই আসছে গাড়িটা। উসবার্তির হাত ছেড়ে দিয়ে রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল বোজা। গাড়িটা কাছে আসতে হেডলাইটের আলো গিয়ে পড়ল তার ওপর। আরও কাছাকাছি আসতেই এমপি-ফাইভটা গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন বরাবর তাক করল সে। টায়ারের আর্তনাদ তুলে রাস্তার ওপর থেমে কুণ্ডলী অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা।

দুই তরুণ-তরুণী রয়েছে গাড়ির ভেতর। ড্রাইভারের দরজা খুলে ফেলল বোজা, ছেলেটাকে চুল ধরে টেনে বের করে আনল। জঙ্গলের দিকে ঠেলে দিল তাকে, তারপর ছেলেটা কয়েক পা পিছিয়ে যেতেই শান্ত ভঙ্গিতে এক পশলা বুলেট ঢুকিয়ে দিল তার বুকে। ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল ছেলেটা, আর উঠল না।

BanglaBook.org

গাড়ির ভেতরে মেয়েটা তারস্বরে চিৎকার জুড়েছে। এবার খোলা জানালা দিয়ে তাকে টেনে বের করে আনল বোজা। ঠাণ্ডা চোখে তার চোখের দিকে একবার তাকাল, তারপর এক ঝটকায় ভেঙে ফেলল তার ঘাড়। লাশদুটোকে পাশের একটা ডোবায় টেনে নিয়ে ফেলে দিল সে, তারপর লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দিল ওপরটা।

'ভাল কাজ দেখিয়েছ, ফ্র্যাংকো,' বললেন উসবার্তি। 'এবার আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো।'

তাকে গাড়ির পেছনের সিটে উঠে বসতে সাহায্য করল বোজা, তারপর নিজে ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। এয়ারফিল্ডের দিকে রওনা দিল তারা।

সেদিন সকালে বেন কিট-ব্যাগে শেষ যে জিনিসটা ভরেছিল সেটা হচ্ছে একটা ছোট আর্মার-পিয়ার্সিং বিস্ফোরক চার্জ। সেলারের স্টিলের দরজার সাথে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভের দুই মাথা জোড়া লাগিয়ে দিল ও, তারপর দুটো ইলেকট্রোড ঢুকিয়ে দিয়ে পিছিয়ে এল দ্রুত। নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে ফোনের নির্দিষ্ট বোতামে চাপ দিল। বিস্ফোরণ ঘটল প্রচণ্ড শব্দে, এবং ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে যেতে দেখা গেল দরজার ঠিক মাঝখানে একটা ডিম্বাকৃতি গর্ত তৈরি হয়েছে, যেন বিশাল কোনো দানব এসে এক কামড়ে কেটে নিয়েছে জায়গাটুকু। গর্তের কিনারগুলো লাল হয়ে আছে হালকা। অস্ত্র বাগিয়ে সেলারের ভেতর ঢুকে পড়ল বেন।

চার্জটা যখন ফাটে তখন ভেতরে থাকা একমাত্র গার্ডটা নিশ্চয়ই দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল। এবার তার ওপর আলো ফেলল বেন। দেখা গেল, চিৎ হয়ে পড়ে আছে লোকটা, কান আর নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। স্টিলের একটা লম্বা ত্রিভুজাকৃতির টুকরো তার বুকের মাঝ থেকে প্রায় আট ইঞ্চি বেরিয়ে আছে। তার বেল্ট থেকে চাবির রিংটা বের করল বেন, তারপর খাঁচাগুলোর দিকে দৌড়ে গেল। রবার্টার নাম ধরে ডাক দিল ও।

'বেন!' বিস্ফোরণের শব্দে এখনও রবার্টার কানগুলো ঝিমঝিম করছে, তবুও গলাটা চিনতে পারল সে। পাশের সেলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওখানে একটা ছেলে রয়েছে।' আলো ফেলতেই মার্কের অজ্ঞান শরীরটা দেখতে পেল বেন। দুই খাঁচার দরজাই খুলে ফেলল ও। ওকে জড়িয়ে ধরতে চাইল রবার্টা, কিন্তু সাবধানে সরে গেল ও। মৃদু স্বরে বলল, 'চলো, বের হতে হবে।' ছেলেটাকে নিজের কাঁধে তুলে নিল ও।

দশ মিনিট পর একটা পুলিশ কারের পেছনে মার্ক ডুবয়কে পড়ে থাকতে দেখল কয়েকজন পুলিশ অফিসার। 'এ আবার কোথা থেকে এল?' জিজ্ঞেস করল একজন। 'কে জানে,' জবাব দিল তার সঙ্গী। এই ছেলেটাকেই যে

BanglaBook.org

নিখোঁজ বিজ্ঞপ্তির পোস্টারে দেখা গেছে সেটা বুঝতে একটু সময় লাগল তাদের।

নীরব সন্তুষ্টির সাথে সাইমন দেখল, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বিল্ডিয়ের মাঝ থেকে প্রায় ত্রিশজনের মতো কালিঝুলিমাখা, খক খক করে কাশতে থাকা লোককে বের করে আনল তার সদস্যরা। ছয়টা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এ পর্যন্ত। সেই সাথে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র আর গোলাবারুদের মজুদ পাওয়া গেছে, যা দিয়ে পুরো সংগঠনের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ এবং সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ আনা যায়।

*স্পিড, অ্যাগ্রেশন, সারপ্রাইজ*। কোথায় যেন সাইমন শুনেছিল যে এটা হচ্ছে বৃটিশ আর্মির এক বিশেষ রেজিমেন্টের অলিখিত স্লোগান। হেসে একবার মাথা নাড়ল সে।

BanglaBook.org

## ছাপ্পান্ন.

বেনের সাথে অন্ধকারের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছে রবার্টা, একই সাথে প্রচণ্ড ক্লান্তি আর তীব্র আনন্দ ঘিরে ধরেছে তাকে। তার কোমর জড়িয়ে ধরে অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ করে এগিয়ে চলেছে বেন। পুলিশের বেষ্টনীর বাইরে, জঙ্গলের মাঝে এক জায়গায় নিজের ভাড়া করা গাড়িটা লুকিয়ে রেখেছে ও। নানা রকম প্রশ্ন ছুড়ছে রবার্টা, কিন্তু কোনোটারই জবাব বের হচ্ছে না ওর মুখ থেকে।

গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল ওরা। পেছনে পাতার মরমর শব্দ শুনে চমকে ঘুরে তাকাল বেন। কিন্তু শব্দটা করেছে একটা প্যাঁচা, আর কিছু নয়।

প্রধান রাস্তায় না উঠে অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত রাস্তাতেই কিছুক্ষণ গাড়ি চালাল বেন। কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল দু'জন। চোখ বন্ধ করল রবার্টা। ইতোমধ্যেই বন্দী হয়ে থাকার সময়টা ঝাপসা কোনো স্মৃতি বলে মনে হতে শুরু করেছে তার কাছে।

দুই কিলোমিটারের মতো গ্রামের উঁচুনিচু রাস্তা দিয়ে চলার পর অবশেষে একটা মসৃণ রাস্তায় উঠে এল ওরা।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' প্রশ্ন করল রবার্টা।

'আমার ভাড়া করা একটা জায়গা আছে।'

কয়েকটা ছোট ছোট গ্রাম পার হয়ে এল ওরা। বিশ মিনিট পর এক সারি গাছের পেছনে লুকিয়ে থাকা ছোট একটা কটেজের সামনে থামল গাড়ি। রবার্টাকে নিয়ে সরু পথটা ধরে এগিয়ে গেল বেন, তারপর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালাল। কটেজটা একেবারেই ছোট, সাদাসিধে। কিন্তু নিরাপদ।

একটা পুরনো আর্মচেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল রবার্টা, তারপর চোখ বন্ধ করল। এগিয়ে এসে এক গ্লাস রেড ওয়াইন ধরিয়ে দিল বেন। দ্রুত সেটা গিলে ফেলল রবার্টা, এবং প্রায় সাথে সাথেই চাঙা বোধ করল। দেখল, ঘরের কোণ থেকে জ্বালানি কাঠ আর ডালপালা তুলে আনল বেন, সেগুলো দিয়ে ফায়ারপ্লেসে একটা আগুন জ্বালাল। কিন্তু খুব বেশি চুপচাপ হয়ে আছে যেন সে, কোনো কথা বলছে না।

'তুমি ঠিক আছ, বেন? কি হয়েছে তোমার?'

কিছু বলল না বেন, শুধু রবার্টার দিকে পেছন ফিরে বসে রইল আগুনের সামনে। একটা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ভালভাবে জ্বালাচ্ছে আগুনটা।

BanglaBook.org

'কথা বলছ না কেন আমার সাথে?'

লাঠিটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল বেন, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে রবার্টার মুখোমুখি হলো। 'ভেবেছিলে টা কী তুমি?' প্রায় গর্জে উঠল ও।

'কি বলতে চাইছ?'

'তোমার কোনো ধারণা আছে যে আমি কতটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম? ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ। কি দুর্বুদ্ধি চেপেছিল তোমার মাথায় যে ওভাবে উধাও হয়ে গিয়েছিলে?'

'আমি–'

'এত সব বোকামির মাঝে...'

উঠে দাঁড়াল রবার্টা। ঠোঁট কাঁপছে তার, পাগুলো দুর্বল বোধ হচ্ছে।

ওর চেহারা দেখে বোধহয় বেনের মায়া হলো। 'দেখো, কেঁদো না। আমি দুঃখিত–'

কথাটা শেষ করার আগেই রবার্টার মুঠো পাকানো হাত এসে লাগল ওর চোয়ালে। টলে উঠে দুই পা পিছিয়ে গেল ও।

'আর কখনও এভাবে কথা বলবে না আমার সাথে, বেন হোপ!'

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল দু'জন। চোয়াল ডলতে লাগল বেন। তারপর হঠাৎ ওকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরল রবার্টা, ওর কাঁধে মুখ লুকাল। অনুভব করল, শক্ত হয়ে উঠেছে বেনের শরীর। আবার সরে গেল সে, অনিশ্চিত চোখে তাকিয়ে রইল বেনের দিকে। চোখে পানি জমেছে তার।

কিন্তু তারপরেই আড়ষ্ট ভাবটা দূর হয়ে গেল বেনের মাঝ থেকে, তার বদলে আরও শক্তিশালী কিছু একটা জেগে উঠল। এখনই, এই মুহূর্তে সেই উষ্ণতাটুকু চায় ও, যেটা থেকে এত দিন নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। সাঁতারু যেভাবে সাগরে ঝাঁপ দেয় সেভাবে হারিয়ে যেতে চায়, আর কখনও ফিরে আসতে চায় না। রবার্টার ভেজা, অনিশ্চিত চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে বেন বুঝতে পারল, এই মেয়েটাকে প্রচণ্ড ভালবেসে ফেলেছে ও।

এগিয়ে গিয়ে রবার্টার দুই হাত চেপে ধরল বেন, নিজের দিকে টেনে আনল। একে অপরকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল দু'জন। ফোঁপাচ্ছে, পরস্পরের পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আদর করছে একজন আরেকজনকে।

'এত ভয় পেয়েছিলাম আমি,' ফিসফিস করে বলল বেন। 'ভেবেছিলাম তোমাকে হারিয়ে ফেলেছি।' নিজের হাত দিয়ে রবার্টার মুখ থেকে পানি মুছিয়ে দিল ও, দেখল হাসি ফুটেছে তার মুখে। দুই জোড়া ঠোঁট মিলিত হলো, দীর্ঘ সময় নিয়ে রবার্টাকে চুমো খেল বেন। জীবনে প্রথমবারের মতো এত তীব্র আবেগ নিয়ে কারও ঠোঁটে ঠোঁট রাখল ও।

BanglaBook.org

পরদিন সকালে দূরে একটা মোরগের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল রবার্টার। চোখগুলো খুলে গেল, কয়েক মুহূর্ত পর মনে পড়ল কোথায় আছে ও। বেডরুমের জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে। গত রাতের কথা মনে পড়তে ছোট্ট এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে। ব্যাপারটা তাহলে স্বপ্ন ছিল না। বেনকে যখন সে নিজের ভালবাসার কথা জানাল, বেন বলেছিল যে রবার্টাকেও একই রকম ভালবাসে ও। রবার্টার প্রতি অদ্ভুত কোমল ছিল বেনের আচরণ, ভালবাসার তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে যেন সম্পূর্ণ নতুন একটা দিক উন্মোচিত হয়েছিল ওর মাঝে।

চিৎ হয়ে শুলো রবার্টা, চাদরের নিচে আড়মোড়া ভাঙল। চোখের ওপর এসে পড়া এলোমেলো চুল সরিয়ে বেনকে স্পর্শ করার জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। শূন্য একটা বালিশে ঠেকল হাতটা। নিশ্চয়ই নিচে নেমেছে বেন, ভাবল রবার্টা।

কিছুক্ষণ ঘুম আর জাগরণের মাঝে আরামদায়ক আলস্য উপভোগ করল রবার্টা। কিডন্যাপ এবং বন্দী হওয়ার সেই স্মৃতি যেন এক রাতের মাঝেই বহু দূরে কোথাও হারিয়ে গেছে, যেন অন্য কোনো জীবনের স্মৃতি, অথবা বহু দিন আগে দেখা কোনো দুঃস্বপ্ন। সাগরের পাশে, আয়ারল্যান্ডে বাস করতে কেমন লাগবে কল্পনা করার চেষ্টা করল রবার্টা। আগে কখনও সমুদ্রের কাছে থাকেনি সে...

ধীরে ধীরে ঘুমের চিহ্ন মিলিয়ে গেল রবার্টার চোখ থেকে। এত দেরি করছে কেন বেন, ভাবল সে। কফির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না বাতাসে, আবার বাইরের গাছে বসে থাকা পাখির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দও নেই। বিছানা থেকে নেমে পড়ল সে, তারপর নগ্ন অবস্থাতেই হেঁটে গিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় গত রাতে অযত্নে ফেলে রাখা কাপড়গুলো তুলে নিল। কাপড়গুলোর সাথে ভিড় করে এল আরও অনেক স্মৃতি, আবার হাসি ফুটল তার ঠোঁটে।

না, নাস্তা বানানো অবস্থায় দেখা গেল না বেনকে। ছোট্ট কটেজটায় খুঁজে দেখল রবার্টা, বেনের নাম ধরে ডাকল। কোথায় গেল ও?

শেষ পর্যন্ত যখন রবার্টা দেখল যে বেনের গাড়ি আর সব জিনিসপত্র উধাও হয়েছে, তখনই কেবল দুঃশ্চিন্তা করতে শুরু করল সে। কিচেনের টেবিলে একটা নোট পাওয়া গেল। সেটা খোলার আগেই ভেতরে কি লেখা আছে বুঝে ফেলল রবার্টা।

অশ্রু জমল তার চোখে, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে শুরু করল ফোঁটায় ফোঁটায়। কিচেন টেবিলের সামনে বসে পড়ল সে, তারপর মাথাটা দুই হাতের ওপর রেখে কাঁদল অনেকক্ষণ ধরে।

BanglaBook.org

## সাতান্ন.

### পালাভা-লে-ফ্লোতস, দক্ষিণ ফ্রান্স। তিন দিন পর

শরৎ আসি আসি করছে। সাগরপারের রিসোর্টগুলোর ব্যস্ত মৌসুম প্রায় শেষ, এখন এখানে ট্যুরিস্ট বলতে আছে কেবল কিছু বৃটিশ আর জার্মান। সৈকতে বসে দূরে নীল দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ছিল বেন। রবার্টার কথা ভাবছে ও। এতক্ষণে নিশ্চয়ই নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে গেছে সে।

সেই রাতের পর ভোরেই বের হয়ে পড়েছিল বেন। ঘটনাটা ঘটতে দেয়া উচিত হয়নি, ভাবল ও। রবার্টার ওপর অবিচার করা হয়েছে এতে। রবার্টার প্রতি নিজের অনুভূতি স্বীকার করে ফেলেছে ও, এখন সেটা ভাবতেই প্রচণ্ড খারাপ লাগল। ভালবাসার কথা বলেছে মেয়েটাকে, অথচ সেই সময়েই মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে যে রবার্টা ঘুমিয়ে পড়লেই পালিয়ে যাবে।

ভোরে কিচেন টেবিলে বসে চিঠি লিখেছে ও। একেবারেই সংক্ষিপ্ত চিঠি অবশ্য। আরও কিছু লিখতে চেয়েছিল ও, কিন্তু তাতে কেবল রবার্টা এবং ওর নিজের–দু'জনের কষ্টই বাড়ত। চিঠির পাশে বেশ কিছু টাকা রেখে এসেছে, যেটা দিয়ে নিরাপদে দ্রুত আমেরিকায়, নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে পারবে রবার্টা। তারপর নিজের সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে বের হয়ে গেছে দরজা দিয়ে।

কিন্তু এভাবে পালিয়ে আসতে পারছিল না বেন। দরজার কাছে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়েছে, কারণ রবার্টাকে শেষবারের মতো একবার দেখতে চেয়েছে ওর মন। সিঁড়ি বেয়ে পা টিপে টিপে উঠে গেছে আবার, সাবধান থেকেছে যেন রবার্টার ঘুম না ভাঙে। দুই-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছে ওর শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকা। চাদরের নিচে নিঃশ্বাসের তালে তালে মৃদু ওঠানামা করছে শরীরটা, চুলগুলো ছড়িয়ে আছে বালিশের ওপর। খুব সাবধানে চোখের ওপর থেকে এক গুচ্ছ চুল সরিয়ে দিয়েছে ও। শিশুর মতো আরামে ঘুমাচ্ছে রবার্টা, দেখে নিজের অজান্তেই হাসি ফুটেছে বেনের ঠোঁটে। মেয়েটাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরতে প্রচণ্ড ইচ্ছে করেছে ওর, চুমো দিতে চেয়েছে, নাস্তা বানিয়ে এনে খাওয়াতে মন চেয়েছে। একই সাথে জীবন কাটাতে পারলে, সুখে থাকতে পারলে ভালই হতো।

BanglaBook.org

কিন্তু সেটা কখনই সম্ভব নয়। যেন একটা স্বপ্নের মতো, যা সব সময় ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায়। বেনের গন্তব্য অন্য এক পথে। লুক সাইমনের কথাগুলো মনে পড়ল ওর। *আমরা আসলে নিঃসঙ্গ নেকড়ের মতো। ওদের ভালবাসতে চাই, কিন্তু বদলে শুধু কষ্টই দিই।*

শেষবারের মতো একটা চুমো ছুঁড়ে দিয়েছিল বেন, তারপর প্রচণ্ড ইচ্ছেশক্তি খাটিয়ে বের হয়ে এসেছিল কটেজ থেকে।

এখন আবার নিজের কাজে মন দিতে হবে ওর। ফেয়ারফ্যাক্স অপেক্ষা করছেন ওর জন্য। রুথ অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

সৈকতের ধারে অবস্থিত বোর্ডিং-হাউসটায় ফিরে এল বেন। নিজের কামরায় ফিরে এসে বিছানায় বসল, তারপর ফোন তুলে ডায়াল করল একটা নাম্বারে।

'তাহলে আমার ওপর থেকে সব অভিযোগ তুলে নেয়া হয়েছে?'

ওপ্রান্তে হেসে উঠল সাইমন। 'তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আসলে কখনই ছিল না, বেন। আমি শুধু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধরতে চেয়েছিলাম তোমাকে।'

'সেটা আগে বললেই হতো, এত ঝামেলা করার কী দরকার ছিল?'

'তবে হ্যাঁ, সত্যি সত্যি যদি জানতে চাও তবে বলব যে হ্যাঁ, এখন তোমাকে যেতে দিতে কোনো বাঁধা নেই আমার,' বলল সাইমন। 'তুমি তোমার দেয়া কথাগুলো রেখেছ, আমিও আমার কথা রাখব। মার্ক ডুবয় তার পরিবারের কাছে ফিরে গেছে। গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনির বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। প্রায় অর্ধেক লোককে খুন, অপহরণ এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, তোমার ব্যাপারে কিছু কিছু জিনিস ভুলে যেতে খুব একটা আপত্তি নেই আমার।'

'বুঝতে পেরেছি। ধন্যবাদ, লুক।'

'ধন্যবাদ দেয়ার কোনো দরকার নেই, শুধু নতুন করে কোনো ঝামেলা পাকিও না। তুমি আজই ফ্রান্স ছেড়ে চলে যাচ্ছ শুনতে পেলে খুব খুশি হই আমি।'

'যাব, খুব তাড়াতাড়ি,' তাকে আশ্বস্ত করল বেন।

'সত্যি কথা বলছি, বেন। আবহাওয়ার যেটুকু বাকি আছে উপভোগ করো, একটা সিনেমা দেখে এসো, প্রকৃতি দেখে বেড়াও। সাধারণ ট্যুরিস্ট হয়ে যাও কিছু দিনের জন্য। যদি আমার কানে আসে যে আবার কোনো ঝামেলা শুরু করেছ, তাহলে কিন্তু আদাজল খেয়ে তোমার পেছনে লাগব আমি, বন্ধু।'

ফোন নামিয়ে রাখল সাইমন, মুচকি হাসছে। এত কিছুর পরেও বেন হোপ লোকটাকে পছন্দ না করে পারছে না সে।

BanglaBook.org

অফিসের দরজা খুলে গেল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে এক ডিটেকটিভকে ঢুকতে দেখল সে। মাথায় লালচে চুল, পাতলা হয়ে এসেছে। 'হ্যালো, সার্জেন্ট মোরান।'

'গুড মর্নিং, স্যার। দুঃখিত, বুঝতে পারিনি যে এখনও আছেন আপনি।'

'এখনই বের হবো,' ঘড়ি দেখে বলল সাইমন। 'তোমার কোনো দরকার ছিল, সার্জেন্ট?'

'একটা ফাইল নিতে এসেছিলাম, স্যার।' ফাইলিং ক্যাবিনেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল মোরান, তারপর একটা ড্রয়ার খুলে ভেতরের ফাইলগুলো ঘাঁটতে শুরু করল।

'ঠিক আছে। আমি তাহলে উঠলাম।' নিজের ব্রিফকেসটা তুলে নিল সাইমন, তারপর মোরানের কাঁধে আলতো একটা চাপড় মেরে লবির দিকে হাঁটতে শুরু করল।

তাকে করিডোর ধরে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল মোরান। ফাইলিং ক্যাবিনেটের ড্রয়ারটা এবার বন্ধ করে দিল সে। তারপর দরজাটা বন্ধ করে দিল নিঃশব্দে, এবং ফোনটা তুলে নিল। ডায়াল করল একটা নাম্বারে। রিসেপশন থেকে ফোন ধরল একটা নারীকণ্ঠ।

'এই ফোন থেকে শেষ যে নাম্বারে কল করা হয়েছে সেটা বলতে পারবেন?' নাম্বারটা একটা কাগজে লিখে নিল সে। তারপর ফোন কেটে দিয়ে লিখে নেয়া নাম্বারটা ডায়াল করল সে।

আরেকজন মহিলার গলা শোনা গেল ওপাশে। 'দুঃখিত, রঙ নাম্বারে ফোন করেছি বোধহয়,' কয়েক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে বলল মোরান, তারপর ফোন রেখে দিল।

তৃতীয় একটা ফোন নাম্বারে ডায়াল করল সে এবার। এবার ঘড়ঘড়ে, ফিসফিসে গলায় জবাব এল ও প্রান্ত থেকে।

'মোরান বলছি,' বলল ডিটেকটিভ। 'সেই তথ্যটা জানা গেছে। টার্গেট এখন পালাভা-লে-ফ্লোতসে আছে, অবার্জ ম্যারিনায়।'

বোর্ডিং হাউসে নিজের কামরায় ডেস্কের সামনে বসে ছিল বেন, কফিতে চুমুক দিচ্ছিল। চোখ ডলতে ডলতে সমস্ত নোটগুলো উল্টেপালটে দেখছে। 'ঠিক আছে, হোপ,' আনমনে বিড়বিড় করে বলল ও। 'কাজে নামা যাক এবার। এ পর্যন্ত কী কি জানা গেছে?'

স্বাভাবিকভাবেই উত্তরটা হলো, খুব বেশি কিছু জানতে পারেনি ও। কয়েকটা বিচ্ছিন্ন তথ্যসূত্র, অনেকগুলো প্রশ্ন যাদের কোনো উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি, এবং বর্তমানে একেবারেই দিশাহারা অবস্থা ওর। যথেষ্ট তথ্য

BanglaBook.org

জানা নেই, ঘুমের অভাব, দিনের পর দিন ধরে পালিয়ে বেড়ানো, পরিকল্পনা সাজানো, সেই সাথে পুরো ব্যাপারটাকে মাথার মাঝে সাজানোর চেষ্টা করা—এ সবই ওর ওপর প্রভাব ফেলছে। এখন আবার তার সাথে যোগ হয়েছে নতুন এক সমস্যা। যতবারই কাজে মনোযোগ দিতে যাচ্ছে, ততবারই রবার্টার চেহারাটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। তার চোখ, তার চুল। তার চলাফেরা। তার হাসি, তার কান্না। কোনোভাবেই রবার্টার চেহারাটা মাথার ভেতর থেকে দূর করতে পারছে না বেন, তার অভাবে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে সেটা কিছুতেই পূরণ করতে পারছে না।

সিগারেটগুলো প্রায় শেষ। ফ্লাস্কটা বের করে একটা ঝাঁকি দিল। এখনও কিছুটা বাকি আছে ভেতরে। মুখটা খুলতে শুরু করেও থেমে গেল ও। না। ফ্লাস্কটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল এবার, ঠেলে সরিয়ে দিল নাগালের বাইরে।

নোটবুকটার নয়টা পৃষ্ঠায় যে আপাতদৃষ্টিতে দুর্বোধ্য এবং অর্থহীন অক্ষর আর সংখ্যার সারি দেখা গেছে সেগুলোর অর্থ এখনও খুঁজে বের করতে পারেনি ও। ক্লান্ত ভঙ্গিতে একটা কলম তুলে নিল ও, তারপর নোটবুকটা খুঁজে খুঁজে অদ্ভুত অক্ষর আর সংখ্যাগুলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লিখল।

i. N 18
ii. U 11 R
iii. 9 E 11 E
iv. 22 V 18 A 22 V 18 A
v. 22 R 15 O
vi. 22 R
vii. 13 A 18 E 23 A
viii. 20 R 15
ix. N 26 O 12 I 17 R 15

এভাবে লেখার পর অবশ্য কোনো লাভ হলো না, বরং আরও যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠল লেখাগুলো। মানে কী এগুলোর? ক্রিপ্টোগ্রাফি সম্পর্কে বেন যতটা জ্ঞান রাখে তাতে বুঝতে পারছে যে এ ধরনের কোড ভাঙতে হলে কোনো একটা "কী" বা সূত্র দরকার হয়। গুপ্তচর বা ইন্টেলিজেন্স এজেন্টরা এ ধরনের কী হিসেবে সাধারণত বিশেষ কোনো বই থেকে বেছে নেয়া একটা বাক্য বা লাইন ব্যবহার করে। লাইনের প্রথম ছাব্বিশটা অক্ষরকে ইংরেজি বর্ণমালার ছাব্বিশটা অক্ষরের বিকল্প হিসেবে চিন্তা করা হয়। একইভাবে সেগুলো সংখ্যার বিকল্প হিসেবেও কাজ করতে পারে। অক্ষরগুলো কী লাইনের প্রথম থেকে শুরু হতে পারে, আবার শেষ থেকেও শুরু হতে পারে। এতে বিভিন্ন ধরনের কোড

BanglaBook.org

পাওয়া যায়, এবং সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা অর্থ তৈরি হয়। কোনো বইয়ের কত নাম্বার পৃষ্ঠার কত নাম্বার লাইনকে কী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা জানা থাকলে পুরো ব্যাপারটা খুবই সহজ, এবং এ ধরনের কোড ব্যবহার করে তৈরি করা কোনো মেসেজ ভাঙতে কয়েক মিনিটের বেশি সময় লাগে না।

কিন্তু যদি সেটা জানা না থাকে তবে মেসেজের পাঠোদ্ধার করার কোনো উপায় নেই। আর সেটা জানা নেই বেনের। এই নয়টা লাইনের জন্য যে কোনো বই বা লেখার যে কোনো লাইন বেছে নিতে পারে ফুলকানেলি। তার জানা যে কোনো ভাষা ব্যবহার করতে পারে–ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, ইংরেজি, ল্যাটিন অথবা এই ভাষাগুলোর অনুবাদও কাজে লাগাতে পারে সে।

কয়েক ঘণ্টা বসে বসে সম্ভাবনাগুলো চিন্তা করে দেখল বেন। এর চাইতে বোধহয় খড়ের গাদায় সুঁই খোঁজাও অনেক সহজ। তবে চিন্তা করতে করতে একসময় হঠাৎ ক্লাউস রেনফিল্ডের সাথে অ্যানার কথোপকথনের সেই রেকর্ডিংটার কথা মনে পড়ল ওর। রেনফিল্ডের কথাগুলোর মাঝেও এমন অক্ষর আর সংখ্যার অর্থহীন সংকেত ছিল। সেগুলো লিখে নিয়েছিল বেন।

পকেট হাতড়ে ছোট প্যাডটা বের করল ও। একই অক্ষর আর সংখ্যা বারবার পুনরাবৃত্তি করছিল রেনফিল্ড। N-6; E-4; A-11; E-15। কিন্তু এগুলো নোটবুকের কোথাও লেখা নেই। তাহলে এমনটা কী হতে পারে যে রেনফিল্ড নিজেও কোডটা ভাঙার চেষ্টা করছিল? বেনের মনে পড়ল, অ্যানা বলেছিল যে অক্ষর আর সংখ্যাগুলো বলার সময় বারবার নিজের হাতে কর গুনত রেনফিল্ড। অন্য আরেকটা কথা বলার সময়ও আঙুল গুনত সে... কি যেন ছিল কথাটা? একটা ল্যাটিন কথা, অ্যালকেমির উপরেই। ক্লান্ত চোখগুলো বুজে কথাটা মনে করার চেষ্টা করতে লাগল বেন।

রেনফিল্ডের নোটবুকের কোথাও লেখা আছে কথাটা। ময়লা পাতাগুলো উল্টাতে শুরু করল ও, সেই ছবিটা খুঁজে বের করল যাতে দেখা যাচ্ছে যে একজন অ্যালকেমিস্ট তার তৈরি করা ফুটন্ত দ্রবণের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কলড্রনের পাশে লেখা রয়েছে কথাটা। IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA. আগুনের মাধ্যমে নতুন করে তৈরি হয় প্রকৃতি।

রেনফিল্ড যদি এই কথাগুলো বলার সময় বারবার তার আঙুল গুনে থাকে...তার মানে কি...ল্যাটিন কথাটার অক্ষরগুলো গুনে দেখল বেন। ছাব্বিশটা। ইংরেজি বর্ণমালাতেও ছাব্বিশটা অক্ষর আছে। এটাই কী তাহলে কোডের কী লাইন?

কথাটা একটা কাগজে লিখল ও। অক্ষরগুলোর প্রতিটার নিচে একটা করে ইংরেজি বর্ণমালা লিখল, উপরে লিখল ১-২৬ পর্যন্ত সংখ্যা। দেখে খুব সাধারণ মনে হচ্ছে, তবুও একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?

BanglaBook.org

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | G | N | E | N | A | T | U | R | A | R | E | N | O | V | A | T |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | R | I | N | T | E | G | R | A |
| R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

খুব দ্রুত আরেকটা জিনিস আবিষ্কার করল ও। যদিও কী লাইনের অক্ষরগুলো প্রত্যেকটা কেবল একটাই সংখ্যা নির্দেশ করতে পারে, কিন্তু যে সব অক্ষর এতে একাধিকবার এসেছে সেগুলোর আবার এক-একবার এক-এক অক্ষর নির্দেশ করছে। তবুও কী লাইনটা ব্যবহার করে নোটবুকের লুকানো মেসেজের প্রথম দুটো, অর্থাৎ N 18 এবং U 11 R এর অর্থ বের করল ও। অর্থগুলো ছক আকারে সাজানোর পরে হলো এ রকম

| C | | | H | K | I |
|---|---|---|---|---|---|
| E | | | | | K |
| M | | | | | S |
| U | | | | | Y |

ছকের সমান্তরাল লাইনে লেখা অক্ষরগুলোর কোনো একটা লাইন অর্থপূর্ণ হওয়া উচিত, এমন একটা শব্দ তৈরি হওয়া উচিত যাকে চেনা যায়। কিন্তু না, কোনোটা থেকেই কোনো অর্থ বের হচ্ছে না। আবার চেষ্টা করতে হবে, এত সহজ হওয়ার কথাও নয়। সংখ্যাগুলো এবার উল্টে লিখল ও, মানে শুরুতে ২৬, শেষে ১-এভাবে।

BanglaBook.org

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | G | N | E | N | A | T | U | R | A | R | E | N | O | V | A | T |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | R | I | N | T | E | G | R | A |
| R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

তারপর আবার প্রথম দুটো মেসেজের অর্থ কী দাঁড়ায় **দেখল**।

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | I | | H | P | I |
| E | | | R | | K |
| M | | | | | S |
| U | | | | | Y |

এখন মনে হচ্ছে পুরোটাই গলদ পাকিয়ে ফেলেছে ও। কে জানে, কী লাইনটা হয়তো সম্পূর্ণ আলাদা কিছু একটা।

'ঘোড়ার ডিমের ধাঁধা, যত্তসব,' বিড়বিড় করে বলে উঠল ও। কলম কামড়াতে কামড়াতে তাকিয়ে রইল নোটবুকটার দিকে, যেন আশা করছে যে উত্তরটা আপনা থেকে বেরিয়ে আসবে বইয়ের ভেতর থেকে। কলড্রনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যালকেমিস্টের ছবির দিকে আটকে গেল ওর চোখ। কলড্রনের নিচে আগুন জ্বলছে। আর আগুনের নিচে লেখা একটা কথা : ANBO.

তারপরেই ব্যাপারটা ধরতে পারল ও। অবশ্যই, এটাই হবে। ANBO হচ্ছে IGNE এর কোড করা চেহারা। ল্যাটিন ভাষায় IGNE অর্থ আগুন। আর IGNE-এর নিচে যদি ANBO লেখা হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে A-Z পর্যন্ত সবকটি অক্ষরকেই কী লাইনের নিচে একটা করে অক্ষর বাদ দিয়ে বসাতে হবে। A বসছে I এর নিচে, B বসছে N এর নিচে। একই ভাবে C বসবে A এর নিচে, D বসবে U এর নিচে ইত্যাদি। একসময় শেষ অক্ষরের কাছে পৌঁছে গেলে, অর্থাৎ A-এর নিচে M বসানোর পর আবার শুরুতে ফিরে আসতে হবে, এবং বাকি অক্ষরগুলো দিয়ে ফাঁকা ঘরগুলো পূরণ করতে হবে।

এবার ১-২৬ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে উল্টো করে লিখে, এবং কী লাইনের নিচে নতুন ধাঁচ অনুযায়ী ইংরেজি বর্ণমালাগুলো লেখার পর সম্পূর্ণ আলাদা একটা ছক পাওয়া গেল।

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | G | N | E | N | A | T | U | R | A | R | E | N | O | V | A | T |
| A | N | B | O | C | P | D | Q | E | R | F | S | G | T | H | U | I |

| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | R | I | N | T | E | G | R | A |
| V | J | W | K | X | L | Y | M | Z |

'ঠিক আছে,' বিড়বিড় করে বলল বেন, 'আরও একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।' কোড করা মেসেজ বলছে N 18 এবং U 11 R, অর্থাৎ প্রথম দুটো

BanglaBook.org

মেসেজ। তাহলে নতুন কী অনুযায়ী N হতে পারে B অথবা C অথবা G অথবা K; 18 মানে শুধু হতে পারে E. দ্বিতীয় মেসেজটায় দেখা যাচ্ছে, U হতে পারে Q অথবা V, 11 হতে পারে শুধু U, এবং R হতে পারে E, F, J অথবা M.

লেখাগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বেন, মাথাটা অল্প অল্প ঘুরতে শুরু করেছে। কিন্তু তারপরেই ওর হৃৎপিণ্ডটা একটা লাফ দিল। আরে! একটা অর্থ মনে হচ্ছে বেরিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। যে অক্ষরগুলো বসানো যাচ্ছে সেখান থেকে দুটো আলাদা শব্দ তৈরি করা যায় CE QUE, যার অর্থ হচ্ছে "যেটা", অথবা "যা"। এবার কী লাইনটা আরও সুন্দর করে গুছিয়ে লিখল ও।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A: I/26 | G: N/14 | M: R/2 | S: E/15 | Y: G/3 |
| B: N/24 | H: V/12 | N: G/25 | T: 0/13 | Z: A/1 |
| C: N/22 | I: t/10 | 0: E/23 | U; A/11 | |
| D: T/20 | J: R/8 | P: A/21 | V: U/9 | |
| E: R/18 | K: N/8 | Q: U/19 | W: I/7 | |
| F: R/16 | L: E/4 | R: A/17 | X: T/5 | |

এবার আর লুকানো মেসেজের অর্থ উদ্ধার করতে অসুবিধে হলো না, আপনা থেকেই বেরিয়ে আসতে লাগল কথাগুলো। কী ব্যবহার করে সবকটি কোড করা মেসেজের অর্থ বের করল বেন, অক্ষরগুলো সাজিয়ে তৈরি করল বেশ কিছু শব্দ।

i. N 18: CE
ii. U 11 R: QUE
iii. 9 E 11 E: VOUS
iv. 22 V 18 A 22 V 18 A: CHERCHEZ
v. 22 R 15 O: CEST
vi. 22 R: LE
vii. 13 A 18 E 23 A: TRESOR
viii. 20 R 15: DES
ix. N 26 O 12 I 17 R 15: CATHARES

ফ্রেঞ্চ শব্দগুলো সাজিয়ে সেগুলোর ইংরেজি করলে অর্থটা দাঁড়ায় এমন :

WHAT YOU ARE SEARCHING FOR IS
THE TREASURE OF THE CATHARS

যা তুমি খুঁজছ তা হচ্ছে ক্যাথারদের গুপ্তধন।

মেসেজের অর্থ উদ্ধার করতে পেরে যেন নতুন করে শক্তি ফিরে পেল বেন। দ্রুত নোটবুকেরপাতা উল্টাতে লাগল, এমন কোনো মেসেজ আছে কি-না খুঁজছে যা এইমাত্র পাওয়া তথ্যের ওপর আরও আলোকপাত করতে পারে। TRESOR শব্দটা যেই পৃষ্ঠায় পাওয়া গিয়েছিল সেখানে আরও তিনটে কোড করা শব্দ পাওয়া গেল :

22E 18T 22E 18I

26

22E 18T 22E 18 I-26-T12 U20 A18

কোডের ধরনটা এতক্ষণে বেনের চোখে পরিচিত লাগতে শুরু করেছে। কিন্তু একটু আগে নিজের তৈরি করা কী লাইন অনুযায়ী এই মেসেজটার অর্থ উদ্ধার করতে গিয়েই হঠাৎ নিরাশ হয়ে পড়তে হলো ওকে। মেসেজটা দাঁড়াচ্ছে এ রকম :

| C | L | E | D | C | L | E | A | | A | | D | H | Q | D | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | O | | I | | O | | W | | | | I | | V | | R | |
| | S | | X | | S | | | | | | X | | | | U | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Z | |

এ থেকে কী অর্থ বের করবে ও? COEISCSEW A IHVDRE?

ঠিক আছে, ব্যাটা বুড়ো শয়তান, মনে মনে ফুলকানেলিকে উদ্দেশ্য করে বলল ও। এত সহজে আমাকে হার মানাতে পারবে না। ফুলকানেলির রহস্যময় মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করেছে তা এতক্ষণে কিছু কিছু বুঝতে পারছে বেন। কী লাইনটা এবার উল্টে দিল ও, অর্থাৎ সংখ্যাগুলো এবার ১ থেকে ২৬ পর্যন্ত সোজাসুজি লিখল, এবং এলোমেলো ইংরেজি শব্দগুলো লিখল আগের ধাঁচের ঠিক উল্টো করে। এই কী লাইনটা ব্যবহার করে সম্পূর্ণ নতুন একটা অর্থ পাওয়া গেল :

| C | H | E | C | C | H | E | D | | A | | C | H | E | D | A | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | O | | R | | L | | Z | | | | R | | I | | F | |
| | S | | W | | O | | | | | | W | | | | I | |
| | | | | | | | | | | | | | | | K | |

সমান্তরাল লাইনগুলো থেকে এবার শব্দ তৈরি করার চেষ্টা করল ও, প্রয়োজনমতো অক্ষর অদলবদল করল লম্বালম্বি লাইনগুলো থেকে। এবার ফ্রেঞ্চ ভাষার কয়েকটা বোধগম্য শব্দ তৈরি হচ্ছে বলে মনে হলো :

CHERCHEZ A...

এ খোঁজো

কোনো একটা জায়গায় খুঁজতে বলা হচ্ছে। কিন্তু কোথায়? শেষ শব্দটার অর্থ জানতে পারলে বোঝা যাবে, কিন্তু শব্দটা ঠিক ধরা দিতে চাইছে না বেনের

BanglaBook.org

মাথায়। RHEDIE হতে পারে, WHEDIE, WHEDAE, RHEDAE ও হতে পারে। সেই সাথে আরও কয়েকটা অর্থহীন শব্দও তৈরি করা যায়, যেমন CHJKE, যেটা একেবারেই কোনো অর্থ বহন করে না।

মাথা চুলকাতে লাগল বেন।...এ খোঁজো...অবশ্যই শূন্যস্থানে কোনো জায়গার নাম বসবে। কোনো একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অনুসন্ধান চালাতে হবে। সম্ভাব্য নাম হতে পারে এমন জায়গার খোঁজে প্রায় পুরো ম্যাপ চষে ফেলল ও, কিন্তু তেমন কিছুই পাওয়া গেল না। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল, বোর্ডিং হাউসের নিচতলায়, হলওয়েতে বেশ কিছু স্থানীয় গাইড বুক দেখেছিল ও, বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল বেন, তারপর ল্যান্ডলেডির কাছ থেকে একটা গাইড বুক কিনল। পুরো ল্যাংডকের বিবরণ দেয়া আছে এতে। আবার দৌড়ে কামরায় ফিরে এসে পুরো বইটা ভাল করে খুঁজল, কিন্তু তেমন কোনো নামই পাওয়া গেল না যেটা ছক থেকে পাওয়া নামের সাথে মেলে।

'ধুস!' বলে বইটা ছুড়ে মারল বেন। দেয়ালের সাথে বাড়ি খেল বইটা, তারপর একটা ফুলদানিকে উল্টে ফেলে দিল। টুকরো টুকরো হয়ে গেল ফুলদানিটা, ফুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। 'ধ্যাত!' এবার আরও জোরে বলে উঠল ও।

তারপর হঠাৎ করেই একটা চিন্তা এল মাথায়, এবং রাগ দূর হয়ে গেল সাথে সাথে। রেকর্ডিঙে রেনফিল্ড যে কথাগুলো বারবার বিড়বিড় করে বলছিল সেগুলো কী ছিল? ওগুলোর মাঝে কি কোনো সূত্র পাওয়া যাবে? প্যাডটা খুলে রেনফিল্ডের বলা পাঁচটা অক্ষর খুঁজে বের করে পাশাপাশি বসাল বেন। তারপর ফলাফলটা দেখে প্রায় হেসেই উঠল।

KLAUS

তার মানে রেনফিল্ডও এই ধাঁধার মানে বের করতে পেরেছিল। বেচারা। কে জানে, হয়তো বাকিটা জানতে না পারায় রাগে দুঃখে পাগল হয়ে গিয়েছিল সে, ভাবল বেন। লোকটার কেমন লেগেছিল সেটা এখন বুঝতে পারছে ও।

ফুলদানির ভাঙা টুকরো, পানি এবং মেঝেতে পড়ে থাকা ফুলগুলো পরিষ্কার করতে বসল এবার বেন, বিড়বিড় করে গালি দিচ্ছে নিজেকে। হঠাৎ আরেকটা কথা মাথায় আসল ওর। কি বোকা ও! সব কিছু ফেলে রেখে আবার দৌড়ে গিয়ে নিজের ব্যাগটা খুলল। ভেতরে সেই পুরনো ম্যাপটা পাওয়া গেল, যেটা অ্যানার দেয়ালে ঝুলে ছিল, যাতে পুরনো ল্যাংডকের সব জায়গা চিহ্নিত করা আছে।

জটিল অলংকরণ আর লেখায় ভরা মোটা কাগজটা খুলল ও, তারপর টেবিলের ওপর বিছিয়ে নিল।

BanglaBook.org

জায়গাটা এবার খুঁজে পাওয়া গেল। আধুনিক ম্যাপের অবস্থানের সাথে ওই জায়গার অবস্থান মিলিয়ে আরও নিঃসন্দেহ হলো বেন। প্রাচীন একটা গ্রাম, যার বর্তমান নাম হচ্ছে রেনে-লে-শ্যাতো, সেটা আগে পরিচিত ছিল রিডে নামে। এখান থেকে ২৫ কিলোমিটারের বেশি হবে না দূরত্ব। CHERCHEZ A RHEDAE কথাটার অর্থ এখন ওর কাছে একেবারে পানির মতো পরিষ্কার রেনে-লে-শ্যাতোতে খোঁজো।

আর গাইড বুক অনুযায়ী, ক্যাথারদের কিংবদন্তীর হারানো গুপ্তধনের সাথে যে জায়গাকে সবচেয়ে বেশি জড়িত বলে সন্দেহ করা হয় তা হচ্ছে রেনে-লে-শ্যাতো।

BanglaBook.org

# আটান্ন.

গ্রাম্য পরিবেশের মাঝ দিয়ে হাইওয়ে ধরে রেনে-লে-শ্যাতোর দিকে এগোতে এগোতে জায়গাটা সম্পর্কে গাইড বুকে পড়া কথাগুলো ভাবছিল বেন। বহু আগে কোনো একটা টেলিভিশন ডকুমেন্টারিতে জায়গাটার নাম শুনেছিল ও। কিন্তু এখন যে সেই প্রাচীন শান্ত গ্রামটা দক্ষিণ ফ্রান্সের সবচেয়ে সরগরম ট্যুরিস্ট আকর্ষণে পরিণত হয়েছে তা বুঝতে পারেনি। গাইড বুকে লেখা আছে : *'পবিত্র গুপ্তধন অথবা জাদুবিদ্যার নিদর্শন যারা খোঁজেন তাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আপনি গুপ্তবিদ্যা, কাব্বালা, ইউএফও অথবা ফসলের মাঠে রহস্যময় বৃত্ত তৈরি হওয়ার ঘটনায় বিশ্বাস করেন আর নাই করেন, রেনে-লে-শ্যাতোর রহস্যকে অগ্রাহ্য করার কোনো উপায় নেই।'*

রেনে-লে-শ্যাতোর এই রহস্যের শুরু বেরেঞ্জ সনিয়ে নামের এক লোকের গল্প থেকে। সাধারণ এক গ্রাম্য পাদ্রী ছিল সে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে প্রাচীন চার্চটার সংস্কার কাজ চলার সময় সে নাকি কাঠের টিউবের মাঝে লুকানো চারটে পার্চমেন্ট পায়। সেগুলোর তারিখ হবে ১২৪৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের মাঝে। গুজব আছে, ওখান থেকেই নাকি বিরাট এক গুপ্তধনের সন্ধান পায় সনিয়ে।

অবশ্য সে আসলে কী পেয়েছিল তা কেউ জানে না, কিন্তু এই আবিষ্কারের পরপরই নাকি আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যেতে দেখা যায় তাকে। সেই টাকা সে কোথায় পেল সেটা এখনও রহস্য। কারও কারও মতে ক্যাথারদের সেই কিংবদন্তীর গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছিল সে, যা কিনা ধর্মদ্রোহী ক্যাথাররা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল। অন্যরা বলে যে সেই গুপ্তধন আসলে টাকা বা সোনা নয়, বরং একটা গোপন তথ্য, একটা প্রাচীন জ্ঞান। সেটা যেন প্রকাশ না পায় সে জন্য চার্চের পক্ষ থেকে প্রচুর ঘুষ দেয়া হয়েছিল সনিয়েকে।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের দিকে যখন এই গল্প মিডিয়ায় প্রকাশ পেল তখন স্বাভাবিকভাবেই গুপ্তধনের গুজব আর রহস্যময়তার কারণে এ ব্যাপারে আগ্রহের হিড়িক পড়ে গেল সবার মাঝে। এক দল লোকের উদয় হলো, রেনে-লে-শ্যাতোর সাথে সম্পর্কিত এমন সব কিছুর ব্যাপারেই যারা আগ্রহী। ভবঘুরে, অলৌকিকতায় বিশ্বাসী এবং গুপ্তধন শিকারী লোকজনের ভিড়ে প্রতি

BanglaBook.org

গ্রীষ্মে ভরে উঠতে লাগল রেনে-লে-শ্যাতো। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত ল্যাংডকের প্রধান ট্যুরিস্ট আকর্ষণ হচ্ছে ক্যাথারদের এই বাসস্থান।

কুইজায় পৌছানোর পর প্রধান সড়ক ছেড়ে একটা পাহাড়ি রাস্তায় চলে এল বেন। প্রায় চার কিলোমিটার চলার পর পৌছানো গেল রেনে-লে-শ্যাতো গ্রামে।

রাস্তা থেকে কয়েক মিটার ভেতরে, লোহার গেটের ওপাশে অবস্থিত গীর্জাটা। তার পাশেই একটা ট্যুরিস্ট সেন্টার। প্রাচীন গ্রামটার সাথে ট্যুরিস্ট সেন্টারটা যেন বড্ড বেমানান। এক দল ট্যুরিস্ট ক্যামেরার শাটার টিপতে টিপতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক গাইডের সাথে। তাদের সাথে জুটে গেল বেন। লোকগুলোর কথাবার্তার সুর শুনে বুঝতে পারল এরা সবাই বৃটিশ।

'এবার, ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ,' অলস ভঙ্গিতে বলে চলেছে ট্যুর গাইড, 'এই দিকে আসুন আমার সাথে। সেই রহস্যময় চার্চের ভেতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছি আমরা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অন্য সব প্রাচীন চার্চের মতোই এটাও পুব-পশ্চিমে মুখ করে বানানো, এবং মেঝেটা ক্রুশের আকৃতিতে তৈরি। চার্চের প্রধান মঞ্চ...'

দলটার সাথে সরু দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল বেন, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। সবাই ঘুরে ঘুরে দেখছে চার্চের গঠনশৈলী। ভেতরে ঢোকার সাথে সাথেই শিংওয়ালা দানবের মূর্তি দেখা যায়। তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে চার দেবদূত, সবার চোখ সামনে, মঞ্চের দিকে।

দানবের মূর্তির দিকে ইঙ্গিত করল গাইড। চার্চের মাঝে প্রতিধ্বনিত হলো তার কণ্ঠ। 'এখানে যে ভয়ানক চেহারার দানবকে দেখতে পাচ্ছেন, তার নাম হলো অ্যাসমোডিয়াস, যে কিনা গোপন তথ্য এবং...গুপ্তধনের রক্ষাকর্তা।' কথাটা শুনে বেশ খুশি হয়ে উঠল ট্যুরিস্টরা। তবে বেন বুঝতে পারছে, এখানে কোনো সাহায্য পাবে না ও। দলটা থেকে আলাদা হয়ে গেল ও, চার্চ থেকে বেরিয়ে এল। হতাশার চোটে রাস্তায় পড়ে থাকা একটা পাথরে লাথি মেরে দূরে পাঠিয়ে দিল।

রেনে-লে-শ্যাতো গ্রামটা একটা পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত, সামনে বিস্তৃত প্রাকৃতিক দৃশ্য। গ্রামের পশ্চিম পাশটায় ঢাল হঠাৎ করেই খাড়া নেমে গেছে। ঢালের কিনারায় এসে দাঁড়াল বেন, দূরের পাহাড় এবং উপত্যকাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। বাতাসে লাইটার আড়াল করে একটা সিগারেট ধরাল ও, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রবার্টা এখন কোথায়, কে জানে? বহু বছর পর নিঃসঙ্গতা জিনিসটা এত তীব্রভাবে অনুভব করছে বেন।

দূরে এখানে ওখানে কয়েক জায়গায় কিছু পুরনো দালান আর টাওয়ারের ধ্বংসস্তূপ দেখা যাচ্ছে, সেই সাথে পাথরের তৈরি কিছু প্রাচীন গ্রাম। ওর

BanglaBook.org

অনেক নিচে, রুক্ষ উপত্যকার মাঝে একটা গ্রাম দাঁড়িয়ে আছে, ম্যাপে যেটার নাম বলা আছে এসপেরাজা। নামটার অর্থ মনে পড়তে হাসল ও। আশা। বহু দূরে দিগন্তের গায়ে লেগে থাকা আরও কিছু ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ল ওর। ম্যাপে জায়গাটার নাম রয়েছে কুসটোসা।

একটা স্মৃতি মনে পড়ল ওর। এমনই একটা দৃশ্য ছিল সেটা। অ্যানার ভিলার পাশে, পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিল ওরা, তাকিয়ে ছিল সামনের বিস্তৃত উপত্যকার দিকে। অ্যানার বলা কথাগুলো মনে পড়ল ওর। এই প্রাচীন ধ্বংসস্তূপগুলোর অবস্থান থেকে নাকি এমন এক গোপন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে, যেটা সন্ধানকারীকে অনেক বড় জ্ঞান এবং ক্ষমতার সন্ধান দিতে পারে।

'কি বলতে চেয়েছিলে তুমি, অ্যানা?' দিগন্তের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল বেন। ফুলকানেলি। ক্যাথার। হারানো গুপ্তধন। এই সব কিছুই একই সুতোয় গাঁথা। বৃদ্ধ অ্যালকেমিস্ট কী সেই প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আর ক্রুশটা এখানেই কোথাও খুঁজে পেয়েছিল? সে জন্যই কি গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনির হেডকোয়ার্টার হিসেবে ফ্রান্সের এই অংশটাকে বেছে নিয়েছিলেন উসবার্তি?

গ্রামটা একটু ঘুরে দেখল বেন। চার্চের কাছেই একটা ছোট্ট ট্যুরিস্ট ক্যাফে পাওয়া গেল। পোস্টকার্ড আর স্যুভেনিরও বিক্রি করে তারা। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, কফিটাও ভাল। এক কোণের একটা টেবিলে বসল বেন, তারপর কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে চিন্তাগুলো সাজিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। এখন কী করবে ও? প্লাস্টিকের মোড়ক থেকে রেনফিল্ডের নোটবুকটা বের করে খুলল ও। আরও একবার সেই অদ্ভুত কবিতাটা চোখে পড়ল ওর।

এই মন্দিরের দেয়াল ভাঙা যায় না
*শয়তানের সৈন্যরা চলে যায় কুচকাওয়াজ করে*
*দাঁড়কাক আছে পাহারায় এক অব্যক্ত জ্ঞানের*
*যার খোঁজ কেবল বিশ্বাসী অনুসন্ধানীই জানে।*

কে জানে, হয়তো ক্লান্ত, নির্ঘুম মস্তিষ্কের খেয়াল, অথবা অ্যালকেমি সম্পর্কিত নানা রকম ধাঁধার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়া এক টুকরো আলোর আভাস; কিন্তু হঠাৎ করেই চিন্তাটা হাতুড়ির বাড়ির মতো আঘাত করল বেনের মাথার ভেতর।

নোটবুকের পাতা উল্টে ছুরির ফলায় যেই ছবিটা ছিল সেটা খুঁজে বের করল বেন। দুটো বৃত্ত ছেদ করেছে একে অপরকে। ওর মনে পড়েছে, নোটবুকের ছবি আর ছুরির ফলায় থাকা প্রতীকের মাঝে তফাত ছিল কেবল এক জায়গায় দুই বৃত্তের কেন্দ্রস্থলে আঁকা একটা দাঁড়কাক। রেনফিল্ড যদি আসল ছবিটা হুবুহু নকল করে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে ইচ্ছে করেই

BanglaBook.org

দাঁড়কাকের ছবিটা প্রতীকের মাঝে যোগ করেছিল ফুলকানেলি। নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্ব আছে ওটার। কিন্তু সেটা কী?

দাঁড়কাক আছে পাহারায় এক অব্যক্ত জ্ঞানের।

আরেকটা পাতা খুঁজে বের করল বেন, যেখানে সেই একই দাঁড়কাকের ছবির নিচে লেখা আছে একটা কথা DOMUS, অর্থাৎ বাড়ি বা বাসা। দাঁড়কাকের বাসা।

চিন্তা করতে শুরু করল ও। মনে মনে সব তথ্যকে একটা যুক্তিগ্রাহ্য রূপ দিতে চাইছে যদি দাঁড়কাকের বাসাটা ওই বৃত্ত দুটোর মাঝখানে অবস্থিত হয়–সেটার আসল অর্থ যাই হোক না কেন; এমন কি হতে পারে যে বৃত্ত দুটো আসলে নির্দিষ্ট কোনো জায়গাকে নির্দেশ করছে? অ্যানা যেমনটা বলেছিল, স্থানীয় ভূপ্রকৃতি এবং প্রাচীন স্থাপনাগুলোর অবস্থান যদি সেই জায়গাটার সীমানা নির্দেশ করে থাকে?

চিন্তাটা একেবারেই পাগলামি মনে হচ্ছে, কিন্তু এক দিক দিয়ে চিন্তা করলে আবার কেন জানি সত্যি বলেও ভাবতে ইচ্ছে করছে।

আবার কবিতাটায় ফিরে এল বেন। এই মন্দিরের দেয়াল ভাঙা যায় না।

দেয়াল ভাঙা যায় না, সে তাহলে কেমন মন্দির? নিশ্চয়ই পাথরের তৈরি নয়, কারণ আশেপাশে এমন প্রচুর পাথুরে দুর্গ বা স্থাপনা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে পড়ে আছে। ধর্মবিরোধী শত্রুদের ধ্বংস করার সময় তাদের দুর্গ আর গীর্জাগুলোকেও মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে গেছে খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধারা।

কিন্তু তারপরেই আরেকটা চিন্তা এল ওর মাথায়। এমন যদি হয় যে মন্দিরের দেয়ালগুলো আসলে পাথরের নয়, এবং কখনই পাথরে তৈরি করা হয়নি? যদি মন্দিরটা হয় এই উপত্যকায় ছড়িয়ে থাকা একটা জ্যামিতিক নকশা? যার সন্ধান কেবল বিশ্বাসী অনুসন্ধানীই খুঁজে বের করতে পারে? সেক্ষেত্রে ক্রুসেডার বাহিনীর পক্ষে ধারণা করাও সম্ভব হয়নি যে এমন একটা স্থাপনা বা স্থান এখানে থাকতে পারে। জায়গাটা তাদের চোখে পড়েনি, কারণ সেই মন্দিরের দেয়ালগুলো ছিল অদৃশ্য। সোজা কথায় এক কাল্পনিক মন্দির।

এবং বাস্তবে চিন্তা করলে তা একটা মানচিত্র হিসেবেও কাজ করবে। দাঁড়কাকের বাসা জিনিসটা যাই হোক না কেন, সেই মানচিত্রের ঠিক মাঝখানে হওয়া উচিত তার অবস্থান। কথাটা দিয়ে যেন কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর অবস্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। হয়তো এমন কিছু যা অনেক ঝামেলার সৃষ্টি করতে পারে। গোপন কোনো অ্যালকেমিক্যাল গুপ্তধন? যেটা খুঁজে বের করার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছিলেন উসবার্তি। যার সন্ধান পেতে চেয়েছিল নাৎসিরা। হয়তো ক্যাথার গণহত্যার যারা সূচনা করেছিল তারাও সেই একই সম্পদের সন্ধানে ছিল।

BanglaBook.org

দ্রুত চিন্তা চলছে বেনের মাথায়। ব্যাগ থেকে রোড ম্যাপটা বের করে আনল ও, টেবিলের ওপর রেখে ভাঁজ খুলে বিছালো। রেনে-লে-শ্যাতোর ওপর এসে স্থির হলো ওর আঙুল। এখানেই ওকে নিয়ে এসেছে ফুলকানেলি। ক্যাথার প্রদেশের কেন্দ্রস্থল, সেই সাথে তাদের গুপ্তধনের কিংবদন্তী সব চেয়ে বেশি জড়িয়ে আছে এখানে। এখান থেকেই শুরু করতে হবে খোঁজা।

ক্যাফের মেন্যু কার্ডটাকে রুলার হিসেবে ব্যবহার করে পেন্সিল দিয়ে ম্যাপের ওপর রেখা টানতে শুরু করল বেন। এবং খুব তাড়াতাড়িই একটা পরিচিত চিত্র ফুটে উঠতে লাগল ম্যাপে।

*সেইন্ট সেরমি অ্যান্টুয়াক-লা পিক-বুগারাশ*
*কুইজা-লে বেজু*
*এসপেরাজা-রেনে-লে-বান*

এ রকম আরও প্রায় এক ডজন রেখা টানল ও, ম্যাপে অবস্থিত বিভিন্ন এলাকাকে সংযুক্ত করে। প্রতিটাই সরল রেখা, এবং অর্থাৎ ওর নিজের অবস্থান, অর্থাৎ রেনে-লে-শ্যাতোর সাথে সংযুক্ত করেছে নিকটস্থ চার্চ, গ্রাম এবং দুর্গের ধ্বংসাবশেষগুলোকে। এখন ওর মনে হচ্ছে, ঠিক জায়গাতেই এসেছে ও। আরও কিছু রেখা টানল বেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল ম্যাপের পুরো এলাকাটা ভরে গেছে ছোট বড় নানা রকম রেখায়।

লোকজন ক্যাফেতে ঢুকছে, চলেও যাচ্ছে আবার। কিন্তু তাদের দিকে কোনো খেয়াল নেই বেনের। কনুইয়ের পাশে পড়ে পড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছে কফি। ওর হাতের পেন্সিলের নিচে যে জটিল রহস্য তৈরি হয়েছে তার মাঝে একেবারে ডুবে গেছে ও। ঘণ্টাখানেক পর একটা নিখুঁত বৃত্ত তৈরি হলো ম্যাপের ওপর। বৃত্তের পরিধির ওপর পড়েছে চারটে প্রাচীন চার্চের অবস্থান লে সজিলস, সেইন্ট ফেরিও, গ্রানে এবং কুসটোসা। অবাক হয়ে বেন দেখল, এতক্ষণ ধরে ও যে রেখাগুলো টেনেছে সেগুলো এখন একটা ছয়কোণা তারা তৈরি করেছে, যার কোণগুলো নিখুঁতভাবে এঁটে গেছে বৃত্তের পরিধির মাঝে। প্রথম দুটো চার্চকে ছুঁয়ে আছে দুটো কোণ। সেই সাথে প্রথম বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রে পড়েছে এসপেরাজা, রেনে-লে-শ্যাতোর নিচে উপত্যকায় অবস্থিত সেই গ্রামটা।

BanglaBook.org

আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল। ক্যাফের কর্মচারীরা ভাবতে শুরু করেছে যে বিদেশি লোকটা আর কতক্ষণ বসে তার ম্যাপে আঁকিবুঁকি কাটবে। কিন্তু বেনের মাঝে কোনো ভাবাবেগ দেখা গেল না। এবার দ্বিতীয় বৃত্তটা তৈরি হয়েছে ম্যাপের ওপর। নিষ্কম্প হাতে সেটাকে নিখুঁত রূপ দিচ্ছে ও। এই বৃত্তের কেন্দ্রে রয়েছে লাভালদিউ নামে একটা জায়গা, যার অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরের

উপত্যকা। বৃত্ত দুটো আকারে একই রকম, এবং ম্যাপের ওপর উত্তর-পশ্চিম/দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তৈরি হয়েছে তাদের অবস্থান। আরও কিছু রেখা টানল ও, এবং যখন দেখল যে জটিল অ্যালকেমিক্যাল প্রতীকটা ধীরে ধীরে ওর ম্যাপের ওপর ফুটে উঠেছে, তখন বিস্ময়ে মাথা নাড়া ছাড়া কোনো উপায় রইল না।

এসপেরাজা বৃত্তের হেক্সাগ্রামটার দক্ষিণ দিকের একটা কোণ নির্দেশ করছে লে সজিলের দিকে, আরেকটা সেইন্ট ফেরিওর দিকে। লাভালদিউ বৃত্তের পেন্টাগ্রামের পশ্চিম দিকের দুটো কোণ নির্দেশ করছে গ্রানে এবং কুসটোসার দিকে। পেরোলেস থেকে ব্লানশফোর্ট হয়ে লাভালদিউ পর্যন্ত একটা সরলরেখা টানলে পেন্টাগ্রামের দক্ষিণ দিকের কোনটা তৈরি হয়, যা লাভালদিউ বৃত্তের পরিধিকে স্পর্শ করে। সব শেষে আর্ক এলাকায় অবস্থিত দুর্গের সাথে লাভালদিউকে যুক্ত করে একটা সরলরেখা টানলে পেন্টাগ্রামের পুব কোণটা তৈরি হয়ে যায়।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল বেন, নানা রকম রেখায় ভরা ম্যাপটার দিকে তাকিয়ে রইল। নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছে না ওর। জোড়া বৃত্তের ছবিটা এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। জ্যামিতিক দিক দিয়ে ছবিটা সম্পূর্ণ নিখুঁত। রাস্তার পাশ থেকে কেনা একটা সস্তা ম্যাপে চিহ্নিত হয়ে গেছে সেই কাল্পনিক মন্দিরের অবস্থান।

ফুলকানেলির হাতে এসে পড়ারও অনেক, অনেক আগে অন্য কোনো এক সভ্যতা তৈরি করেছিল এই মন্দির। মানতেই হবে যে ভূমি জরিপ, জ্যামিতি আর গণিতে অত্যন্ত দক্ষতা রাখত তারা। এই জটিল নকশাকে বিশাল এক রুক্ষ, পাহাড়ি এলাকার মাঝে সাজানোই তো মাথা খারাপ করে দেয়ার মতো একটা কাজ। তার ওপর নকশার ঠিক নির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে চার্চ আর দুর্গ গড়ে তুলতে গিয়ে যে বিশাল পরিশ্রম করেছিল তারা, তার প্রশংসা করতেই হয়। একটা অদৃশ্য বৃত্তের পরিধি অথবা দুটো কাল্পনিক সরল রেখার ছেদবিন্দুতে এ ধরনের স্থাপনা গড়ে তোলা সহজ কাজ নয়। কি সেই গুপ্তধন, যার জন্য এত পরিশ্রম করেছিল তারা?

হয়তো সেটা খুঁজে পাবে বেন। ফুলকানেলির দেখিয়ে যাওয়া পথে হাঁটছে ও। এখন শুধু দুই বৃত্তের ঠিক মাঝখানের জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে ওকে, এবং সেখানেই পাওয়া যাবে সেই জিনিসটা যা ফুলকানেলি খুঁজে পেয়েছিল। দুটো অতিরিক্ত রেখা টানল ও, নকশাটাকে ইংরেজি এক্স আকারে ছেদ করল রেখা দুটো। এক্স-এর ঠিক মাঝখানে রইল নকশার কেন্দ্র।

BanglaBook.org

'তাহলে এটাই সেই জায়গা,' বিড়বিড় করে বলল বেন। কেন্দ্রবিন্দুটা রেনে-লে-শ্যাতোর কাছেই। এখন ও যেখানে রয়েছে সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে দুই কিলোমিটারের বেশি হবে না দূরত্ব।

কিন্তু ওখানে পৌঁছানোর পর কী দেখতে পাবে বেন? কি অপেক্ষা করছে ওর জন্য? সেটা জানার শুধু একটাই উপায় আছে। ধীরে ধীরে ওর হাতের নাগালে চলে আসছে জবাব।

BanglaBook.org

## ঊনষাট.

রওনা দিল বেন। গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত থেকে একটা পেঁচানো পথ নেমে গেছে পাহাড়ের শরীর বেয়ে, সেটা বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল ও। পায়ের নিচে মাঝে মাঝেই হড়কে যাচ্ছে আলগা পাথর আর মাটি, হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মাটি সরে যাওয়ার কারণে পিছলে নেমে যেতে হচ্ছে কয়েক মিটার, নিজের ভারসাম্য ঠিক রাখাই মুশকিল হচ্ছে তখন। এক'শ মিটারের মতো নিচ থেকে জন্মাতে শুরু করেছে গাছপালা। সেগুলোর কাছে পৌঁছানোর পর পায়ের নিচে একটু শক্ত মাটি পাওয়া গেল, সেই সাথে গাছের ডাল ধরতে পারার সুবিধা থাকায় আগের চাইতে সহজে নামতে পারল। প্রথমে গাছের সংখ্যা বেশ কম থাকলেও সমতল উপত্যকা কাছে আসার সাথে সাথে তাদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল।

ঘন হয়ে জন্মানো কিছু পাইন, ওক আর বীচ গাছের মাঝ দিয়ে চলে যাওয়া একটা পায়ে চলা পথ বেছে নিল বেন। মাথার উপর গাছের ডালে বসে গান গাইছে পাখি, সবুজ এবং সোনালি পাতার মাঝ দিয়ে সরু রেখার আকারে এসে পড়ছে শরতের সূর্যকিরণ। দিনের মাঝে প্রথমবারের মতো মাথা থেকে নানা রকম অস্বস্তিকর চিন্তার বোঝা ঝেড়ে ফেলতে পারল ও। যদিও রবার্টার অভাব বোধ করছে তীব্রভাবে, তবুও সে যে নিরাপদে আছে এই চিন্তাটাও কম স্বস্তিদায়ক নয়। আর যাই হোক না কেন, রবার্টাকে নিরাপদে রাখতে পেরেছে ও।

জঙ্গলে ছাওয়া উপত্যকাটা পার হওয়ার পর আবার চড়াই শুরু হলো। পাথুরে ঢাল ধীরে ধীরে উঠে গেছে এক কিলোমিটারের মতো, তারপরেই হঠাৎ করে বেড়ে গেছে ঢালের খাড়া ভাবটা। বেন বুঝতে পারল, এই পথেই এগোতে হবে ওকে, পাহাড়ের মাথায় চড়তে হবে। উপরে চড়তে শুরু করল ও, গোড়ালি কামড়ে ধরতে চাওয়া কাঁটাঝোপগুলোকে পাত্তা দিচ্ছে না। ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে পাহাড়ের চূড়া।

বহু দূরে শক্তিশালী বাইনোকুলারের মাধ্যমে বেন হোপের ছোট্ট অবয়বটার ওপর চোখ রেখেছে ফ্র্যাংকো বোজা। সেই পালাভাস থেকে বেনকে অনুসরণ করছে সে, সতর্ক থেকেছে যেন ওর চোখে ধরা না পড়ে যায়। একটু আগে রেনে-লে-শ্যাতো গ্রাম থেকে পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে নেমে আসতে দেখেছে ওকে,

BanglaBook.org

দেখেছে যে জঙ্গলের মাঝ দিয়ে সোজা এগোতে। নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য নিয়ে সামনে এগোচ্ছে সে। বৃটিশ লোকটা যার সন্ধানেই থাকুক না কেন, সেটা বোজাও দেখতে পারবে। এবং এইবার আর লোকটাকে ছেড়ে কথা বলবে না সে।

অর্ধবৃত্তাকার একটা পথ ধরে বেনের পিছু নিয়ে এগিয়ে গেছে বোজা। ছাগল চলার একটা পথ চলে গেছে গাছপালার মাঝ দিয়ে, সেটা ধরে চলতে থাকায় বেনের চোখে পড়েনি সে। কুঁজো হয়ে হেঁটেছে, মাঝে মাঝে থেমে দেখে নিচ্ছে দূরে চলমান ছোট্ট অবয়বটা কত দূরে গেল। ঘুরপথে এসে বেনের আগেই এখন পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি একটা জায়গায় এসে বসেছে সে। তার পেছনে, চূড়ার ওপাশে পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে গেছে আবার। নিচে দেখা যাচ্ছে একটা সবুজ উপত্যকা, তার মাঝে দাঁড়িয়ে আছে একটা বাড়ি।

পাথুরে ঢালটা বেশ কিছু দূর ওঠার পর একটা সরু তাকের মতো সৃষ্টি করেছে, এক চিলতে সমতল জায়গা। তারপর আবার প্রায় খাড়া উঠে গেছে চূড়া পর্যন্ত। ডান পাশে হঠাৎ করেই প্রায় তিন'শ মিটারের মতো নেমে গেছে খাড়া ঢাল, নিচে জঙ্গলে ছাওয়া একটা উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল বেন। আধ ঘণ্টার মতো কষ্টকর যাত্রার পর সমতল জায়গাটুকুতে এসে পৌঁছাল ও। জায়গাটা বড়জোর দশ মিটারের মতো চওড়া হবে। পাহাড়ের গায়ে এক জায়গায় একটা পাথর সামনে ঠেলে বেরিয়ে আছে, নিচে তৈরি হয়েছে গুহার মতো একটা জায়গা। এখানে কিছুক্ষণ থামল বেন, বিশ্রাম নিল। এখনও ঢাল বেয়ে বেশ কিছুটা দূর উঠতে হবে ওকে।

ওর উপরে, যে বড় পাথরটা ঠেলে বেরিয়ে আছে তার ওপরেই রয়েছে বোজা। আরও একটু সামনে এগিয়ে এল সে। এখান থেকে বৃটিশ লোকটাকে বাইনোকুলারের সাহায্যে বেশ ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে সে। চওড়া, চ্যাপ্টা পাথরটা একটা খাড়া ঢালের শরীর থেকে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আছে। বেশ শক্ত আছে, মনে হয় না বোজার ওজনে কোনো প্রভাব পড়বে। তাছাড়া হাজার বছর ধরে একইভাবে রয়েছে পাথরটা, আরও কয়েক হাজার বছর থাকবে বলেই মনে হয়। কিন্তু বিশালদেহী লোক বোজা, এবং যত সামনে এগিয়ে যাচ্ছে ততই সে নিজের অজান্তে বদলে দিচ্ছে পাথরটার ভারসাম্য।

যখন সে টের পেল যে পাথরটা নড়তে শুরু করেছে, তখন আর কিছু করার উপায় নেই।

পতনের পর প্রথম কয়েক মিটার পাথরের ওপরেই উপুড় হয়ে শুয়ে রইল বোজা। তারপরেই ঢালের গায়ে আছড়ে পড়ে সহস্র ছোটবড় টুকরোতে পরিণত হলো সেটা, বৃষ্টির মতো ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে শুরু করল। তাদের সাথে গড়াতে গড়াতে প্রায় ত্রিশ মিটারের মতো নেমে গেল বোজা। কিছু একটা ধরার

BanglaBook.org

জন্য পাগলের মতো হাতড়াচ্ছে সে, কিন্তু তেমন কিছুই নেই আশেপাশে। ওদিকে পাথরের টুকরোগুলোর পতনের বেগ আরও শক্তিশালী হচ্ছে, ধীরে ধীরে একটা পাহাড় ধ্বসের সৃষ্টি হলো।

পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে ছিল বেন, এই সময় শত শত পাথরের পতনে সৃষ্টি হওয়া ধুলোর মেঘ চোখে পড়ল ওর। সাথে সাথে ঠাণ্ডা হয়ে গেল ওর রক্ত, ধ্বসটা সরাসরি ওর দিকেই আসছে! পাথরগুলো গুহার কাছাকাছি আসতেই একটা লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও। ওর চারদিকে বজ্রপাতের মতো শব্দে আছড়ে পড়ছে ছোট বড় নানা রকম পাথর, মাটির চাঙড় ভেঙে নিয়ে যাচ্ছে। আলগা মাটি আর ধুলো থেকে বাঁচতে মুখে হাত চাপা দিতে বাধ্য হলো ও। হঠাৎ অনুভব করল, ওর পায়ের নিচ থেকে সরে যাচ্ছে মাটি। বেপরোয়া হয়ে গুহার ছাদটা আঁকড়ে ধরল ও, প্রার্থনা করছে যেন ভেঙে না পড়ে ওকে নিয়ে। বড় একটা ধারালো পাথর আছড়ে পড়ল হঠাৎ, ওর কাঁধে লেগে অবশ করে দিল এক হাত। ফলে ঝুলে থাকা পাথরটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো ও, ঢাল বেয়ে গড়াতে গড়াতে চলল নিচে। সাথে চলেছে ধুলো, মাটি আর পাথরের স্রোত। বেকায়দায় বেরিয়ে থাকা একটা গাছের শেকড়ের সাথে হঠাৎ খোঁচা লাগল পিঠে, ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল ও। তবে সেটা সামলে নিয়ে কোনোমতে শেকড়টা আঁকড়ে ধরতে পারল। দুই পাশ দিয়ে চলে যেতে লাগল মাটি আর পাথরের স্রোত। সৌভাগ্যক্রমে শেকড়টা আলগা হয়ে গেল না। ধীরে ধীরে কমে এল ধসের ভয়াবহতা, তারপর থেমে গেল এক সময়।

ধুলোর চাদর যেন নিরেট হয়ে ঝুলে আছে বাতাসে। খক খক করে কেশে উঠল বেন, মুখ আর গলা ভরে গেছে ধুলোয়। কোনো মতে পা রাখার মতো একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজে বের করল ও, তারপর ধীরে ধীরে পায়ের ওপর শরীরের ওজন চাপিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল; সাবধান রয়েছে যাতে আবার পায়ের নিচ থেকে সরে যেতে না পারে মাটি। শেকড়টার গায়ে কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে একটা চাপড় দিল ও, তারপর সাবধানে উঠতে শুরু করল একটু আগে যেখানে ছিল সেই সমতল জায়গাটার দিকে। শক্ত মাটি পাওয়া যাবে ওখানে।

পাথরের মাঝে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে বোজো, একটুও নড়ার ক্ষমতা নেই। মাটি আর পাথর আঁকড়ে ধরে পতন ঠেকানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ছড়ে গেছে হাতের আঙুল আর নখ। প্রচণ্ড চেষ্টার পর অবশেষে কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারল সে, চারদিকে ছড়িয়ে থাকা মাটি আর পাথরের স্তূপের দিকে তাকাল। গড়াতে গড়াতে অনেক দূরে নেমে এসেছে সে। আর দুই মিটার এগিয়ে গেলেই সমতল জায়গাটার কিনার থেকে নিচে পড়ে যেত, সরাসরি গিয়ে পড়ত নিচের জঙ্গলে ভরা উপত্যকার মাঝে।

BanglaBook.org

একটা শব্দ শুনতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে, এবং দেখতে পেল, বেন হোপ এসে দাঁড়িয়েছে তার পেছনে।

নিজের পিস্তলটা বের করার সময় পেল না বোজা। সরাসরি তার বুকের ওপর এসে স্থির হলো বেনের পিস্তলের লক্ষ্য, এবং দুইবার গর্জে উঠল ব্রাউনিং।

পাহাড়ের নিস্তব্ধ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ল গুলির শব্দ। দোমড়ানো পুতুলের মতো ঝাঁকি খেল বোজার শরীর। এক মুহূর্তের জন্য সমতল জায়গাটার কিনারে টলমল পায়ে দাঁড়িয়ে রইল সে, দুই হাত দুই দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ভারসাম্য ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করল। ঠাণ্ডা চোখে তাকে দেখল বেন, তারপর আরও একবার গুলি করল। বুক চেপে ধরল বোজা, তারপর শেষবারের মতো তীব্র ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে একবার বেনের দিকে তাকিয়ে উল্টে পড়ে গেল ঢালের ওপাশে।

পাহাড়ের ওপাশে গাছপালায় ঢাকা উপত্যকায় পৌঁছাতে আরও এক ঘণ্টা সময় লেগে গেল বেনের। পড়ে থাকা একটা শ্যাওলাধরা গাছের গুঁড়িতে বিশ্রাম নিতে বসল ও। পায়ে একজোড়া ভাল আর্মি বুট থাকলে ভাল হতো। ওর হালকা জুতোগুলোর অবস্থা একেবারেই করুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দারুণ ব্যথা করছে পা দুটো।

এটা ফুলকানেলির নির্দেশিত সেই জায়গা হতেই পারে না, উপত্যকার দিকে তাকিয়ে ভাবল ও। কিন্তু ম্যাপ আর ওর কম্পাস ঠিক এই জায়গাটাকেই নির্দেশ করছে। আর কোথাও কিছু নেই, স্রেফ গাছপালা আর জঙ্গল।

ওর চোখের সামনে, উপত্যকার কয়েক'শ মিটার ভেতরে রয়েছে একটা সাদা রঙের বাড়ি। উঁচু, গম্ভীর চেহারার একটা পাহাড়ের ঠিক গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেন। নির্ধারিত জায়গায় এসে পৌঁছানোর পর ঠিক কী দেখতে পাবে সেটা নিয়ে চিন্তা করেনি ও। হয়তো কোনো ধ্বংসস্তূপ, অথবা পাথরের তৈরি একটা বৃত্ত বা এ রকম কিছু। কিন্তু তাই বলে 'দাঁড়কাকের বাসা'র জায়গায় এমন একটা ঝকঝকে, সাদা রঙের আধুনিক ভিলা দেখতে পাবে সেটা একেবারেই আশা করতে পারেনি।

বাড়িটা আধুনিক ধাঁচে তৈরি, ছাদগুলো সমান। ল্যাংডকের গ্রাম্য এলাকায় সাধারণত যে পাথরের বাড়িগুলো দেখা যায় তার সাথে একেবারেই মিল নেই। মনে হচ্ছে যেন গত কয়েক বছরের মাঝেই তৈরি করেছে কেউ। তবুও কিভাবে যেন আশেপাশের বুনো প্রকৃতির সাথে একেবারে সহজ ভঙ্গিতে মিশে গেছে বাড়িটা, যেন বহু শতাব্দী ধরে রয়েছে এখানে।

প্রাচীরে ঘেরা বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল বেন। কাছ থেকে দেখছে বাড়িটা, এই সময় হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল, 'হ্যালো? কেউ কী আছে

BanglaBook.org

ওখানে?' ছিমছাম একটা বাগানের মাঝ দিয়ে এগিয়ে আসছে এক মহিলা। লম্বা, হালকাপাতলা শরীর, বয়স হবে পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মতো। কিন্তু বেনের চোখে সবার আগে যে জিনিসটা ধরা পড়ল সেটা হচ্ছে তার কালো চশমা এবং হাতের সাদা ছড়ি, যেটা দিয়ে সামনের পথ আন্দাজ করে নিচ্ছে। গেটের সামনে এসে সাবধানে থেমে দাঁড়াল সে। তারপর বেনের পাশে কোথাও তাকিয়ে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে একটু হাসল।

'আপনার সুন্দর বাড়িটা একটু দেখছিলাম,' অন্ধ মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলল বেন।

এবার তার হাসিটা বিস্তৃত হলো। 'আচ্ছা, তাহলে আপনি স্থাপত্যের দিকে আগ্রহী?'

'তা বলতে পারেন,' জবাব দিল বেন। 'তবে সেই সাথে এটাও ভাবছিলাম যে এখানে এক গ্লাস পানি পাওয়া যাবে কি-না। পাহাড় টপকে এলাম কিনা, বেশ পিপাসা লেগেছে। অসুবিধে হবে না তো আপনার?'

'মোটেই না। ভেতরে আসুন,' বলল মহিলা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। 'গেটের ছিটকিনিটা সাবধানে খুলবেন, জং ধরে শক্ত হয়ে গেছে।'

মহিলার পিছু নিয়ে সরু পথটা ধরে ভিলার দিকে এগিয়ে গেল বেন। ভেতরে ঢুকে প্রথমে বড় একটা হলওয়ে পড়ল। একটা আধুনিক কিচেন রয়েছে তার শেষ মাথায়। ছড়ির সাহায্যে একটা ফ্রিজের দিকে এগিয়ে গেল মহিলা। এক বোতল পানি বের করে দিল সে, তারপর বলল, 'কাপবোর্ডে গ্লাস আছে। দয়া করে একটু নিজে নিয়ে নিন।' তারপর বেনের উল্টো দিকে টেবিলে বসল সে, মুখের অভিব্যক্তি শান্ত। দুই গ্লাস পানি ঢেলে নিয়ে খেল বেন।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে,' বলল ও। 'সেই রেনে-লে-শ্যাতো থেকে এ পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে এসেছি আমি। আসলে আমি দাঁড়কাকের বাসা খুঁজছি।'

'তাহলে তো সেটা পেয়েও গেছেন,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল বৃদ্ধা। 'এটাই দাঁড়কাকের বাসা।'

'এটা?' কিন্তু তা কি করে হয়? এ তো আধুনিক একটা বাড়ি। আশি বছরের পুরনো একটা পাণ্ডুলিপিতে এই বাড়ির উল্লেখ কী করে থাকবে? 'আমার হয়তো ভুলও হতে পারে,' বলল ও, 'আমি যে বাড়িটা খুঁজছি সেটা অনেক পুরনো।' তারপর একটা চিন্তা এল ওর মাথায়। 'এই বাড়িটা কী পুরনো কোনো বাড়ির ধ্বংসাবশেষের ওপর তৈরি করা হয়েছে?'

হাসল মহিলা। 'না। এটাই একমাত্র বাড়ি। দেখতে যতটা মনে হয়, তার চাইতে এর বয়স অনেক বেশি। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি করা হয়েছে এটা। আর বাড়ির নামটা এসেছে এর স্থপতির নাম থেকে।'

BanglaBook.org

'কে সেই স্থপতি?'

'লোকটার আসল নাম ছিল শার্ল জ্যানেরে। কিন্তু সবাই তাকে যে নামে চিনত তা হলো *লে করবুসিয়ে*। আর তার ডাকনাম ছিল *করবু*।'

'দাঁড়কাকের বাসা,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল বেন। ফ্রেঞ্চ ভাষায় *করবু* বা *করব্যু* শব্দের অর্থ হচ্ছে দাঁড়কাক। তার মানে বাড়িটা বাইরে থেকে যতই আধুনিক মনে হোক না কেন, এটা আসলে ফুলকানেলির পাণ্ডুলিপির সময়েই তৈরি।

'এই বাড়িটা কেন খুঁজছিলেন আপনি?' প্রশ্ন করল মহিলা।

উত্তরটা বেনের মনের মাঝে আগে থেকেই সাজানো ছিল, তাই তেমন বেগ পেতে হলো না। 'ইতিহাস নিয়ে কিছু গবেষণা করছি আমি। পুরনো কিছু ডকুমেন্টে এই বাড়িটার নাম পেয়েছি। এই দিক দিয়েই যাচ্ছিলাম তো, ভাবলাম একবার ঘুরে দেখে যাই।'

'ইচ্ছে করলে বাড়িটা ঘুরে দেখতে পারেন,' বলল মহিলা। 'কয়েক বছর আগেই নষ্ট হয়ে গেছে আমার চোখ, কিন্তু মনের পর্দায় এখনও সব পরিষ্কার দেখতে পাই।'

বেনকে নিয়ে বাড়ির বিভিন্ন কামরা ঘুরে দেখাতে লাগল মহিলা, ছড়ি দিয়ে টোকা দিয়ে বিভিন্ন জিনিসের অবস্থান আর গুরুত্ব বুঝিয়ে দিল। প্রধান সিটিং রুমে একটা লম্বা এবং সুন্দর কারুকাজ করা ওক কাঠের ফায়ারপ্লেস রয়েছে। বাড়ির বাকি অংশের অলংকরণ একেবারেই সাদাসিধে, প্রায় কাটখোট্টা ধরনের। কিন্তু ফায়ারপ্লেসটার শরীরে এত সুন্দর নকশা যে ঠিক মানায় না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বেন। যদিও ফায়ারপ্লেসের নকশা আর সৌন্দর্য ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। ও আসলে তাকিয়ে আছে ম্যান্টেলপিসের ওপর খোদাই করে তৈরি করা একটা ভাস্কর্যের দিকে। পুরো ফায়ারপ্লেসের ওপর জুড়ে রয়েছে ভাস্কর্যটা।

ভাস্কর্যটা একটা দাঁড়কাকের, বৃত্তাকার একটা প্রতীকের ওপর তৈরি করা হয়েছে। এমনই একটা প্রতীক বেন দেখতে পেয়েছিল নটর ডেম ক্যাথেড্রালে, এবং ফুলকানেলির পাণ্ডুলিপিতে। পাখিটার নিপুণ হাতে খোদাই করা শরীর, ডানার ধারালো পালক, বাঁকানো নখ আর নিষ্ঠুর ঠোঁটের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ও। টকটকে লাল কাঁচ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে পাখিটার চোখ, মনে হচ্ছে যেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বেনের দিকে।

'এটাও কী বাড়িটা তৈরির সময় বানানো হয়েছিল?' প্রশ্ন করল ও, তারপর মনে পড়ল যে মহিলা অন্ধ। তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'ফায়ারপ্লেসটার কথা বলছি।'

'ওহ, হ্যাঁ। করবু নিজে ওটা খোদাই করেছিলেন। সত্যি কথা বলতে স্থপতি হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করার আগে ভাস্কর এবং অলংকার-শিল্পী

BanglaBook.org

ছিলেন তিনি।'

দাঁড়কাকের নিচে প্রাচীন ধাঁচের পেঁচানো অক্ষরে খোদাই করা রয়েছে দুটো ল্যাটিন শব্দ HIC DOMUS. 'হিক...এখানে,' বিড়বিড় করে অনুবাদ করল বেন। 'এখানে বাসা...এটাই বাসা...বা এটাই দাঁড়কাকের বাসা।'

কিন্তু এর পর কোথায় যাবে ও? ফুলকানেলি তার মানচিত্রে এই বাড়ির কথা কেন উল্লেখ করেছিল? নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। কিছু একটা আছে এই বাড়িতে। কি সেটা?

মনে মনে ধাঁধার উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে করতে কামরার অন্যান্য দিকে চোখ বোলাতে লাগল বেন। উল্টোদিকের দেয়ালে ঝোলানো একটা পেইন্টিঙে আটকে গেল ওর দৃষ্টি। পুরনো ধাঁচের আলখাল্লা পরা এক বৃদ্ধকে দেখা যাচ্ছে ছবিতে। এক হাতে বড় একটা চাবি ধরে রেখেছে সে। আরেক হাতে একটা বৃত্তাকার ঢাল বা চাকতি, দেখতে অদ্ভুত লাগলেও বৃত্তটা খালি, যেন শিল্পী ছবিটা শেষ করার সময় পায়নি। বৃদ্ধের মুখে রহস্যময় হাসি।

'আপনার নামটা কিন্তু এখনও আমাকে বলেননি, মসিউ,' বলল অন্ধ মহিলা।

বলল বেন।

'আপনি বৃটিশ? আপনার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম। আমার নাম অ্যান্টোনিয়া।' একটু বিরতি নিল মহিলা। তারপর বলল, 'এখন আসলে আপনাকে আর সময় দিতে পারছি না, দুঃখিত। আমার ছেলে থাকে নীসে, দুই দিনের জন্য দেখতে যাব ওকে। একটু পরেই চলে আসবে ট্যাক্সি।'

'বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ,' বলল বেন। ঠোঁট কামড়ে ধরেছে ও, কণ্ঠস্বর থেকে নিরাশ ভাবটা চাপা দেয়ার চেষ্টা করছে।

হাসল অ্যান্টোনিয়া। 'জায়গাটা যে আপনি খুঁজে পেয়েছেন তাতে আমি খুশি। আশা করি যা সন্ধান করছেন সেটাও খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন আপনি, বেন।'

BanglaBook.org

## ষাট.

পাহাড়ের ঢালে জন্মানো গাছগুলোর মাঝে বসে আছে বেন, লে করবুসিয়ের নকশা করা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে। চিন্তা করছে, এখন কি করা উচিত ওর। দ্রুত নেমে আসছে সন্ধ্যা, সেই সাথে বাড়ছে বাতাসের বেগ। বাতাসে আর্দ্রতাও বাড়ছে। জঙ্গলের ওপাশে সন্ধ্যার আকাশে কালো মেঘ জমতে দেখা যাচ্ছে। ঝড় আসছে একটা।

অ্যান্টোনিয়ার শেষ কথাটা বেশ অদ্ভুত লেগেছে ওর কাছে, কেমন যেন খাপছাড়া। আশা করি যা সন্ধান করছেন সেটাও খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন আপনি। বেন তো তাকে বলেছিল কেবল বাড়িটা খুঁজছে ও। অ্যান্টোনিয়ার তো বোঝা উচিত ছিল যে সেটা ইতোমধ্যেই পেয়ে গেছে ও। তাছাড়া, স্রেফ ম্যাপে দেখে একটা বাড়ি সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে দেখতে আসা কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে সন্ধান কথাটা একটু বেশি কঠিন হয়ে যায় না?

কে জানে, ব্যাপারটা নিয়ে হয়তো খুব বেশি চিন্তা করছে বেন। নাকি অন্ধ মহিলা এমন কিছু জানে যেটা সে বলেনি বেনকে? বাড়িটায় কী কিছু লুকানো আছে? যদি না থাকে, তাহলে এখানেই শেষ সব। আর কোথাও যাওয়ার মতো সুযোগ নেই বেনের সামনে।

দূরে মেঘের গর্জন শোনা গেল। হাত বাড়িয়ে দিল বেন। বড় এক ফোঁটা বৃষ্টির পানি এসে পড়ল ওর তালুতে। কয়েক মুহূর্ত পর আরেকটা, তারপর আরেকটা। একটা গাড়ির হেডলাইট যখন বাড়িটার সামনের রাস্তায় দেখা গেল ততক্ষণে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। জানালাগুলো থেকে আলো নিভে গেল। অ্যান্টোনিয়াকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল, ট্যাক্সির ড্রাইভার একটা ছাতা নিয়ে এগিয়ে নিয়ে এল তাকে। একটা বুড়ো ওক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে মহিলাকে ট্যাক্সিতে উঠে চলে যেতে দেখল বেন।

ট্যাক্সির টেইললাইটগুলো যখন অন্ধকারের মাঝে দুটো লাল বিন্দুতে পরিণত হলো, তখন জ্যাকেটের কলার উঠিয়ে দিয়ে সামনে, উপত্যকার দিকে এগিয়ে গেল ও।

দ্রুত, সতর্ক এবং নিঃশব্দ পায়ে বাড়ির চারপাশটা ঘুরে দেখল বেন। ফুলের বাগানটা বৃষ্টির পানির তোড়ে এলোমেলো হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ চমকে উঠল একবার, এক সেকেন্ড পরেই শোনা গেল বজ্রপাতের কানফাটানো আওয়াজ। চোখ থেকে পানি ঝেড়ে ফেলল বেন।

BanglaBook.org

কালো মেঘের আগমনের সাথে সাথে নেমে এসেছে অন্ধকার। পিস্তলের সাথে লাগানো এলইডি টর্চের সাহায্যে প্রাচীর ঘেষে এগোতে লাগল ও, পেছন দিকের একটা দরজা খুঁজে বের করল। তালাটা খুব বেশি জটিল কিছু নয়, সহজেই খুলে ফেলা গেল। এক মিনিটেরও কম সময়ের মাঝে বাড়িতে ঢুকে পড়ল ও। টর্চের সরু আলোর সাহায্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল এ ঘর থেকে ও ঘরে। লম্বা লম্বা ছায়া পড়ছে সব কিছুর। ঝড়টা এখন ঠিক মাথার ওপর, তীব্রতা ক্রমেই বাড়ছে। আরও একবার বিদ্যুৎ চমকাতে দেখা গেল। দুই সেকেন্ড সময় নিয়ে তীব্র আলোতে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠল চারপাশ, তার ঠিক পরেই শোনা গেল বজ্রপাত। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল পুরো বাড়িটা।

পথ খুঁজে নেয়ার পর কারুকাজ করা সেই ফায়ারপ্লেসটা খুঁজে পেতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না বেনকে। টর্চের আলোটা দাঁড়কাকের মূর্তির ওপর ফেলল ও। অন্ধকার আর আলোছায়ার মাঝে ভাস্কর্যটাকে যেন আরও বেশি জীবন্ত মনে হচ্ছে, টকটকে লাল চোখটা জ্বলছে টর্চের আলোতে।

দাঁড়িয়ে রইল বেন, ভাবছে। কি খুঁজছে ও এখানে? ঠিক জানা নেই। দাঁড়কাকের প্রতীকটা অনুসরণ করেই এই পর্যন্ত এসেছে ও, এবং ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে এখনও ওটাকেই অনুসরণ করা উচিত ওর। ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই রইল ও, চিন্তা চলছে মাথার ভেতর। ওদিকে জানালার বাইরে ফুঁসে চলেছে ঝড়। হঠাৎ একটা চিন্তা এল ওর মাথায়। বৃষ্টির মাঝে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল ও, এবং দেখতে পেল, ঠিকই ভেবেছে।

বাড়ির ভেতর থেকে মনে হয় যে ফায়ারপ্লেসটা দেয়ালের বাইরে তৈরি করা, মুখটা কেবল ঘরের ভেতর। কিন্তু বাগানে এসে চোখ থেকে বৃষ্টির ফোঁটা মুছে এবং বাড়ির ছাদের দিকে টর্চের আলো ফেলে বুঝতে পারল, ব্যাপারটা মোটেই সে রকম নয়। ফায়ারপ্লেসের চিমনিটা ঘরের দেয়ালের প্রায় তিন মিটার ও পাশে, ছাদের পেট চিরে বেরিয়ে আছে। ঘরের ভেতর থাকতে আরেকটা জিনিস খেয়াল করেছিল ও। ফায়ারপ্লেসের পাশের দেয়ালে যে জানালাটা সেটা ঘরের কোণা থেকে এক মিটারের মতো দূরে। কিন্তু বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে যে জানালার প্রায় চার মিটার পরে শুরু হয়েছে ঘরের কোণ।

ভিজে কাঁপতে কাঁপতে দ্রুত ঘরের ভেতর ফিরে এল ও। বুঝতে পারছে যে এটা যদি আধুনিক নকশায় বাড়ি বানানোর কোনো খামখেয়ালি না হয়ে থাকে, তা হলে একমাত্র ব্যাখ্যা হলো, ফায়ারপ্লেসের পেছনে একটা ফাঁকা জায়গা আছে। তাপমাত্রা ঠিক রাখার জন্য কোনো জায়গা? নাহ, খুব বেশি বড় হয়ে যায়। জায়গাটা প্রায় তিন মিটার চওড়া বলে মনে হচ্ছে। হয়তো কোনো করিডোর, অথবা কাপবোর্ড; যেটায় অন্য কোনো কামরা থেকে প্রবেশ করা যায়।

BanglaBook.org

কিন্তু সেই প্রবেশের রাস্তাটা কোথায়? বাড়ির সব দরজাই পরীক্ষা করে দেখল বেন, কিন্তু কোনোটাই সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারল না। ফায়ারপ্লেসের ঠিক উপরের কামরাটা হচ্ছে একটা বেডরুম, মেঝেতে নিরেট ফ্লোরবোর্ড লাগানো। ফলে নিচে নামার কোনো উপায় নেই। বাড়ির নিচে কোনো সেলার নেই যেখান থেকে সিঁড়ি বা ট্র্যাপডোরের মাধ্যমে ফায়ারপ্লেসের পেছনের লুকানো কামরাটায় ঢোকা যাবে। আবার লিভিং রুমে ফিরে এল বেন, ফায়ারপ্লেসটা ভাল করে পরীক্ষা করল। ভেতরে ঢোকার কোনো পথ যদি থেকে থাকে তাহলে তা এখানেই পাওয়া যাবে।

বাতি জ্বালিয়ে দিল বেন, তারপর দেয়ালের বিভিন্ন জায়গায় টোকা দিয়ে শব্দটা শুনে দেখল। ফায়ারপ্লেসের চারপাশে সব জায়গায় নিরেট দেয়াল। তবে আরও বাম দিকে সরে যাওয়ার পর শব্দটা বদলে গেল। আরও এক মিটার বামে সরে যাওয়ার পর বোঝা গেল, ফাঁপা জায়গা রয়েছে দেয়ালের ওপাশে। কোথাও কোনো ফাটল বা জোড়া দেয়ার চিহ্ন নেই যেটা দেখে বোঝা যাবে যে এখানে একটা লুকানো দরজা থাকতে পারে। দেয়ালের কাঠের প্যানেলগুলো সরানো যায় কি-না দেখল বেন, ভাবল হয়তো ওগুলোর পেছনে কিছু থাকতে পারে। কিন্তু তবুও কোনো লাভ হলো না।

হাত বাড়িয়ে ফায়ারপ্লেসের ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় হাতড়ে দেখল ও। কে জানে, হয়তো কোনো লিভার বা অন্য কোনো ব্যবস্থা আছে, যেটা দিয়ে একটা দরজা খোলা যাবে। নেই। হাত থেকে কালো কালি মুছে ফেলার চেষ্টা করল ও, বিড়বিড় করে বলল, 'কিছু একটা তো অবশ্যই আছে।' ফায়ারপ্লেসের সব জায়গায়, দুই পাশে, কারুকাজ করা জায়গাগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে দেখল ও, এমন কিছু খুঁজছে যেটা চাপ দিলে ডেবে যায় অথবা ঘোরানো যায়। কিন্তু না, কোনো লাভ হলো না। ওদিকে জানালার গায়ে অনবরত আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা।

বাধ্য হয়ে ফায়ারপ্লেস থেকে সরে দাঁড়াল বেন, বাইরের ঝড়ের মতোই তীব্র বেগে চিন্তা চলছে ওর মাথার ভেতর। আর কোনো উপায় নেই। দরকার হলে দেয়াল ভেঙে ভেতরে ঢুকবে ও। কোনো দরজা যখন নেই, তখন দরজা বানিয়ে নিতে হবে ওকে। যা হয় হোক।

বাড়ির বাইরে একটা ছাউনিতে একটা কাঠ চেরাই করার কুড়াল পাওয়া গেল। একটা গাছের গুঁড়িতে গাঁথা ছিল সেটা, পাশে ছড়িয়ে ছিল কয়েকটা লম্বা কাঠের টুকরো। কুড়ালের লম্বা হাতলটা ধরে সেটাকে ছাড়িয়ে নিল বেন, তারপর কাঁধের ওপর ফেলে চলে এল বাড়ির ভেতর। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে কুড়ালটা দেয়ালের ফাঁপা জায়গা বরাবর তাক করল ও। যদি ওর আন্দাজ সঠিক হয় তাহলে এখানে গর্ত করে অপর পাশে ঢুকে পড়া সম্ভব।

BanglaBook.org

কিন্তু যদি আমার ভুল হয়? কুড়াল নামিয়ে ফেলল বেন, হঠাৎ করেই সন্দেহ ঢুকে গেছে মনে। অপরাধীর দৃষ্টিতে তাকাল দাঁড়কাকটার দিকে। টকটকে লাল চোখগুলো দেখে মনে হলো, সব কিছু যেন জানে ওগুলোর মালিক।

চিন্তিত ভঙ্গিতে পাখিটার ভাবলেশহীন চেহারার দিকে তাকিয়ে রইল বেন। ভাস্কর্যটা এত জীবন্ত, মনে হয় যেন এখনই উড়াল দেবে। কুড়াল নামিয়ে রেখে পাখিটার পাখা এবং গলায় হাত বোলাল ও, চোখেও আঙুল রাখল। হঠাৎ করে কি মনে হতে জোরে চাপ দিল কাঁচের চোখে।

কিছুই হলো না। এত বেশি সহজ হবে না, ভাবল বেন। এলইডি টর্চসহ পিস্তলটা বের করল ও এবার, ভাস্কর্যের প্রতিটা রেখা আর উঁচু-নিচু জায়গায় আলো ফেলে দেখতে লাগল। দাঁড়কাকের চোখের ওপর আলো পড়তেই হঠাৎ এক ঝলক শক্তিশালী আলো ধাঁধিয়ে দিল ওর চোখ। মনে হচ্ছে যেন চোখটার ভেতর ছোট ছোট আয়না দিয়ে তৈরি জটিল কোনো ব্যবস্থা আছে, যেটা ওর পিস্তলের টর্চের আলোকে কেন্দ্রীভূত করে আবার ওরই দিকে ছুড়ে দিচ্ছে।

আরও একটা চিন্তা ঢুকল বেনের মাথায়। দেয়ালে লাগানো আলোর সুইচটার দিকে এগিয়ে গেল ও, বাতি নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে ডুবে গেল কামরা। এবারে দাঁড়কাকের চোখে আবার টর্চের আলো ফেলল ও। তবে এবার এক পাশে একটু সরে দাঁড়িয়েছে যাতে চোখে এসে না পড়ে আলো।

দাঁড়কাকের চোখ থেকে প্রতিফলিত আলোটা সরু একটা রেখায় পরিণত হয়ে বিকেলে দেখা সেই পেইন্টিংটার ওপর গিয়ে পড়ল, প্রায় তিন ইঞ্চি চওড়া একটা লাল বৃত্ত তৈরি করেছে। আলোটা পড়েছে ছবির বুড়ো মানুষটার হাতে ধরা সেই অদ্ভুত রকমের খালি ঢালের ওপর।

দাঁড়কাকের চোখে আলোটা ধরে রাখল বেন, তারপর সেই অবস্থাতেই ছবিটার কাছাকাছি সরে এল। অবাক হয়ে দেখল, লাল বৃত্তটার মাঝে সেই জোড়া বৃত্ত আর তারা আঁকা প্রতীকটা দেখা যাচ্ছে, যেটা এর আগে ও দেখেছে সোনালি ক্রুশটার ফলায় আর রেনফিল্ডের নোটবুকে।

অ্যান্টোনিয়ার কথা মনে পড়ল বেনের। সে বলেছিল যে এই বাড়ির স্থপতি নাকি স্থাপত্যকে পেশা হিসেবে নেয়ার আগে গহনার কারিগর ছিল। কি দারুণ বুদ্ধি ছিল লোকটার মাথায়! জ্যামিতিক নকশাটাকে এত ছোট, অথচ নিখুঁতভাবে আয়নার কারসাজিতে ফুটিয়ে তোলা প্রায় অসাধ্যই বলা যায়। কিন্তু কেন এই কাজ করেছিল সে?

ছবিটা ধরে টান দিতেই খুলে এল দেয়াল থেকে। সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠল বেনের হৃৎপিণ্ড। ওপাশে একটা লুকানো সেফ, অর্থাৎ সিন্দুক দেখা যাচ্ছে। আলো জ্বালিয়ে দিয়ে সেটাকে ভাল করে পরীক্ষা করল ও। কি থাকতে পারে এর ভেতরে?

BanglaBook.org

বাড়িটার মতোই পুরনো হবে সিন্দুকের বয়স, ইস্পাতের দরজাতে পুরনো ধাঁচের নানা রকম অলংকরণ। পাল্লার ঠিক মাঝখানে রয়েছে একটা পুরনো রোটারি কম্বিনেশন লক, তবে এ ধরনের স্বাভাবিক তালায় একটা ডায়াল থাকলেও সিন্দুকের পাল্লায় ডায়াল রয়েছে দুটো। একটায় রয়েছে সংখ্যা, আরেকটায় ইংরেজি বর্ণমালা।

'ওহ্, ক্রাইস্ট... আবার কোড!' গুঙিয়ে উঠল বেন। তারপর ব্যাগ থেকে বের করল নোটবুকটা। পৃষ্ঠাগুলোর মাঝে ভাঁজ করা রয়েছে একটা কাগজ, যাতে লেখা আছে কোড ভাঙার জন্য ওর সাজানো কী লাইনগুলো। কে জানে, হয়তো সেফ খোলার কোডটা এই নোটবুকেরই কোথাও পাওয়া যাবে। কিন্তু কী সেই কোড? নোটবুকের পাতা উল্টাতে লাগল ও। যে কোনো কিছুই হতে পারে।

নোটবুকটা হাঁটুর ওপর রেখে বসে পড়ল বেন, নানা রকম সম্ভাবনা নিয়ে চিন্তা করছে, তারপর সেগুলোর কোড করলে কী দাঁড়ায় সেটা বের করছে। প্রথমে 'দাঁড়কাকের বাসা' কথাটার ফ্রেঞ্চ রূপ নিয়ে চেষ্টা করে দেখল। কাজ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ, তবে চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? এখন কোনো কিছুই বাদ দিতে রাজি নয় ও।

LA MAISON DU CORBEAU

এবার ডায়াল ঘুরিয়ে সংখ্যা এবং অক্ষরের জটিল বিন্যাসটা ধীরে ধীরে প্রবেশ করাল বেন। E/4; I/26; R/2, I/26 পুরো কথাটা ডায়াল ঘুরিয়ে লিখতে দুই-এক মিনিট সময় লাগল। সরে এসে কিছু একটা ঘটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল ও। কিন্তু কিছুই হলো না। অধৈর্য ভঙ্গিতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও, তারপর আরও একটা বিন্যাস সাজিয়ে দেখল। 'ক্যাথারদের গুপ্তধন'।

LE TRESOR DES CATHARES

এবারও কোনো কাজ হলো না। এভাবে চলতে থাকলে অনন্তকালও লেগে যেতে পারে, বুঝতে পারছে বেন। মেঝতে পড়ে থাকা কুড়ালটার দিকে তাকাল ও, ভাবছে যে এত ঝামেলা বাদ দিয়ে সরাসরি কুড়াল দিয়ে দেয়াল ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করবে কি-না। একবার বলকান যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় পাকা এক গ্লাসওয়েজিয়ান সার্জেন্ট মেজর ওকে একটা কথা বলেছিল, সেটা মনে পড়তে হাসল ও। *'যদি কখনও কোনো কিছু নিয়ে সন্দেহ হয়, তাহলে গায়ের জোর খাটানোই সর্বোত্তম উপায়।'* কে জানে, পরিস্থিতি বিচার করলে কথাটা হয়তো একেবারে ফেলনা নয়।

তারপরেই দেয়াল থেকে নামিয়ে আনা পেইন্টিংটার ওপর চোখ পড়ল ওর। কি মনে করে ঝুঁকে এসে সেটাকে মনোযোগ দিয়ে দেখল ও।

BanglaBook.org

*কি বোকা আমি! চাবিটা খেয়ালই করিনি!*

বৃদ্ধ লোকটার হাতে ধরা চাবিটার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে কিছু একটা লেখা আছে। হাঁটু গেড়ে ঝুঁকে পড়ে কথাটা পড়ল বেন।

LE CHERCHEUR TROUVERA

যে সন্ধান করে সে খুঁজে পায়। কলম তুলে নিয়ে দ্রুত হাতে কথাটা কোড করে ফেলল ও।

E/4, R/18; N/22, V/12, R/18, A/17, N/22, V/12,
R/18, A/11, A/17;
O/13, A/17, E/23, A/11, U/9, R/18, A/17, I/26

শেষ সংখ্যাটা ডায়াল করার সময় কাঁপতে লাগল ওর হাত। তবে ডায়াল করা শেষ হতেই সেফের ভেতর থেকে একটা গম্ভীর, ধাতব শব্দ ভেসে এল। তারপর নীরবতা। সিন্দুকের দরজার হাতল ধরে টান দিল বেন, কিন্তু কোনো কাজ হলো না। গালি দিয়ে উঠল ও। হয় ওর বিন্যাস সাজাতে কোনো ভুল হয়েছে, অথবা এত বছর পর কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেছে সিন্দুকের যান্ত্রিক ব্যবস্থা। খোলা যাচ্ছে না দরজাটা।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা শব্দ ভেসে আসতে চমকে উঠল ও, দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। এক হাত চলে গেছে ব্রাউনিঙের বাঁটে।

ফায়ারপ্লেসটা খুলে যাচ্ছে। চিমনি থেকে ঝুরঝুর করে মিহি ধুলো খসে পড়ল, কালিঝুলিমাখা প্যানেলগুলো দু'পাশে সরে গিয়ে একজন মানুষ ঢোকার মতো একটা পথ খুলে দিচ্ছে।

লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিল বেন, তারপর ফায়ারপ্লেসের মাঝ দিয়ে পা রাখল ওপাশের অন্ধকারের মাঝে। টর্চ জ্বালাল ও, এবং সামনে যা দেখতে পেল তাতে অবাক হয়ে গেল।

সরু একটা কামরায় রয়েছে ও, ছয় মিটারের মতো লম্বা এবং তিন মিটার চওড়া। এক কোণে রয়েছে বড় একটা ওক কাঠের টেবিল, উপরে ধুলোর মিহি আস্তরণ। তার উপর রয়েছে একটা ভারি ধাতব পেয়ালা, কিনারে লোহার আস্ত রণ। পেয়ালার মাঝে পড়ে আছে একটা মানুষের মাথার খুলি, শূন্য কোটরগুলো তাকিয়ে আছে বেনের দিকে। পেয়ালার দুই পাশে রয়েছে দু'টো মোমদানি, লোহার তৈরি। প্রতিটা প্রায় দুই ফিট উঁচু, একটা করে মোটা মোমবাতি রয়েছে তাদের ওপর।

টর্চের আলো ক্ষীণ হয়ে আসছে, তাই পকেট থেকে লাইটার বের করে মোমগুলো জ্বালিয়ে নিল বেন। তারপর একটা ভারি মোমদানি তুলে নিয়ে সেই

BanglaBook.org

আলোয় কামরার চারপাশটা ভাল করে দেখল। খুলিটা দাঁত বের করে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। দেয়ালে লাগানো রয়েছে ধুলোয় ঢাকা তাক, বইয়ে বোঝাই। একটা বই তুলে নিয়ে ফুঁ দিয়ে ধুলো পরিষ্কার করল বেন। মোমবাতি কাছে এনে চামড়ার মলাটের উপর লেখা নামটা পড়ল *নেক্রোনোমিকন*। মৃতদের বই। সেটা নামিয়ে রেখে আরেকটা বই তুলে নিল ও, এটাও চামড়ার মলাটে বাঁধাই করা। *দে অকাল্টা ফিলোসফিয়া*। গুপ্তবিদ্যার গোপন রহস্য।

দেখে মনে হচ্ছে জায়গাটা কারও ব্যক্তিগত পাঠকক্ষ বা স্টাডি, তবে বহু দিন আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। বইগুলো ধূলিমলিন তাকে সাবধানে নামিয়ে রাখল বেন, তারপর মোমদানিটা চারদিকে ঘুরিয়ে দেখল। কামরার দেয়ালগুলোতে নানা রকম অ্যালকেমিক্যাল পদ্ধতির ছবি আঁকা। কাছে এগিয়ে গেল ও। একটা ছবিতে মেঘের মাঝ থেকে একটা হাত বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। ঈশ্বরের হাত? হাতটা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরে পড়ছে একটা অদ্ভুত পাত্রের মাঝে, সেটা আবার ধরে রেখেছে ছোট ছোট ডানাওয়ালা দেবদূতরা। পাত্রের নিচে একটা ফুটো, সেখান থেকে কুয়াশার মতো কিছু একটা পদার্থ ঝরে পড়ছে। তার মাঝে নানা রকম অ্যালকেমিক্যাল প্রতীক আঁকা। নিচে লেখা রয়েছে : *Elixir Vitae,* অর্থাৎ, এলিক্সির অভ লাইফ। অমৃত।

ঘুরে দাঁড়াল বেন, মোমবাতিটা তুলে কামরার অন্যান্য কোণগুলো পরীক্ষা করল। যে পথ দিয়ে ঢুকেছে তার ঠিক উপরেই একটা মুখের ছবি আঁকা, তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ছবিটা একটা অয়েল পেইন্টিং, বড় ফ্রেমে বাঁধাই করা। মুখটা ঘন রুপালি চুল এবং দাড়িসহ একজন শক্তিশালী চেহারার মানুষের। বেশ গম্ভীর চেহারা, তবে ঘন ভ্রু'র নিচ থেকে তাকিয়ে থাকা চোখ দুটোয় কেমন যেন দুষ্টুমি খেলা করছে। ছবির নিচে সোনার তৈরি একটা ফলক, তাতে জড়ানো অক্ষরে লেখা :

FULCANELLI

'তাহলে অবশেষে আমাদের দেখা হলো,' বিড়বিড় করে বলে উঠল বেন। ছবিটার কাছ থেকে সরে এল ও, কামরার এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। মেঝের দিকে চোখ রয়েছে ওর। পাথরের টুকরো সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে মেঝে, সেগুলোর ওপর বহু পুরনো একটা কার্পেট পাতা। কার্পেটের বাইরের দিকের কিনারে মেঝের পাথরগুলো দেখা যাচ্ছে। হাঁটু গেড়ে বসে মোমদানিটা পাশে নামিয়ে রাখল বেন। ধুলোর একটা ছোট মেঘ ভেসে উঠল উপরে। কার্পেটের কিনার ধরে উঁচু করতেই বড় একটা মাকড়সা বের হয়ে এসে আট পায়ে হেঁটে অন্ধকারের মাঝে হারিয়ে গেল। কার্পেটটা গোল করে গুটিয়ে ফেলল ও, তারপর দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখল। ফুঁ দিয়ে কিছুটা জায়গার

BanglaBook.org

ধুলো পরিষ্কার করতেই এবার পাথরের গায়ে নানা রঙের মোজাইকের চিহ্ন বোঝা গেল। কয়েক মিনিট ধরে ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করার পর পিছিয়ে এসে জায়গাটা পরীক্ষা করতে লাগল ও।

ছবিটা প্রায় পনেরো ফুট লম্বা, এবং স্টাডির প্রস্থের প্রায় পুরোটাই দখল করে নিয়েছে। সেই জোড়া বৃত্ত আর তারার ছবিই আবার আঁকা হয়েছে এখানে। নকশার ঠিক মাঝখানে একটা গোলাকার পাথর, তার সাথে লাগানো রয়েছে একটা লোহার রিং। রিংটা পাথরের গায়ে কেটে বসিয়ে দেয়া হয়েছে, ফলে কার্পেট পেতে দিলে উপর থেকে কিছু বোঝার উপায় থাকে না। রিংটা দুই হাতে চেপে ধরে জোরে টান দিল বেন। হুশ-হুশ করে ঠাণ্ডা বাতাস বেরিয়ে এল পাথরের নিচ থেকে।

গর্তের মাঝে টর্চের আলো ফেলল ও। ক্ষীণ আলোতে দেখা গেল, পাথর কেটে তৈরি করা একটা পেঁচানো সিঁড়ি নেমে গেছে অন্ধকারে।

BanglaBook.org

## একষট্টি.

পেঁচানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল বেন। কর্কস্ক্রুর মতো ঘুরে ঘুরে যত নিচে নামল, ততই কমে এল বাইরের ঝড়ের শব্দ, শেষে এক সময় থেমে গেল সম্পূর্ণ।

তারও বেশ কিছুক্ষণ পর ফুরিয়ে এল সিঁড়ি, তার বদলে সামনে একটা সুড়ঙ্গের মতো পথ দেখা গেল, সাপের মতো একে বেঁকে হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। সামনে এগোনোর একটাই পথ, বেনের পায়ের শব্দ আর পানি পড়ার টুপটাপ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না কোথাও। সুড়ঙ্গের দেয়ালগুলো মসৃণ, প্রায় এক মানুষ সমান উঁচু। তাই মাথা উঁচু করে হাঁটতে পারছে ও। পাহাড়ি এলাকার মাটি কেটে এমন একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করতে নিশ্চয়ই কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিল। সুড়ঙ্গের দেয়াল মসৃণ না হলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যারাই এটা বানিয়ে থাকুক না কেন, সুড়ঙ্গটাকে নিখুঁত না করে থামতে চায়নি। বিশুদ্ধতাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু কেন এই সুড়ঙ্গ বানিয়েছিল তারা? কোথায় গিয়ে থেমেছে এটা? এগিয়ে চলল বেন।

হঠাৎ করে কোনো রকম পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই একটা তীক্ষ্ণ মোড় নিল সুড়ঙ্গটা। এক মুহূর্তের জন্য বেনের মনে হলো বোধহয় এখানেই পথ শেষ। কিন্তু তারপরেই ওর চুলের মাঝে বাতাসের স্পর্শ পেল। উপর থেকে ভেসে আসছে ঠাণ্ডা বাতাস। টর্চটা উঁচু করল ও। বামে একটা সুড়ঙ্গ চলে গেছে, সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সেগুলো বেয়ে উঠতে শুরু করল ও। মনে হলো যেন যতটা নিচে নেমেছিল তার চাইতেও অনেক বেশি উপরে উঠছে। তার অর্থ কেবল একটাই হতে পারে, ভূপৃষ্ঠ ছাড়িয়ে আরও উপরে উঠছে ও। বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়টার কথা মনে পড়ল ওর। বুঝতে পারল, এখন ওই পাহাড়ের ভেতরে রয়েছে ও। একদম ভেতরে, চারপাশে রয়েছে কেবল হাজার হাজার টন নিরেট পাথর আর মাটি।

টর্চের আলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। একটু পর হলুদ হয়ে এল, তারপর নিভে গেল। এবার সেটাকে পকেটে ভরে জিপো লাইটারটা জ্বালাল ও। কিন্তু পরিবেশ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, এবং সিঁড়ির দু'পাশের দেয়াল একেবারে চাপা হলেও তার মাঝেই শিস কেটে বইছে ঠাণ্ডা বাতাস। লাইটারের ধাতব শরীর গরম হয়ে উঠতে ছ্যাকা লাগল ওর হাতে, ভয়

BanglaBook.org

হলো যে ভেতরের ফুয়েলে আবার আগুন না ধরে যায়। হঠাৎ করে অন্ধকারে একবার পা ফসকালো ওর, প্রায় পড়েই যেতে গিয়েছিল। এক মুহূর্ত বিরতি নিল এবার, বুকটা কাঁপছে। তারপর লাইটারটা একটু ঠাণ্ডা হয়ে আসতে আবার জ্বালিয়ে নিল সেটা, উপরে উঠতে শুরু করল।

আর একটু পরেই ফুরিয়ে এল সিঁড়ি। একটা চেম্বারে এসে ঢুকল বেন। লাইটারটা উঁচু করে ধরে বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠল ওর চোখ। চেম্বারটা সামনে এবং দুই পাশে বেশ দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। একটা পাথুরে খুঁটির কাছে এসে দাঁড়াল ও। খুঁটিটা মনে হচ্ছে সরাসরি মেঝে থেকে গজিয়ে উঠেছে, বেনের মাথার ছয় ফিট মতো উপরে গিয়ে মিশেছে ছাদের বাঁকানো সিলিঙের সাথে। প্রচুর সময় নিয়ে মসৃণ করা হয়েছে খুঁটিটাকে, তার ওপর আবার জটিল সব নকশা কেটে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে নানা রকম ধর্মীয় দৃশ্য আর প্রতীক। কয়েক ফিট দূরে একই রকম আরেকটা খুঁটি, তারপর আরেকটা।

লাইটারের আলোটা চার দিকে ঘুরিয়ে দেখল বেন। ম্লান আলোয় সোনালি ক্রুশের সারি জ্বলজ্বল করে উঠল। ওর সামনে একটা বড় মঞ্চ রয়েছে, নিরেট পাথর কেটে তৈরি করা। সোনার অলংকরণ রয়েছে মঞ্চের সব জায়গায়।

একটা চার্চে এসে ঢুকেছে বেন। প্রাচীন এক গীর্জা, যা তৈরি করা হয়েছে একটা পাহাড়ের পেটের ভেতর।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে দিল বেন। প্রচুর মোমবাতি রয়েছে এখানে, খাঁটি সোনার তৈরি মোমদানিতে দাঁড় করানো। একটা একটা করে মোমবাতি জ্বালাতে ধীরে ধীরে কমলা রঙের আলোয় ভরে উঠল চার্চের ভেতরটা। জায়গাটার আকৃতি বুঝতে পেরে সশব্দ বিস্ময়ে চমকে উঠল ও। অকল্পনীয় সম্পদে ভরে আছে এই জায়গা।

তারপর দেয়ালের পাশে দাঁড় করানো পাথরের সিন্দুকগুলো ওর চোখে পড়ল। অন্তত কয়েক ডজন তো হবেই, হাঁটু পর্যন্ত উঁচু, লম্বায় চওড়ায় এক মিটার। সেগুলোর দিকে এগিয়ে গেল বেন। প্রতিটি সিন্দুক সোনা দিয়ে কানায় কানায় ভর্তি। একটা সিন্দুকের ডালা খুলে দেখল ও। খাঁটি সোনার তৈরি কয়েন আর বার, সেই সাথে আংটি আর নানা রকম অলংকারে ভর্তি। এই চার্চে যে পরিমাণে সোনা রয়েছে তা যে কোনো মানুষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী বানিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

একটা ভারি মোমবাতি হাতে নিয়ে এবার সুউচ্চ মঞ্চটার দিকে এগিয়ে গেল বেন। মসৃণ পাথর কেটে তৈরি করা দুটো সাদা রঙের সিংহ, কিন্তু একটাই মাথা তাদের-ধরে রেখেছে একটা পাথরের তৈরি বেসিন, যার ব্যাস হবে আট ফিটের মতো। মোমবাতির আলোতে জ্বলজ্বল করে উঠল ভেতরের তরল পদার্থ। বেসিনের মসৃণ কিনারে পেঁচানো অক্ষরে লেখা রয়েছে :

BanglaBook.org

*ওমনিস কুই বিবিট হ্যাংক অ্যাকুয়াম, সি ফিডেম অ্যাডিট, স্যালভাস এরিট*
*যে এই পানি পান করবে সে মুক্তি পাবে, যদি সে বিশ্বাসী হয়*

এক পাশে এক দেবদূতের মূর্তির পায়ের দিকটা সোনার তৈরি, আর তার ওপর রয়েছে চামড়ার তৈরি লম্বা একটা টিউব। ভেতরে গোল করে পাকানো কিছু পার্চমেন্ট পেল বেন। জায়গায় জায়গায় ফেটে যাওয়া, অদ্ভুত লেখায় ভর্তি পার্চমেন্টটা মাটিতে বিছালো ও, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে ভাল করে দেখল। কাগজগুলো নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রাচীন, যদিও অনেক ভাল অবস্থায় আছে এখনও। লেখাগুলো অদ্ভুত এক ধরনের ল্যাটিনে লেখা যেটা বেন বুঝতে পারল না। তার সাথে আবার মিশেছে কিছু অদ্ভুত ছবি আর প্রতীক, দেখে মনে হলো মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিকস।

সত্যিটা এবার পরিষ্কারভাবে ধরা দিল ওর কাছে। তাহলে এটাই সেই কিংবদন্তীর পাণ্ডুলিপি, যার খোঁজে লেগে আছে সবাই? এখন বোঝা যাচ্ছে যে রেনফিল্ড ক্লিমেন্টের কাছ থেকে যে কাগজগুলো চুরি করেছিল, নিজের নোটবুকে যে কপি সে তৈরি করেছিল সেগুলো আসলে ফুলকানেলির নিজের নোট ছাড়া কিছুই নয়। এই পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেতে হলে কী কী করতে হবে সেটাই নিজের লেখায় বলে গিয়েছিল অ্যালকেমিস্ট। তার পরে যে অনুসন্ধানী এই রহস্যের সন্ধানে আসবে তার জন্য দিক নির্দেশনা দিয়ে গিয়েছিল।

এখন বেন বুঝতে পারছে, এই রহস্যময় পাণ্ডুলিপির ক্ষমতা কতখানি, আর কেনই বা এতগুলো মানুষ এর পেছনে হন্যে হয়ে ঘুরেছে। কেউ বলতে পারে না এর দখল নেয়ার জন্য যুগে যুগে কত রক্ত ঝরেছে। কেউ একে কাজে লাগাতে চেয়েছে, কেউ চেয়েছে রক্ষা করতে। নরক নামিয়ে আনার ক্ষমতা রাখে এই কাগজগুলো। কিন্তু তার উল্টোটাও কী সম্ভব?

চামড়ার টিউবটা থেকে আরও কিছু একটা পড়েছে নিচে। ভাঁজ করা একটা কাগজ। সেটা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলল বেন। একটা চিঠি, এবং হাতের লেখাটা ও আগেও দেখেছে।

BanglaBook.org

*অনুসন্ধানীর প্রতি : প্রিয় বন্ধু,*
*এত দূর পাড়ি দিয়ে এই চিঠিটা তুমি পড়তে পারছ, সে জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানাই। এই গোপন জ্ঞান, যা সভ্যতার শুরু থেকে অনেক শক্তিশালী এবং জ্ঞানী ব্যক্তির নাগাল এড়িয়ে গেছে, তা এখন তোমার যোগ্য এবং সাহসী হাতে।*

*এখন আমার দায়িত্ব হচ্ছে তোমার কাছে শেষ একটি সাবধানবাণী পৌঁছে দেয়া সাফল্য যখন অবশেষে হাতের মুঠোয় এসে ধরা দেয়, প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি তখন পার্থিব মোহের পরোয়া করে না। বিশ্বাসী থাকে সে, বিনয় অবনত*

*রাখে মাথা, সেই সাথে মনে রাখে তাদের কথা যারা অন্যায়ের জাদুকরী ক্ষমতার লোভে পড়ে হারিয়ে গিয়েছিল।*

*বিজ্ঞানের জন্য, ন্যায়ের জন্য; যে ব্যক্তি যোগ্য, সে চিরকাল বজায় রাখে গোপনীয়তা।*

*ফুলকানেলি।*

মঞ্চের ওপর রাখা পাথরের বেসিনটার দিকে চোখ তুলে তাকাল বেন। ওই তো, ওর সামনেই রয়েছে এলিক্সির অভ লাইফ। অবশেষে শেষ হয়েছে ওর অনুসন্ধান। এখন আর সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, এদিক ওদিক তাকাল কোনো একটা পাত্রের খোঁজে যাতে করে রুথের কাছে এলিক্সিরটা নিয়ে যাওয়া যায়। তারপর নিজের ফ্লাস্কটার কথা মনে পড়ল ওর। আর কোনো চিন্তা না করে ফ্লাস্কের মুখটা খুলে উল্টে ধরল, ভেতরের তরলটুকু পড়ে গেল মাটিতে। ফ্লাস্কটা বেসিনের তরলে ডোবানোর সময় আশা-নিরাশার দোলায় দুলতে লাগল ওর ভেতরটা। ও কি বিশ্বাস রাখতে পারছে? সত্যিই কী এই তরলের ক্ষমতা আছে রুথকে বাঁচিয়ে তোলার?

বেসিন থেকে তোলার সময় মূল্যবান তরলের কয়েকটা ফোঁটা পড়ে গেল ওর ফ্লাস্কের মুখ থেকে। কোনোমতেই কৌতূহল সামলাতে পারল না বেন, ফ্লাস্কটা ঠোঁটে তুলল ও।

তীব্র, বিশ্রী স্বাদে প্রায় বমি আসার জোগাড় হলো ওর। থু থু করে সবটুকু ফেলে দিল মুখ থেকে, ঘৃণায় মুখ মুছতে লাগল বারবার। মোমবাতিটা কাছে এনে ফ্লাস্কের বাকি তরলটুকু বেসিনে ঢেলে দিল ও। সবজেটে নোংরা তরল ভরে আছে বেসিনের মাঝে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, হতাশায় নুয়ে পড়েছে মাথা। সব শেষ। পথের শেষে এসে পৌঁছে গেছে ও, এবং ব্যর্থ হয়েছে।

পুরো চেম্বারের মাঝে প্রতিধ্বনিত হওয়া তীব্র শব্দটা যেন ওর কানের পর্দায় হাতুড়ির বাড়ি মারল। দুটো সিংহের একটা পড়ে গেল মাটিতে, টুকরো টুকরো হয়ে গেল সাথে সাথে। কাত হয়ে পড়ে গিয়ে দু'টুকরো হয়ে গেল বেসিনটা। নোংরা তরল গড়িয়ে পড়তে শুরু করল মঞ্চের কিনার বেয়ে, মেঝের ওপর পিচ্ছিল আস্তরণ তৈরি করল।

দারুণ বিভ্রান্ত অবস্থায় তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল বেন। ব্রাউনিংটা হোলস্টার থেকে বের করতে যাবে, কিন্তু তার আগেই দেখল একটা ভারি কোল্ট অটোমেটিকের নল তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ধীরে ধীরে অন্ধকার থেকে আলোর মাঝে বেরিয়ে এল পিস্তলের মালিক।

'খুব অবাক হয়েছ আমাকে দেখে?' ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলে উঠল ফ্র্যাংকো বোজা। মোমবাতির কাঁপা কাঁপা আলোয় দেখা গেল তার চেহারা, প্রচণ্ড ক্রোধে

BanglaBook.org

বিকৃত। রক্তের দাগ লেগে আছে এখানে ওখানে, সেই সাথে ছড়িয়ে আছে তীব্র ঘৃণা। 'পিস্তলটা ফেলে দাও।'

বুলেট প্রুফ ভেস্টের নিচে বোজার বুকে এখনও ব্যথা করছে, তিনটে নাইন এমএম বুলেটের ধাক্কা সামলানো সহজ কথা নয়। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে একটা গাছের সাথে বাড়ি খেয়ে আটকে গিয়েছিল সে। ডালপালার বাড়ি খেয়ে অজস্র ক্ষত তৈরি হয়েছে সারা শরীরে, আরেকটু হলেই শরীরে গেঁথে যাচ্ছিল ভাঙা ডাল। ক্ষতগুলো থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে, ঠোঁট থেকে কান পর্যন্ত চিরে দু'ফাঁক হয়ে গেছে ডান গাল। কিন্তু তবুও, তীব্র ঝড়ের মাঝে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠে এসেছে সে, তারপর আবার নেমে এসেছে এপাশের ঢাল ধরে। একটুও ব্যথা অনুভব করেনি কাজটা করার সময়, কারণ পুরো সময়টা শুধু একটা জিনিসই চিন্তা করেছে সে–বেন হোপকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার পর কি কি করবে তাকে নিয়ে। ওকে এমন শাস্তি দেবে সে, যা তার কোনো শিকারই এর আগে ভোগ করেনি।

এবার এসেছে সেই সুযোগ।

এক সেকেন্ড বোজার দিকে তাকিয়ে রইল বেন, তারপর হোলস্টার থেকে আস্তে আস্তে বের করে আনল ব্রাউনিংটা। মেঝেতে ফেলে দিল সেটা, তারপর লাথি মেরে সরিয়ে দিল নিজের কাছ থেকে। একবারও বোজার উপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না।

'বেরেটা?' প্রশ্ন করল বোজা। 'যেটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিলে তুমি?'

বেন ভেবেছিল, ওটার কথা হয়তো ভুলে যাবে লোকটা। কোমর থেকে ধীরে ধীরে পয়েন্ট থ্রি এইট পিস্তলটা বের করে আনল ও, তারপর সেটাও ছুড়ে দিল এক পাশে।

বীভৎস হাসিতে ভরে উঠল বোজার ফ্যাকাসে ঠোঁটগুলো। 'বেশ,' ফিসফিস করে বলল সে। 'অবশেষে পরস্পরের মুখোমুখি হলাম আমরা।'

'খুব খুশি লাগছে তোমাকে দেখে,' জবাব দিল বেন।

'খুশি কাকে বলে সেটা তো কেবল আমি বুঝতে পারছি,' বলল বোজা। 'তোমার পাওনাটা চুকানোর পর আমি কী করব জানো? তোমার বন্ধু রাইডারকে খুঁজে বের করব, তারপর দারুণ মজা করব তার সাথে।'

মাথা নাড়ল বেন। 'ওকে কখনই খুঁজে পাবে না তুমি।'

'তাই নাকি?' বলে উঠল বোজা, কণ্ঠস্বরে হাসির আভাস। কালো গ্লাভস পরা একটা হাত বাড়িয়ে পকেট থেকে রবার্টার লাল অ্যাড্রেস-বুকটা বের করে আনল সে। 'এই কাজটা শেষ করার পরে ছুটি কাটাতে যাচ্ছি আমি,' বলে হাসল সে। 'আমেরিকায়।'

BanglaBook.org

নোটবুকটা দেখার সাথে আতঙ্কের ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল বেনের শরীরে। রবার্টাকে নোটবুকটা নষ্ট করে ফেলতে বলেছিল ও। নিশ্চয়ই বোজা যখন ওকে কিডন্যাপ করে তখন ওর ব্যাগের মাঝে ছিল নোটবুকটা।

'সবার পরে মারব ওকে,' বলে চলেছে বোজা, সেই সাথে দাঁত বের করে হাসছে। বেন বুঝতে পারছে, প্রতিটা শব্দ বিকৃত আনন্দের সাথে উচ্চারণ করছে লোকটা। 'প্রথমে ওর সামনে ওর পরিবারের সবাইকে কেটে টুকরো টুকরো করব। তারপর, ওকে মারার আগে ছোট্ট একটা উপহার দেবো। কি উপহার, জানো? তোমার কাটা মাথা। তারপর ড. রাইডারকে ধীরে ধীরে মারব আমি। *কারণ যেই ঈশ্বর তাহাকে বিচার করিবেন তিনি শক্তিশালী,'* শেষ লাইনটা বাইবেল থেকে বলল বোজা, এবং নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে হাসল। কোল্টের নলটা নামিয়ে আনতে শুরু করল সে, বেনের বাম হাঁটুতে তাক করেছে। ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল। প্রথমে একটা হাঁটুর বাটি গুঁড়ো করে দেবে, তারপর আরেকটা। তারপর দুই হাত। সব শেষে, তার শিকার যখন মেঝেত অসহায় অবস্থায় ছটফট করবে, তখন শুরু হবে ছুরির কাজ।

কাছাকাছি দূরত্বে অবস্থানরত অস্ত্রধারী শত্রুকে কি করে নিরস্ত্র করতে হয় সে ব্যাপারে অনেক বছর আগে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল বেন। পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করে শত্রুর দূরত্বের ওপর, যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেও একান্ত বেপরোয়া না হলে এ চেষ্টা করে না কেউ। প্রতিপক্ষ যদি কাছাকাছি দূরত্বে থাকে তাহলে তার কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু দূরত্ব যদি এক কদমও বেশি হয় তাহলে যথেষ্ট দ্রুত আক্রমণ চালানো প্রায় অসম্ভব। শত্রুর আঙুলের সামান্য নড়াচড়াতেই নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে বাঁচা-মরা।

বোজা যখন কথা বলছে, বেন তখন দু'জনের মাঝে দূরত্বটা আন্দাজ করে নিচ্ছে। কাজটা হবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, প্রায় আত্মহত্যার সমান। বুঝতে পারছে যে খুব বেশি হলে আধ সেকেন্ডের মতো সময় পাবে ও, তার মাঝেই করতে হবে যা করার। একেবারেই হয়তো পাগলামি হচ্ছে, কিন্তু জীবন তো একটাই। বিনা বাধায় সেটা কিছুতেই ছেড়ে দিতে রাজি নয় ও।

সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মাঝে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল বেন। বোজাকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিতে যাবে ও, ঠিক এই সময় গুলির শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল চেম্বারের বাতাসে।

বোজার ক্ষতবিক্ষত চেহারাটা ভরে উঠল বিস্ময়ে। মুখটা ইংরেজি 'ও' এর মতো গোল হয়ে গেল, হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তলটা। এইমাত্র গলায় তৈরি হওয়া ক্ষতটা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা রক্ত বন্ধ করার বৃথা চেষ্টা করছে তার হাত দুটো।

BanglaBook.org

অন্ধকারের মাঝে এসে দাঁড়ানো ছায়ামূর্তিটা আবার পিস্তল তুলল, দ্বিতীয় গুলির শব্দে আরও একবার চৌচির হয়ে গেল চেম্বারের অখণ্ড নীরবতা। রক্ত আর মগজের কণা ছড়িয়ে উধাও হয়ে গেল বোজার মাথার বড় একটা অংশ। এক মুহূর্তের জন্য ওভাবেই দাঁড়িয়ে রইল সে, যেন ঝুলে আছে শূন্যে। বেন দেখল, আলো নিভে গেল তার চোখ দুটো থেকে।

তারপর ধপ করে মেঝেতে পড়ে গেল দেহটা। দু'বার ঝাঁকি খেল, খিঁচুনির সাথে সাথে শরীর থেকে বেরিয়ে গেল প্রাণ। তারপর পড়েই থাকল ওভাবে, আর নড়ল না।

চোখে নগ্ন অবিশ্বাস নিয়ে ছায়ামূর্তিটার দিকে তাকিয়ে রইল বেন। মনে হলো যেন কোনো অশরীরি ছায়ার মাঝ দিয়ে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। একজন মহিলা। কিন্তু অন্ধকারের কারণে তার চেহারা বোঝা যাচ্ছে না।

'রবার্টা?'

তবে মানুষটা আলোর মাঝে সরে আসার পর বেন বুঝতে পারল, রবার্টা নয় সে। তার হাতে ধরা পুরনো মডেলের সি নাইন্টিসিক্স মাউজার পিস্তলটা এখনও বোজার মৃতদেহের দিকে তাক করা, লম্বা ব্যারেল থেকে সরু ধোঁয়ার একটা রেখা বেরিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে বাতাসে। তবে সাবধানতার আর কোনো প্রয়োজন নেই। এবার আর ফিরে আসার কোনো উপায় নেই ফ্র্যাংকো বোজার।

সামনে এগিয়ে এল নারীমূর্তি। মোমের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ। এবার তাকে চিনতে পারল বেন, এবং চমকে উঠল। সেই অন্ধ মহিলা!

এবং এখন আর সে অন্ধ নেই। কালো চশমাটা উধাও হয়েছে, তার বদলে বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ এক জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে বেনের দিকে। হঠাৎ তার ঠোঁটের কোণে রহস্যময় এক টুকরো হাসি ফুটল।

'কে আপনি?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল বেন।

কোন জবাব এল না। এবার বেন দেখল, মাউজার অটোমেটিক পিস্তলটা সরাসরি ওর হৃৎপিণ্ডের দিকে তাক করেছে মহিলা।

BanglaBook.org

## বাষট্টি.

'হাত মাথার উপরে তুলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ো,' নির্দেশ দিল সে। তার চোখের দৃষ্টি এবং মাউজারের অকম্পিত ব্যারেল দেখে বেন বুঝতে পারল, ঠাট্টা করছে না মহিলা। এবং আক্রমণ করার পক্ষে অনেক বেশি দূরে রয়েছে সে। অগত্যা নির্দেশ পালন করল ও। একটা টর্চ বের করে ওর মুখে উজ্জ্বল আলো ফেলল মহিলা।

'তখন আমাকে বলেছিলে যে তোমার আগ্রহ পুরনো বাড়ির প্রতি,' অসহায়ভাবে হাঁটু গেড়ে বসে তীব্র আলোর মুখে চোখ পিটপিট করতে থাকা বেনকে উদ্দেশ্য করে বলল সে। 'কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তোমার আগ্রহ আসলে অন্য কোনো কিছুর প্রতি।'

'আমি কোনো কিছু চুরি করতে আসিনি এখানে,' দৃঢ় গলায় বলল বেন।

'চুরি করে আমার বাড়িতে ঢুকেছ তুমি, তাও আবার সশস্ত্র অবস্থায়। আমার ব্যক্তিগত প্রার্থনার কক্ষে প্রবেশ করেছ। তবুও বলছ যে এখানে চুরি করতে আসোনি?' টর্চের আলোটা বোজার মৃতদেহের দিকে ফেলল সে। 'এ কে? তোমার বন্ধু?'

'দেখে কী তাই মনে হচ্ছিল?'

কাঁধ ঝাঁকাল মহিলা। 'কে জানে, হয়তো ঝগড়া লেগেছিল তোমাদের মাঝে। ওর ভেতরে কী?' মঞ্চের পাশে পড়ে থাকা বেনের ব্যাগটার দিকে আলো ফেলল সে। 'ভেতরের সব কিছু মেঝের ওপর ঢেলে ফেলো। আস্তে আস্তে নড়বে, যেন তোমার হাত দুটো আমার চোখের সামনে থাকে।'

সাবধানে ব্যাগটা উল্টে ধরল বেন। মেঝের ওপর ছড়িয়ে পড়া জিনিসগুলোর ওপর আলো ফেলল মহিলা। রেনফিল্ডের নোটবুক এবং ফুলকানেলির জার্নালের ওপর এসে স্থির হলো আলোর রেখা। 'ওগুলো ছুড়ে দাও আমার দিকে,' টর্চটা বগলের নিচে চেপে ধরে নির্দেশ দিল সে। কথা মতো কাজ করল বেন। পিস্তলটা ওর দিকে তাক করে ধরে রেখেই নোটবুক আর জার্নালটা উল্টে পাল্টে দেখল সে, আনমনে মাথা নাড়ল কয়েকবার। কিছুক্ষণ পর জিনিস দুটো মেঝের ওপর নামিয়ে রাখল, পিস্তল ধরা হাতটাও নামিয়ে নিল। 'আমি দুঃখিত,' আগের চেয়ে নরম হয়ে এসেছে তার কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু নিশ্চিত হওয়া দরকার ছিল আমার।'

BanglaBook.org

'কে আপনি?' আগের প্রশ্নটাই আবার জিজ্ঞেস করল বেন।

'আমার নাম অ্যান্টোনিয়া ব্র্যানজান্টি,' জবাব দিল মহিলা। 'আমি ফুলকানেলির নাতনি।' কিছু একটা বলতে চাইল বেন, কিন্তু হাতের ইশারায় তাকে চুপ করিয়ে দিল সে। 'পরেও কথা বলতে পারব আমরা। আগে এটাকে সরাতে হবে,' বলে বোজার মৃতদেহের দিকে ইঙ্গিত করল সে। ভাঙা বেসিন থেকে ছড়িয়ে পড়া সবুজ তরলের সাথে মিশে যাচ্ছে বোজার লাশ থেকে বের হওয়া রক্ত।

টর্চের আলো ধরে পথ দেখিয়ে চলল অ্যান্টোনিয়া, পেছনে রইল বেন। খুঁটিগুলোর মাঝ দিয়ে কামরার অন্যপাশে এসে হাজির হলো ওরা। দেয়ালের গায়ে একটা গোলাকার পাথর দাঁড়িয়ে আছে, প্রায় ছয় ফিট হবে ব্যাস। 'পাহাড়ের ঢাল বরাবর খুলে গেছে এই দরজা,' বলল মহিলা। 'এটাকে সরাও।'

গায়ের সবটুকু জোর খাটিয়ে পাথরটাকে মেঝেতে তৈরি করা একটা পাথুরে খাঁজ বরাবর গড়িয়ে সরিয়ে দিল বেন। সাথে সাথে রাতের ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঢুকল চেম্বারের ভেতরে। ওপাশে একটা ছোট সুড়ঙ্গ, পাঁচ মিটারের মতো হবে লম্বায়। গুহার ওপাশে গিয়ে দাঁড়াতে রাতের আকাশ দেখতে পেল বেন। ঝড় থেমে গেছে, পাথুরে উপত্যকার উপরে উঠেছে বিশাল চাঁদ। সামনে, অনেক নিচে দেখা যাচ্ছে একটা গভীর খাদ।

'ওখানে কেউ ওকে কোনো দিন খুঁজে পাবে না,' নিচের দিকে আঙুল তাক করে বলল অ্যান্টোনিয়া। বোজার মৃতদেহের কাছে ফিরে এল বেন। ভারি মৃতদেহটা দুই হাতে ধরে টেনে নিয়ে চলল গুহামুখের দিকে। পেছনে রইল পানি মেশানো রক্তের দাগ। গুহার মুখে এনে ফেলার পর পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে নিয়ে চলল, কিনারায় এসে শেষ একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল লাশটাকে। দেখল, চাঁদের আলোয় ঘুরতে ঘুরতে হারিয়ে গেল দেহটা, অদৃশ্য হয়ে গেল নিচের অন্ধকার জঙ্গলের মাঝে। কম করে হলেও কয়েক'শ মিটার গভীর হবে খাদটা।

'এবার চলো,' বলল অ্যান্টোনিয়া।

পরাজয়ের ভারি বোঝা চেপে বসেছে কাঁধে, তার পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করল বেন। এলিক্সিরটার কোনো মূল্যই নেই, স্রেফ একটা কিংবদন্তী। এখন খালি হাতে ফেয়ারফ্যাক্সের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ওকে, বৃদ্ধ মানুষটার চোখে চোখ রেখে বলতে হবে যে রুথকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় নেই।

বাড়ির ভেতর এসে ঢুকল ওরা। ফায়ারপ্লেসের দরজাটা বন্ধ করে দিল অ্যান্টোনিয়া, তারপর বেনকে নিয়ে কিচেনে চলে এল। হাত আর মুখ থেকে

BanglaBook.org

রক্ত আর ধুলোবালি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিল বেন। 'এবার আমাকে যেতে হবে,' তোয়ালেটা নামিয়ে রেখে বিষণ্ন গলায় বলল ও।

'আমার কাছে কোনো কিছু জানার নেই তোমার?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেন। 'কি জানতে চাইব? সব তো শেষ।'

'তুমি সেই অনুসন্ধানী, যার কথা আমার দাদু বলেছিলেন এক সময়। গোপন পথ অনুসরণ করেছ তুমি, গুপ্তধনও খুঁজে পেয়েছ।'

'সম্পদের খোঁজে এখানে আসিনি আমি,' জবাব দিল বেন, চোখে পানি চলে এসেছে প্রায়। 'ওতে কোনো দরকার নেই আমার।'

'সোনাই এখানকার একমাত্র সম্পদ নয়,' মাথাটা এক পাশে হালকা কাত করে জবাব দিল অ্যান্টোনিয়া, মুখে রহস্যময় হাসি ফুটেছে। একটা কাপবোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল সে। ভেতরের শেলফগুলোতে অলিভ অয়েল আর ভিনেগারের ছোট বড় নানা আকারের শিশি রয়েছে, তার সাথে শুকনো ভেষজ লতাপাতা, গোলমরিচ আর মসলার পাত্র। সেগুলোকে সরিয়ে পেছন থেকে একটা ছোট, সাদামাটা চেহারার মাটির পাত্র বের করে আনল সে। পাত্রটা টেবিলে রেখে ঢাকনা খুলল। ভেতরে একটা ছোট কাঁচের বোতল দেখা যাচ্ছে। সেটা বের করে একটু ঝাঁকি দিতেই আলো পড়ে ভেতরের স্বচ্ছ তরল পদার্থটা চকচক করে উঠল। 'এটাই কি খুঁজছ তুমি?'

হাত বাড়িয়ে দিল বেন। 'এটাই কি...'

'সাবধান। আমার দাদু কেবল এটুকুই বানিয়ে রেখে গিয়েছিলেন।'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল বেন, একই সাথে ক্লান্তি এবং স্বস্তি বোধ করছে। তার উল্টো দিকে এসে বসল অ্যান্টোনিয়া। হাত দুটো টেবিলের ওপর রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বেনের দিকে। 'এবার কি আমার গল্পটা শুনতে চাও তুমি?'

অনেকক্ষণ কথা হলো দু'জনের মাঝে। অ্যান্টোনিয়াকে নিজের মিশনের কথা বলল বেন, দাঁড়কাকের বাসা খুঁজে পেতে গিয়ে ওকে কী কী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাও জানাল। তারপর অ্যান্টোনিয়ার কাছ থেকে ফুলকানেলির জার্নালে বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহের বাকি অংশ শুনল ও।

'দাকিন আমার দাদুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার পর সব কিছু খুব দ্রুত ঘটে যায়। নাৎসিরা বাড়িতে হামলা চালায়, গোপন জ্ঞানের খোঁজে তছনছ করে ফেলে ল্যাবরেটরি। আমার দিদা তাদের গুলিতে মারা যান,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল অ্যান্টোনিয়া। 'তারপর প্যারিস থেকে পালিয়ে যান দাদু, আমার মা'কে নিয়ে চলে আসেন এখানে।'

'দাকিনের কী হয়েছিল?'

'অনেক বড় সর্বনাশ করে ফেলেছিল সে,' বিষন্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল অ্যান্টোনিয়া। 'আমার ধারণা, সে নিজে ভেবেছিল যে মানুষের ভালর জন্যই

BanglaBook.org

কাজ করছে। কিন্তু যখন দেখল যে কি ধরনের মানুষের হাতে আমার দাদুর দেয়া জ্ঞানকে সে তুলে দিয়েছে, তখন অনুশোচনায় ভেঙে পড়েছিল সে। যিশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী জুডাসের মতোই সে নিজেও ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করে।'

'ফুলকানেলি আর এই বাড়ির স্থপতির মধ্যে যোগাযোগ হলো কিভাবে?' জানতে চাইল বেন।

'করবু আর আমার দাদু অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন,' বুঝিয়ে বলল অ্যান্টোনিয়া। 'তারা দু'জনেই ছিলেন ক্যাথারদের উত্তরসূরি। ফুলকানেলি যখন ক্যাথারদের রেখে যাওয়া তথ্যগুলো আবিষ্কার করলেন, সেগুলো ব্যবহার করে গোপন মন্দিরের ঠিকানা বের করেন তিনি, যেখানে তাদের গুপ্তধনগুলো রাখা ছিল। তার আবিষ্কারের পরের বছরই এই বাড়িটা তৈরি করা হয়। উদ্দেশ্য ছিল মন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো, সেই সাথে এই সম্পদকে নিরাপদে রাখা। কে ভাবতে পারবে যে এমন একটা বাড়ির মাঝেই রয়েছে পবিত্র এক গোপন মন্দিরের প্রবেশপথ?'

'ফুলকানেলি আপনার মা'কে নিয়ে বাস করতেন এখানে?'

'পড়াশোনার জন্য সুইজারল্যান্ডে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল আমার মা'কে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানেই ছিলেন আমার দাদু, আমার মা তার স্বামীকে নিয়ে এখানে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত। তত দিনে দাদু বুঝতে পেরেছিলেন যে শত্রুরা তার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে। তখন থেকে এই বাড়ি এবং গোপন জ্ঞানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তুলে নেন আমার মা। ফুলকানেলি নিরুদ্দেশে চলে যান। অদৃশ্য হয়ে যান তিনি।' একটু হাসল অ্যান্টোনিয়া। 'সে জন্যই তার সাথে কখনও দেখা হয়নি আমার। অস্থির মানুষ ছিলেন তিনি, বিশ্বাস করতেন যে জানার কোনো শেষ নেই। আমার ধারণা মিসরে চলে গেছেন তিনি, নিজ চোখে দেখতে পেয়েছেন অ্যালকেমির জন্মস্থানকে।'

'তত দিনে নিশ্চয়ই অনেক বয়স হয়েছিল তার?'

'তখন তার বয়স ছিল পঁচাশি বছরের মতো, কিন্তু লোকে তাকে দেখলে ষাট বছরের বৃদ্ধ বলে ভুল করত। যে ছবিটা তুমি দেখেছ সেটা তার চলে যাওয়ার ঠিক আগেই আঁকানো। তার কিছু পরে, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে আমার জন্ম হয়।'

বেনের ভ্রুগুলো বিস্ময়ে উপরে উঠে গেল। মহিলাকে দেখে মনেই হয় না যে তার এত বয়স।

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে আবার সেই রহস্যময় হাসিটা ফুটল অ্যান্টোনিয়ার মুখে। 'বড় হওয়ার পর এই বাড়ির দায়িত্ব পড়ে আমার কাঁধে,' বলে চলল সে। 'নীস শহরে চলে যান আমার মা। এখন তার বয়স প্রায় এক'শ-র কাছাকাছি, এবং দিন দিন বরং শক্তি আরও ফিরে পাচ্ছেন তিনি।' একটু

BanglaBook.org

বিরতি নিল সে। 'আমার দাদুর কাছ থেকে আর কখনও কোনো খবর পাওয়া যায়নি। আমার ধারণা, তার শত্রুরা খোঁজ পেয়ে যাবে বলে ভয় পেয়েছিলেন তিনি, সে জন্যই কখনও আমাদের কারও সাথে যোগাযোগ করেননি বা নিজের পরিচয় দেননি।'

'তার মানে তিনি কখন মারা গেছেন আপনাদের জানা নেই?'

আবারও সেই রহস্যময় হাসি। 'কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছ যে তিনি মারা গেছেন? কে জানে, এখনও কোথাও হয়তো বেঁচে আছেন তিনি।'

'আপনি বিশ্বাস করেন যে এলিক্সির অফ লাইফ তাকে এত বছর পরেও বাঁচিয়ে রেখেছে,' মন্তব্য করল বেন।

'আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে সব প্রশ্নের জবাব নেই, বেন। এই বিপুল মহাবিশ্বের খুব সামান্য অংশই মানুষ এখন পর্যন্ত বুঝতে শিখেছে।' তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকাল অ্যান্টোনিয়া। 'এই এলিক্সির খুঁজে বের করার জন্য অনেক ঝুঁকি নিয়েছ তুমি। তবুও এর ক্ষমতায় তোমার বিশ্বাস নেই?'

দ্বিধা করল বেন। 'আমি জানি না। বিশ্বাস করতে চাই আমি, হয়তো বিশ্বাস করাই উচিত।' ফুলকানেলির জার্নাল, রেনফিল্ডের নোটবুক আর ক্রুশ আকৃতির ছুরির ফলা থেকে নেয়া সেই ছবিটা ব্যাগ থেকে বের করল ও, টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখল। 'এগুলো এখন আপনার। এটাই এগুলোর সঠিক জায়গা,' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। তারপর প্রশ্ন করল, 'তাহলে এবার কী হবে?'

ভ্রু কুঁচকে উঠল অ্যান্টোনিয়ার। 'কি বলতে চাও?' প্রশ্ন করল সে।

'আমি কী এলিক্সিরটুকু আমার সাথে নিয়ে যেতে পারি? এই সম্পদের পাহারাদার কী আমাকে বোতলটা নিয়ে যেতে দেবে? নাকি মাউজারের পরবর্তী বুলেটটা আমার জন্য অপেক্ষা করছে?'

দুষ্টুমি ঝিকিয়ে উঠল অ্যান্টোনিয়ার চোখে। এবার ফুলকানেলির ছবির সাথে তার চেহারার মিল পরিষ্কার ধরতে পারল বেন। টেবিলে রাখা পুরনো পিস্তলটার ওপর হাত রাখল অ্যান্টোনিয়া, তারপর বলল, 'এটা আমার দাদুর পিস্তল। আমার মা'কে এটা দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি, ভেবেছিলেন যে শত্রুরা কখনও খোঁজ পেয়ে গেলে এটার দরকার পড়বে। কিন্তু তুমি আমাদের শত্রু নও, বেন। আমার দাদু বিশ্বাস করতেন যে এক দিন একজন সত্যিকারের অনুসন্ধানী তার রেখে যাওয়া সূত্রগুলোর অর্থ উদ্ধার করবে, খুঁজে বের করবে এই গোপন জ্ঞান। সে হবে এমন একজন মানুষ যার অন্তর বিশুদ্ধ, যে এই অসীম ক্ষমতার কোনো অপব্যবহার করবে না, জনসমক্ষে প্রকাশও করবে না।'

'আমার উপর এই বিশ্বাস রাখাটা কী অনেক বড় ঝুঁকির কাজ হয়ে যায় না?' প্রশ্ন করল বেন। 'কিভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন যে আমার অন্তর সত্যিই বিশুদ্ধ?'

BanglaBook.org

শান্ত চোখে তার দিকে তাকাল অ্যান্টোনিয়া। 'তোমার মনে অসুস্থ বাচ্চাটা ছাড়া আর কোনো চিন্তা নেই, বেন। তোমার চোখ দেখেই সেটা আমি বুঝতে পারছি।'

**রোম**

পরিচয়বিহীন এক সারি পুলিশের গাড়ি ধীর গতিতে এসে ঢুকল রেনেসাঁ ভিলাটার অভিজাত বাগানে ঘেরা ড্রাইভওয়েতে। বিশাল সব সাদা রঙের খুঁটিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ঝকঝকে বারান্দার সামনে একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে দাঁড়াল তারা।

ভিলার উপরের অংশে, গম্বুজের জানালায় দাঁড়িয়ে আর্চবিশপ ম্যাসিমিলিয়ানো উসবার্তি তাদের গাড়ি থেকে বের হতে দেখলেন। চাকরদের সরিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল তারা। সবার মুখ গম্ভীর, ভাবলেশহীন। আর্চবিশপ জানতেন, ওরা আসবে।

একটা মাত্র মানুষ, বেনেডিক্ট হোপের কারণে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনি। প্রচণ্ড ঘৃণা আর ক্রোধ সত্ত্বেও মনে মনে লোকটার প্রশংসা না করে পারেননি উসবার্তি। তিনি বিশ্বাসই করতে পারেননি যে তাকে এত সহজে কেউ পরাজিত করতে পারে, কিন্তু সেই অবিশ্বাস্য কাজটাই করে দেখিয়েছে হোপ। পরাজিত হয়েও তাই বেনেডিক্ট হোপের প্রতি সম্ভ্রম বোধ করছেন তিনি।

দ্রুত, নিশ্চিত আক্রমণে গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে তার সংগঠনকে। প্রথমেই ঘটেছে তার প্রধান এজেন্ট সলের গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা, সেই সাথে মপেলিয়ের সেই ভয়াবহ বিস্ফোরণ। তারপরেই পুরো ইউরোপ জুড়ে ইন্টারপোল আক্রমণ চালিয়েছে তার লোকদের ওপর। তার অনেক এজেন্ট রয়েছে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের আওতায়। ফ্যাব্রিজিও সেভারিনির মতো কয়েকজন পলাতক রয়েছে, বাকিরা জিজ্ঞাসাবাদের মুখে স্বীকার করে নিয়েছে সব। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে তার সাম্রাজ্য, অকল্পনীয় দ্রুত গতিতে বিভিন্ন জায়গায় থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ম্যাসিমিলিয়ানো উসবার্তিকে চিহ্নিত করে ফেলেছে আইনের লোকেরা।

বোকার দল। ওদের ধারণাই নেই যে কিসের সাথে লড়তে এসেছে ওরা। ম্যাসিমিলিয়ানো উসবার্তির মতো একজন মানুষের ক্ষমতা এবং যোগাযোগ সম্পর্কে ওদের কোনো ধারণাই নেই। এত সহজে হার মানছেন না তিনি। এই পরিস্থিতি থেকে যত দ্রুত সম্ভব বেরিয়ে আসবেন তিনি, তারপর নেবেন ভয়াবহ, চূড়ান্ত প্রতিশোধ।

কামরার অপর প্রান্তের দরজাটা ঝটকা দিয়ে খুলে গেল। জানালার দিক থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের মুখোমুখি হলেন উসবার্তি।

BanglaBook.org

## তেষট্টি.

ফেয়ারফ্যাক্সকে ফোন করে বেন জানিয়ে দিল যে তার কাজ শেষ হয়েছে, ফিরে আসছে সে। মপেলিয়ের কাছে একটা এয়ারপোর্ট থেকে ওকে তুলে নেবে একটা প্রাইভেট জেট। তার আগে হাতে কয়েক ঘণ্টা সময় পেল ও।

নিজের ছোট্ট আঙুরবাগানটার পরিচর্যা করছিলেন ফাদার প্যাসকাল, এই সময় গেট খোলার শব্দে ফিরে তাকালেন তিনি। দেখলেন, তার দিকে এগিয়ে আসছে বেন, মুখে হাসি। তাকে উষ্ণ আলিঙ্গন উপহার দিলেন পাদ্রী। 'আমি জানতাম তুমি আবার আমার সাথে দেখা করতে আসবে, বেনেডিক্ট।'

'আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই, ফাদার। আপনার সব সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই আমি।'

হঠাৎ উদ্বেগ ফুটে উঠল প্যাসকালের চোখে। 'রবার্টা?' প্রশ্ন করলেন তিনি। 'সে কি...'

'ও নিরাপদে আমেরিকায় ফিরে গেছে, ফাদার।'

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন পাদ্রী। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ,' বললেন তিনি। 'আর তুমি? তোমার কাজ শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ। আজ বিকেলেই ফিরে যাচ্ছি আমি।'

'বেশ, তাহলে এখানেই বিদায়, প্রিয় বন্ধু। নিজের খেয়াল রেখো, বেনেডিক্ট। ঈশ্বর তোমার সাথেই আছেন, তোমার ওপর কৃপাদৃষ্টি থাকবে তার। তোমার অভাব বোধ করব আমি... ওহ হ্যাঁ, আমার তো মনেই ছিল না। তোমার জন্য একটা মেসেজ আছে আমার কাছে।'

নার্সের পিছু নিয়ে প্রাইভেট রুমটার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় কেমন যেন নার্ভাস বোধ করতে লাগল বেন। লুক সাইমনকে ফোন করে দিয়েছিল ও, তারপর থেকে তুলে নেয়া হয়েছে পুলিশ পাহারা।

বিছানায় বসে একটা বই পড়ছিল অ্যানা। তার পেছনে খোলা জানালা দিয়ে আসছে সূর্যের আলো। হলুদ, সাদা আর লাল গোলাপের অনেক তোড়া রয়েছে তার চারপাশে, সুগন্ধে ভরে আছে কামরার ভেতরটা। বেন ভেতরে ঢুকতে মুখ তুলে তাকাল সে, এবং উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে পড়ল তার চেহারায়। ডান গালে বড় একটা ব্যান্ডেজ রয়েছে এখনও।

BanglaBook.org

'আবার দেখা হয়ে গেল,' বলল বেন, আশা করছে যে ওর গলায় নার্ভাস ভাবটা ধরতে পারেনি অ্যানা।

'আজ সকালে উঠেই এই ফুলগুলো দেখেছি আমি। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

'এটুকু করা আমার দায়িত্ব ছিল,' বলল বেন। অ্যানার চোখ এবং কপালের চারপাশে আঘাতের দাগগুলোর দিকে অপরাধীর দৃষ্টিতে তাকাল ও। 'অ্যানা, তোমার সাথে যা ঘটেছে তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আর তোমার বন্ধু...'

ওর বাহুতে একটা হাত রাখল অ্যানা। মাথা নিচু করে ফেলল বেন। 'ওটা তোমার দোষ ছিল না, বেন,' মৃদু গলায় বলল অ্যানা। 'তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। যদি তুমি ঠিক সময়ে না আসতে তাহলে লোকটা আমাকে খুন করে ফেলত।'

'কথাটা শুনলে তোমার ভাল লাগবে কি-না জানি না, তবে সেই লোকটা আর বেঁচে নেই।'

কোনো কথা বলল না অ্যানা।

'এখন তুমি কী করতে চাও, অ্যানা?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'আমার মনে হয় ফ্রান্সের যথেষ্ট দেখা হয়ে গেছে। এবার ফ্লোরেন্সে ফিরে যেতে চাই আমি। কে জানে, হয়তো ইউনিভার্সিটির চাকরিটা আবার ফিরে পেতেও পারি।' হাসল সে। 'আর একদিন হয়তো... আমার বইটাও শেষ করে আনব।'

'বইটা পড়ার অপেক্ষায় থাকব আমি,' বলে ঘড়ি দেখল বেন। 'এবার আমাকে উঠতে হয়। একটা প্লেন অপেক্ষা করছে আমার জন্য।'

'বাড়ি ফিরে যাচ্ছ তুমি? যা খুঁজতে এসেছিলে তা কী পেয়েছ?'

'কি পেয়েছি তা আসলে আমি নিজেও জানি না।'

হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত চেপে ধরল অ্যানা। 'ওটা একটা মানচিত্র ছিল, তাই না?' ফিসফিস করে বলল সে। 'ওই প্রতীকটা? এখানে শুয়ে থাকতে থাকতেই ব্যাপারটা আমার মাথায় আসে। কি বোকা আমি, একবারও বুঝতে পারিনি...'

বিছানার কিনারায় বসে তার হাতে আলতো করে চাপ দিল বেন। 'হ্যাঁ, ওটা একটা মানচিত্র ছিল,' বলল ও। 'কিন্তু আমি চাই এই ব্যাপারে তুমি যা জানো সব ভুলে যাও। না হলে খারাপ মানুষেরা লাগতে পারে তোমার পেছনে।'

'সেটা আমি ইতোমধ্যেই বুঝতে পেরেছি,' বলে হাসল অ্যানা।

BanglaBook.org

আরও কিছুক্ষণ ফুলের সুগন্ধে ভরা কামরাটায় বসে রইল দু'জন। তারপর হঠাৎ ওর দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজল অ্যানা। 'কখনও ইটালি যাওয়া হয় তোমার, বেন?'

'মাঝে মাঝে।'

ধীরে ধীরে, কিন্তু শক্ত হাতে ওর হাতটা ধরে নিজের দিকে টানল অ্যানা। সামনে ঝুঁকে এল বেন। বিছানায় সোজা হয়ে বসে ওর গালে নিজের ঠোঁট চেপে ধরল অ্যানা। নরম, উষ্ণ লাগল ঠোঁটগুলোর স্পর্শ, কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী রইল সেটা। 'যদি কখনও ফ্লোরেন্সে আসো,' ওর কানে ফিসফিস করে বলল সে, 'আমাকে ফোন করতে ভুলো না কিন্তু।'

BanglaBook.org

# চৌষট্টি.

তিন ঘণ্টা পর দ্বিতীয়বারের মতো বেন্টলি আর্নেজ গাড়িটার পেছনের সিটে বসে থাকতে দেখা গেল বেনকে। ফেয়ারফ্যাক্সের বাড়ির দিকে চলেছে গাড়ি। সোনালি বীচ আর সিকামোর গাছের সারির মাঝ দিয়ে গাড়িটা যখন ফেয়ারফ্যাক্স এস্টেটের সীমানায় প্রবেশ করল তখন সন্ধ্যা নামতে শুরু করেছে। প্রথমবার আসার সময় যে লাল ইটের তৈরি এস্টেট কটেজগুলো দেখেছিল বেন সেগুলোর পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল গাড়ি।

প্রাইভেট রোড দিয়ে কিছু দূর এগোনোর পরেই গাড়িটা হঠাৎ ডানদিকে কাত হয়ে যেতে শুরু করল, সেই সাথে সামনের দিকে হালকা ঝাঁকি অনুভব করতে লাগল বেন। মৃদু স্বরে গালি দিয়ে উঠল ড্রাইভার, তারপর গাড়ি থামিয়ে বের হয়ে গেল কি হয়েছে দেখতে। কয়েক মুহূর্ত পরে খোলা জানালা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল সে। বলল, 'পাংচার হয়েছে, স্যার। দুঃখিত।'

গাড়ির পেছন থেকে ড্রাইভারকে অতিরিক্ত চাকা আর যন্ত্রপাতি বের করতে দেখে বাইরে বেরিয়ে এল বেন। 'কোনো সাহায্য লাগবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'না স্যার, কয়েক মিনিটের মধ্যেই হয়ে যাবে কাজ,' জবাব দিল ড্রাইভার।

চাকার স্ক্রু খুলতে শুরু করেছে সে, এই সময় কাছের একটা কটেজের দরজা খুলে গেল। ফ্ল্যাট ক্যাপ পরা বয়স্ক এক লোক হাসিমুখে এগিয়ে এল সামনে। 'পেরেক ঢুকেছে বোধহয়,' মুখ থেকে পাইপটা নামাতে নামাতে বলল সে। তারপর বেনের দিকে তাকাল। 'ইচ্ছে করলে জিম যতক্ষণ টায়ার বদলাচ্ছে ততক্ষণ ভেতরে এসে বসতে পারেন। ইদানীং সন্ধের দিকে বেশ ঠাণ্ডা পড়ছে।'

'ধন্যবাদ। তবে ভেতরে না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘোড়াগুলোকে দেখতেই বেশি ভাল লাগবে আমার।'

ওর সাথে হাঁটতে হাঁটতে বেড়ার ধারে চলে এল লোকটা। 'ঘোড়া পছন্দ করেন আপনি, তাই না, স্যার?' প্রশ্ন করল সে, তারপর উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। 'হার্বি গ্রিনউড, মি. ফেয়ারফ্যাক্সের আস্তাবলের দেখাশোনা করি আমি।'

'আপনার সাথে দেখা হয়ে ভাল লাগল, হার্বি।' বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল বেন।

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাইপ টানছে হার্বি, ওদিকে একটা গাঢ় বাদামি আর একটা কালো রঙের ঘোড়া ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল তার দিকে। পাশাপাশি বেড়ার ধারে এসে দাঁড়াল তারা, বুড়ো লোকটার কাছাকাছি চলে এল। নাক দিয়ে মৃদু শব্দ করছে, মাথা নাড়ছে মাঝে মাঝে। আদর করে হার্বির গায়ে নাক দিয়ে গুঁতো মারল তারা, হার্বিও হালকা চাপড় দিল দু'জনের মাথায়। 'এই ঘোড়াটাকে দেখুন,' কালো ঘোড়াটাকে দেখিয়ে বলল সে। 'এর নাম ব্ল্যাক প্রিন্স, তিন বারের ডার্বি চ্যাম্পিয়ন। তবে এখন অবসর নিয়েছে, ঠিক যেমনটা আমিও আর কয়েকদিন পর নেব। তাই না রে, ব্যাটা?' ঘোড়াটার গলায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সে।

'খুব সুন্দর একটা ঘোড়া,' ঘোড়াটার শরীরের ঢেউ খেলানো পেশিগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বলল বেন। হাতের তালু বাড়িয়ে দিতেই তাতে নাক ঘষল ব্ল্যাক প্রিন্স।

'সাতাশ বছর বয়স হয়েছে, অথচ এখনও জোয়ান ঘোড়ার মতো দৌড়ায়,' হেসে বলল ডার্বি। 'ওর জন্মের দিনটার কথা এখনও মনে আছে আমার। সবাই ভেবেছিল বাঁচবে না, কিন্তু নিজের যোগ্যতা ঠিকই প্রমাণ করে দিয়েছে ও।'

পাশের ছাউনিতে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট পনি ঘোড়া, ধূসর রঙের-ঘাস খাচ্ছে শান্ত ভঙ্গিতে। সেটাকে দেখে ফেয়ারফ্যাক্সের কাছে দেখা রুথের ছবিটার কথা মনে পড়ল বেনের। 'কে জানে, রুথ আবার কোনো দিন ঘোড়ায় চড়তে পারবে কি-না?' আনমনেই বলে উঠল ও।

কয়েক মিনিট পর বিশাল বাড়িটার সামনের নুড়িপাথরে ঢাকা ড্রাইভওয়েতে থামল বেন্টলি। সিঁড়িতে বেনের সাথে দেখা করল এক অ্যাসিস্ট্যান্ট। 'আধ ঘণ্টা পর আপনার সাথে লাইব্রেরিতে দেখা করবেন মি. ফেয়ারফ্যাক্স, স্যার। আসুন, আপনাকে আপনার কামরা দেখিয়ে দিই।' মার্বেল পাথরে ঢাকা হলরুম ধরে এগিয়ে গেল ওরা, উঁচু সিলিঙে প্রতিধ্বনিত হলো পায়ের শব্দ। উপরতলার পশ্চিম দিকের একটা কামরায় বেনকে নিয়ে এল অ্যাসিস্ট্যান্ট। হাত মুখ ধুয়ে নিল বেন, তারপর আধ ঘণ্টা পর নেমে এল। লাইব্রেরিতে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে।

ওকে দেখেই কামরার অপর প্রান্ত থেকে প্রায় ছুটে এলেন ফেয়ারফ্যাক্স, হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছেন সামনে। 'মি. হোপ, আপনাকে দেখে কী যে খুশি হয়েছি বোঝাতে পারব না।'

'রুথ কেমন আছে?'

'একেবারে ঠিক সময়ে এসেছেন আপনি,' জবাব দিলেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'খুব দ্রুত অবনতি হচ্ছে ওর অবস্থার। শেষবার আপনার সাথে কথা হওয়ার

BanglaBook.org

পর এর মাঝেই আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছে ও। পাণ্ডুলিপিটা কী পেয়েছেন আপনি?' আশান্বিত ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

'ফুলকানেলির পাণ্ডুলিপি আপনার কোনো কাজে লাগবে না, মি. ফেয়ারফ্যাক্স,' বলল বেন।

সাথে সাথে রাগে লাল হয়ে উঠল ফেয়ারফ্যাক্সের মুখ। 'কি?'

হেসে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাল বেন। 'পাণ্ডুলিপির বদলে এটা নিয়ে এসেছি আমি,' বলে জিনিসটা বের করে ফেয়ারফ্যাক্সের হাতে দিল ও।

অবাক হয়ে নিজের হাতে ধরা তোবড়ানো ফ্লাস্কটার দিকে তাকিয়ে রইলেন ফেয়ারফ্যাক্স।

'নিরাপদ রাখার জন্যই জিনিসটা ওর মাঝে রেখেছি আমি,' বুঝিয়ে বলল বেন।

এবার বুঝতে পারলেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'এটাই কী সেই এলিক্সির?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'হ্যাঁ। ফুলকানেলির নিজের হাতে তৈরি। এটাই সেই অমৃত, মি. ফেয়ারফ্যাক্স। আপনি তো এটাই খুঁজছিলেন, তাই না?'

মহামূল্যবান বস্তুটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরলেন ফেয়ারফ্যাক্স, ভিজে উঠেছে তার চোখ। 'আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না আমি। এখনই এটা রুথের কামরায় নিয়ে যাওয়া হবে। আমার মেয়ে ক্যারোলিন দিনরাত ওর দেখাশোনা করছে।' বিষণ্ন ভঙ্গিতে একটু চুপ করে রইলেন তিনি। 'তারপর, মি. হোপ, আমাদের সাথে ডিনারে যোগ দিতে নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি হবে না আপনার?'

'তাহলে মানতেই হবে যে অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ করেছেন আপনি,' বলছিলেন ফেয়ারফ্যাক্স।

ডাইনিং রুমের ওয়ালনাট কাঠের তৈরি লম্বা টেবিলটায় বসে আছে বেন। টেবিলের মাথায় বসে আছেন ফেয়ারফ্যাক্স, তার পেছনে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। ফায়ারপ্লেসের এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে বর্ম পরা এক নাইটের মূর্তি, হাতে চকচকে, চওড়া একটা তলোয়ার।

'কাজটা যে কঠিন হবে আমি জানতাম,' বলে চললেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'কিন্তু আমার আশার চাইতেও বেশি সাফল্য দেখিয়েছেন আপনি। আপনার সম্মানে পান করছি আমি, মি. হোপ,' বলে হাতের গ্লাসটা উঁচু করলেন তিনি। বিজয়ের গর্ব ফুটে উঠেছে তার মুখে। 'আপনি ভাবতেও পারবেন না আমার জন্য কত বড় উপকার করেছেন।'

'রুথের জন্য,' নিজের গ্লাসটাও উঁচু করে জবাব দিল বেন।

'রুথের জন্য।'

BanglaBook.org

ফেয়ারফ্যাক্সের দিকে তাকিয়ে রইল বেন। প্রশ্ন করল, 'একটা কথা কিন্তু এখনও আমাকে বলেননি আপনি। ফুলকানেলির ব্যাপারে সর্ব প্রথম কোথা থেকে শুনেছিলেন?'

'বহু বছর ধরে এই এলিক্সিরের সন্ধান করছি আমি,' জবাব দিলেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করছি এসব গুপ্তবিদ্যা নিয়ে। অ্যালকেমির ব্যাপারে অনেক বই পড়েছি, প্রতিটা সূত্রকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। প্রায় হালই ছেড়ে দিয়েছিলাম, এই সময় নেহাত ভাগ্যগুণেই প্রাগের এক পুরনো বই বিক্রেতার কাছ থেকে ফুলকানেলির নাম জানতে পারি। এবং তখনই বুঝতে পারি যে এই রহস্যময় অ্যালকেমিস্ট হচ্ছে সেই গুটিকয়েক মানুষদের একজন যে এলিক্সির অভ লাইফের রহস্য উন্মোচন করতে পেরেছে।'

চুপচাপ ওয়াইনে চুমুক দিতে দিতে তার কথা শুনতে লাগল বেন।

বলে চললেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'প্রথমে ভেবেছিলাম ফুলকানেলির গোপন রহস্য উন্মোচন করতে খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। কিন্তু কাজে নেমে দেখলাম, যা ভেবেছিলাম তার চাইতে অনেক বেশি কঠিন এটা। কাজটা করার জন্য যাদের ভাড়া করলাম তারা বেশিরভাগই হয় আমার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল, অথবা মাঝপথে মারা পড়ল। বুঝতে পারলাম, বিপজ্জনক কোনো শক্তি আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। এটাও বুঝতে পারলাম যে সাধারণ কোনো গোয়েন্দা বা গবেষককে দিয়ে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে না। আরও দক্ষ কোনো মানুষকে চাই আমার। তারপরেই আমার কর্মচারীরা আপনার খোঁজ বের করল, মি. হোপ। আপনার অভিজ্ঞতার তালিকা দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম যে এই লোকই আমার কাজের জন্য যোগ্য ব্যক্তি।'

হাসল বেন। 'বাড়িয়ে বলছেন আপনি।'

ডিনারের প্রাথমিক খাবার বা অ্যাপেটাইজার শেষ হতে সেগুলো সরিয়ে নিয়ে গেল চাকররা, তার বদলে নিয়ে এল রুপার তৈরি বেশ কিছু অ্যান্টিক ডিশ। প্রধান ডিশের ঢাকনা তুলতে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ঝলসানো গরুর মাংসের লোভনীয়, রসাল চেহারা। লম্বা একটা ছুরি দিয়ে মাংস কেটে প্লেটে তুলে দিল প্রধান পরিচারক, গ্লাসে ঢেলে দিল আরও ওয়াইন।

'এত ভদ্রতার কিছু নেই, বেনেডিক্ট—তোমাকে বেনেডিক্ট বলে ডাকতে পারি তো?' মুখে এক টুকরো মাংস পুরে জিজ্ঞেস করলেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'যাই হোক, যা বলছিলাম। তোমার পুরো জীবনটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছি আমি। এবং যতই জেনেছি, ততই বুঝতে পেরেছি যে তুমিই আমার আদর্শ লোক। মধ্যপ্রাচ্যে তোমার দায়িত্ব পালন করার ইতিহাস। আফগানিস্তানে সন্ত্রাস-বিরোধী অপারেশন। ঠাণ্ডা মাথায়, পূর্ণ সতর্কতার সাথে এমন সব

BanglaBook.org

দায়িত্ব পালন করেছ তুমি যা বেশিরভাগ মানুষের জন্যই অত্যন্ত কঠিন। এর পর আবার হারিয়ে যাওয়া অথবা কিডন্যাপ হওয়া শিশুদের উদ্ধারের দায়িত্ব তুলে নিয়েছ কাঁধে, নিরপরাধ ব্যক্তির যারা ক্ষতি করে তাদের নিষ্কম্প হাতে শাস্তি দিয়েছ। তুমি এমন একজন মানুষ যাকে কোনোভাবেই বাঁকানো যায় না, এবং সম্পদেরও কোনো অভাব নেই তোমার। তাই আমার টাকা নিয়ে তোমার পালিয়ে যাওয়ার কোনো কারণ নেই, আবার কাজের বিপদ দেখে তুমি পিছপাও হবে না। তখনই মনে মনে তোমাকে এই কাজের জন্য নির্বাচিত করে ফেলি। যদিও তুমি যদি রাজি না হতে তাহলে তোমার মন বদলানোর জন্য কিছুই করার থাকত না আমার।'

'কাজটা আমি কেন নিয়েছিলাম আপনি জানেন,' বলল বেন। 'শুধু আপনার নাতনি রুথের জন্য।' একটু বিরতি নিল ও। তারপর বলল, 'তবে কাজটা যে এত ঝুঁকিপূর্ণ হবে সেটা আমাকে আরও আগে বললে পারতেন। তাহলে অনেক ঝামেলা এড়ানো যেত।'

'তোমার দক্ষতার ওপর আমার বিশ্বাস ছিল,' হেসে বললেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'এটাও মনে হয়েছিল যে পুরো সত্য কথাটা যদি তোমাকে বলি, তাহলে হয়তো আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেবে তুমি। যে কোনো উপায়ে তোমাকে রাজি করানোটা খুব বেশি দরকার ছিল আমার জন্য।'

'পুরো সত্য কথা? আমাকে রাজি করানো? আপনি আসলে কী বলতে চাইছেন, ফেয়ারফ্যাক্স?'

'তাহলে বুঝিয়েই বলি তোমাকে,' চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'আমার অবস্থানে আছে এমন যে কোনো ব্যক্তিই তার পেশাগত জীবনের শুরুতেই একটা জিনিস বুঝে ফেলে। সেটা হলো, প্রতিটি মানুষকেই... কি বলে, প্রভাবিত করা যায়। প্রতিটি মানুষেরই একটা দুর্বলতা থাকে, বেনেডিক্ট। আমাদের জীবনে, আমাদের অতীতে কিছু না কিছু ঘটনা থেকেই যায়। একটা গোপন অপরাধবোধ, অতৃপ্তি। আর সেই অপরাধবোধ বা অতৃপ্তির কারণটা যদি জানা যায়, তাহলে সেই মানুষগুলোকে ব্যবহারও করা যায়। কোনো অপরাধ বা অনৈতিক কাজ করেছে এমন মানুষকে প্রভাবিত করা আরও বেশি সহজ। কিন্তু তুমি, বেনেডিক্ট... তোমার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল।' গ্লাসে আরও একটু ওয়াইন ঢেলে নিলেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'তোমার অতীত ইতিহাসের মাঝে এমন কিছুই আমি পাচ্ছিলাম না যা দিয়ে তোমাকে আমার প্রস্তাবে রাজি করাতে পারি, অর্থাৎ তুমি যদি তা প্রত্যাখ্যান করো।' ঠাণ্ডা হাসি ফুটল তার ঠোঁটে। 'কিন্তু ঠিক তখনই আমার গোয়েন্দারা তোমার জীবনের একটা প্রধান ঘটনার সন্ধান পেল। এবং সাথে সাথেই সেটার গুরুত্ব বুঝতে পারলাম আমি।'

'বলে যান।'

BanglaBook.org

'তুমি একজন অত্যন্ত কর্মঠ লোক, বেনেডিক্ট,' বলে চললেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'এবং তার কারণটা আমি জানি। আমি বুঝতে পেরেছি যে কিসের উৎসাহে কাজ করে চলেছ তুমি...এবং সেই কারণটা তোমার মদ্যপানের অভ্যাসের পেছনেও দায়ী। অপরাধবোধ সব সময় তাড়া করে ফিরছে তোমাকে। আমি জানতাম, তোমার মাঝে যদি এমন একটা ধারণা তৈরি করা যায় যে তুমি আসলে রুথকে বাঁচাচ্ছ, তাহলে আমার হয়ে কাজ করতে কখনই আপত্তি হবে না তোমার। রুথ তো তোমার খুব কাছের একজন মানুষ, তাই না?'

ভ্রু কোঁচকাল বেন। 'আমি যদি ধারণা করি যে আমি রুথকে বাঁচাচ্ছি–কী বলতে চান আপনি?'

গ্লাসের ওয়াইনটুকু শেষ করে আরেক গ্লাস ঢেলে নিলেন ফেয়ারফ্যাক্স। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে খুব মজা পাচ্ছেন তিনি। 'বেনেডিক্ট,' ভাবুক গলায় উচ্চারণ করলেন নামটা, 'এটা কিন্তু বেশ কঠোর ধর্মীয় ভাবধারার একটা নাম। তোমার পরিবারের সবাই ধর্মভীরু খ্রিস্টান ছিল, তাই না?'

চুপ করে রইল বেন।

'ভেবে দেখেছিলাম... কোন বাবা-মা যখন নিজেদের দুই সন্তানের নাম রাখে বেনেডিক্ট আর রুথ, তখন ধরেই নিতে হয় যে নামগুলো বাইবেল থেকে নেয়া। তুমি কি বলো? রুথ হোপ... নামটা একেবারেই খাপ খায়নি, তাই না? কারণ ওকে খুঁজে পাওয়ার কোনো আশা ছিল না কখনই। ছিল, বেনেডিক্ট?'

'আমার বোনের ব্যাপারে আপনি কিভাবে জানলেন? এটা তো আমার প্রফেশনাল রেজ্যুমে'তে নেই?'

'টাকা থাকলে সবই জানা যায়, বেনেডিক্ট। তখনই আমার মনে হয়েছিল, তুমি যে পেশা বেছে নিয়েছ তার একটা কারণ আছে,' বলে চললেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'গোয়েন্দাগিরি করোনি তুমি, যাতে কি-না তথ্য বা হারানো জিনিস খুঁজে বের করতে হয়। বরং এমন একটা কাজ বেছে নিয়েছ যেখানে শুধু হারানো মানুষ, বিশেষ করে শিশুদের খুঁজে বের করো তুমি। এটা তো বোঝাই যায় যে এসব কাজ করার মাধ্যমে তুমি আসলে তোমার বোনকে হারিয়ে ফেলার যে অপরাধবোধ সেটা কাটানোর চেষ্টা করছ। তোমার অবহেলাতেই যে ওর মৃত্যু... অথবা মৃত্যুর চাইতেও ভয়ংকর কোনো পরিণতি ঘটেছে, সেটা কখনও ভুলতে পারোনি তুমি। মানুষ পাচারের ব্যবসায় যারা জড়িত থাকে, তাদের আসলে ঠিক দয়াশীল বলা যায় না। ধর্ষণ, অত্যাচার, আরও কত কিছু হয়েছে ওর সাথে কে জানে?'

'অনেক খবর সংগ্রহ করেছেন আপনি, তাই না, মি. ফেয়ারফ্যাক্স?'

হাসলেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'ওটাই আমার কাজ। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে তোমার হারানো বোনের নামে যার নাম, সেই অসুস্থ বাচ্চাটাকে বাঁচানোর

BanglaBook.org

একটা দায়িত্ব পেলে সেটা কোনোভাবেই অগ্রাহ্য করতে পারবে না তুমি। এবং আমার আন্দাজে কোনো ভুল হয়নি। আমার নাতনির গল্প শুনেই কেবল তুমি আমাকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছ।'

'আপনার কথাগুলো বেশ অদ্ভুত ঠেকছে। নাতনির গল্প?'

আবার হাসলেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'ইচ্ছে করলে অন্য কিছুও বলতে পারো। যেমন ধরো, বাকোয়াজ, বাজে কথা। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে ধোঁকাবাজি। রুথ নামে কোনো মেয়ের অস্তিত্ব নেই। এই নামের কোনো বাচ্চা মেয়ে মৃত্যুশয্যায় পড়ে নেই; ফলে একটা কথা না বলে পারছি না, তোমার জন্যেও স্বস্তি পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই, বেনেডিক্ট।' উঠে দাঁড়িয়ে পাশের একটা সাইডবোর্ড বা বড় বক্সের দিকে এগিয়ে গেলেন ফেয়ারফ্যাক্স। ভেতর থেকে একটা ছোট সোনার পেয়ালা বের করলেন তিনি। 'না, কোনো মুমূর্ষু শিশু নেই ওই নামে,' আবার বললেন তিনি। 'শুধু এক বৃদ্ধ, যে সব কিছুর চাইতে গুরুত্ব দিয়েছে একটা জিনিসকে।' উদাস চোখে পেয়ালাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন ফেয়ারফ্যাক্স। 'তোমার কোনো ধারণাই নেই, বেনেডিক্ট, আমার মতো একটা মানুষ যখন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয় তখন তার কেমন লাগে। জীবনে অনেক কিছু করেছি আমি, প্রচুর সম্পদ আর ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি। নিজের হাতে গড়ে তোলা এই সাম্রাজ্যকে অযোগ্য লোকজনের হাতে ছেড়ে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার কোনো ইচ্ছেই নেই আমার। তাহলে দু'দিনেই নষ্ট হয়ে যাবে আমার সাম্রাজ্য। প্রচণ্ড অতৃপ্তি আর হতাশা নিয়ে কবরে যেতে হবে আমাকে।' পেয়ালাটা একটু উঁচু করে ধরলেন তিনি। 'কিন্তু তোমাকে ধন্যবাদ, আমার সব দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়েছ তুমি। এখন ইতিহাসের সব চেয়ে ধনী এবং সফল ব্যক্তিত্বে পরিণত হওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না আমাকে। নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য অনন্ত সময় থাকবে আমার হাতে।'

দরজাটা খুলে গেল, আলেকজান্ডার ভিলিয়ারস এসে প্রবেশ করল কামরায়। নির্লিপ্ত চোখে সহকারীর দিকে একবার তাকালেন ফেয়ারফ্যাক্স। নিঃশব্দ হাসিতে ভরে উঠেছে ভিলিয়ারসের মুখ। পকেট থেকে একটা ভোঁতা-নাক টরাস পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সেভেন রিভলভার বের করল সে, তাক করল বেনের দিকে।

হেসে উঠলেন ফেয়ারফ্যাক্স। পেয়ালাটা ঠোঁটের কাছে তুললেন তিনি। 'তোমার সুস্বাস্থ্য কামনা করে পান করতে পারলে ভাল লাগত, বেনেডিক্ট। কিন্তু কি আর করা, তোমার পথের এখানেই শেষ। ভিলিয়ারস, গুলি করো ওকে।'

BanglaBook.org

## পঁয়ষট্টি.

বেনের মাথা বরাবর রিভলভার নল তুলে ধরল ভিলিয়ারস। চোখ বন্ধ করে এক চুমুকে পেয়ালাটা খালি করে ফেললেন ফেয়ারফ্যাক্স।

'আমাকে গুলি করার আগে একটা জিনিস আপনার জেনে রাখা দরকার,' বলল বেন। 'আপনি এইমাত্র যেটা পান করেছেন ওটা এলিক্সির অফ লাইফ নয়। ওটা আসলে আপনার নিজেরই বাড়ির বাথরুম থেকে সংগ্রহ করা ট্যাপের পানি।'

পেয়ালাটা নামিয়ে ফেললেন ফেয়ারফ্যাক্স। এক ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল তার থুতনি থেকে। একটু আগে যে আনন্দ ভাসছিল চেহারায় সেটা এখন দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। 'কি বললে?' ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন তিনি।

'ঠিকই শুনেছেন আপনি,' বলল বেন। 'স্বীকার করতেই হবে, আমাকে বোকা বানিয়ে ফেলেছিলেন প্রায়। আমার সম্পর্কে আপনার ধারণা ঠিকই ছিল–আপনার মিথ্যে কথাগুলোর কিছুই আমি ধরতে পারিনি। দারুণ গল্প সাজিয়েছিলেন, ফেয়ারফ্যাক্স। এবং প্রায় সফলও হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু যদি এখানে আসার পথে গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে আপনার আস্তাবল রক্ষকের সাথে দেখা না হতো আমার, তাহলে এখন আপনার হাতেই থাকত আসল অমৃত।'

'কিসের কথা বলছ তুমি?' ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলে উঠলেন ফেয়ারফ্যাক্স।

রিভলভার নামিয়ে ফেলল ভিলিয়ারস। চিন্তায় কুঁচকে উঠেছে তার মুখ।

'পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আপনার এস্টেটে কাজ করছে হার্বি গ্রিনউড,' বলল বেন। 'কিন্তু কখনও কোনো রুথের কথা শোনেনি সে। আপনার কোনো ছেলেমেয়েই ছিল না কখনও, ফেয়ারফ্যাক্স। নাতনি তো বহু দূরের ব্যাপার। নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেছে আপনার স্ত্রী। এই বাড়িতে কখনও কোনো ছোট্ট মেয়ের আগমন ঘটেনি।'

'আসল এলিক্সিরটা কোথায়?' গর্জে উঠলেন ফেয়ারফ্যাক্স। সোনার পেয়ালাটা ছুড়ে মারলেন তিনি। ভোঁতা শব্দ করে আছড়ে পড়ল সেটা, গড়িয়ে চলে গেল এক দিকে।

পকেট থেকে অ্যান্টোনিয়া ব্র্যানজান্টির দেয়া সেই ছোট্ট কাঁচের বোতলটা বের করল বেন। 'এই যে,' বলল ও, তারপর কেউ ওকে বাধা দেয়ার আগেই

BanglaBook.org

হাত ঘুরিয়ে ফায়ারপ্লেসে ছুড়ে মারল সেটা। লোহার শিকের সাথে বাড়ি খেয়ে সহস্র টুকরোতে পরিণত হলো সেটা, মিশ্রণের মাঝে থাকা অ্যালকোহল প্রিজারভেটিভের কারণে একবার দপ করে লাফিয়ে উঠল আগুন।

'এবার কেমন লাগছে, ফেয়ারফ্যাক্স?' তার চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল বেন।

ফ্যাঁকাসে হয়ে গেছে ফেয়ারফ্যাক্সের মুখ। ভিলিয়ারসের দিকে তাকালেন তিনি। 'নিয়ে যাও ওকে, বন্দী করে রাখো,' শীতল গলায় নির্দেশ দিলেন, রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখার কোনো চেষ্টা করছেন না। 'ঈশ্বরের শপথ, হোপ, তোমার পেট থেকে কথা বের করে ছাড়ব আমি।'

কিন্তু দ্বিধা করতে লাগল ভিলিয়ারস।

'আমার কথা শোনোনি, ভিলিয়ারস?' গর্জে উঠলেন ফেয়ারফ্যাক্স, ফ্যাঁকাসে থেকে টকটকে লাল হয়ে উঠেছে মুখ।

এবার আবার রিভলভার তুলল ভিলিয়ারস। কিন্তু বেনের দিকে নয়, বরং নিজের মনিবের দিকে অস্ত্র তাক করল সে।

'ভিলিয়ারস, কী করছ তুমি? পাগল হয়ে গেলে না কী?' ভয়ে পিছিয়ে যেতে যেতে কাঁপা গলায় বলে উঠলেন ফেয়ারফ্যাক্স।

'ও পাগল হয়ে যায়নি, ফেয়ারফ্যাক্স,' বলল বেন। 'আসলে ও একজন গুপ্তচর। গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনির হয়ে কাজ করে। তাই না, ভিলিয়ারস? তুমিই হলে সেই গুপ্তচর, যে আমার প্রতিটা পদক্ষেপের খবর আগে থেকেই জানিয়ে দিচ্ছিল উসবার্তিকে।'

পেছাতে পেছাতে ফায়ারপ্লেসের কাছাকাছি চলে গেছেন ফেয়ারফ্যাক্স, আগুনের শিখাগুলো নাচছে তার পেছনে। চোখে স্পষ্ট অনুনয়, ভয়ে প্রস্রাব করে ফেলায় ভিজে গেছে প্যান্ট। 'তুমি যা চাও তাই দেবো তোমাকে,' বলে উঠলেন তিনি। 'যা চাও। আমার বিপক্ষে যেও না, ভিলিয়ারস। মেরো না আমাকে।'

'আমি আর তোমার চাকরি করছি না, ফেয়ারফ্যাক্স,' জবাব দিল ভিলিয়ারস। 'আমি ঈশ্বরের কর্মচারী।' বলেই ট্রিগার টানল সে। পয়েন্ট থ্রি ফাইভ সেভেন ম্যাগনামের গর্জনে চাপা পড়ে গেল ফেয়ারফ্যাক্সের চিৎকার। সাদা শার্টের ওপর দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল লাল একটা দাগ, নিজের বুক খামচাতে লাগলেন তিনি। মাতালের মতো টলতে টলতে একটা পর্দা খামচে ধরলেন, ছিঁড়ে এল সেটা।

আবার গুলি করল ভিলিয়ারস। ঝটকা দিয়ে পেছনে সরে গেল ভিলিয়ারসের মাথা, দুই চোখের মাঝে একটা গোলাকার গর্ত তৈরি হয়েছে। পেছনের দেয়ালে গিয়ে লাগল রক্তের ছিটে। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার, ধপ করে

BanglaBook.org

মেঝেতে পড়ল প্রাণহীন দেহটা। এখনও হাতগুলো পর্দার কাপড় খামচে ধরে আছে, ফলে সেটাও মেঝেতে পড়ল। এক প্রান্ত গিয়ে পড়ল আগুনের মাঝে। লোভীর মতো কাপড়টা চাটতে শুরু করল আগুনের জিভ।

ডাইনিং টেবিলটা লাফিয়ে পার হতে চেয়েছিল বেন, কিন্তু তার আগেই কামরার অন্য প্রান্ত থেকে পিস্তলটা ওর দিকে ঘুরিয়ে ধরল ভিলিয়ারস। 'নড়বে না একটুও।'

কিন্তু থামল না বেন, টেবিলের কিনার ঘুরে ধীর পায়ে এগোতে লাগল ভিলিয়ারসের দিকে। লোকটার প্রতিক্রিয়াগুলো খেয়াল করছে ও, বুঝতে পারছে যে প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে আছে। ঘামছে, স্বাভাবিকের চাইতে জোরে দম নিচ্ছে। খুব সম্ভব এর আগে কখনও কাউকে গুলি করেনি সে, তার ওপর সম্পূর্ণ একা পড়ে গেছে বর্তমান পরিস্থিতিতে। ঘটনা যে এদিকে মোড় নেবে তা সে আন্দাজ করতে পারেনি, ওদিকে তার সংগঠনও এখন অসহায়, তাকে কোনো রকম সাহায্য করতে পারবে না। একজন আত্মবিশ্বাসী লোকের চাইতে একজন নার্ভাস লোক কোনো অংশে কম বিপজ্জনক নয়, ক্ষেত্রবিশেষে বরং বেশি।

রিভলভারটা শক্ত করে চেপে ধরে বেনের মুখ বরাবর তুলে ধরল সে। 'সামনে এগোবে না,' হিসিয়ে বলে উঠল, 'তাহলে গুলি করব আমি।'

'করো গুলি,' শান্ত গলায় বলল বেন। এগিয়েই চলেছে ও। 'কিন্তু তারপর যে তোমাকে পালাতে হবে। কারণ তোমার বস যখন জেল থেকে বের হবে, তখন আমাকে মেরে ফেলার জন্য তোমাকে এমন ভয়াবহ শাস্তি দেবে যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আমি ছাড়া আর কেউ জানে না তার গুপ্তধনের হদিস। আমাকে যদি গুলি করো তাহলে পরোক্ষভাবে নিজের মাথায় গুলি করবে তুমি।'

পর্দা থেকে কার্পেটের ওপর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে আগুন। জ্বলে উঠেছে ফেয়ারফ্যাক্সের প্যান্ট, পোড়া মাংস আর ধোঁয়ার মিলিত কটু গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে কামরার ভেতরে। একটা সোফার কিনারায় ধরে গেল আগুন, দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। কাঠ পোড়ার শব্দ হচ্ছে চড়চড় করে।

ওদিকে ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে ভিলিয়ারস, সরে যাচ্ছে ছড়িয়ে পড়া আগুনের কাছাকাছি। কাঁপছে রিভলভার ধরে রাখা হাতগুলো।

'সমস্যা কেবল একটাই,' বলে চলেছে বেন। বুঝতে পারছে, তীব্র ক্রোধ ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ওর ভেতরে। জ্বলন্ত চোখে ভিলিয়ারসের দিকে তাকিয়ে আছে ও, সেই সাথে এগিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। 'তুমি একা আমাকে জ্যান্ত ধরতে পারবে না। হয় তোমাকে ওই ট্রিগারটা টানতে হবে, না হলে মরতে হবে আমার হাতে। যাই হোক না কেন, তোমার মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না, ভিলিয়ারস।'

BanglaBook.org

ট্রিগারের ওপর চেপে বসছে ভিলিয়ারসের হাত, ঘাম গড়াচ্ছে কপাল থেকে। পেছনে সরে যেতে শুরু করল রিভলভারের হ্যামার। বেন দেখতে পাচ্ছে, ব্যারেলের ফুটোর ওপাশে চেম্বারের মাঝে নরম-নাকের বুলেটটা জায়গা মতো এসে বসল। প্রাইমারে হ্যামারের আঘাতের সাথে সাথে আগুন ধরে যাবে কার্ট্রিজে, একটা নিখুঁত ফুটো তৈরি হবে ওর খুলিতে।

কিন্তু এর মাঝে ভিলিয়ারসকে নিজের পছন্দসই জায়গায় নিয়ে এসেছে ও, এমন একটা অবস্থান যেখান থেকে আর পেছনে সরার উপায় নেই তার। সাপের মতো ছোবল দিল ওর হাত, তীব্র বেগে আঘাত করল লোকটার পিস্তলধরা হাতের কব্জিতে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল ভিলিয়ারস, রিভলভারটা পড়ে গেল আগুনের মাঝে। কব্জিতে আঘাত করার সাথে সাথেই ভিলিয়ারসের পেটে একটা লাথি মারল বেন। বর্ম পরা নাইটের ওপর হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে। ঝনঝন শব্দ তুলে মেঝেতে পড়ল ধাতব খণ্ডগুলো। সব চেয়ে বেশি শব্দ হলো চওড়া তলোয়ারটা পড়ার ফলে। মরিয়া হয়ে সেটা তুলে নিল ভিলিয়ারস, সাঁই করে চালাল বেনকে লক্ষ্য করে। বাতাসে শিস কেটে ছুটে এল ধারালো ফলা। মাথা নিচু করে আঘাত এড়াল বেন, তলোয়ারের ফলা গিয়ে লাগল একটা অ্যান্টিক ক্যাবিনেটের গায়ে। ভেতরে থাকা ব্র্যান্ডি আর হুইস্কির বোতলগুলো গুঁড়ো হয়ে গেল। তরল পদার্থগুলো মেঝেতে পড়ার সাথে সাথে যেন আগুনের হ্রদ তৈরি হলো সেখানে।

আবার আক্রমণ করল ভিলিয়ারস, তলোয়ারটা এপাশ থেকে ওপাশে চালাচ্ছে বারবার। পিছিয়ে গেল বেন, কিন্তু পায়ের নিচে হঠাৎ করে ফেয়ারফ্যাক্সের ছুড়ে দেয়া সেই সোনার পেয়ালাটা পড়ল। গড়িয়ে সরে গেল জিনিসটা, পা পিছলে পড়ে গেল ও। ডাইনিং টেবিলের পায়ার সাথে ঠুকে গেল মাথা।

আবার হিসিয়ে উঠে নেমে এল তলোয়ার। হঠাৎ করে মাথায় আঘাত পাওয়ায় চোখে অন্ধকার দেখছে বেন, ফলে কোনোমতে গড়িয়ে সরে গিয়ে আঘাত থেকে বাঁচার সুযোগ পেল কেবল। টেবিলের ওপর গিয়ে লাগল আঘাতটা। ওর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল নানা রকম থালাবাসন আর ছুরি-চামচ। চোখের কোণে কিছু একটা চকচক করতে উঠতে দেখে সেটাকে চেপে ধরার চেষ্টা করল বেন।

কামরার মাঝে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে পুরোদমে, কালো ধোঁয়ায় সব অন্ধকার হয়ে এসেছে। সামনে যা পাচ্ছে তাই গিলে নিচ্ছে আগুন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত আগুনের শিখায় ঢেকে গেছে ফেয়ারফ্যাক্সের শরীর, ঝলসে গেছে আগাগোড়া। কাপড়গুলোকে আর চেনার উপায় নেই, পোড়া কাগজের রূপ নিয়েছে।

আগুনের শিখার বিপরীতে ভয়াল লাগছে ভিলিয়ারসকে দেখতে। চূড়ান্ত আঘাতের জন্য ভারি তলোয়ারটা উপরে তুলল সে। চকচকে ফলায় প্রতিফলিত হচ্ছে আগুন। জান্তব উল্লাসে নাচছে লোকটার চোখজোড়া।

BanglaBook.org

সোজা হয়ে উঠে বসল বেন, বিদ্যুৎচমকের মতো নড়ল একবার ওর হাতটা। ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে একটা ঝলকের মতো কিছু ছুটে গেল ভিলিয়ারসের দিকে।

থমকে দাঁড়াল ভিলিয়ারস। তলোয়ারের বাঁটে ঢিল হয়ে এল আঙুলের বাঁধন, সশব্দে নিচে পড়ল ভারি অস্ত্রটা। টলে উঠল সে, এক পা পিছিয়ে গেল, তারপর আরেক পা। চোখ দুটো উল্টে গেল, ধপাশ করে আগুনের মাঝে পড়ে গেল তার মৃতদেহ। কপালের ঠিক মাঝখান থেকে বেরিয়ে আছে তিন ইঞ্চি ইস্পাত এবং কালো কাঠের হাতলসহ মাংস কাটার সেই ছুরিটা।

টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল বেন। পুরো কামরায় দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। তীব্র উত্তাপে ফোসকা পড়ার জোগাড় শরীরে। একটা চেয়ার তুলে নিয়ে পাশের একটা জানালার দিকে ছুড়ে মারল ও। আট ফিট লম্বা কাঁচের প্যানেল ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। বাতাস ঢুকল ভেতরে, সাথে সাথে কয়েক গুণ বেড়ে গেল আগুনের তীব্রতা। অগ্নিশিখার মাঝে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে সেটা লক্ষ্য করে প্রাণপণে দৌড় দিল বেন, জানালার ভাঙা জায়গাটা লক্ষ্য করে লাফ দিল। অনুভব করল, ধারালো কাঁচের খোঁচা লেগে কেটে গেল ওর এক হাতের উপরের অংশ। ধপ করে ঘাসের ওপর পড়ল ও, কয়েকবার গড়ান দিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

ধোঁয়ার চোটে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না বেন, হাত থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে। তবুও টলতে টলতে বাড়িটার কাছ থেকে সরে যেতে লাগল ও, এস্টেটের খোলা জমির দিকে এগোচ্ছে। একটা গাছের সাথে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিল কয়েক মুহূর্ত, কাশছে খক খক করে।

ফেয়ারফ্যাক্স ম্যানসনের জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুনের লেলিহান শিখা, কালো একটা স্তম্ভের মতো ধোঁয়ার বিশাল এক কুণ্ডলী উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, কিভাবে আগুনের ক্ষুধা গ্রাস করছে পুরো বাড়িটাকে। তারপর, দূরাগত সাইরেনের শব্দ কানে আসতে ঘুরে দাঁড়িয়ে গাছপালার মাঝে অদৃশ্য হয়ে গেল।

BanglaBook.org

# ছিষট্টি.

## অটোয়া, ডিসেম্বর ২০০৭

টায়ারের তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে অটোয়ার ছোট্ট এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল প্লেন। কিছুক্ষণ পর বাইরের ঠাণ্ডা, ধারালো বাতাসে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল বেনকে। হালকা তুষারপাত হচ্ছে, তার মাঝে হেঁটে এসে উঠে পড়ল একটা অপেক্ষারত ট্যাক্সিক্যাবে। ফ্র্যাংক সিনাত্রার গলায় *আ'ল বি হোম ফর ক্রিসমাস* বাজছে রেডিওতে, রিয়ারভিউ মিরর থেকে ঝুলছে একটা রুপালি ফিতা। বাতাসে ভাসছে ক্রিসমাসের উৎসবমুখর আবহাওয়া।

'কোথায় যাবেন?' পেছনে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

'কার্লটন ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস,' জবাব দিল বেন।

'ক্রিসমাস কী এখানেই করবেন নাকি?' শহরের চওড়া, তুষারে ঢাকা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করল ড্রাইভার।

'না। এমনিই ঘুরতে এসেছি।'

বেন যখন এসে পৌঁছাল তখন কার্লটনের সাইন্স ব্লকের লেকচার থিয়েটারটা ভরে গেছে। তবুও পেছনের সারিতে একটা চেয়ার খুঁজে পেল ও। এখানে উপস্থিত রয়েছে প্রায় তিন'শ স্টুডেন্ট, সবাই ড. ডি রাইট এবং ড. আর কামিনস্কির বায়োলজি লেকচার শুনতে এসেছে। লেকচারের বিষয়বস্তু হচ্ছে সেল রেসপিরেশনের ওপর দুর্বল ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রভাব।

মৃদু কথাবার্তার শব্দ ভাসছে থিয়েটারে। প্যাড এবং কলম নিয়ে নোট করার জন্য প্রস্তুত সবাই। অডিটোরিয়ামের সামনে একটা ছোট স্টেজ, তার ওপর একটা বক্তৃতা দেয়ার জায়গা, দুটো চেয়ার, দুটো মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড, একটা স্লাইড প্রজেক্টর আর একটা স্ক্রিন। লেকচারাররা এখনও এসে পৌঁছায়নি।

তবে লেকচারের বিষয়ের ওপর কোনো আগ্রহ নেই বেনের। ও শুধু ড. আর কামিনস্কির প্রতি আগ্রহী।

নীরব হয়ে গেল লেকচার থিয়েটার। তারপরেই পরিমিত করতালির মাঝে দুই লেকচারার, একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা, উঠে এল স্টেজে। বক্তৃতা দেয়ার উঁচু টেবিলের দুই পাশে দাঁড়াল দু'জন। দর্শকদের সামনে নিজেদের

BanglaBook.org

পরিচয় দিল এক এক করে, সাউন্ড সিস্টেমের মাধ্যমে পরিষ্কার শোনা গেল তাদের কথা। তারপর শুরু হলো লেকচার।

রবার্টার চুল এখন সোনালি, টেনে বাঁধা পেছন দিকে। এখন সেই গম্ভীর বিজ্ঞানীর ভাবটা আবার ফিরে এসেছে তার মাঝে, ঠিক যেমনটা প্রথম সাক্ষাতের সময় খেয়াল করেছিল বেন। ওর কথা শুনে রবার্টা নিজের নাম বদলে নিয়েছে দেখে খুশি হলো ও। বেশ বেগ পেতে হয়েছে রবার্টাকে খুঁজে বের করতে, এবং এটা একটা ভাল লক্ষণ।

বেনের চারপাশে মনোযোগী ছাত্রছাত্রীরা গভীর মনোযোগে নোট নিচ্ছে। চেয়ারে একটু নিচু হয়ে বসল ও, নিজেকে যতটা সম্ভব অদৃশ্য করে রাখতে চাইছে। রবার্টার কথাগুলো ওর বোধগম্য না হলেও স্পিকারে ভেসে আসা তার কণ্ঠস্বর, নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ–সব মিলিয়ে তাকে এত কাছাকাছি মনে হচ্ছে যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

এই মুহূর্তের আগে বেন বুঝতেই পারেনি যে রবার্টাকে দেখার জন্য কতটা ব্যাকুল হয়ে ছিল ও, এবং কত তীব্রভাবে ওর অভাব বোধ করতে যাচ্ছে।

কানাডার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার সময়েই বেন বুঝতে পারছিল, এটাই শেষ, এর পর আর কখনও রবার্টার সাথে দেখা হবে না ওর। বেশিক্ষণ থাকারও ইচ্ছে নেই ওর, শুধু জানতে চেয়েছিল যে রবার্টা নিরাপদ আছে কি না। তার সাথে হয়তো নির্জনে একবার বিদায় নেয়া, ব্যস। লেকচার থিয়েটারে ঢোকার আগে প্রধান রিসেপশন ডেস্কে তার জন্য একটা এনভেলাপ রেখে এসেছে বেন। ওর ভেতরে রবার্টার লাল অ্যাড্রেস বুকটা আছে, সেই সাথে বেন যে ফ্রান্স থেকে নিরাপদে ফিরে এসেছে তা জানিয়ে একটা ছোট্ট নোট।

রবার্টার সঙ্গী লেকচারার ড্যান রাইটকে খেয়াল করল বেন। লোকটার শারীরিক ভাষা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে রবার্টাকে পছন্দ করে সে। স্টেজের ওপর রবার্টার কাছাকাছি থাকতে চাইছে, তার কথা বলার সময় হেসে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, স্ক্রিন এবং লেকচার টেবিলের মাঝখানের অংশে যাওয়া-আসা করার সময় তাকে অনুসরণ করছে লোকটার চোখ। হয়তো অনেক বেশিই পছন্দ করে। লোকটাকে দেখে খারাপ মনে হয় না, ভাবল বেন। এমন একজন মানুষই দরকার রবার্টার। শান্ত, নির্ভরযোগ্য, তার মতোই একজন বিজ্ঞানিক। এমন একজন মানুষ যে একজন ভাল স্বামী হতে পারবে, হয়তো একজন ভাল পিতাও।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেন। যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিল তা করা শেষ ওর। এখন শুধু বেরিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক সময়টার অপেক্ষা। কয়েক সেকেন্ডের জন্য রবার্টা পেছনে ফিরলেই পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে ও।

কাজটা খুব একটা সহজ হলো না। গত দুই দিনে এই মুহূর্তটা মনের ভেতর কয়েক লক্ষ বার অনুশীলন করেছে বেন। কিন্তু এই মুহূর্তে, যখন সাউন্ড

BanglaBook.org

সিস্টেমে ওর কানের কাছে এসে বাজছে রবার্টার কণ্ঠস্বর; তখন পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, পরের ফ্লাইটে বাড়ি ফিরে যাওয়া, সেই সাথে আর কখনও রবার্টার সাথে দেখা না করার চিন্তাটা কেমন যেন অবাস্তব মনে হচ্ছে।

কিন্তু এভাবে সমাপ্তি টানাটা কী খুব বেশি জরুরি? ভাবল ও। কেমন হয়, যদি ও চলে না যায়? যদি থেকে যায় এখানে? একসাথে একটা জীবন কী কাটাতে পারবে না ওরা? এভাবে সব কিছুর শেষ হওয়া কী খুব বেশি দরকার?

*হ্যাঁ, এটাই সবচেয়ে ভাল রাস্তা। রবার্টার কথা ভাবো। যদি ওকে ভালবাসো, তাহলে দূরে সরে যাও।*

'...এই ডায়াগ্রামের মাধ্যমে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভফর্মের বায়োলজিক্যাল প্রভাবগুলো চিহ্নিত করা যায়,' বলে চলেছে রবার্টা। ড. রাইটের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে লেকচার টেবিল থেকে একটা লেজার পয়েন্টার তুলে নিল সে, তারপর লালচে আলোর রেখাটা তাক করল পেছনের বড় স্ক্রিনে ফুটে ওঠা বড় ছবিটার দিকে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য পেছনে ফিরেছে রবার্টা। এটাই সময়, ভাবল বেন। লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিল ও, তারপর নিয়ে ফেলল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল অডিটোরিয়ামের মাঝখানের হাঁটা-পথের দিকে।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে পেছনের সারিতে বসে থাকা লালচে চুলের এক মেয়ে তার হাত উঁচু করল। একটা প্রশ্নের জবাব চাই তার। 'ড. কামিনস্কি?'

ঘুরে দাঁড়াল রবার্টা। 'বলুন?' এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, বোঝার চেষ্টা করছে যে প্রশ্নটা কে করল।

'এন্ডোরফিন লেভেল বৃদ্ধির সাথে টি-লিমফোসাইট সেল সাইকেলের ওঠানামার সম্পর্কটা কোথায়, একটু বুঝিয়ে দেবেন?'

অডিটোরিয়ামের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বেন, বাইরের দরজার দিকে এগোতে শুরু করল। বাইরে পা রাখতেই ঠাণ্ডা কামড় বসাল শরীরে।

'ড. কামিনস্কি...?' একটু বিভ্রান্ত গলায় আবার প্রশ্ন করল মেয়েটা।

কিন্তু ড. কামিনস্কি তার প্রশ্ন শুনতে পায়নি। পেছনের দরজাটার দিকে তাকিয়ে আছে সে, কারণ এইমাত্র কেউ একজনকে বের হয়ে যেতে দেখেছে ওখান দিয়ে।

'আমি-আমি দুঃখিত,' মাইক্রোফোনে বিড়বিড় করে বলল সে, তারপর খপ করে হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরল সেটা। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা ড. রাইটের দিকে ফিরে ফিসফিস করে বলল, 'বাকি লেকচারটা তুমিই সামলাও, ড্যান।'

এটুকু বলেই স্টেজ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল রবার্টা, দৌড়াতে শুরু করল মাঝখানের সরু জায়গাটা ধরে। পুরো লেকচার থিয়েটারে বিভ্রান্ত গুঞ্জন

BanglaBook.org

শুরু হলো। নিজেদের সিট থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে রবার্টাকে দেখতে লাগল সবাই। স্টেজের ওপর অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে ড. রাইট।

বিজ্ঞান ভবনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল বেন, দ্রুত পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করল ইউনিভার্সিটির তুষার-ঢাকা ক্যাম্পাস ধরে। ভার হয়ে আছে ওর মন। ধূসর আকাশ থেকে ধীরে ধীরে ঝরে পড়ছে তুষারের কণা। কোটের কলার উপরে তুলে দিল ও। ক্যাম্পাসের কিনারে বেশ কিছু বিল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মাঝের ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের রাস্তা, ইউনিভার্সিটি পার্কিং লট আর ট্যাক্সি-স্ট্যান্ড। দুটো ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, ছাদ আর জানালায় তুষারের আস্তরণ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেদিকে হাঁটতে শুরু করল বেন। কান ফাটানো শব্দে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা প্লেন, কাছের এয়ারপোর্ট থেকে এইমাত্র উড়াল দিয়েছে আকাশে। দশ মিনিটের মাঝেই এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাবে ও, ফ্লাইটের আগের সময়টুকু ওখানেই কাটাবে।

ডাবল ডোর ঠেলে তুষারপাতের মাঝে বেরিয়ে এল রবার্টা, সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ক্যাম্পাসের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল। দূরে হেঁটে যাওয়া একটা মানুষের ওপর স্থির হলো ওর দৃষ্টি। এক নজরেই বুঝতে পারল মানুষটা কে। প্রায় ট্যাক্সি-স্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছে গেছে সে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে ড্রাইভার, পেছনের দরজাটা খুলে দিচ্ছে। রবার্টা জানে যে একবার যদি ও গাড়িতে উঠে বসে, তাহলে আর কখনও ওর দেখা পাবে না সে।

মানুষটার নাম ধরে চিৎকার করে ডাক দিল রবার্টা, কিন্তু সেই মুহূর্তে লেজে এয়ার কানাডার লাল ম্যাপল পাতার চিহ্ন নিয়ে গর্জন করে উড়ে যাওয়া একটা সেভেন ফোর্টিসেভেন বিমানের শব্দে ঢাকা পড়ে গেল ওর চিৎকার।

শুনতে পায়নি বেন।

দৌড়াতে শুরু করল রবার্টা, পায়ের জুতোগুলো তুষারে হাঁটার উপযুক্ত না হওয়ায় পিছলে যেতে চাইছে বারবার। অনুভব করল, গাল বেয়ে নেমে আসা উষ্ণ স্রোতকে জমিয়ে দিচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস। আবারও বেনের নাম ধরে চিৎকার করল ও। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট অবয়বটা থমকে দাঁড়াল এবার।

'বেন! যেও না!' চিৎকার করে বলা কথাটা শুনতে পেল বেন। চোখ বন্ধ করে ফেলল ও। রবার্টার গলায় এমন কিছু একটা ছিল, একটা হাহাকার; যেন ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠেছে কেউ। শক্ত কিছু একটা দলা পাকিয়ে উঠল বেনের গলায়। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ও। দেখল, ওর দিকে দৌড়ে আসছে রবার্টা, হাত দুটো দু'দিকে ছড়ানো। পেছনে তুষারে ফেলে আসছে পায়ের ছাপ।

BanglaBook.org

'যাবেন না, মিস্টার?' প্রশ্ন করল ট্যাক্সি ড্রাইভার।

কোন জবাব দিতে পারল না বেন। গাড়ির খোলা দরজার ওপর রয়েছে ওর হাত। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দরজাটা বন্ধ করে দিল ও। 'মনে হচ্ছে আরও কিছুক্ষণ থাকতে হবে আমাকে।'

বেনের দৃষ্টি অনুসরণ করে রবার্টাকে দেখতে পেল ড্রাইভার। হাসল সে। বলল, 'আমারও তাই মনে হয়।'

আবেগের ঝড়ে ডুবে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসা মানুষটার দিকে হাঁটতে শুরু করল বেন। দ্রুত হতে লাগল ওর হাঁটার গতি, তারপর দৌড়ে পরিণত হলো। রবার্টার নাম ধরে ডাক দিল ও, অনুভব করল চোখে পানি জমেছে।

স্কয়ারের শেষ প্রান্তে এসে মিলিত হলো দু'জন। ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রবার্টা।

তাকে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে নিল বেন। তুষারকণা লেগে আছে ওর চুলে।

❖

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

# লেখকের কথা

এই বইতে অ্যালকেমি, অ্যালকেমিক্যাল বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের যেসব কথা বলা হয়েছে সেগুলো সবই সত্যি। রহস্যময় ফুলকানেলি বলে সত্যিই একজন মানুষ ছিল, যাকে ধারণা করা হয় সর্বকালের সেরা অ্যালকেমিস্টদের একজন এবং গুরুত্বপূর্ণ সব জ্ঞানের রক্ষক হিসেবে। বিগত বছরগুলোতে তার পরিচয় সম্পর্কে নানা ধারণা তৈরি হয়েছে, কিন্তু তবুও এখনও সেটা একই রকম রহস্যময়। ফুলকানেলির এই রহস্যে আকৃষ্ট হয়েছেন ইটালিয়ান হরর ফিল্ম নির্মাতা দারিও আর্জেন্টোর মতো বিখ্যাত ব্যক্তি। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি পাওয়া তাঁর *ইনফার্নো* সিনেমায় ফুলকানেলির ওপর নির্ভর করে তৈরি করা একটি অ্যালকেমিস্ট চরিত্রকে দেখা যায়। আরও একজন ছিলেন ফ্র্যাংক জাপা, যিনি *'বাট হু ওয়াজ ফুলকানেলি?'* শিরোনামে একটি গান লেখেন। এছাড়াও, ইদানীংকালের মধ্যে বিবিসি টেলিভিশন সিরিজ *'সি অভ সোউলস-এ'* একটি চরিত্রকে দেখা গেছে যে ফুলকানেলি হতেও পারে, আবার নাও পারে।

গত তিন শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ অ্যালকেমির শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে চায়নি। যদিও এই পরিস্থিতি হয়তো খুব শীঘ্রই বদলে যাবে। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে আইজ্যাক নিউটনের কিছু অ্যালকেমি গবেষণাপত্র পুনরুদ্ধার করা হয়, যা প্রায় আশি বছর ধরে হারানো অবস্থায় ছিল। লন্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজের বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস যে অ্যালকেমি নিয়ে গবেষণা করার ফলেই নিউটনের প্রধান কিছু আবিষ্কার, যেমন পদার্থবিজ্ঞান এবং মহাকাশবিজ্ঞানে তাঁর বিভিন্ন তত্ত্বের উদ্ভাবন ঘটে। আধুনিক বিজ্ঞানের হাতে মানুষের অজ্ঞানতা যতই দূরীভূত হচ্ছে, ততই বোঝা যাচ্ছে যে প্রাচীন অ্যালকেমিস্টরা ছিলেন খুব সম্ভব সত্যিকারের এবং প্রথম দিকের কোয়ান্টাম ফিজিসিস্টের দল, ঠিক যেমনটা এই বইতে বলেছে ড. রবার্টা রাইডার।

ক্যাথলিক চার্চ এবং ইনকুইজিশনের হাতে সংঘটিত গণহত্যার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা সবই ঐতিহাসিক সত্য, বরং ইতিহাসে হয়তো কিছুটা কমিয়েই বলা হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সংগঠিত ক্যাথার ক্রুসেড হচ্ছে ক্যাথলিক চার্চের ইতিহাসের অন্যতম অন্ধকারময় একটা অধ্যায়। এই সময়ে পুরো দক্ষিণ ফ্রান্স জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল নৃশংস অত্যাচার আর নির্মমতা, যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের নির্দেশে খ্রিস্টান ধর্মের একটি শান্তিপূর্ণ

শাখা ক্যাথারিজমকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দেয়া। তবে পোপের আসল উদ্দেশ্য যতটা না ছিল ধর্মীয় রীতিনীতির সংরক্ষণ, তার চাইতে বেশি ছিল জমি দখল এবং বিশেষ করে ক্যাথারদের কিংবদন্তীর হারানো গুপ্তধনের সন্ধান লাভ। *'দ্য অ্যালকেমিস্ট'স সিক্রেট'* বইতে ঐতিহাসিক অ্যানা ম্যানজিনি যেমনটা লিখেছে, আজ পর্যন্ত কেউ জানে না যে ক্যাথাররা কোন গুপ্তধন পাহারা দিয়ে রেখেছিল, অথবা সেই গুপ্তধন এখন কোথায়?

শার্ল-এদুয়ার্দ জ্যানেরে, যার অপর নাম হচ্ছে লে করবুসিয়ে অথবা কেবল করবু, তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রতিভাবান এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী স্থপতি। 'দাঁড়কাকের বাসা' এবং তার নিচে লুকানো গুপ্তধনের ব্যাপারটা উপন্যাসের কাহিনীর প্রয়োজনে কাল্পনিকভাবে সৃষ্টি করা হলেও এটা সত্যি যে লে করবুসিয়েকে ক্যাথারদের শেষ বংশধরদের একজন বলে ধরা হয়। গুপ্তবিদ্যার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল সারা জীবন ধরে, এবং সে কারণেই নিজের স্থাপত্যকর্মের বিভিন্ন জায়গায় বারবার 'সোনালি অনুপাত'-এর ব্যবহার করেছেন তিনি, গণিতবিদদের কাছে যার পরিচয় হচ্ছে 'ফাই' নামে। কিছু কিছু বিজ্ঞানীর মতে, প্রকৃতির এই আশ্চর্য রাশিমালার নিয়ম মেনেই নাকি সকল বস্তুর গঠন তৈরি হয়। প্রাচীন অ্যালকেমিস্টদের কাছেও এই 'সোনালি অনুপাত' গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে রহস্যজনকভাবে পানিতে ডুবে মারা যান লে করবুসিয়ে। তাঁর মৃত্যু এখনও রহস্যই হয়ে আছে।

রেনে-লে-শ্যাতো গ্রামের চারদিকে অবিশ্বাস্য রকমের নিখুঁত জ্যামিতিক নকশার অস্তিত্ব সত্যিই আছে, এবং ম্যাপের ওপর রেখা কেটে সত্যিই সেই জোড়া বৃত্ত এবং তারার নকশা তৈরি করা যায়, যার কথা বলা হয়েছে এই বইয়ে। কেউ জানে না এটা কারা তৈরি করেছিল, এবং কবে তৈরি করেছিল। এই অদ্ভুত নকশার অস্তিত্বের ওপরে ভিত্তি করেই উপন্যাসে ধরে নেয়া হয়েছে যে এটা হয়তো কোনো গোপন গুপ্তধনের চিহ্ন। এখনও গুপ্তধন-শিকারীদের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এই রেনে-লে-শ্যাতো।

রুডলফ হেস নামে কুখ্যাত সেই নাৎসি এবং অ্যাডলফ হিটলারের সহকারী সত্যিই দ্য ওয়াচমেন (লে ভেলিউস) নামে এক গোপন সংগঠনের সদস্য ছিল। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে প্যারিসে এই সংগঠনের সদস্যদের একত্রিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, ঠিক যেই সময়টায় অ্যালকেমিস্ট ফুলকানেলি নিজে প্যারিসে থাকার কথা বলে গেছেন। হেসের জন্মস্থান ছিল আলেকজান্দ্রিয়া, এবং গুপ্তবিদ্যা আর অ্যালকেমির প্রতি সত্যিই তীব্র আগ্রহী ছিল সে। এসব ব্যাপারের প্রতি অ্যাডলফ হিটলারের নিজস্ব আগ্রহ তৈরির পেছনেও হয়তো হেসেই দায়ী ছিল। নাৎসিরা যে যুদ্ধের খরচ এবং হাজার বছর ব্যাপী রাইখ বা রাজত্ব তৈরি করার জন্য অ্যালকেমির মাধ্যমে সোনা তৈরির

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

চিন্তাভাবনা করছিল সেটার সম্ভাবনাও ঐতিহাসিকভাবে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

গ্ল্যাডিয়াস ডোমিনি সংগঠনটি কাল্পনিক। তবে গত পনেরো বছরে পুরো বিশ্বজুড়ে উগ্র মৌলবাদী ধর্মীয় সংগঠনের উত্থান হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে, এবং যাদের অনেক খ্রিস্টান। অসহনশীলতা এবং গোঁড়ামি প্রচার করছে তারা। প্রাচীন ক্রুসেডগুলোর ভয়াবহতাকে ছাপিয়ে যেতে পারে এমন এক নতুন ধর্মযুদ্ধ শুরু হওয়ার জন্য আদর্শ পরিবেশ বিরাজ করছে এখন পৃথিবীতে।

আশা করি *'দ্য অ্যালকেমিস্ট'স সিক্রেট'* বইটি লেখার সময় আমি যতটা আনন্দ পেয়েছি, আপনারাও ঠিক ততটাই আনন্দ পাবেন পড়ার সময়। বেন হোপের সাথে আবার দেখা হবে আপনাদের।

**স্কট ম্যারিয়ানি**

**সমাপ্ত**